আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান।

চরক, সুশ্রুত, আত্রেয়-সংহিতা, হারীত, বাগ্ভট, রসেন্দ্রচিন্তামণি, রসরত্নাকর
ও ভাবপ্রকাশাদি বিবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থহইতে সঙ্কলিত
সংস্কৃত মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত

শ্রীবিনোদ লাল সেন গুপ্ত কবিরাজ
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

তৃতীয় খণ্ড।

দ্রব্যস্থান।

AYURVEDA VIJNANA

OR

HINDU SYSTEM OF MEDICINE

COMPILED AND TRANSLATED FROM

SANSKRIT TREATISES ON MEDICINE SURGERY, CHEMISTRY &c.

WITH THE ORIGINAL TEXTS

BY

KAVIRAJ BINOD LAL SEN.

Vol III

কলিকাতা।

১৭৬ নং লোয়ার চিৎপুর রোড ফৌজদারীর বালাখানা।

আয়ুর্ব্বেদ যন্ত্রে

শ্রীমিহিরচন্দ্র রায় দ্বারা মুদ্রিত।

শকাব্দা ৮০৩।

বিজ্ঞাপন।

আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞানের দ্রব্যখণ্ডান সংস্কৃত মূল ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। চরক, সুশ্রুত, ভাবপ্রকাশ ও ধন্বন্তরি নির্ঘণ্ট প্রভৃতি বিবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ হইতে ইহা সংগৃহীত হইয়াছে এতদ্ব্যতীত ইহাতে আর কয়েকটি দ্রব্যের গুণও সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। ইহাতে দ্রব্য সমুদায়ের পর্য্যায়, গুণ, মাত্রা ও তাহার কোন অংশ ব্যবহার্য্য ইত্যাদি বিষয় বিশেষ রূপে বিবৃত হইয়াছে।

কলিকাতা
আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়
আষাঢ় ১৮৮৩ শক

শ্রীবিনোদ লাল সেন গুপ্ত।

সূচীপত্রম্ ।

১ অধ্যায়ঃ ।

বৃষ্যবর্গঃ ।

২ অধ্যায়ঃ ।

রসায়নবর্গঃ ।

৩ অধ্যায়ঃ ।

বাতঘ্নবর্গঃ ।

৪ অধ্যায়ঃ ।

পিত্তঘ্নবর্গঃ ।

২৬ অধ্যায়ঃ ।

। শাকবর্গঃ ।

বিষয়ঃ		পৃষ্ঠা
৩২ অধ্যায়ঃ।		
নবনীতবর্গঃ।		

পরিশিষ্টম্ ।

রসায়নবর্গঃ ।

বাতঘ্নবর্গঃ ।

পিত্তঘ্নবর্গঃ

কফঘ্নবর্গঃ ।

বিরেচনীয়বর্গঃ ।

মূত্রবিরেচনীয়বর্গঃ ।

আর্ত্তবসংগ্রাহি বর্গঃ ।

গন্ধবর্গঃ ।

জ্বরঘ্নবর্গঃ ।

কাসঘ্নবর্গঃ ।

কণ্ডূঘ্নবর্গঃ ।

ক্ষতঘ্নবর্গঃ ।

পুষ্পবর্গঃ ।

ফলবর্গঃ ।

শাকবর্গঃ ।

ইতি সূচিপত্রং সমাপ্তম্ ।

অকারাদিক্রমে বাঙ্গালা

সূচীপত্র।

* প, পরিশিষ্টের পৃষ্ঠা।

ফ।

ব।

সূচীপত্র সমাপ্ত।

আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞানম্।

দ্রব্যস্থানম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

বৃষ্যবর্গঃ।

জীবকর্ষভকৌ।

জীবকর্ষভকৌ জ্ঞেয়ৌ হিমাদ্রিশিখরোদ্ভবৌ।
রসোনকন্দবৎ কন্দৌ নিঃসারৌ সূক্ষ্মপত্রকৌ॥
জীবকঃ কূর্চকাকারঃ ঋষভো বৃষশৃঙ্গবৎ।
জীবকো মধুরঃ শৃঙ্গো হ্রস্বাঙ্গঃ কূর্চশীর্ষকঃ॥
ঋষভো বৃষভো বীরো বিষাণো ধ্রাঙ্ক্ষ ইত্যপি।
জীবকর্ষভকৌ বল্যৌ শীতৌ শুক্রকফপ্রদৌ॥
মধুরৌ পিত্তদাহাস্রকার্শ্যবাতক্ষয়াপহৌ।

জীবক ও ঋষভক।

জীবক ও ঋষভক এই দুই প্রকার উদ্ভিদ হিমালয় পর্ব্বতের শৃঙ্গে উৎপন্ন হয়। ইহরা সার হন, ইহাদের কন্দ রশুনের ন্যায়, পত্র সূক্ষ্ম। জীবক বৃক্ষের আকার কর্চ্চকের ন্যায়, ঋষভকের আকৃতি বৃষশৃঙ্গের ন্যায়। জীবক, মধুর, শৃঙ্গ, হ্রস্বাঙ্গ ও কূর্চ্চশীর্ষক এই গুলি জীবকের নাম এবং ঋষভ, বীর, বিষাণ ও ধ্রাঙ্ক্ষ এই গুলি ঋষভের পর্য্যায়। জীবক ও ঋষভক এই উভয়েই বলকারক, শীতল, শুক্রজনক, কফবর্দ্ধক ও মধুর। ইহারা পিত্ত, দাহ রক্তদোষ, কৃশতা, বায়ু ও ক্ষয় রোগ নষ্ট করে।

মেদা মহামেদে।

মহামেদাভিধঃ কন্দো মোরঙ্গাদৌ প্রজায়তে।
মহামেদাবনৌ মেদা স্যাদিত্যুক্তং মুনীশ্বরৈঃ॥
শুক্লার্দ্রকনিভঃ কন্দো লতাজাতঃ সুপাণ্ডুরঃ।
মহামেদাভিধো জ্ঞেয়ো মেদালক্ষণমুচ্যতে॥
শুক্লকন্দো নখচ্ছেদ্যো মেদোধাতুমিব স্রবেৎ।
যঃ স মেদেতি বিজ্ঞেয়ো জিজ্ঞাসা তৎপরৈর্জনৈঃ॥
স্বল্পপর্ণী মণিচ্ছিদ্রা মেদা মেদোভবা ধরা।
মহামেদা বসুচ্ছিদ্রা ত্রিদন্তী দেবতা মণিঃ॥
মেদাযুগং গুরু স্বাদু বৃষ্যং স্তন্যকফাবহম্।
বৃংহণং শীতলং পিত্তরক্তবাতজ্বরপ্রণুৎ॥

মেদা ও মহামেদা।

মহামেদা নামক কন্দ মোরঙ্গ প্রভৃতি স্থানে জন্মে। যেখানে মহামেদা উৎপন্ন হয় মেদাও সেই স্থানে জন্মিয়া থাকে। মহামেদা দেখিতে শ্বেতবর্ণ আদার ন্যায়, লতা জাত কন্দ বিশেষ, সুন্দর পাণ্ডুবর্ণ। মেদা শুক্লবর্ণ কন্দ, নখ দ্বারা ছেদন করা যায়, ছেদন করিলে মেদের ন্যায় আটা নির্গত হইয়া থাকে। স্বল্পপর্ণী, মণিচ্ছিদ্রা, মেদা, মেদোভবা ও ধরা এই গুলি মেদার পর্য্যায়; মহামেদা, বসুচ্ছিদ্রা, ত্রিদন্তী, দেবতা, মণি এইগুলি মহামেদার নাম। মেদা ও মহামেদা গুরু, স্বাদু, শুক্রজনক, স্তন্যবর্দ্ধক, কফজনক, পুষ্টিকারক, শীতল, রক্তপিত্ত নাশক ও বাতজ্বর শান্তিকর।

কাকোলী ক্ষীরকাকোল্যৌ।

জায়তে ক্ষীরকাকোলী মহামেদোদ্ভব স্থলে।
যত্র স্যাৎ ক্ষীরকাকোলী কাকোলী তত্রজায়তে॥
পীবরীসদৃশঃ কন্দঃ ক্ষীরংস্রবতি গন্ধবান্।
স প্রোক্তা ক্ষীরকাকোলী কাকোলী লিঙ্গমুচ্যতে॥
যথা স্যাৎ ক্ষীরকাকোলী কাকোল্যপি তথা ভবেৎ।
এষা কিঞ্চিদ্ভবেৎ কৃষ্ণা ভেদোঽয়মুভয়োরপি॥
কাকোলী বায়সোলী চ বীরা কায়স্থিকা তথা।
সা শুক্লা ক্ষীরকাকোলী বয়স্থা ক্ষীরবল্লিকা॥
কথিতা ক্ষীরিণী ধীরা ক্ষীরশুক্লা পয়স্বিনী।
কাকোলী যুগলং শীতং শুক্রলং মধুরংগুরু॥
বৃংহণং বাতদাহাস্র পিত্তশোষ জ্বরাপহম্॥

কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলী।

যেখানে মহামেদ জন্মে, কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলীও সেই খানেই জন্মিয়া থাকে। ক্ষীরকাকোলী কন্দ বিশেষ, দেখিতে শতমূলীর কন্দের ন্যায় ও একপ্রকার বিশেষ গন্ধযুক্ত, উহা হইতে আঠা নির্গত হয়। কাকোলী কিঞ্চিৎ কৃষ্ণবর্ণ, উভয়ের এই মাত্র ভেদ। কাকোলী, বায়সোলী, বীরা ও কায়স্থিকা এই গুলি কাকোলীর পর্য্যায়। ক্ষীরকাকোলী শুক্লবর্ণ, ক্ষীরকাকোলীর অন্যান্য নাম এই বয়স্থা, ক্ষীরবল্লিকা, ক্ষীরিণী, ধীরা, ক্ষীরশুক্লা ও পয়স্বিনী, দুই প্রকার কাকোলীই শীতল, শুক্রজনক, মধুর, গুরু, পুষ্টিকারক ও বায়ুনাশক। দাহ, রক্তপিত্ত, শোষ ও জ্বর রোগে উপকারক।

ঋদ্ধিবৃদ্ধী।

ঋদ্ধির্বৃদ্ধিশ্চ কন্দৌ দ্বৌ ভবতঃ কোশযামলে।
শ্বেতলোমান্বিতঃ কন্দো লতাজাতঃ সরন্ধ্রকঃ॥
স এব ঋদ্ধির্বৃদ্ধিশ্চ ভেদমপ্যুভয়োর্ব্রুবে।
তুলগ্রন্থিসমা ঋদ্ধির্বামাবর্ত্ত ফলা চ সা॥
বৃদ্ধিস্তু দক্ষিণাবর্ত্ত ফলা প্রোক্তা মহর্ষিভিঃ।
ঋদ্ধির্যোগ্যং সিদ্ধিলক্ষ্ম্যৌ বৃদ্ধেরপ্যাহ্বয়া ইমে॥
ঋদ্ধির্বল্যা ত্রিদোষঘ্নী শুক্রলা মধুরা গুরুঃ।
প্রাণৈশ্বর্য্যকরী মূর্চ্ছা রক্তপিত্ত বিনাশিনী॥
বৃদ্ধির্গর্ভপ্রদা শীতা বৃংহণী মধুরা স্মৃতা।
বৃষ্যা পিত্তাস্রশমনী ক্ষতকাস ক্ষয়াপহা॥
রাজ্ঞামপ্যষ্টবর্গস্থ যতোঽয়মতিদুর্লভঃ।
তস্মাদস্য প্রতিনিধিং গৃহ্নীয়াত্তদ্গুণংভিষক্॥

ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি।

ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি উহারা লতা জাত কন্দ বিশেষ, কোশযামল প্রদেশে উৎপন্ন হয়, ঐ কন্দের গাত্রে শ্বেতবর্ণ লোমের ন্যায় উৎপন্ন হইয়া থাকে, মধ্যে মধ্যে ছিদ্র থাকে, ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি উভয়ের ভেদ এই— ঋদ্ধি তুলার গ্রন্থির ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট, যেমন শঙ্খে আবর্ত্ত (পেঁচ) থাকে উহাতেও বামদিকে সেইরূপ আবর্ত্ত থাকে। যোগ্য, সিদ্ধি ও লক্ষ্মী এই গুলি পর্য্যায় জানিবে। ঋদ্ধি বলকারক, ত্রিদোষ নাশক, শুক্রজনক, মধুর, গুরু, আয়ুর্বর্দ্ধক ঐশ্বর্য্যপ্রদ, মূর্চ্ছা নাশক ও রক্ত পিত্তনাশক। বৃদ্ধি গর্ভপ্রদ, শীতল, পুষ্টিকারক, মধুর, শুক্রজনক, রক্তপিত্ত নাশক, ক্ষতকাস ও ক্ষয়রোগে উপকারক।

এই অষ্টবর্গ রাজাদিগেরও অতি দুর্লভ অতএব অষ্টবর্গের পরিবর্ত্তে ইহার সদৃশ গুণ দ্রব্য ব্যবহার করিবে যাহা আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞানের প্রথম খণ্ডের ২৩ পৃষ্ঠায় দ্রব্য প্রতিনিধিতে লেখা হইয়াছে।

এই অষ্টবর্গোক্ত দ্রব্য সকলের মধ্যে ক্ষীরকাকোলী অপ্রাপ্য নহে। বঙ্গদেশীয় চিকিৎসকগণ পীবরী শব্দের পলাণ্ডু অর্থ করিয়া তৎসদৃশ কন্দ বিশেষকে ক্ষীরকাঁকলা বলেন। অনেকে কাঁকলাকে কাকোলী বলিয়া থাকেন, কিন্তু বাস্তবিক

তাহা নহে। কাকলার সংস্কৃত নাম কক্কোল উহা গন্ধদ্রব্য, ফল বিশেষ। কাকোলী ক্ষীরকাকোলীর ন্যায় এক প্রকার কন্দ।

অষ্টবর্গঃ।

জীবকর্ষভকৌ মেদে কাকোল্যৌ ঋদ্ধিবৃদ্ধিকে।
অষ্টবর্গোঽষ্টভির্দ্রব্যৈঃ কথিতশ্চরকাদিভিঃ॥
অষ্টবর্গো হিমঃ স্বাদু বৃংহণঃ শুক্রলো গুরুঃ।
ভগ্নসন্ধানকৃৎ কাম বলাস বলবর্দ্ধনঃ॥
বাতপিত্তাস্র তৃড্‌দাহ জ্বরমেহ ক্ষয়প্রণুৎ॥

অষ্টবর্গ।

উল্লিখিত জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি এই অষ্ট দ্রব্যকে অষ্টবর্গ কহে। অষ্টবর্গ শীতল, স্বাদু, পুষ্টিকারক, শুক্রজনক, গুরু, ভগ্ন স্থানের সংযোজক, কামবর্দ্ধক, কফজনক ও বলকারক এবং বায়ু জন্য রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর, মেহ ও ক্ষয়রোগে উপকারক,

---

মুদ্‌গপর্ণী।

মুদ্‌গপর্ণী কাকপর্ণী সূর্য্যপর্ণ্যল্পিকা সহা।
কাকমুদ্‌গা চ সা প্রোক্তা তথা মার্জ্জারগন্ধিকা॥
মুদ্‌পর্ণী হিমা রুক্ষা তিক্তা স্বাদুশ্চ শুক্রলা।
চক্ষুষ্যা ক্ষতশোথঘ্নী গ্রাহিণী জ্বরদাহনুৎ॥
দোষত্রয়হরী লঘ্বী গ্রহণ্যর্শোঽতিসারজিৎ।
বাতরক্তং ক্ষয়ং কাসং নাশয়ত্যবিকল্পতঃ॥
অস্যা মাত্রা ৪ মাষকাঃ।

মুগানি (বনমাষা)।

পর্য্যায়। মুদ্‌গপর্ণী, কাকপর্ণী, সূর্য্যপর্ণী অল্পিকা, সহা, কাকমুদ্‌গা ও মার্জ্জারগন্ধিকা।

গুণ। শীতল, রুক্ষ, তিক্ত, স্বাদু-শুক্রজনক চক্ষের হিতকারক, গ্রাহী, লঘু ও ত্রিদোষ নাশক।

প্রয়োগ। ক্ষত শোথ, জ্বর, দাহ, গ্রহণী, অর্শঃ, অতিসার, কাস, বাতরক্ত ও ক্ষয় প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃেয়। এই লতার সমস্ত অংশ গ্রহণীয়। মাত্রা ৪ মাষা।

মাষপর্ণী।

মাষপর্ণী সূর্য্যপর্ণী কাম্বোজী হয়পুচ্ছিকা।
পাণ্ডুলোমশপর্ণী চ কৃষ্ণবৃন্তা মহাসহা॥
মাষপর্ণী হিমা তিক্তা রুক্ষা শুক্রবলাশকৃৎ।
মধুরা গ্রাহিণী শোথবাতপিত্তজ্বরাস্রজিৎ॥
মাত্রা ৪ মাষকাঃ।

মাষানি (বনমাষ)।

পর্য্যায়। মাষপর্ণী, সূর্য্যপর্ণী, কাম্বোজী, হয়পুচ্ছিকা, পাণ্ডুলোমশপর্ণী, কৃষ্ণবৃন্তা ও মহাসহা।

গুণ। শীতল, তিক্ত, রুক্ষ, শুক্রজনক, কফকারক, মধুর ও গ্রাহী।

প্রয়োগ। শোথ, বাতপিত্ত জ্বর ও রক্ত দোষে ব্যবহার্য্য। এই লতার সমস্ত অংশ গ্রহণীয়। মাত্রা ৪ মাষা।

জীবন্তী।

জীবন্তী জীবনী জীবা জীবনীয়া মধুস্রবা।
মঙ্গল্য নামধেয়া চ শাকশ্রেষ্ঠা পয়স্বিনী॥
জীবন্তী শীতলা স্বাদুঃ স্নিগ্ধা দোষত্রয়াপহা।
রসায়নী বলকরী চক্ষুষ্যা গ্রাহিণী লঘুঃ॥
রক্তপিত্তং ক্ষয়ং হন্তি দাহঘ্নং সুরশোধিনী॥
মাত্রা ২ মাষকৌ।

জীবন্তী।

জীবন্তী, জীবনী, জীবা, জীবনীয়া, মধুস্রবা, শাকশ্রেষ্ঠা ও পয়স্বিনী এইগুলি এবং মঙ্গল বাচক শব্দ সমস্ত ইহার পর্য্যায়। ইহা শীতল, স্বাদু, স্নিগ্ধ, ত্রিদোষ নাশক, রসায়নী, বলকারক, চক্ষুর হিতজনক,

গ্রাহী ও লঘু। এবং রক্তপিত্ত, ক্ষয়, দাহ ও স্বরদোষ নিবারক। ইহার সমস্তই গ্রাহ্য। মাত্রা ।০ তোলা।

যষ্টীমধু।

যষ্টীমধু তথা যষ্টীমধুকং ক্লীতকং তথা।
অন্যৎ ক্লীতনকন্তত্তু ভবত্যুপ মধুলিকা॥
যষ্টী হিমা গুরুঃ স্বাদ্বী চক্ষুষ্যা বলবর্ণকৃৎ।
সুস্নিগ্ধা শুক্রলা কেশ্যা স্বর্য্যাপিত্তানিলাস্রজিৎ।
ব্রণশোথ বিষচ্ছর্দ্দি তৃষ্ণা গ্লানিক্ষয়াপহা।
শোষদাহারুচিঘ্নী চ কাসানান্ত বিনাশয়েৎ॥
মাত্রা ২ মাষকৌ।

যষ্টীমধু।

যষ্টীমধু, যষ্টীমধুক, ক্লীতক, ক্লীতনক, উপমধুলিকা এই গুলি যষ্টিমধুর পর্য্যায়। গুণ। যষ্টীমধু, শীতল, গুরু, মিষ্ট, চক্ষুর হিতকারক, বলকারক, বর্ণের উৎকর্ষ সম্পাদক, সুস্নিগ্ধ, শুক্রজনক, কেশের পক্ষে হিতকারক ও স্বরের উৎকৃষ্টতা সম্পাদক। যষ্টিমধু সেবনে ব্রণ, শোথ, বিষদোষ, বমি, তৃষ্ণা, গ্লানি, ক্ষয়রোগ, বাতপিত্ত, শোষ, দাহ, অরুচি ও কাসরোগ নষ্ট হয়। মাত্রা ২ মাষা।

জীবনীয়গণ।

অষ্টবর্গশ্চ পর্ণিন্যৌ জীবন্তী মধুকন্তথা।
জীবনীয়গণঃ প্রোক্তো জীবকস্তু পুনস্তথা॥

উল্লিখিত অষ্টবর্গ, মুদ্গপর্ণী, মাষপর্ণী, জীবন্তী ও যষ্টীমধু ইহাদিগকে জীবনীয় গণ কহে। এই দ্বাদশ দ্রব্যের মধ্য হইতে ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট দশ দ্রব্যকে জীবনীয় দশক বলাযায়। ইহারাও জীবনীয়গণ বলিয়া পরি গণিত।

কপিকচ্ছুঃ।

কপিকচ্ছুরাত্মগুপ্তা বৃষ্যা প্রোক্তা চ মর্কটী।
অজরা কণ্ডুরা ব্যঙ্গা দুঃস্পর্শা প্রাবৃষায়ণী॥
লাঙ্গলী শূকশিম্বী চ সৈব প্রোক্তা মহর্ষিভিঃ।
কপিকচ্ছুর্ভৃশং বৃষ্যা মধুরা বৃংহণী গুরুঃ॥
তিক্তা বাতহরী বল্যা কফপিত্তাস্রনাশিনী।
ব্রণদোষপ্রশমনী শ্বাসকাসাপনোদিনী॥
তদ্বীজং বাতশমনং স্মৃতং বাজীকরং পরম্।

আলকুশী। হিন্দী কেওয়াচ।

পর্য্যায়। কপিকচ্ছু, আত্মগুপ্তা, বৃষ্যা, মর্কটী, অজরা, কণ্ডুরা, ব্যঙ্গা, দুঃস্পর্শা, প্রাবৃষায়ণী, লাঙ্গলী ও শূকশিম্বী। গুণ। [illegible] মধুর, পুষ্টিকারক, গুরু, তিক্ত, [illegible], বলকর, কফনাশক রক্তপিত্ত শান্তিকর, ব্রণদোষ প্রশমক ও শ্বাসকাস নিবারক। ইহার [illegible] শান্তিকর ও অত্যন্ত বাজীকর [illegible] মাত্রা ১ রতি। মূলের মাত্রা [illegible] ।০ তোলা।

মাংসরোহিণী।

মাংসরোহিণ্যতিরুহা বৃত্তা চর্ম্মকরী কশা।
প্রহারবল্লী বিকশা বীরবত্যপি কথ্যতে॥
স্যান্মাংসরোহিণী বৃষ্যা সরা দোষত্রয়াপহা॥
মাত্রা ১ মাষকঃ।

চামারকষা।

পর্য্যায়। মাংসরোহিণী, অতিরুহা, বৃত্তা, চর্ম্মকরী, কশা, প্রহারবল্লী, বিকশা ও বীরবতী।

গুণ। বৃষ্য, সর ও ত্রিদোষ নাশক। মাত্রা ১ মাষা।

বলাচতুষ্টয়ম্।

বলা বাট্যালিকা বাট্যা সৈব বাট্যালকাঽপি চ।
মহাবলা পীতপুষ্পা সহদেবী চ সা স্মৃতা॥

ততোঽন্যাতিবলা ঋষ্যপ্রোক্তা কঙ্কতিকা চ সা।
গাঙ্গেরুকী নাগবলা জ্ঞেয়া হ্রস্বা গবেধুকা ॥
বলা চতুষ্টয়ং শীতং মধুরং বলকান্তিকৃৎ।
স্নিগ্ধং গ্রাহি সমীরাস্র পিত্তাস্র ক্ষত নাশনম্ ॥
বলামূল ত্বচ শ্চূর্ণং পীতং সক্ষীরশর্করম্।
মূত্রাতি সারংহরতি দৃষ্ট মেতন্ন সংশয়ঃ ॥
হরেন্মহাবলা কৃচ্ছ্রং ভবেদ্বাতানুলোমনী।
হন্যাদতিবলা মেহং পয়সা সিতয়া সমম্ ॥
মাত্রা ৪ মাষা।

চারি প্রকার বেড়েলা।

বলা, বাট্যালিকা, বাট্যালকা এই তিনটী শ্বেতবলার পর্য্যায় বাঙ্গালা শ্বেতবেড়েলা হিন্দী বরিয়া। মহাবলা, পীতপুষ্পা ও সহদেবী এই তিনটী পীতবলা পর্য্যায় বাং, ঝোকা বেড়েলা ইহার পুষ্প পীতবর্ণ হয়। হিন্দী সহদেবী। অতিবলা, ঋষ্যপ্রোক্তা কঙ্কতিকা এই তিনটী অতিবলার নাম হিন্দী কক্‌হিয়া। গাঙ্গেরুকী, নাগবলা, হ্রস্বা ও গবেধুকা এই কয়টী নাগবলার পর্য্যায় হিন্দী গুলসকরী।

গুণ। বলাচতুষ্টয় শীতল, মধুর, বলকারক কান্তি প্রদ, স্নিগ্ধ ও গ্রাহী।

প্রয়োগ। বেড়েলার মূলের ত্বক্ চূর্ণ করিয়া দুগ্ধ ও চিনির সহিত সেবন করিলে মূত্রাতীসার রোগ দূর হয়। মহাবলা মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ নিবারণ করে ও বায়ুর অনুলোম হয় অর্থাৎ বায়ুকে অধোদিকে নিঃসারিত করে। দুগ্ধ ও চিনির সহিত অতিবলা সেবন করিলে মেহরোগ নিবৃত্ত হয়। ইহার মূল, অভাবে সমস্ত অংশই গ্রহণীয়। মাত্রা ৪ মাষা।

কার্পাসী।

কার্পাসী তুণ্ডকেরী চ সমুদ্রান্তা চ কথ্যতে।
কার্পাসকী লঘুঃ কোষ্ণা মধুরা বাতনাশিনী ॥
তৃষ্ণাদাহারতি শ্রান্তি ভ্রান্তি মূর্চ্ছা প্রাণাশিনী।
তৎপত্রাণং সমীরঘ্নং রক্তকৃন্মূত্র বর্দ্ধনম্।
তৎকর্ণ পীড়কানাদ পূয়াস্রাব বিনাশনম্ ॥
তদ্বীজং স্তন্যদং বৃষ্যং স্নিগ্ধং কফকরং গুরু ॥
মাত্রা ২ মাষকৌ।

কার্পাস।

পর্য্যায়। কার্পাসী, তুণ্ডিকেরী ও সমুদ্রান্তা এই সকল শব্দ ইহার পর্য্যায়। কার্পাস লঘু, ঈষদুষ্ণ, মধুর ও বাত নাশক। ইহা সেবন করিলে তৃষ্ণা, দাহ, চিত্ত বৈকল্য, শ্রান্তি, ভ্রম ও মূর্চ্ছা নিবারণ হয়। ইহার পত্র বায়ুনাশক, রক্ত জনক, ইহা ব্যবহারে কর্ণের ব্রণ, কর্ণনাদ ও কর্ণ হইতে পূয নির্গম নিবারণ হয়। কার্পাস বীজ স্তনে দুগ্ধোৎপাদক, বৃষ্য, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্ম জনক ও গুরু। ইহার বীজের মাত্রা ২ মাষা।

বারাহীকন্দঃ।

বারাহীকন্দ এবান্যৈশ্চর্ম্মকারালুকো মতঃ।
আনূপে স ভবেদ্দেশে বরাহ ইব লোমবান্ ॥
বিদারী স্বাদুকন্দা চ সা তু ক্রোষ্ট্রী সিতা স্মৃতা।
ইক্ষুগন্ধা ক্ষীরবল্লী ক্ষীরশুক্লা পয়স্বিনী ॥
বারাহবদনা গৃষ্টির্বদরেত্যপি কথ্যতে।
বিদারী মধুরা স্নিগ্ধা বৃংহণী স্তন্যশুক্রদা ॥
শীতা,স্বর্য্যা মূত্রলা চ জীবনী বলবর্ণদা।
গুরুঃ পিত্তাস্র পবন দাহান্ হন্তি রসায়নী ॥
মাত্রা ৪ মাষকাঃ।

বারাহীকন্দকে কেহ কেহ চর্ম্মকারালুক কহেন। নিম্ন ভূমিতে জন্মে ইহার গাত্রে বরাহের ন্যায় লোম উৎপন্ন হয়। এই নিমিত্ত ইহার নাম বারাহীকন্দ।

ইহার পর্য্যায়। বিদারী, স্বাদুগন্ধা শুক্ল বিদারীকে ক্রোষ্ট্রী, ইক্ষুগন্ধা, ক্ষীরবল্লী, ক্ষীরশুক্লা, পয়স্বিনী, বরাহবদনা, গৃষ্টি ও বদরা কহে।

গুণ। ইহা মধুর, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকারক, স্তনে দুগ্ধোৎপাদক, শুক্রজনক, শীতল, স্বরপরিষ্কারক, মূত্রকারক, জীবনীশক্তি সম্পাদক, বলকারক, রসায়ন, বর্ণপ্রদ ও গুরু। ইহা রক্তপিত্ত, বায়ু ও দাহ নাশ করে। মাত্রা ৪ মাষা।

বারাহীকন্দ ও ভূমিকুষ্মাণ্ড একজাতীয় কন্দ। এতদ্দেশে বারাহীকন্দের পরিবর্ত্তে ভূমিকুষ্মাণ্ড ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বিদারী।

ক্ষীরশুক্লেক্ষুগন্ধা চ ক্রোষ্ট্রী শুক্লা শৃগালিকা।
বৃষ্যকন্দা স্বাদুকন্দা বিদারী চ বিদারিকা।
ভূকুষ্মাণ্ডী স্বাদুলতা গজেষ্টা বারিবল্লভা।
বৃষ্যবল্লী বিড়ালী চ সা স্নিগ্ধা মধুরা হিমা॥
গুর্ব্বী বলাগ্নিজননী পুষ্টিদা বীর্য্যবর্দ্ধিনী।
রক্তপিত্তভ্রমশ্রান্তি তৃষ্ণা মূর্চ্ছাপনোদিনী।
বাতপিত্তপ্রশমনী বল্যা বৃষ্যা রসায়নী।
মাত্রা ৪ মাষকাঃ।

ভূমিকুষ্মাণ্ড।

ক্ষীরশুক্লা, ইক্ষুগন্ধা, ক্রোষ্টী, শুক্লা শৃগালিকা, বৃষ্যকন্দা, স্বাদুকন্দা, বিদারী, বিদারিকা, ভূকুষ্মাণ্ডী, স্বাদুলতা, গজেষ্টা, বারিবল্লভা, বৃষ্যবল্লী ও বিড়ালী এই গুলি ভূমিকুষ্মাণ্ডের সংস্কৃত নাম। ইহা স্নিগ্ধ, মধুর, শীতল, গুরু, কফজনক, পুষ্টিকর, বীর্য্যবর্দ্ধক বায়ুপিত্ত নাশক, বৃষ্য ও রসায়ন এবং রক্তপিত্ত, ভ্রম শ্রান্তি, তৃষ্ণা ও মূর্চ্ছা নিবারক। এই কন্দের মাত্রা ৪ মাষা।

অশ্বগন্ধা।

গন্ধান্তা বাজিনামাদিরশ্বগন্ধা হয়াহ্বয়া।
বরাহকর্ণী বরদা বলদা কুষ্ঠগন্ধিনী॥
অশ্বগন্ধানিলশ্লেষ্মশ্বিত্রশোথক্ষয়াপহা।
বল্যা রসায়নী তিক্তা কষায়োষ্ণাতিশুক্রলা॥
আমবাতং ব্রণং কাসং শ্বাসঞ্চাশু ব্যপোহতি।
মাত্রা ২ মাষকৌ।

পর্য্যায়। বরাহকর্ণী, বরদা, বলদা, কুষ্ঠগন্ধিনী, অশ্ব-বাচক-শব্দান্ত গন্ধাদি শব্দ সমস্ত ইহার পর্য্যায়।

গুণ। অশ্বগন্ধা বলকারক, রসায়ন, তিক্ত, কষায় উষ্ণ ও অতিশয় শুক্রজনক ইহার দ্বারা বায়ু, শ্লেষ্মা, শ্বিত্র (ধবলরোগ) শোথ, ক্ষয়রোগ, আমবাত, ব্রণ, কাস ও শ্বাসরোগ নষ্ট হয়। ইহার মূল, অভাবে সমস্ত অংশই গ্রহণীয়। মাত্রা ২ মাষা।

কোকিলাক্ষঃ।

কোকিলাক্ষস্তু কাকেক্ষু রিক্ষুরঃ ক্ষুরকঃ ক্ষুরঃ।
ভিক্ষুঃ কাণ্ডেক্ষুরপ্যুক্ত ইক্ষুগন্ধেক্ষু বালিকা॥
ক্ষুরকঃ শীতলো বৃষ্যঃ স্বাদ্বম্লঃ পিত্তলস্তথা।
তিক্তো বাতামশোথাশ্ম তৃষ্ণা রুচ্যনিলাস্রজিৎ॥
মাত্রা ৪ মাষকাঃ।

কুলেখাড়া। হিন্দী-তাল মাখানা।

পর্য্যায়। কোকিলাক্ষ, কাকেক্ষু, ইক্ষুর, ক্ষুরক, ক্ষুর, ভিক্ষু, কাণ্ডেক্ষু, ইক্ষুগন্ধা ও ইক্ষু বালিকা।

গুণ। শীতল, বলকারক, স্বাদু, অম্ল, পিত্তজনক ও তিক্ত। ইহার দ্বারা আমশোথ, অশ্মরী; তৃষ্ণা. অরুচি ও বাতরক্ত রোগ নিবারিত হয়। নীরক্তাবস্থায় ইহার শাক আহারার্থ ব্যবস্থেয়। ইহার বীজ অথবা সমস্ত অংশ গ্রহণীয়। মাত্রা ৪ মাষা

শারিবাদ্বয়ম্।

কৃষ্ণ শারিবা। হিন্দী করিয়াবাংলা।
ইয়ং অনন্তক বৎ পত্রা সুগন্ধা কলঘণ্টিকা।
কৃষ্ণাতু শারিবা শ্যামা গোপী গোপবধূশ্চ সা॥

শুক্লশারিবা। হিন্দী খোয়ারিয়া সাল।

ইয়মপি স্যাদ্ বৎ পত্রা দুগ্ধগর্ভা প্রভৃতি তদ্বৎ।
ধবলা শারিবা গোপী গোপকন্যা কৃশোদরী ॥
স্ফোটা শ্যামা গোপবল্লী লতাস্ফোতা চ চন্দনা।
শ্যামাপদেন কৃষ্ণা শ্বেতাপি শারিবা কথ্যতে
সা শ্বেতেন সারিবা পদস্য প্রযুক্তত্বাত্।

দ্বয়োগুণাঃ।

সারিবা যুগলং স্বাদু স্নিগ্ধং শুক্রকরং গুরু।
অগ্নিমান্দ্য রুচিশ্বাস কাসামবিষনাশনম্ ॥
দোষত্রয়াস্র প্রদর জ্বরাতীসার নাশনম্।
স্বেদনং মূত্রকৃদ্ বল্যং পরং বৃষ্যং রসায়নম্ ॥
ঔপদংশিক রোগঘ্নং সর্ব্বচর্ম্মবিকারনুৎ।
আমবাতং বাতরক্তং সূতরোগাংশ্চ নাশয়েৎ ॥
মাত্রা ৪ মাষকাঃ।

শ্যামালতা ও অনন্তমূল।

সারিবা দুই, প্রকার কৃষ্ণ ও শ্বেত। এই উভয়বিধ শারিবার সাধারণ নাম শ্যামা এবং তন্মধ্যে কৃষ্ণ শারিবার পত্র জামপত্রের ন্যায় ইহা সুগন্ধি ইহার পর্য্যায় এই,—কলশ্বণ্টকা, গোপী ও ও গোপবধূ।

শ্বেত শারিবার পত্রও জামপত্রের ন্যায় এই লতার অভ্যন্তরে দুগ্ধের ন্যায় পদার্থ বিশেষ থাকে। ইহার পর্য্যায় ধবল., গোপী, গোপকন্যা, কৃশোদরী, স্ফোটা গোপবল্লী, লতাস্ফোতা ও চন্দনা।

গুণ। শারিবাদ্বয় স্বাদু, স্নিগ্ধ, শুক্র জনক, গুরু, বিষঘ্ন, ত্রিদোষ নাশক, ঘর্ম্ম কারক, মূত্রকর, বলবর্দ্ধক, বৃষ্য ও রসায়ন।

প্রয়োগ। অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, শ্বাস, কাস, আমজ্বরোগ, বিষদোষ, রক্ত প্রদর, জ্বরাতীসার, ঔপদংশিক বিষজাত বিবিধ বিকার, সকল প্রকার চর্ম্মরোগ, আমবাত বাতরক্ত ও অবিধি পারদসেবন জাত রোগ সমস্ত ইহার দ্বারা প্রশমিত হয়। ইহার মূল অভাবে সমস্ত অংশই গ্রহণীয়। মাত্রা ৪ মাষা।

সুধামূলী।

সুধামূল্যমৃতোত্থা চ বীরকন্দোঽস্ত্রিয়াং মতঃ
বীরকন্দোঽগ্নিজননঃ শুক্রলো বলবর্দ্ধনঃ ॥
রক্তদোষহরো হৃদ্যো মন্মথোদ্দীপনশ্চ সঃ।
রসায়নঃ পরং বৃষ্য আয়ুষ্যঃ পুষ্টিদঃ স্মৃতঃ ॥
মাত্রা ৫ মাষকাঃ।

সুধামূলী, অমৃতোত্থা ও বীরকন্দ এই সকল শব্দ সালুমমিছরির সংস্কৃত নাম। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক, শুক্রজনক, বলকর, রক্ত-দোষ নিবারক, হৃদ্য, কামোদ্দীপক, রসায়ন, বৃষ্য, আয়ুষ্য ও পুষ্টিকারক। শুক্র বৃদ্ধির জন্য ইহার চূর্ণ ।॰ তোলা ।॰ পোয়া দুগ্ধ ও কিঞ্চিৎ চিনির সহিত পাক করিয়া সেবনীয়। ইহার ক্বাথও সর্ব্বদা ব্যবস্থা করা যায়। মাত্রা ৪ মাষা।

অমরবল্লী।

কীর্ত্তিতামরবল্লী চ বৃষ্যবল্লী সুরাগিণী।
বৃষ্যবল্লী বলকরী পরং বৃষ্যা রসায়নী ॥
মূত্রকৃৎ স্বেদজননী পুষ্টিদা কার্শ্যবারিণী।
ঔপদংশিকরোগাংশ্চ রক্তদোষং হরেদিয়ম্ ॥
মাত্রা ৪ মাষকাঃ।

অমরবল্লী, বৃষ্যবল্লী ও সুরাগিণী এই গুলি সালসার সংস্কৃত নাম। ইহা বল কারক, বৃষ্য, রসায়ন, মূত্রকর, স্বেদ জনক, পুষ্টিকারক, কৃশতা নিবারক, রক্ত বিশোধক উপদংশ বিষ জাত বিবিধ যৌন বিকৃতি নিবারক। এই লতার মূল ব্যবহার্য্য। মাত্রা ৪ মাষা।

পাতাল গরুড়ী ।

ছিলিহিণ্টো মহামূলঃ পাতাল গরুড়াহ্বয়ঃ।
ছিলিহিণ্টঃ পরং বৃষ্যঃ কফঘ্নঃ পবনাপহঃ ॥
মাত্রা ২ মাষকৌ।

পর্য্যায়। ছিলিহিণ্ট, মহামূল ও পাতাল গরুড়।

গুণ। বলকারক, বায়ুনাশক ও কফঘ্ন। এই লতার সমস্ত অংশ গ্রহণীয়। মাত্রা ২ মাষা।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

রসায়নবর্গঃ।

আমলকী।

ত্রিষ্বামলকমাখ্যাতং ধাত্রী তিষ্যফলামৃতা।
হরীতকী সমন্ধাত্রীফলং কিন্তু বিশেষতঃ ॥
রক্তপিত্ত প্রমেহঘ্নং পরং বৃষ্যং রসায়নম্।
হন্তি বাতং তদম্লত্বাৎ পিত্তং মাধুর্য্য শৈত্যতঃ ॥
কফং রুক্ষ কষায়ত্বাৎ ফলং ধাত্র্যাস্ত্রিদোষজিৎ।
মজ্জাস্য হরতি শ্রান্তিং তৃষাং দাহং বমিং ভ্রমম্ ॥
যস্য যস্য ফলস্যেহ বীর্য্যং ভবতি যাদৃশম্।
তস্য তস্যৈব বীর্য্যেণ মজ্জানমপি নির্দ্দিশেৎ ॥
মাত্রা ৪ মাষকাঃ।

আমলকী।

আমলকী, আমলক, ধাত্রী, তিষ্যফলা ও অমৃতা এই গুলি আমলকীর নাম। আমলকী হরীতকীর ন্যায় গুণ বিশিষ্ট, বিশেষতঃ ইহা রক্তপিত্ত ও প্রমেহ নাশক ও বলকারক। অম্ল রস থাকাতে বায়ু নাশক, মিষ্ট ও শীতল বলিয়া পিত্তনাশক রুক্ষ ও কষায় বলিয়া কফ নষ্ট করে। অতএব আমলকী ত্রিদোষ নাশক। আম-আমলকীর মজ্জা শ্রম, তৃষ্ণা, দাহ, বমি ও ভ্রমরোগ নিবারণ করে। অধিকন্তু যে ফলের যে গুণ নির্দ্দেশ করা যাইবে তাহার মজ্জারও সেই গুণ জানিবে। আমলকীর মাত্রা ৪ মাষা।

চন্দ্রশূরম্।

চন্দ্রিকাচর্ম্মহন্ত্রী চ পশুমেহন কারিকা।
নন্দিনী কারবী ভদ্রা বাসপুষ্পা সুবাসরা ॥
চন্দ্রশূরং হিতং হিক্কা বাতশ্লেষ্মাতিসারিণাম্।
অসৃগ্বাত গদদ্বেষি বলপুষ্টি বিবর্দ্ধনম্ ॥
অস্য বীজং গ্রাহ্যং, মাত্রা ৪ মাষকাঃ।

হালিম।

চন্দ্রিকা, চর্ম্মহন্ত্রী, পশুমেহনকারিকা, নন্দিনী, কারবী, ভদ্রা, বাসপুষ্পা ও সুবাসরা এই গুলি চন্দ্রশূরের পর্য্যায়। চন্দ্রশূর হিক্কা, বাতশ্লেষ্মা, অতিসার ও বাত-রক্ত রোগে উপকারক এবং বলকারক ও পুষ্টিজনক। এক [illegible] মাত্রা ৩ মাষা।

চতুর্বীজম্।

মেথিকা চন্দ্রশূরশ্চ কালাজাজী যবানিকা ॥
এতচ্চতুষ্টয়ং যুক্তং চতুর্ব্বীজ মিতিস্মৃতম্।
তচ্চূর্ণং ভক্ষিতং নিত্যং নিহন্তি পবনাময়ম্।
অজীর্ণং শূলমাধ্মানং পার্শ্বশূলং কটিব্যথাম্ ॥
মাত্রা ২ মাষকৌ।

চারদানা।

মেথি, চন্দ্রশূর কৃষ্ণজীরা ও যমানী এই চারি দ্রব্য একত্র সংযুক্ত করিলে চতুর্ব্বীজ বা চারদানা কহা যায়। প্রত্যহ চতুর্ব্বীজ চূর্ণ সেবন করিলে বাতব্যাধি অজীর্ণ, শূল, আধ্মান (পেটফাপা), পার্শ্ব-শূল ও কটির ব্যথা দূর হয়। মাত্রা ২ মাষা।

হেমাভং মহিষাক্ষতুল্যবর্ণং সংপদ্মরাগোপমং
তুল্যাভং কুমুদদ্যুতিঞ্চ বিধিনাগ্রাহ্যা পরীক্ষা ততঃ॥
বহ্নৌ জ্বলতি তপনে বিলয়ং প্রয়াতি
ক্লিদ্যতি কোষ্ণ সলিলে পয়সঃ সমানাঃ।
গ্রাহ্যাঃ স্তুতাঃ পরিহরেচ্চিরকাল জাতা-
ন্যঙ্গার বর্ণসম পূয়বিগন্ধবর্ণাম্॥
এতস্য নির্য্যাসো গ্রাহ্যঃ, মাত্রা ২ মাষকৌ।

গুগ্গুলু।

গুগ্গুলু, দেবধূপ, জটায়, কৌশিক, পুর, কুম্ভোলু, পলক, মহিষাক্ষ ও প্লবঙ্গম এই গুলি ইহার নাম। গুগ্গুলু পাঁচ জাতীয় যথা মহিষাক্ষ, মহানীল, কুমুদ, পদ্ম ও হিরণ্য। মহিষাক্ষ গুগ্গুলুর বর্ণ ভ্রমর ও কজ্জলের ন্যায় মহানীল গুগ্গুলু অতিশয় নীলবর্ণ, কুমুদাখ্য গুগ্গুলুর বর্ণ কুমুদের ন্যায়, পদ্ম গুগ্গুলু মানিক্যের ন্যায় ও হিরণ্যাক্ষ গুগ্গুলু স্বর্ণ সদৃশ। মহিষাক্ষ ও মহানীল গুগ্গুলু হস্তিগণের পক্ষে হিতকারক, কুমুদ ও পদ্ম নামক গুগ্গুলু ঘোটক দিগের রোগে ব্যবহৃত হয়, মনুষ্যগণের পক্ষে স্বর্ণ গুগ্গুলুই ব্যবহার্য্য ইহার অভাবে মহিষাক্ষ গুগ্গুলু ব্যবহার করা যায়। গুগ্গুলু বিশদ তিক্ত, উষ্ণবীর্য, পিত্ত জনক, সর, কষায়, কটু, পাকে কটু, রুক্ষ, লঘু, ভগ্ন স্থানের সংযোযক, বলকারক, সূক্ষ্ম, স্বরের উৎকর্ষ জনক, রসায়ন, অগ্নিদীপক ও পিচ্ছিল, ইহা কফ, বায়ু, ব্রণ, অপচী, মেদোরোগ, মেহ, অশ্মরী, বায়ু, শরীরের ক্লেদ, কুষ্ঠ, আমবাত, পিড়কা, গ্রন্থীরোগ, শোথ, অর্শঃ, গণ্ডমালা ও ক্রিমি নাশ করে। ইহা মাধুর্য্য হেতু বায়ু, কষায় বলিয়া পিত্ত ও তিক্ত বলিয়া কফ নষ্ট করে অতএব গুগ্গুলু ত্রিদোষ নাশক। নূতন গুগ্গুলু পুষ্টিকারক ও বলবর্দ্ধক পুরাতন গুগ্গুলু অতিশয় লেখন। নূতন গুগ্গুলুর চিহ্ন এই স্নিগ্ধ, স্বর্ণ সদৃশ উজ্জ্বল, পক্ক জম্বু ফলের ন্যায় ও পিচ্ছিল। পুরাতন গুগ্গুলু শুষ্ক, দুর্গন্ধ, স্বাভাবিক বর্ণাদি রহিত ও বীর্য্য হীন। গুগ্গুলু সেবন কালে অম্ল, তীক্ষ্ণ দ্রব্য, অজীর্ণ ভোজন, মৈথুন, পরিশ্রম, রৌদ্রসেবা, মদ্য ও ক্রোধ পরিত্যাগ করা উচিত।

গুগ্গুলু বৃক্ষ সকল মরুদেশে উৎপন্ন হয়, গ্রীষ্ম ঋতুতে সূর্য্যসন্তাপে সন্তাপিত ও শিশির ঋতুতে হিমার্ত্ত হইয়া উহারা গুগ্গুলু নামে নির্য্যাস বহির্গত করে। স্বর্ণ, মহিষের চক্ষুঃ, পদ্মরাগমণি, ভ্রমর ও কুমুদ পুষ্প এই পাঁচটী পদার্থের ন্যায় বর্ণযুক্ত পাঁচ প্রকার গুগ্গুলু দৃষ্ট হয়। যে গুগ্গুলু অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে জ্বলিয়া উঠে, সূর্য্যসন্তাপে দ্রবীভূত হয় ও উষ্ণজলে নিক্ষিপ্ত হইলে গলিয়া জলের ন্যায় হইয়া যায়। তাহাই উৎকৃষ্ট ও গ্রাহ্য। যাহা পুরাতন ও যাহার বর্ণ অঙ্গার সদৃশ ও গন্ধ পূযের ন্যায় তাহা অপকৃষ্ট। এই রূপ গুগ্গুলু ঔষধার্থে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। গুগ্গুলুর মাত্রা ২ মাষা।

মুষলীকন্দম্।

তালমূলী তু বিদ্বদ্ভির্মুষলী পরিকীর্ত্তিতা।
সা দ্বিধা কীর্ত্তিতা প্রাজ্ঞৈঃ শ্বেতা চাপরসংজ্ঞিতা।
শ্বেতা স্বল্পগুণা প্রোক্তা তুপরা চ রসায়নী॥
মুষলী মধুরা বৃষ্যা বীর্য্যোষ্ণা বৃংহণী গুরুঃ॥
তিক্তা রসায়নী হন্তি গুদজান্যনিলং তথা।
অস্যা মূলং গ্রাহ্যং, মাত্রা ১ মাষকঃ।

তালমূলী।

তালমূলীকে মুশলীকন্দ বলে। ইহা শ্বেত ও কৃষ্ণভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে শ্বেতমুশলী স্বল্প গুণোপেত, কৃষ্ণমুশলী উৎকৃষ্ট গুণ বিশিষ্ট ও রসায়ন।

গুণ। মধুর, বলকারক, উষ্ণবীর্য্য, পুষ্টিকর, গুরু, তিক্ত, রসায়ন, বায়ুনাশক ও অর্শঃ প্রশমক। ইহার মূল ব্যবহার্য্য, মাত্রা ১ মাষা।

শতাবরী মহাশতাবরী।

শতাবরী বহুসুতা ভীরুরিন্দীবরী বরী।
নারায়ণী শতপদী শতবীর্য্যা চ পীবরী॥
মহাশতাবরী চ ন্যা শতমূল্যর্দ্ধ কণ্টিকা।
সহস্র বীর্য্যা মহতী ঋষ্যপ্রোক্তা মহোদরী॥
শতাবরী গুরুঃ শীতা তিক্তা স্বাদ্বী রসায়নী।
মেধাগ্নি পুষ্টিদা স্নিগ্ধা নেত্র্যা গুল্মাতিসারজিৎ॥
শুক্রস্তন্যকরী বল্যা বাতপিত্তাস্র মেহজিৎ।
মহাশতাবরী মেধ্যা হৃদ্যা বৃষ্যা রসায়নী॥
শীতবীর্য্যা নিহন্ত্যর্শোগ্রহণীনয়নাময়ান॥
অস্যা মূলংগ্রাহ্যং, মাত্রা ৪ মাষকাঃ।

শতাবরী ও মহাশতাবরী।

পর্য্যায়। শতাবরী, বহুসুতা, ভীরু, ইন্দীবরী, বরী, নারায়ণী, শতপদী, শতবীর্য্যা, ও পীবরী।

মহাশতাবরীর পর্য্যায়। মহাশতাবরী, শতমূলী, অর্দ্ধকণ্টিকা, সহস্রবীর্য্যা, মহতী, ঋষ্যপ্রোক্তা ও মহোদরী।

গুণ। শতাবরী গুরু, শীতল, তিক্ত, স্বাদু, রসায়ন, মেধাবর্দ্ধক, অগ্নিকারক, পুষ্টিকর, স্নিগ্ধ, চক্ষুর হিতকারক, শুক্রজনক, স্তনে দুগ্ধোৎপাদক, বলকারক ও বায়ুনাশক। ইহার মূল গ্রাহ্য, মাত্রা ৪ মাষা।

ইহা দ্বারা গুল্ম, অতীসার, রক্তপিত্ত ও মেহরোগ উপশমিত হয়।

মহাশতাবরী স্মরণশক্তি বর্দ্ধক, হৃদ্য, বলকারক, রসায়ন ও শীতল বীর্য্য। ইহা দ্বারা অর্শঃ, গ্রহণী ও নেত্ররোগ উপশমিত হয়।

ভৃঙ্গরাজঃ। —

ভৃঙ্গরাজো ভৃঙ্গরজো মার্কবোভৃঙ্গ এব চ।
অঙ্গারক কেশরাজো ভৃঙ্গারঃ কেশরঞ্জনঃ॥
ভৃঙ্গার কটুকস্তীক্ষ্ণো রুক্ষোষ্ণঃ কফবাতনুৎ।
কেশ্যস্ত্বচ্যঃ ক্রিমিশ্বাস কাসশোথামপাণ্ডুনুৎ॥
দন্ত্যো রসায়নো বল্যঃ কুষ্ঠনেত্রশিরোর্ত্তিনুৎ।
মাত্রা ২ মাষকৌ।

ভীমরাজ হিন্দী ভঙ্গরা।

পর্য্যায়। ভৃঙ্গরাজ, ভৃঙ্গরজ, মার্কব, ভৃঙ্গ, অঙ্গারক, কেশরাজ, ভৃঙ্গার ও কেশরঞ্জন।

গুণ। কটু, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, উষ্ণ, বাতশ্লেষ্মনাশক, কেশ, ত্বক্ ও দন্তের হিতকারক, রসায়ন ও বলকারক।

প্রয়োগ। ক্রিমি, শ্বাস, কাস, শোথ, আমজরোগ, পাণ্ডু, কুষ্ঠ, নেত্ররোগ ও শিরঃপীড়ায় প্রয়োজ্য। ইহার সর্ব্বাংশ ও স্বরস গ্রহণীয়। মাত্রা ২ মাষা।

কেশরাজ অর্থাৎ কেশুরিয়া ভৃঙ্গরাজ জাতীয় ক্ষুপ বিশেষ। ভীমরাজ অপেক্ষা ইহা ক্ষুদ্র হইয়া থাকে। উভয়ের গুণ প্রায় একপ্রকার, কোন কোন স্থলে ভীমরাজ অপেক্ষা কেশুরিয়া দ্বারা অধিক উপকার পাওয়া যায়। যাহা হউক সর্ব্বস্থলেই ইহাদের একটীর পরিবর্ত্তে অপরটী ব্যবহার করা যাইতে পারে।

পর্য্যায়। শাল্মলী, মোচা, পিচ্ছিলা পূরণী, রক্তপুষ্পা, স্থিরায়ুঃ, কণ্টকাঢ্যা ও তূলিনী।

গুণ। শীতল, আস্বাদে ও পাকে স্বাদু, রসায়ন, কফবর্দ্ধক, পিচ্ছিল, ধারক বলকর, লঘুপাক ও শুক্রবর্দ্ধক। ইহা পিত্ত, বাতরক্ত ও রক্তপিত্ত রোগ উপশম করে। ইহার পুষ্প ঘৃত ও সৈন্ধবের সহিত পাক করিয়া খাইলে প্রদর রোগ নিবারণ হয়। শাল্মলীর মূল ও ত্বগাদি গ্রহণীয়। মাত্রা ২ মাষা।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

বাতঘ্নবর্গঃ।

ধান্যকং।

ধান্যকং ধানকং ধান্যং ধানা ধানেযকং তথা।
কুনটী ধেনিকা ছত্রা কুস্তুম্বুরু বিতুন্নকম্।
ধান্যকং তুবরং স্নিগ্ধমবৃষ্যং মূত্রলং লঘু।
তিক্তং কটূষ্ণবীর্য্যঞ্চ দীপনং পাচনং স্মৃতম্॥
জ্বরঘ্নং রোচকং গ্রাহি স্বাদুপাকি ত্রিদোষনুৎ।
তৃষ্ণাদাহবমিশ্বাসকাসকার্শ্যক্রিমিপ্রণুৎ॥
আর্দ্রন্তু তদ্গুণং স্বাদু বিশেষাৎ পিত্তনাশিতৎ॥
অস্য ফলং গ্রাহ্যং মাত্রা ২ মাষকৌ।

ধনিয়া।

ধান্যক, ধানক, ধানা, ধানেয়ক, কুনটী, ধেনিকা, ছত্রা, কুস্তুম্বুরু ও বিতুন্নক এইগুলি ধনিয়ার নাম। ধনিয়া কষায় রস, স্নিগ্ধ, বলনাশক, মূত্রকারক, লঘু তিক্ত, কটু, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, পাচক জ্বরঘ্ন, রোচক, গ্রাহক, পাকে মিষ্টরস ও ত্রিদোষ নাশক। ধনিয়া তৃষ্ণা, দাহ, বমি, শ্বাস, কাস, কৃশতা ও ক্রিমিনষ্ট করে। আর্দ্র (কাঁচা) ধনিয়ারও এই গুণ, বিশেষতঃ উহা পিত্তনাশক ও স্বাদু। ইহার ফল ব্যবহার্য্য, মাত্রা ২ মাষা।

অতসী।

অতসী নীলপুষ্পী চ পার্ব্বতী স্যাদুমা ক্ষুমা।
অতসী মধুরা তিক্তা স্নিগ্ধা পাকে কটুর্গুরুঃ॥
উষ্ণা দৃক্শুক্রবাতঘ্নী কফপিত্তবিনাশিনী।
কাসাতিসারহরণী ব্রণসংশোধনী মতা॥
অস্যা বীজংগ্রাহ্যং মাত্রা ২ মাষকৌ।

তিসি, মসিনা।

অতসী, নীলপুষ্পী, পার্ব্বতী, উমা ও ক্ষুমা এই গুলি তিসার সংস্কৃত নাম। তিসী মধুর, তিক্ত, স্নিগ্ধ, পাকে কটু, গুরু, উষ্ণ দৃষ্টিশক্তির হ্রাসকারক, শুক্র ক্ষয়কর, বায়ুপিত্ত কফনাশক, কাস নিবারক, অতিসার প্রশমক ও ব্রণশোধক। ব্রণ শোধনার্থ পুলটিশ রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার বীজ গ্রহণীয়, মাত্রা ২ মাষা।

পাটলা।

পাটলা পিচ্ছিলা প্রোক্তা সা স্নিগ্ধা কাস বারিণী।
শিশ্নযোন্যোর্হরেদ্দাহং ব্রণদাহ নিবারণী॥
অস্যা বীজং গ্রাহ্যং মাত্রা ২ মাষকৌ।

বিচিদানা।

বিচিদানার সংস্কৃত নাম পাটলা ও পিচ্ছিলা। ইহা স্নিগ্ধ, কাসঘ্ন মেঢ্র ও যোনির দাহ নিবারক। ক্ষত স্থানের জ্বালা নিবারণার্থ ইহার স্থানিক প্রয়োগ করা যায়। এই বীজের মাত্রা ২ মাষা, প্রায় জলে মর্দ্দিত বা সিদ্ধ করিয়া প্রয়োগ করা যায়।

শীতবীজম্।

শীতবীজং শৈশিরীকং শৈত্যবীজঞ্চ গদ্যতে।
মূত্রলং শীতবীজং স্যাদুষ্ণবাত নিবারণম্।
বস্তিসংশোধনং প্রোক্তং শুক্রমেহ নিবারণম্।
আয়ানাপহরঞ্চাস্য বোজ্যঃ শীতকষায়কঃ ॥
মাত্রা ২ মাষকৌ।

ইশপ্‌গুল।

শীতবীজ, শৈশিরীক ও শৈত্যবীজ এইগুলি ইশপ্‌গুলের সংস্কৃত নাম। ইহা মূত্রকারক, উষ্ণবাত নিবারক, বস্তিদোষ সংশোধক, শুক্রমেহ প্রশমক ও আয়ান নিবারক।

এই বীজের মাত্রা ২ মাষা। শীত কষায় রূপে অর্থাৎ রাত্রিতে ভিজাইয়া রাখিয়া প্রাতে সেই জল সেবনার্থ ব্যবস্থা করা যায়। ক্বাথাদিও অপ্রযোজ্য নহে।

তগর।

কালানুসার্য্য তগরং কুটিলং নহু সংনতম্।
অপরং পিণ্ডতগরং দণ্ডহস্তী চ বর্হিণম্॥
তগর দ্বয় মুষ্ণং স্যাৎ স্বাদু স্নিগ্ধো লঘুস্মৃতম।
বিষাপস্মার শূলাক্ষি রোগদোষ ত্রয়াপহম্॥
যোষ্যা তগরকাভাবে শীতলী তদ্গুণা বুধৈঃ।
অনয়োর্মূলং গ্রাহ্যং মাত্রা ২ মাষকৌ।

তগরপাদুকা।

কালানুসার্য্য, তগর, কুটিল, নহু, সংনত এইগুলি তগরপাদুকার পর্য্যায়। অপর এক প্রকার তগর আছে তাহার নাম পিণ্ডতগর, দণ্ডহস্তী ও বর্হিণ। উভয় প্রকার তগরই উষ্ণ, স্বাদু, স্নিগ্ধ ও লঘু। তগরপাদুকা সেবনে বিষদোষ, অপস্মার শূল, নেত্ররোগ ও বাতাদি দোষ ত্রয় নষ্ট হয়। এই উভয়বিধ তগরের মূল গ্রাহ্য, মাত্রা ২ মাষা। তগর পাদুকার অভাবে শীতলী অর্থাৎ শিউলীছোপ প্রযুক্ত হইতে পারে। উহারও গুণ ও মাত্রা তগরের ন্যায়।

স্বর্ণবল্লী।

স্বর্ণবল্লী রক্তফলা কাকায়ুঃ কাকবল্লরী।
স্বর্ণবল্লী শিরঃপীড়াং ত্রিদোষান্ হন্তিদুগ্ধদা॥
অস্যাঃ সর্ব্বাংশো গ্রাহ্যঃ মাত্রা ২ মাষকৌ।

স্বর্ণক্ষীরুই।

পর্য্যায়। স্বর্ণবল্লী, রক্তফলা, কাকায়ু ও কাকবল্লরী।

গুণ। ত্রিদোষ নাশক ও স্তনে দুগ্ধ জনক। প্রয়োগ। শিরঃপীড়া রোগে প্রযোজ্য। ইহার সমস্ত অংশই গ্রহণীয়, মাত্রা ২ মাষা।

গন্ধপ্রসারণী।

প্রসারণী রাজবলা ভদ্রপর্ণী প্রতাপনী।
সরণী সারণী ভদ্রা বলাচাপি কটম্ভরা॥
প্রসারণী গুরুর্বৃষ্যা বলসন্ধান কৃৎসরা।
বীর্য্যোষ্ণা বাতহৃৎ তিক্তা বাতরক্তকফাপহা॥
এতস্যাঃ সর্ব্বাংশো গ্রাহ্যঃ। মাত্রা ২ মাষকৌ।

গন্ধভাদুল্যা।

পর্য্যায়। প্রসারণী, রাজবলা, ভদ্রপর্ণী, প্রতাপনী, সরণী, সারণী, ভদ্রা, বলা ও কটম্ভরা।

গুণ। গুরু, শুক্রজনক, বলকারক, সন্ধারক, সর, উষ্ণবীর্য্য, বায়ুনাশক, তিক্ত ও কফ নাশক, ইহার দ্বারা বাতরক্ত রোগ উপশমিত হয়। এই লতার সমস্ত অংশই গ্রহণীয়, মাত্রা ২ মাষা।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

পিত্তঘ্নবর্গঃ।

বারিপর্ণী শৈবালঞ্চ।

বারিপর্ণী কুম্ভিকাস্যাচ্ছৈবালং শৈবলস্তথা।
বারিপর্ণী হিমাতিক্তালঘ্বী স্বাদ্বী সরা কটুঃ।
দোষত্রয়হরী রুক্ষা শোণিত জ্বর শোথহৃৎ।
শৈবালং তুবরং তিক্তং মধুরং শীতলং লঘু।
স্নিগ্ধং দাহ তৃষা পিত্ত রক্তজ্বর হরংপরম্।
অনয়োর্মাত্রা ২ মাষকৌ।

পানা ও শেহালা।

হিন্দী জলকুম্ভী, সেবার।

পর্য্যায়। পানার সংস্কৃত নাম বারিপর্ণী ও কুম্ভিকা। শেহালার সংস্কৃতনাম শৈবাল ও শৈবল।

গুণ। বারিপর্ণী শীতল, তিক্ত, লঘু, স্বাদু, সর, কটু, ত্রিদোষ নাশক, রুক্ষ, রক্ত জ্বর ও শোথ নাশক। শৈবাল কষায়, তিক্ত, মধুর, শীতল, লঘু ও স্নিগ্ধ, ইহা দাহ তৃষ্ণা, পৈত্তিক ও রক্তগত জ্বর নিবারণ করে। উভয়ের মাত্রা ২ মাষা।

কলিঙ্গ শুণ্ঠী।

কলিঙ্গশুণ্ঠী তিক্তা স্যাদ্ বলকৃদ্ বহ্নিবর্দ্ধিনী।
অজীর্ণং নিখিলং হন্তি বালাতীসার নাশিনী।
যবক্ষারযুতা বান্তিং গর্ভিণ্যাশ্চাপি সংহরেৎ।
অস্যা মূলং গ্রাহ্যং মাত্রা ১ মাষকঃ।

কলিঙ্গশুণ্ঠী।

কলিঙ্গশুণ্ঠী তিক্ত, বলকারক ও অগ্নি বর্দ্ধক। অজীর্ণ ও বালক দিগের অতিসার রোগে ইহা দ্বারা উপকার হয়। যবক্ষারের সহিত সেবন করিলে বমন নিবারণ হয়। গর্ভাবস্থায় বমন নিবারণার্থেও যবক্ষারের সহিত প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এই লতার মূল গ্রহণীয়। মাত্রা ১ মাষা।

নাড়িকম্।

নাড়িকং কালশাকঞ্চ শ্রাদ্ধশাকঞ্চ কালকম্।
কালশাকং সরংরুচ্যং বাতকৃৎ কফশোথহৃৎ।
বল্যংরুচিকরং মেধ্যং রক্তপিত্তহরং হিমম্।
অপিচ। নাড়ীচশাকং দ্বিবিধং তিক্তং মধুরমেবচ।
রক্তপিত্তহরং তিক্তং ক্রিমিকুষ্ঠ বিনাশনম্।
মধুরং পিচ্ছিলং শীতং বিষ্টম্ভি কফবাতকৃৎ।
অস্যপত্রং গ্রহণীয়ং মাত্রা ২ মাষকৌ।

নালিত।

নাড়িক, কালশাক, শ্রাদ্ধশাক, কালক ও নাড়ীচ ইত্যাদি শব্দ নালিতার সংস্কৃত নাম। নালিতা অম্ল ভেদক, রুচ্য, বায়ুজনক, শ্লেষ্মশোথ নাশক, বলকারক, রুচিজনক, মেধাবর্দ্ধক এবং রক্তপিত্ত, কৃমি ও কুষ্ঠ প্রশমক। মধুর নাড়ীচ অর্থাৎ পাটশাক পিচ্ছিল, শীতল, বিষ্টম্ভী, কফজনক ও বায়ুবর্দ্ধক।
নালিতার পত্র ব্যবহার্য্য, মাত্রা ২ মাষা।

পপপট।

পর্পটো বরতিক্তশ্চ স্মৃতঃ পর্পটকশ্চ স।
কথিতঃ পাংশু পর্য্যায় স্তথা কবচ নামকঃ।
পর্পটোহন্তি পিত্তাস্র ভ্রম তৃষ্ণা কফজ্বরান্।
সংগ্রাহী শীতলস্তিক্তো দাহনুৎ বাতলোলঘুঃ।
এতস্য সর্ব্বাংশো গ্রাহ্যঃ, মাত্র্য ২ মাষকৌ।

ক্ষেতপাঁপড়া। হিন্দী দবনু পাপড়া

পর্য্যায়। পর্প্পট, বরতিক্ত, পর্প্পটক, পাংশু পর্য্যায় ও কবচ।

গুণ। সংগ্রাহী শীতল, তিক্ত, দাহ নাশক, বায়ু জনক ও লঘু।

প্রয়োগ। রক্তপিত্ত, ভ্রমরোগ, তৃষ্ণা ও কফজ্বরে প্রয়োজ্য। এই ক্ষুপের সমস্ত অংশ গ্রহণীয়, মাত্রা ২ মাষা।

বেতসঃ।

বেতসো নম্রকঃ প্রোক্তো বাণীরো বঞ্জুলস্তথা।
অভ্রপুষ্পশ্চ বিদুলো রথঃশীতশ্চ কীর্ত্তিতঃ॥
বেতসঃ শীতলো দাহ শোথার্শো যোনিরুক্
প্রণুৎ
হন্তি বিসর্পকৃচ্ছ্রাস্র পিত্তাশ্মরি কফানিলান্॥
অস্য মূলং শাখাগ্রঞ্চ গ্রাহ্যং মাত্রা ১ মাষকঃ।

বেত, বেত।

পর্য্যায়। বেতস, নম্রক, বাণীর, বঞ্জুল, অভ্রপুষ্প, বিদুল ও শীত।

গুণ। বেতস শীতল, বায়ু নাশক ও কফশান্তিকর।

প্রয়োগ। দাহ, শোথ, অর্শঃ, যোনি রোগ, বিসর্প, কঠিন রক্তপিত্ত ও অশ্মরী রোগে ব্যবহার্য। ইহার মূল ও শাখ গ্র গ্রহণীয়। মাত্রা ১ মাষা।

জলবেতসঃ।

নিকুঞ্চকং পরিব্যাধো নাদেয়ো জলবেতসঃ।
জলজো বেতসঃ শীতঃ কুষ্ঠজ্বাতকোপনঃ॥
অস্য সর্ব্বাংশো গ্রাহ্যঃ, মাত্রা ১ মাষকঃ।

পর্য্যায়। নিকুঞ্চক, পরিব্যাধ, নাদেয় ও জলবেতস।

গুণ। ইহা শীতল, বায়ু প্রকোপক ও কুষ্ঠনাশক। ইহার সমস্ত অংশ গ্রহণীয়। মাত্রা ১ মাষা।

হিজ্জলঃ।

ইজ্জলো হিজ্জলশ্চাপি নিচুলশ্চাম্বুজস্তথা।
জলবেতস বদ্বেদ্যা হিজ্জলোঽয়ং বিষাপহঃ॥
অস্য বীজং গ্রাহ্যং মাত্রা ৬ রক্তিকাঃ।

হীজল হিন্দী সমুদফল।

পর্য্যায়। ইজ্জল, হিজ্জল, নিচুল ও অম্বুজ।

গুণ। জলবেতসের ন্যায় অধিকন্তু ইহা বিষঘ্ন। ইহার বীজ গ্রহণীয়। মাত্রা ৬ রতি।

নীলদূর্ব্বা।

নীলদূর্ব্বা রুহানন্তা ভার্গবী শতপর্ব্বিকা।
শষ্পং সহস্রবীর্য্যা চ শতবল্লী চ কীর্ত্তিতা॥
নীলদূর্ব্বা হিমা তিক্তা মধুরা তুবরা হরেৎ।
কফপিত্তাস্র বীসর্প তৃষ্ণা দাহ ত্বগাময়ান্॥
মাত্রা ১ মাষকং।

নীলদূর্ব্বা।

পর্য্যায়। নীলদূর্ব্বা, রুহা, অনন্তা, ভার্গবী, শতপর্ব্বিকা, শষ্পা, সহস্রবীর্য্যা ও শতবল্লী।

গুণ। শীতল, তিক্ত, মধুর ও কষায়।

প্রয়োগ। কফজ রক্তপিত্ত, বীসর্প, তৃষ্ণা, দাহ ও ত্বগ্দোষ পীড়ায় প্রয়োজ্য। মাত্রা ১ মাষা স্বরসের মাত্রা ১ তোলা হইতে ২ তোলা।

শ্বেতদূর্ব্বা।

দূর্ব্বা শুক্লা তু গোলোমী শতবীর্য্যা চ কথ্যতে।
শ্বেতদূর্ব্বা কষায়াৎ স্বাদ্বী রুচ্যা চ জীবনী॥
তিক্তা হিমা বিসর্পাস্র তৃট্ পিত্ত কফদাহহৃৎ॥
মাত্রা ২ মাষকং।

শ্বেতদূর্ব্বা।

পর্য্যায়। শুক্লদূর্ব্বা, গোলোমী ও শতবীর্য্যা।

গুণ। কষায়, স্বাদু, বলকারক, জীবনী শক্তি সম্পন্ন, তিক্ত ও শীতল।

প্রয়োগ। বিসর্প, রক্তদোষ, তৃষ্ণা, পিত্তবৃদ্ধি, কফবৃদ্ধি ও দাহ প্রভৃতিতে ব্যবস্থেয়। ইহার মাত্রা ২ মাষা। স্বরসের মাত্রা ১ তোলা হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত।

গণ্ডদূর্ব্বা।

গণ্ডদূর্ব্বাতু গণ্ডালী মৎস্যাক্ষী শকুলাক্ষকঃ।
গণ্ডদূর্ব্বা হিমা লোহদ্রাবিণী গ্রাহিণী লঘুঃ॥
তিক্তা কষায়া মধুরা বাতকৃৎকটুপাকিনী।
দাহতৃষ্ণা বলাসাস্র কুষ্ঠপিত্ত জ্বরাপহা॥
এতস্যাঃ সর্ব্বাংশো গ্রাহ্যঃ, মাত্রা ১ মাষকঃ॥

গণ্ডদূর্ব্বা।

পর্য্যায়। গণ্ডদূর্ব্বা, গণ্ডালী, মৎস্যাক্ষী ও, শকুলাক্ষক।

গুণ। শীতল, লৌহদ্রাবক, গ্রাহী, লঘু, তিক্ত, কষায়, মধুর, বায়ুজনক ও পাকে কটু।

প্রয়োগ। দাহ, তৃষ্ণা, কফ, রক্তদোষ, কুষ্ঠ ও পিত্তজ্বর নষ্ট করে। ইহার সমস্ত অংশ গ্রহণীয়। মাত্রা ১ মাষা। সচরাচর ইহার রসই পানার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার মাত্রা ১ তোলা হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত।

হংসপদী।

হংসপাদী হংসপদী কীটমাতা ত্রিপাদিকা।
হংসপাদী গুরুশীতা হন্তি রক্তবিষব্রণান্॥
বিসর্প দাহাতিসার লূতা ভূতাগ্নিরোহিণীঃ।
অস্যা মূলং গ্রাহ্যং মাত্রা ৬ রক্তিকাঃ॥

পর্য্যায়। হংসপদী, হংসপাদী, কীটমাতা, ত্রিপাদিকা।

গুণ। গুরু, শীতল, রক্তদোষ, বিষ ব্রণ, বিসর্প, দাহ, অতিসার, লূতা, ভূত, ও অগ্নিরোহিণী রোগে প্রয়োজ্য। ইহার মূল ব্যবহার্য্য। মাত্রা ৬ রতি।

ভূমীসহঃ।

ভূমীসহোবারদারুর্ব্বরদারুঃ খরচ্ছদঃ।
ভূমীসহস্ত শিশিরো রক্তপিত্ত প্রসাদনঃ॥
মাত্রা ৬ রক্তিকা।

হিন্দী ভূঁইসহা।

পর্য্যায়। ভূমিসহ, বারদারু, বরদারু খরচ্ছদ।

গুণ। শীতল ও রক্তপিত্ত শান্তিকর। ইহার মূল গ্রাহ্য। মাত্রা ৬ রতি।

পটোলপত্রম্।

পটোলপত্রং পিত্তঘ্নং দীপনং পাচনং লঘু।
স্নিগ্ধংবৃষ্যং তথোষ্ণঞ্চ জ্বরকাসক্রিমিপ্রণুৎ॥
মাত্রা ২মাষকৌ।

পটোলপত্র।

পটোলপত্র পিত্তঘ্ন, অগ্নিদীপ্তিকর, পাচক, লঘু, স্নিগ্ধ, বৃষ্য ও উষ্ণবীর্য্য। ইহা সেবন করিলে জ্বর, কাস ও ক্রিমি নষ্ট হয়। মাত্রা ২ মাষা।

দুগ্ধপাষাণঃ।

দুগ্ধপাষাণকঃ ক্ষীরী দুগ্ধাখ্যা ক্ষীরসম্ভবঃ।
দীপিকো দুগ্ধপাষাণো দুগ্ধী রক্তাত এবচ॥

দুগ্ধপাষাণকো রুক্ষো নাত্যুষ্ণো জ্বরপিত্তহৃৎ।
শূলহৃদ্রোগশমনঃ কাসাধ্মান বিনাশনঃ ॥
মাত্রা ২ মাষকৌ।

দুগ্ধপাষাণ । হিন্দী শিরগোলা।

দুগ্ধপাষাণক, ক্ষীরী, দুগ্ধাশ্মা, ক্ষীর-সম্ভব, দীপ্তিক, দুগ্ধপাষাণ, দুগ্ধা ও বজ্রাভ এই গুলি একার্থবাচক শব্দ। ইহা রুক্ষ, অনতি উষ্ণবীর্য্য ও পিত্ত নাশক। জ্বর, শূল, হৃদ্রোগ, কাস ও আধ্মান রোগে প্রয়োজ্য। ইহার সমস্ত অংশ গ্রহণীয়, মাত্রা ২ মাষা।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

কফঘ্ন বর্গঃ।

রাস্না।

রাস্না যুক্তরসা রস্যা সুবহা রসনা রসা।
এলাপর্ণী চ সুরসা সুগন্ধা শ্রেয়সী তথা ॥
রাস্নাম পাচিনী তিক্তা গুরুষ্ণা কফবাতজিৎ।
শোথশ্বাস সমীরাস্র বাতশূলোদরাপহা ॥
কাসজ্বর বিষাশীতি বাতিকাময় নাশিনী ॥
মাত্রা ২ মাষকৌ।

রাস্না।

রাস্না, যুক্তরসা, রস্যা, সুবহা, রসনা, রসা, এলাপর্ণী, সুরসা, সুগন্ধা ও শ্রেয়সী এই সমুদায় রাস্নার পর্য্যায়। রাস্না আম (অপক্ক অন্নরস) পাচক, তিক্ত, গুরু ও উষ্ণ। ইহা বায়ু কফ, শোথ, শ্বাস, বাতরক্ত, বাতশূল, উদররোগ, কাস, জ্বর, বিষরোগ ও অশীতি প্রকার বাত-ব্যাধি দূর করে। রাস্নার সমস্ত অংশই ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়। মাত্রা ২ মাষা

নাকুলী রাস্নাভেদঃ।

নাকুলীসরসা নাগসুগন্ধা গন্ধনাকুলী।
নকুলেষ্টা ভুজঙ্গাক্ষী সূর্য্যাক্ষী বিষনাশিনী ॥
নাকুলী তুবরা তিক্তা কটুরুষ্ণা বিনাশয়েৎ।
ভোগিলূতা বৃশ্চিকাখুবিষজ্বর ক্রিমি ব্রণান্ ॥
মাত্রা ২ মাষকৌ।

নাকুলী রাস্নাবিশেষ। হিং নাই।

নাকুলী, সরসা, নাগসুগন্ধা, গন্ধনা-কুলী, নকুলেষ্টা ভুজঙ্গাক্ষী, সূর্য্যাক্ষী ও বিষনাশিনী এই গুলি ইহার পর্য্যায়। নাকুলী কষায়, তিক্ত, কটু ও উষ্ণ। ইহা সর্প, লূতা (মাকড়সা) বৃশ্চিক, ইন্দুর ইহাদের বিষ এবং জ্বর, ক্রিমি ও ব্রণ নষ্ট করে। ইহারও সমস্ত অংশ গ্রহণীয়। মাত্রা ২ মাষা।

মরিচম্।

মরিচং বেল্লজং কৃষ্ণ মুষণং ধর্ম্ম পত্তনম্।
মরিচং কটুকং তীক্ষ্ণং দীপনং কফবাতজিৎ ॥
উষ্ণং পিত্তকরং রুক্ষং শ্বাস শূল ক্রিমীন্ হরেৎ।
তদার্দ্রং মধুরং পাকে নাত্যুষ্ণং কটুকংগুরুঃ ॥
কিঞ্চীতীক্ষ্ণ গুণং শ্লেষ্ম প্রসেকি স্যাদপিত্তলম্ ॥
মাত্রা ১ মাষকঃ।

মরিচ।

মরিচ, বেল্লজ, কৃষ্ণ, ঊষণ, ও ধর্ম্মপত্তন এই গুলি মরিচের পর্য্যায়। মরিচ, কটু, তীক্ষ্ণ, দীপন, বায়ু ও শ্লেষ্মা নাশক, উষ্ণ, পিত্ত কারক ও রুক্ষ। মরিচ ভক্ষণে শ্বাস, শূল ও ক্রিমি দূর হয়। আর্দ্র মরিচ পাকে মধুর, নাত্যুষ্ণ, কটু, গুরু কিঞ্চিৎ তীক্ষ্ণ গুণবিশিষ্ট ও শ্লেষ্মা নিঃসারক, ইহা পিত্তজনক নহে। এই বীজের মাত্রা ১ মাষা।

শুণ্ঠী।

শুণ্ঠী বিশ্বা চ বিশ্বঞ্চ নাগরং বিশ্বভেষজম্।

উষণং কটুভদ্রঞ্চ শৃঙ্গবেরং মহৌষধম্ ॥
শুণ্ঠী রুচ্যামবাতঘ্নী পাচনী কটুকা লঘুঃ।
স্নিগ্ধোষ্ণা মধুরা পাকে কফবাত বিবন্ধনুৎ ॥
বৃষ্যা সর্য্যা বমিশ্বাস শূল কাস হৃদাময়ান্।
হন্তি শ্লীপদ শোথার্শ আনাহোদর মারুতান্॥
আগ্নেয় গুণভূয়িষ্ঠং তোয়াংশ পরিশোষি যৎ।
সংগৃহ্ণাতি মলং তত্ত্ব গ্রাহি শুণ্ঠ্যাদয়ো যথা॥
বিবন্ধ ভেদনী যাতু সা কথং গ্রাহিণী ভবেৎ।
শক্তির্বিবন্ধ ভেদে স্যাৎ যতোন মলপাতনে॥
মাত্রা ১ মাষকঃ।

শুণ্ঠী।

শুণ্ঠী, বিশ্বা, বিশ্ব, নাগর, বিশ্বভেষজ, উষণ, কটুভদ্র, শৃঙ্গবের ও মহৌষধ এই গুলি শুণ্ঠীর পর্য্যায়। শুণ্ঠী রুচিকারক, আমবাত নাশক, পাচক, কটু, লঘু, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, পাকে মধুর, কফ, বায়ু ও বিবন্ধ (মলাদির রোধ) নাশক, বল কারক ও সর (মূলাদির প্রবর্ত্তক) বমি, শ্বাস, শূল, কাস, হৃদ্রোগ, শ্লীপদ (গোদ) শোথ, অর্শঃ, আনাহ (মুদা), উদর রোগ ও বায়ু নাশ করে। যে সকল দ্রব্য অধিক পরিমাণে আগ্নের গুণ বিশিষ্ট ও জলাংশ শোষক তাহারা মলকে সংগ্রহ (জমা) করিয়া রাখে, যেমন শুণ্ঠী প্রভৃতি; কিন্তু শুণ্ঠী বিবন্ধ অর্থাৎ বায়ু প্রভৃতি দ্বারা মলরোধ নিবারণ করে, অতএব উহা কি রূপে গ্রাহক হইতে পারে? ইহার উত্তর এই শুণ্ঠীর বিবন্ধ ভেদে শক্তি আছে কিন্তু মল নিঃসারণের শক্তি নাই। এই মূলের মাত্রা ১ মাষা।

পিপ্পলীমূলম্।

গ্রন্থিকং পিপ্পলীমূল মূষণং চটকাশিরঃ।
দীপনং পিপ্পলীমূলং কটুকং পাচনং লঘু॥
রূক্ষং পিত্তকরং ভেদি কফবাতোদরাপহম্।
আনাহ প্লীহ গুল্ম ঘ্নং ক্রিমি শ্বাস ক্ষয়াপহম্॥
মাত্রা ১ মাষকঃ।

পিপুলমূল।

গ্রন্থিক, পিপ্পলীমূল, উষণ, চটকাশিরঃ এই গুলি পিপুলমূলের পর্য্যায়। পিপুল মূল অগ্নিদীপ্তিকর, কটু, উষ্ণ, পাচক, লঘু, রূক্ষ, পিত্তকর ও ভেদক। পিপুল মূল সেবনে কফ, বায়ু, উদর রোগ, আনাহ (মুদা) প্লীহ, গুল্ম, ক্রিমি, শ্বাস ও ক্ষয় রোগ দূর হয়। এই মূলের মাত্রা ১ মাষা।

চব্যং।

ভবেচ্চব্যন্তু চবিকা কথিতা সা তথোষণা।
কণামূল গুণং চব্যং বিশেষাৎ গুদজাপহম্॥
মাত্রা ১ মাষকঃ।

চই।

চব্য, চবিকা, উষণা এই গুলি চব্যের পর্য্যায়। চব্য পিপ্পলী মূলের ন্যায় গুণ বিশিষ্ট বিশেষতঃ ইহা অর্শোনাশক। ইহার ত্বক্ ব্যবহার্য্য, মাত্রা ১ মাষা।

শুক্লরক্তৈরণ্ডঃ।

শুক্ল এরণ্ড আমণ্ড শ্চিত্রো গন্ধর্ব হস্তকঃ।
পঞ্চাঙ্গুলো বর্দ্ধমানো দীর্ঘদণ্ডোব্যণ্ডকঃ॥
বাতারি স্তরুণ শ্চাপি রুবুকশ্চ নিগদ্যতে।
রক্তোহপরো রুবুকঃ স্যা দুরুবুকো রুবুস্তথা॥
ব্যাঘ্রপুচ্ছশ্চ বাতারি শ্চঞ্চু রুত্তানপত্রকঃ।
এরণ্ড যুগ্মং মধুরমুষ্ণং গুরু বিনাশয়েৎ॥
শূল শোথ কটীবস্তি শিরঃপীড়োদর জ্বরান্।
ব্রধ্ন শ্বাস কফানাহ কাস কুষ্ঠাম মারুতান্॥
এরণ্ড পত্রং বাতঘ্নং কফ ক্রিমি বিনাশনম্।
মূত্রকৃচ্ছ্র হরঞ্চাপি পিত্তরক্ত প্রকোপণম্॥
বাতাধ্যাগ্রদলং গুল্ম বস্তিশূল হরং পরম্।

কফবাত ক্রিমীন্ হন্তি বৃদ্ধিং সপ্ত বিধামপি।
এরণ্ড ফলং মত্যুষ্ণং গুল্ম শূলানিলাপহম্।
যকৃৎ প্লীহোদরার্শোঘ্নং কটুকং দীপনং পরম্।
তদ্বন্মজ্জা চ বিড়্‌ভেদী বাতশ্লেষ্মোদরাপহঃ।
মাত্রা ২ মাষকৌ।

শুক্ল এরণ্ড ও লোহিত এরণ্ড।

শুক্ল (সাদা) এরণ্ডের পর্য্যায়। আমণ্ড, চিত্র, গন্ধর্ব্বহস্তক, পঞ্চাঙ্গুল, বর্দ্ধমান, দীর্ঘদণ্ড, ব্যড়ম্বক, বাতারি, তরুণ ও রুবূক।

লোহিত এরণ্ডের পর্য্যায়। রুবূক, উরুবক,, রুবু, ব্যাঘ্রপুচ্ছ, বাতারি, চঞ্চু ও উত্তানপত্রক।

গুণ। উভয়বিধ এরণ্ডই মধুর. উষ্ণ ও গুরু।

এরণ্ডপত্র বাতঘ্ন, কফনাশক, ক্রিমিনাশক ও রক্তপিত্ত প্রকোপক।

এরণ্ডফল অতিশয় উষ্ণ, বায়ুনাশক, কটু ও অতিশয় অগ্নিদীপক।

প্রয়োগ। এরণ্ড ষর শূল, শোথ, কটি ও শিরোরোগে, উদররোগে, জ্বর, ব্রধ্ন, শ্বাস, কফবৃদ্ধি, আনাহ, কাস, কুষ্ঠ ও আমবাত রোগ নাশ করে।

এরণ্ড পত্র মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে ব্যবস্থের; ইহার অগ্রপত্র গুল্ম, বস্তিশূল, কফ, বাত, ক্রিমি ও সপ্তবিধ বৃদ্ধি (কোষ বৃদ্ধি) নিবারণ করে।

গুল্ম, শূল, যকৃৎ, প্লীহা, উদর রোগ ও অর্শোরোগে ইহার ফল ব্যবস্থের।

ইহার মজ্জা ভেদক, বাত শ্লেষ্মা ও উদর রোগ নষ্ট করে। ইহার মূল ও তৈল সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়। মূলের মাত্রা ২ মাষা।

তাম্বূল বল্লী।

তাম্বূলবল্লী তাম্বূলী নাগিনী নাগবল্লরী।
তাম্বূলং বিশদং রুচ্য তীক্ষ্ণোষ্ণং তুবরং সরম্।
বশ্যং তিক্তং কটুক্ষারং রক্ত পিত্তকরং লঘুঃ।
বল্যং শ্লেষ্মাস্য দৌর্গন্ধ্য মলবাত শ্রমাপহম্।
মাত্রা ৪ মাষকাঃ।

পান।

পর্য্যায়। তাম্বূলবল্লী, তাম্বূলী, নাগিনী ও নাগবল্লরী।

গুণ। বিশদ, রোচক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কষায়, সর, বশ্য, তিক্ত, কটুক্ষার, রক্তপিত্তজনক, লঘু, বলকারক, শ্লেষ্ম নাশক, মুখের দুর্গন্ধ নিবারক, মলাপহারক, বায়ু নিবারক ও শ্রমশান্তিকর। ইহার পত্র ও পত্রের রস ব্যবহার্য্য। মাত্রা ৪ মাষা।

বিল্বঃ।

বিল্বঃ শাণ্ডিল্য শৈলূষৌ মালুর শ্রীফলাবপি।
শ্রীফল স্তুবর স্তিক্তো গ্রাহী রুক্ষোঽগ্নি পিত্তকৃৎ।
বাতশ্লেষ্ম হরো বল্যো লঘুরুষ্ণশ্চ পাচনঃ।
অস্য মূলত্বগ্‌ গ্রাহ্যা। মাত্রা ১ মাষকঃ।

বিল্ব।

পর্য্যায়। বিল্ব, শাণ্ডিল্য, শৈলূষ, মালূর ও শ্রীফল।

গুণ। কষায়, তিক্ত, গ্রাহী, রুক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তজনক, বাতশ্লেষ্ম নাশক, বলকারক, লঘু, উষ্ণ ও পাচক। ইহার মূলের ত্বক্ গ্রহণীয়। মাত্রা ১ মাষা।

গাম্ভারী।

গম্ভারী ভদ্রপর্ণী চ শ্রীপর্ণী মধুপর্ণিকা।
কাশ্মীরী কাশ্মরী হীরা কাশ্মর্য্যঃ পীতরোহিণী।
কৃষ্ণবৃন্তা মধুরসা মহা কুসুমিকাপি চ।

কাশ্মরী তুবরা তিক্তা বীর্য্যোষ্ণা মধুরা গুরুঃ ॥
দীপনী পাচনী মেধ্যা ভেদিনী ভ্রমশোষ জিৎ।
দোষ তৃষ্ণাম শূলার্শো বিষদাহ জ্বরাপহা ;
তৎফলং বৃংহণং বৃষ্যং গুরু কেশ্যং রসায়নম্।
বাত পিত্ত তৃষা রক্ত ক্ষয় মূত্র বিবন্ধনুৎ ॥
স্বাদু পাকে হিম স্নিগ্ধং তুবরাম্ল বিশুদ্ধিকৃৎ।
হন্যাদ্দাহ তৃষা বাত রক্তপিত্ত ক্ষতক্ষয়ান্।
অস্যা মূলত্বগ্ গ্রাহ্যা। মাত্রা ১ মাষকঃ।

গাম্ভারী।

পর্য্যস। গাম্ভারী ভদ্রপর্ণী, শ্রীপর্ণী, মধুপর্ণিকা, কাশ্মীর, কাশ্মরী, হীরা কাশ্মর্য্য, পীতরোহিণী, কৃষ্ণবৃন্তা, মধুরসা ও মহা-কুসুমিকা।

গুণ। কষায়, তিক্ত, উষ্ণবীর্য্য, মধুর, গুরু, অগ্নিদীপক, পাচক, ধীশক্তি বর্দ্ধক, ভেদক, ভ্রম রোগ নিবারক, শোষনাশক।

আময়িক প্রয়োগ। দোষজ তৃষ্ণা, আমশূল, অর্শঃ, বিষ, দাহ ও জ্বর রোগে ব্যবস্থেয়। ইহার মূলের ত্বক্ গ্রহণীয়। মাত্রা ১ মাষা।

গাম্ভারী ফল।

গুণ। পুষ্টিকারক, বলকর, গুরু, কেশের সৌষ্টববর্দ্ধক, ব্যাধিনাশক, শীতল স্নিগ্ধ, কষায় ও অম্ল এই উভয় রসের বিশুদ্ধি কারক, পাকে স্বাদু ও বাতপিত্ত নাশক।

আময়িক প্রয়োগ। তৃষ্ণা, রক্তক্ষয়, মূত্রাঘাত, দাহ ও রক্তপিত্তাদি রোগে ব্যবস্থেয়।

পাটলা।

পাটলিঃ পাটলা মোঘা মধুদূতী ফলেরুহা।
কৃষ্ণবৃন্তা কুবেরাক্ষী কালস্থাল্যালিবল্লভা ॥
তাম্রপুষ্পী চ কথিতা পরাস্যাৎ পাটলা সিতা।
মুষ্ককো মোক্ষকো ঘণ্টাপাটলিঃ কাষ্ঠপাটলা ॥
পাটলা তুবরা তিক্তানুষ্ণা দোষ ত্রয়াপহা।
অরুচি শ্বাস শোথাস্র ছর্দ্দি হিক্কা তৃষাহরা ॥
পুষ্পং কষায়ং মধুরং হিমং হৃদ্যং কফাস্রনুৎ।
পিত্তাতিসার হৃৎকণ্ঠ্যং ফলং হিক্কাস্রপিত্তহৃৎ ॥
(কালিস্থালী তাম্র কাচস্থালীত্যেকে।)
অস্যা মূলত্বগ্ গ্রাহ্যা। মাত্রা ১ মাষকঃ।

পারুল। হিন্দী পাওরী, কণ্ঠপাওরী।

পর্য্যায়। পাটলি, পাটলা মোঘা, মধুদূতী, ফলেরুহা, কৃষ্ণবৃন্তা, কুবেরাক্ষী, কালস্থালী, অলিবল্লভা ও তাম্রপুষ্পী এই গুলি এক প্রকার পাটলির পর্য্যায়। অপর এক প্রকার শুভ্রবর্ণ পাটলি আছে তাহার পর্য্যায় এই মুষ্কক, মোক্ষক, ঘণ্টাপাটলি ও কাষ্ঠপাটলা।

গুণ। কষায়, তিক্ত, অনুষ্ণ ও ত্রিদোষ, নাশক।

ব্যবহার স্থল। অরুচি, শ্বাস, শোথ, রক্তদোষ, বমন, হিক্কা ও তৃষ্ণা নিবারণ করে। ইহার মূলের ত্বক গ্রহণীয়। মাত্রা ১ মাষা।

পাটলি পুষ্প।

গুণ। পাটলিপুষ্প কষায়, মধুর, শীতল, হৃদ্য, কফনাশক ও রক্ত বিশোধক।

প্রয়োগস্থল। পিত্তাতিসার রোগে প্রয়োজ্য পুষ্পের মাত্রা ১ মাষা।

পাটলিবৃক্ষের ফল হিক্কা ও রক্তপিত্ত নাশ করে।

অগ্নিমন্থঃ।

অগ্নিমন্থো জয়ঃ স স্যাৎ শ্রীপর্ণী গণিকারিকা।
জয়াজয়ন্তী তর্কারী নাদেয়ী বৈজয়ন্তিকা ॥

অগ্নিমন্থঃ শ্বয়থুনুদ্বীর্য্যোষ্ণঃ কফবাতহৃৎ।
পাণ্ডুনুৎ কটুকস্তিক্ত স্তুবরো মধুরোঽগ্নিদঃ॥
অস্য মূলত্বগ্ গ্রাহ্যা। মাত্রা ১ মাষকঃ।

গণিয়ারি। হিন্দী অগেথ, গণিয়ারী।

পর্য্যায়। অগ্নিমন্থ, জয়, শ্রীপর্ণী, গণিকারিকা, জয়া, জয়ন্তী, তর্কারী, নাদেয়ী, বৈজয়ন্তিকা।

গুণ। গণিয়ারি উষ্ণবীর্য্য, কটু, তিক্ত, কষায়, মধুর অগ্নিবর্দ্ধক, কফ নাশক ও বায়ু নাশক।

প্রয়োগস্থল। শোথ ও পাণ্ডুরোগে ব্যবস্থেয়। ইহার মূলের ত্বক্ গ্রহণীয়। মাত্রা ১ মাষা।

স্যোনাকঃ।

স্যোনাকঃ শোষণশ্চ স্যান্নট কট্বঙ্গ টুণ্টুকাঃ।
মণ্ডুকপর্ণ পাত্রোণ শুকনাস কুটন্নটাঃ॥
দীর্ঘবৃন্তো ঽরলু শ্চাপি পৃথুশিম্বঃ কটম্ভরঃ।
স্যোনাকো দীপনঃ পাকে কটুক স্তুবরো হিমঃ॥
গ্রাহী তিক্তোঽনিল শ্লেষ্ম পিত্তকাস প্রণাশনঃ।
টুণ্টুকস্য ফলং বালং রুক্ষং বাত কফাপহম্॥
হৃদ্যং কষায়ং মধুরং রোচনং লঘুদীপনং।
গুল্মার্শঃ ক্রিমিহৃৎ প্রৌঢ়ং গুরুবাত প্রকোপণম্॥
অস্য মূলত্বগ্ গ্রাহ্যা। মাত্রা ১ মাষকঃ।

সোনা। হিন্দী সোনাপাটা।

পর্য্যায়। শ্যোনাক, শোষণ, নট, কট্বঙ্গ, টুণ্টুক, মণ্ডুকপর্ণ, পত্রোর্ণ, শুকনাশ, কুটন্নট, দীর্ঘবৃন্ত, অরলু, পৃথুশিম্ব ও কটম্ভর।

গুণ। অগ্নিদীপক, পাকে কটু, আস্বাদে কষায়, শীতল, গ্রাহী, তিক্ত, ত্রিদোষ নাশক।

ব্যবহারস্থল। কাস রোগে প্রয়োয্য। ইহার মূলের ত্বক্ গ্রহণীয়। মাত্রা ১ মাষা।

শ্যোনাক ফল।

ইহার কচি ফল রুক্ষ, বাতপিত্ত নাশক, হৃদ্য, কষায়, রোচন, লঘু ও অগ্নিদীপক। ইহার গুণ, অর্শঃ ও ক্রিমি নষ্ট করে। পক্ক ফল গুরু ও বায়ু প্রকোপক।

বৃহৎ পঞ্চমূলম্।

শ্রীফলঃ সর্ব্বতোভদ্রা পাটলা গণিকারিকা।
শ্যোনাকঃ পঞ্চভিশ্চৈতৈঃ পঞ্চমূলং মহন্মতম্॥
পঞ্চমূলং মহৎ তিক্তং কষায়ং কফবাত নুৎ।
মধুরং শ্বাস কাসঘ্ন মুষ্ণং লঘ্বগ্নি দীপনম্॥

বৃহৎ পঞ্চমূল।

বিল্ব, গাম্ভারী, পারুল, গনিয়ারি ও শ্যোনাক এইপঞ্চ বৃক্ষের মূলকে বৃহৎপঞ্চমূল কহে। বৃহৎপঞ্চমূল তিক্ত, কষায়, বাতশ্লেষ্ম নাশক, মধুর, উষ্ণ, লঘু ও অগ্নিদীপক। ইহা শ্বাস কাস রোগ নিবারণ করে।

শালপর্ণী।

শালপর্ণী স্থিরা সৌম্যা ত্রিপর্ণী পীবরী গুহা।
বিদারিগন্ধা দীর্ঘাঙ্গী দীর্ঘপত্রাংশুমত্যপি॥
শালপর্ণী গুরুশ্ছর্দ্দি জ্বরশ্বাসাতিসারজিৎ।
শোষ দোষ ত্রয়হরী বৃংহণ্যুক্তা রসায়নী॥
তিক্তা বিষহরী বাতুঃ ক্ষতকাস ক্রিমিপ্রণুৎ।
অস্যামূলং গ্রাহ্যং মাত্রা ১ মাষকঃ।

শালপানি। হিন্দী সরিবন।

পর্য্যায়। শালপর্ণী স্থিরা সৌম্যা,

ত্রিপর্ণী, পীবরী, গুহা, বিদারীগন্ধা, দীর্ঘাঙ্গী, দীর্ঘপত্রা ও অংশুমতী।

গুণ। পুষ্টিকারক, রসায়ন, তিক্ত, বিষঘ্ন, স্বাদু ও ত্রিদোষ নাশক।

আময়িক প্রয়োগ। বমন, জ্বর, শ্বাস, অতিসার, শোষ, ক্ষতকাস ও ক্রিমি রোগে ব্যবস্থেয়।

ইহার মূল, অভাবে সমস্ত অংশই গ্রহণীয়। মাত্রা ১ মাষা।

পৃশ্নিপর্ণী।

পৃশ্নিপর্ণী পৃথক্‌পর্ণী চিত্রপর্ণ্যহিপর্ণপি।
ক্রোষ্টুবিন্না সিংহপুচ্ছী কলশী ধাবনির্গুহা॥
পৃশ্নিপর্ণী ত্রিদোষঘ্নী বৃষ্যোষ্ণা মধুরাসরা।
হন্তিদাহ জ্বরশ্বাস রক্তাতি সারতৃড়্বমীঃ॥
অস্যামূলং গ্রাহ্যং মাত্রা ১ মাষকঃ।

চাকুলে। হিন্দী পিটবন।

পর্য্যায়। পৃশ্নিপর্ণী, পৃথক্‌পর্ণী, চিত্রপর্ণী, অহিপর্ণী, ক্রোষ্টুবিন্না, সিংহপুচ্ছী, কলসী, ধাবনী ও গুহা।

গুণ। ত্রিদোষ নাশক, বলকারক উষ্ণ, মধুর ও সর।

আময়িক প্রয়োগ। দাহ, জ্বর, শ্বাস, রক্তাতীসার, তৃষ্ণা ও বমী নিবারণ করে।

ইহার মূল, অভাবে সর্ব্বাংশ গ্রহণীয়। মাত্রা ১ মাষা।

বৃহতী।

বার্ত্তাকী ক্ষুদ্রকণ্টাকী মহতী বৃহতী কুলী।
হিঙ্গুলী রাষ্ট্রিকা সিংহী মহোষ্ট্রী দুঃপ্রধর্ষিণী॥
বৃহতী গ্রাহিণী হৃদ্যা পাচনী কফবাত হৃৎ।
কটুতিক্তাস্য বৈরস্য মলারোচক নাশিনী॥
উষ্ণা কুষ্ঠ জ্বরশ্বাস শূল কাসাগ্নি মান্দ্যজিৎ।
অস্যা মূলং গ্রাহ্যং মাত্রা ১ মাষকঃ।

বৃহতী, ব্যাকুড়। হিন্দী বরহণ্ডা।

পর্য্যায়। বার্ত্তাকী, ক্ষুদ্রকণ্টাকী, মহতী, বৃহতী, কুলী, হিঙ্গুলী, রাষ্ট্রী ও দুঃপ্রধর্ষিণী।

গুণ। গ্রাহী, হৃদ্য, পাচক. বাতশ্লেষ্ম নাশক, কটু, তিক্ত ও উষ্ণ।

প্রয়োগস্থল। অরুচি, জ্বর, শ্বাস, কুষ্ঠ, শূল, কাস, অগ্নিমান্দ্য, মুখবৈরস্য ও মলাদি নিবারণ করে। ইহার মূল, অভাবে সমস্ত গ্রহণীয়। মাত্রা ১ মাষা।

কণ্টকারী।

কণ্টকারী তু দুঃস্পর্শা ক্ষুদ্রা ব্যাঘ্রী নিদিগ্ধিকা।
কণ্টালিকা কণ্টকিনী ধাবনী বৃহতীতথা॥
উক্তেচ বৃহত্যৌ। যত আহ সুশ্রুতঃ।
ক্ষুদ্রায়াং ক্ষুদ্র ভণ্টাক্যাং বৃহতীতি নিগদ্যতে॥
শ্বেতা ক্ষুদ্রাচন্দ্রহাসা লক্ষ্মণা ক্ষেত্রদূতিকা।
গর্ভদা চন্দ্রভা চন্দ্রী চন্দ্রপুষ্পা প্রিয়ঙ্করী॥
কণ্টকারী সরা তিক্তা কটুকা দীপনী লঘুঃ।
রুক্ষোষ্ণা পাচনী কাস শ্বাস জ্বর কফানিলান্॥
নিহন্তী পীনসং শ্বাস পার্শ্ব পীড়া হৃদাময়ান্।
তয়োঃ ফলং কটুরসে পাকে চ কটুকংভবেৎ॥
শুক্রস্য রেচনং ভেদি তিক্তং পিত্তাগ্নি কৃল্লঘু।
হন্যাৎ কফ মরুৎ কণ্ডূ কাস মেদ ক্রিমি জ্বরান্॥
তদ্বৎ প্রোক্তা সিতা ক্ষুদ্রা বিশেষাদ্ গর্ভকারিণী॥
অস্যা মূলং গ্রাহ্যং মাত্রা ১ মাষকঃ।

কণ্টকারী।

পর্য্যায়। কণ্টকারী, দুঃস্পর্শা, ক্ষুদ্রা, ব্যাঘ্রী, নিদিগ্ধিকা, কণ্টালিকা, কণ্টকিনী, ধাবনী ও বৃহতী।

বৃহতী ও কণ্টকারী এই উভয়ের সাধারণ নাম বৃহতী যে হেতু সুশ্রুত কহিয়াছেন।

ক্ষুদ্রা (কণ্টকারী) ও ক্ষুদ্রভণ্টাকী এই এই উভয়ের সাধারণ নাম বৃহতী।

শ্বেতকণ্টকারীর পর্য্যায়। চন্দ্রহাসা, লক্ষ্মণা, ক্ষেত্রদূতিকা, গর্ভদা, চন্দ্রভা, চন্দ্রী, চন্দ্রপুষ্পা ও প্রিয়ঙ্করী।

গুণ। কণ্টকারী সর, তিক্ত, কটু দীপন, লঘু, রুক্ষ, উষ্ণ ও পাচক।

আময়িক প্রয়োগ। কাস, শ্বাস, জ্বর কফ, বায়ু, পীনস, শ্বাস, পার্শ্বপীড়া ও হৃদ্রোগ প্রভৃতিকে নিবারণ করে।

এই উভয়ের ফল আস্বাদে ও পাকে কটু, শুক্ররেচক, ভেদক, তিক্ত, পিত্তজনক অগ্নিবর্দ্ধক, লঘু ও কফ বায়ুনাশক। এই ফল কণ্ডূ, কাস, ক্রিমি ও জ্বরাদি নিবারণ করে।

শ্বেতকণ্টকারী গর্ভসংস্থাপক।

কণ্টকারী ও শ্বেতকণ্টকারীর মূল, অভাবে সমস্ত অংশ গ্রহণীয়।

মাত্রা ১ মাষা।

গোক্ষুরঃ।

গোক্ষুরঃ ক্ষুরকোঽপিস্যাৎ ত্রিকণ্টঃ স্বাদুকণ্টকঃ।
গোকণ্টকো গোক্ষুরকো বনশৃঙ্গাট ইত্যপি॥
পলংকষাশ্বদংষ্ট্রা চ তথাস্যাদিক্ষুগন্ধিকা।
গোক্ষুরঃশীতলঃ স্বাদুর্বলকৃদ্ বস্তিশোধনঃ॥
মধুরো দীপনোবৃষ্যঃ পুষ্টিকৃচ্চাশ্মরীহরঃ।
প্রমেহ শ্বাস কাসার্শঃ কৃচ্ছ্র হৃদ্রোগ বাতনুৎ॥
ত্রিকণ্টশাকং বৃষ্যংস্যাৎতিক্তং স্রোতো-বিশোধনম্।
অস্যমূলং গ্রাহ্যং মাত্রা ১ মাষকঃ।

গোক্ষুরী।—হিন্দী গোক্ষুরশূল।

পর্য্যায়। গোক্ষুর, ক্ষুরক, ত্রিকণ্টক, স্বাদুকণ্টক, গোকণ্টক, গোক্ষুরক, বনশৃঙ্গাট পলঙ্কষা, অশ্বদংষ্ট্রা ও ইক্ষুগন্ধিকা।

গুণ। শীতল, স্বাদু, বলকারক, বস্তি-শোধক, মধুর, দীপক, শুক্রজনক, বায়ুনাশক ও পুষ্টিকর।

প্রয়োগ। অশ্মরী, প্রমেহ, শ্বাস, কাস অর্শঃ ও কঠিন হৃদ্রোগে ব্যবস্থা করা যায়।

গোক্ষুরশাক বৃষ্য, তিক্ত ও স্রোতোবিশোধক।

ইহার মূল, অভাবে সর্ব্বাংশ গ্রহণীয়।

মাত্রা ১ মাষা।

লঘু পঞ্চমূলম্।

শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বার্ত্তাকী কণ্টকারিকা।
গোক্ষুরঃপঞ্চভিশ্চৈতৈঃ কনিষ্ঠং পঞ্চমূলকম্॥
পঞ্চমূলং লঘুস্বাদু বল্যং পিত্তানিলাপহম্।
নাত্যুষ্ণং বৃংহণং গ্রাহি জ্বর শ্বাসাশ্মরীপ্রণুৎ॥

লঘু পঞ্চমূল।

শালপর্ণী, চাকুলে বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর এই পাঁচটীর নাম লঘু পঞ্চমূল।

লঘুপঞ্চমূলের গুণ। লঘু, স্বাদু, বল-কারক, বাতপিত্ত নাশক, নাত্যুষ্ণ ও পুষ্টিকর।

লঘু পঞ্চমূল জ্বর, কাস ও অশ্মরী রোগ নষ্ট করে।

দশমূলম্।

উভাভ্যাং পঞ্চমূলাভ্যাং দশমূল মুদাহৃতম্।
দশমূলং ত্রিদোষঘ্নং শ্বাসকাসশিরোরুজঃ।
তন্দ্রা শোথ জ্বরানাহ পার্শ্বপীড়া রুচীহরেৎ।

দশমূল।

লঘু পঞ্চমূল ও বৃহৎ পঞ্চমূল এই উভয় একত্র হইলে দশমূল শব্দে কথিত হয়। দশমূল ত্রিদোষ নাশক। শ্বাস, কাস, শিরোরোগ, তন্দ্রা, শোথ, জ্বর, আনাহ, পার্শ্বপীড়া ও অরুচিতে দশমূল ব্যবস্থেয়।

শোভাঞ্জনঃ ।

(শোভাঞ্জনঃ শ্যামঃ শ্বেতো রক্তশ্চ ।)

শোভাঞ্জনঃ শিগ্রু তীক্ষ্ণ গন্ধকাক্ষীব মোচকাঃ ।
তদ্বীজং শ্বেতমরিচং মধুশিগ্রুঃ স লোহিতঃ ॥
শিগ্রুঃ কটুঃ কটুঃ পাকে তীক্ষ্ণোষ্ণো মধুরোলঘুঃ ।
দীপনো রোচনো রুক্ষঃ ক্ষারস্তিক্তো বিদাহকৃৎ ॥
সংগ্রাহী শুক্রলো হৃদ্যঃ পিত্তরক্ত প্রকোপনঃ ।
চক্ষুষ্যঃ কফবাতঘ্নো বিদ্রধি শ্বয়থু ক্রিমীন্ ॥
মেদোপচী বিষ প্লীহ গুল্মগণ্ড ব্রণান্ হরেৎ
শ্বেতঃ প্রোক্তগুণো জ্ঞেয়ো বিশেষাদ্দাহকৃদ্ভবেৎ ॥
প্লীহানং বিদ্রধিং হন্তি ব্রণঘ্নঃ পিত্তরক্তহৃৎ ।
মধুশিগ্রুঃ প্রোক্ত গুণো বিশেষা দ্দীপনঃ সরঃ ।
শিগ্রু বল্কল পত্রাণাং স্বরসঃ পরমার্ত্তিহৃৎ ।
চক্ষুষ্যং শিগ্রুজং বীজং তীক্ষ্ণোষ্ণং বিষনাশনম্ ॥
অবৃষ্যং কফবাতঘ্নং তন্নস্যেন শিরোর্ত্তিনুৎ ॥
অস্য বীজাদিকং গ্রাহ্যং বীজস্য মাত্রা ১ মাষকঃ ।
স্বরসস্য মাত্রা ২ মাষকৌ ।

সজিনা ।

এই বৃক্ষ তিন জাতীয়, শ্যাম, শ্বেত ও লোহিত ।

পর্য্যায় । শোভাঞ্জন, শিগ্রু, তীক্ষ্ণ-গন্ধক, অক্ষীব ও মোচক । ইহার বীজকে শ্বেত মরিচ কহে । লোহিত বর্ণ সজিনা বৃক্ষের নাম মধুশিগ্রু ।

গুণ । কটু, পাকে কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, মধুর, লঘু, দীপক, রোচক, রুক্ষ, ক্ষার গুণ বিশিষ্ট, তিক্ত, বিদাহী, সংগ্রাহী, শুক্র জনক, হৃদ্য, চক্ষুষ্য ও রক্তপিত্ত প্রকোপক ।

আময়িক প্রয়োগ । বায়ু, শ্লেষ্মা, বিদ্রধি, শোথ, ক্রিমি, মেদোরোগ, অপচী, বিষ, প্লীহা, গুল্ম, গণ্ডমালা ও ব্রণ নষ্টকরে ।

শ্বেতসজিনা উল্লিখিতরূপ গুণবিশিষ্ট, অধিকন্ত ইহা বিশেষ বিদাহী, ইহা প্লীহা, বিদ্রধি, ব্রণ ও রক্তপিত্ত রোগে উপকারক । মধুশিগ্রু ও পূর্ব্বোক্তরূপ গুণ বিশিষ্ট, বিশেষতঃ ইহা দীপন ও সর । সজিনার ছাল ও পত্রের স্বরস অনেক উপকারে লাগে । সজিনার বীজ তীক্ষ্ণ উষ্ণ, বিষঘ্ন, বলনাশক ও বাতশ্লেষ্মনাশক, ইহার নস্য শিরঃপীড়ায় উপশম করে ।

সজিনার বীজাদি গ্রহণীয় । বীজের মাত্রা ১ মাসা । ত্বকের স্বরসের মাত্রা ২ মাষা ।

চিহ্লকঃ ।

চিহ্লকো বাতনির্হারী শ্লেষ্মঘ্নো ধাতুপুষ্টিকৃৎ ।
আগ্নেয়ো বিষবদ্যস্য ফলং মৎস্য নিষূদনম্ ॥
মাত্রা ১ মাষকঃ ।

হিন্দী চিল্হ ।

চিহ্লক, বাতাপসারক, কফ নাশক, আগ্নেয় ও ধাতুপুষ্টিকারক । ইহার ফল বিষবৎ এই ফল দ্বারা মৎস্যগণকে নষ্ট করা যায় । ইহার সমস্ত অংশ গ্রহণীয় । মাত্রা ১ মাসা ।

টঙ্কারী ।

টঙ্কারী বাতজিত্তিক্তা শ্লেষ্মঘ্নী দীপনী লঘুঃ ।
শোথোদর ব্যথা হন্ত্রী হিতাপি চ বিসর্পিণাম্ ॥
মাত্রা ২ মাষকৌ ।

টেপারী ।

টঙ্কারী বায়ুনাশক, তিক্ত, কফঘ্ন, অগ্নিদীপক ও লঘু । শোথ, উদরব্যথা ও বিসর্প রোগে প্রয়োজ্য । ইহার সমস্ত অংশ গ্রহণীয় । মাত্রা ২ মাসা ।

অক্ষোটঃ ।

অক্ষোটো দীর্ঘকীলঃস্যাদক্ষোলশ্চ নিকোচকঃ ।
অক্ষোটকঃ কটুস্তীক্ষ্ণঃ স্নিগ্ধোষ্ণ স্তুবরো লঘুঃ ॥
রেচনঃ ক্রিমিশূলাম শোফগ্রহ বিষাপহঃ ।

বিসর্প কফপিত্তাস্র মূষকাদি বিষাপহঃ।
তৎফলং শীতলং স্বাদু শ্লেষ্মঘ্নং বৃংহণং গুরু।
বল্যংবিরেচনং বাতপিত্তদাহক্ষয়াস্রজিৎ।
অস্য মূলত্বগ্ গ্রাহ্যা মাত্রা ২ মাষকৌ।

ধলআঁকোড়। হিন্দী ঢেরা।

পর্য্যায়। অঙ্কোট, দীর্ঘকীল, অঙ্কোল ও নিকোচক।

গুণ। ইহা কটু, তীক্ষ্ণ, স্নিগ্ধোষ্ণ, কষায়, লঘু, রেচক ও বিষঘ্ন।

প্রয়োগ। ক্রিমি, শূল, আম, শোথ, গ্রহপীড়ন, বিসর্প ও কফজ রক্তপিত্ত রোগে ব্যবস্থেয়। ইহা দ্বারা সর্প ও মূষিকের বিষ নষ্ট হয়। ইহার ফল শীতল স্বাদু, শ্লেষ্মনাশক, পুষ্টিকর, গুরু, বলকর, ও বিরেচক। এই ফল ব্যবহারে বাত পৈত্তিক দাহ, ক্ষয়রোগ ও রক্তদোষ নিবারণ হয়। ইহার মূলের ত্বক্ গ্রহণীয়। মাত্রা ২ মাষা।

ভূস্তৃণম্।

গুহ্য বীজন্ত ভূতীকং সুগন্ধং জম্বুকপ্রিয়ম্।
ভূতৃণং তু ভবেচ্ছত্রা মালাতৃণক মিত্যপি॥
ভূতৃণং কটুকং তিক্তং তীক্ষ্ণোষ্ণং রেচনং লঘু।
বিদাহি দীপনং রুক্ষ মনেত্র্যং মুখশোধনম্।
অবৃষ্যং বহুবিট্ কফ পিত্তরক্ত প্রদূষণম্।
মাত্রা ২ মাষকৌ।

শরবাণ।

পর্য্যায়। গুহ্যবীজ, ভূতীক, সুগন্ধ, জম্বুকপ্রিয়, ছত্রা ও মালাতৃণক।

গুণ। কটু, তিক্ত, তীক্ষ্ণ উষ্ণ, রেচক, লঘু, বিদাহী, অগ্নিদীপক, রুক্ষ, চক্ষুর অনিষ্টকর, মুখশোধক, বলনাশক ভেদক ও রক্তপিত্ত প্রকোপক। ইহার সর্ব্বাংশগ্রহণীয়। মাত্রা২ মাষা।

কর্তৃণম্।

কর্তৃণং রৌহিষং দেবজগ্ধং সৌগন্ধিকং তথা।
ভূতিকং ব্যামপৌরঞ্চ শ্যামকং ধূমগন্ধিকম্॥
রৌহীষং তুবরং তিক্তং কটুপাকং ব্যপোহতি।
হৃৎকণ্ঠ ব্যাধি পিত্তাস্র শূল কাস কফজ্বরান্॥
মাত্রা ২ মাষকৌ।

রামকর্পূর।

পর্য্যায়। কর্ত্তৃণ, রৌহিষ, দেবজগ্ধ, সৌগন্ধিক, ভূতীক, ব্যামপৌর, শ্যামক ও ধূমগন্ধিক।

গুণ। কষায়, তিক্ত, পাকে কটু।

প্রযোগ। হৃদ্রোগ, কণ্ঠরোগ, রক্তপিত্ত, শূল, কাস ও কফজ্বরে ব্যবস্থেয়। ইহার সমস্ত অংশ গ্রহণীয়। মাত্রা ২ মাষা।

মুণ্ডিতিকা।

মুণ্ডী ভিক্ষুঃপরিপ্রোক্তা শ্রাবণী চ তপোধনা।
শ্রবণাহ্বা মুণ্ডতিকা তথা শ্রবণশীর্ষকা॥
মহাশ্রাবণিকান্যাতু সা স্মৃতা ভূকদম্বিকা।
কদম্বপুষ্পিকা চ স্যা দব্যথাতিতপস্বিনী॥
মুণ্ডিতিকা কটুঃ পাকে বীর্য্যোষ্ণা মধুরা লঘুঃ।
মেধ্যা গণ্ডাপচী কৃচ্ছ্র ক্রিমিযোন্যর্ত্তি পাণ্ডুনুৎ॥
শ্লীপদারুচ্যপস্মার প্লীহমেদো গুদার্ত্তিহৃৎ।
মহামুণ্ডী চ তত্তুল্যা গুণৈ রুক্তা মহর্ষিভিঃ॥
মাত্রা ১ মাষকঃ।

মুণ্ডুরী, ভুঁইকদম।

পর্য্যায়। মুণ্ডী, ভিক্ষু, শ্রাবণী, তপোধনা, শ্রবণাহ্বা, মুণ্ডতিকা ও শ্রবণশীর্ষক এই জাতীয় আর একপ্রকার বৃক্ষ আছে তাহার নাম মহাশ্রাবণিকা, ভূকদম্বিকা, কদম্বপুষ্পিকা, অব্যথা ও তপস্বিনী।

গুণ। পাকে কটু, উষ্ণবীর্য্য, মধুর, লঘু, স্মরণশক্তি বর্দ্ধক।

প্রয়োগ। গলগণ্ড, অপচী, মূত্রকৃচ্ছ্র, ক্রিমি, যোনিরোগ, পাণ্ডু, শ্লীপদ, অরুচি,

অপস্মার, প্লীহা, মেদোরোগ ও গুহ্যরোগ নিবারিত হয়।

মহামুণ্ডীর গুণ সামান্য মুণ্ডীর ন্যায়। সর্ব্বাংশগ্রহণীয়। মাত্রা ১ মাষা।

অপামার্গঃ।

অপামার্গস্তু শিখরী হ্যধঃশল্যো ময়ূরকঃ।
মর্কটী দুর্গ্রহা চাপি কিণিহী খরমঞ্জরী॥
অপামার্গঃ সরস্তীক্ষ্ণো দীপনস্তিক্তকঃ কটুঃ।
পাচনো রোচনো ছর্দ্দি কফমেদোঽনিলাপহঃ॥
নিহন্তি হৃদ্রুজাধ্মানার্শঃ কণ্ডূ শূলোদরাপচীঃ।
মাত্রা ১ মাষকঃ।

আপাং। হিন্দী চিরচিরি।

পর্য্যায়। অপামার্গ, শিখরী, অধঃশল্য, ময়ূরক, মর্কটী, দুর্গ্রহা, কিণিহী ও খরমঞ্জরী।

গুণ। অপামার্গ সর, তীক্ষ্ণ, দীপন, তিক্ত, কটু, পাচক ও রোচক। ইহার দ্বারা বমন, কফ, মেদোরোগ, বায়ু হৃদ্রোগ, আধ্মান, অর্শঃ, কণ্ডূ, শূল, উদর রোগ ও অপচী উপশমিত হয়। ইহার মূল, অভাবে সমস্ত গ্রহণীয়।

মাত্রা ১ মাষা।

রক্তাপামার্গঃ।

রক্তোঽন্যো বশিরো বৃত্তফলো ধামার্গবোঽপি চ
প্রত্যকপর্ণী কেশপর্ণী কথিতা কপিপিপ্পলী॥
অপামার্গোঽরুণো বাতবিষ্টম্ভী কফকৃৎ হিমঃ।
রুক্ষঃ পূর্ব্ব গুণৈর্ন্যূনঃ কথিতো গুণবেদিভিঃ॥
অপমার্গ ফলং স্বাদু রসে পাকে চ দুর্জ্জরম্।
বিষ্টম্ভি বাতলং রুক্ষং রক্তপিত্ত প্রসাদনম্॥
মাত্রা ১ মাষকঃ।

লাল আপাং। হিন্দী রক্তচিরচিরা

পর্য্যায়। বশির, বৃত্তফল, ধামার্গব প্রত্যকপর্ণী, কেশপর্ণী ও কপিপিপ্পলী।

গুণ। লাল অপামার্গ বাত বিষ্টম্ভী, কফবর্দ্ধক, শীতল ও রুক্ষ। ইহা পূর্ব্বোক্ত অপামার্গের অপেক্ষা অল্পগুণ বিশিষ্ট অপামার্গের ফল আস্বাদে ও পাকে কটু, ইহা জীর্ণ হয় না, এই ফল বিষ্টম্ভী, বায়ু জনক, রুক্ষ ও রক্তপিত্ত প্রসাদন।

মাত্রা ১ মাষা।

শ্বেতপুনর্ণবা।

পুনর্নবা শ্বেতমূলা শোথঘ্নী দীর্ঘপত্রিকা।
কটুঃ কষায়ানু রসা পাণ্ডুঘ্নী দীপনীপরা॥
শোফানিল গরশ্লেষ্মহরী ব্রধ্নোদর প্রণুৎ।
কাসহৃদ্রোগ দুর্নাম শূলানিল নিকৃন্তনী॥
মাত্রা ২ মাষকৌ।

শ্বেতপুনর্নবা।

পর্য্যায়। শ্বেতমূলা, শোথঘ্নী ও দীর্ঘ পত্রিকা।

গুণ। কটু, ঈষৎ কষায়, অতিশয় অগ্নিকারক ও বায়ুনাশক।

প্রয়োগ। পাণ্ডু, শোথ, বায়ুবৃদ্ধি, শ্লেষ্মাধিক্য, ব্রধ্ন, উদর রোগ, কাস, হৃদ্রোগ, অর্শঃ ও শূল রোগে প্রয়োজ্য। ইহার সর্ব্বাংশ গ্রহণীয়। মাত্রা ২ মাষা।

রক্তপুষ্পা পুর্ননবা।

পুনর্নবাপরা রক্তা রক্তপুষ্পা শিলাটিকা।
শোথঘ্নঃ ক্ষুদ্রবর্ষাভূর্বৃষকেতুঃ কপিল্লকঃ॥
পুনর্নবা রুণা তিক্তা কটুপাকা হিমালঘুঃ।
বাতলা গ্রাহিণী শ্লেষ্ম পিত্তরক্ত বিনাশিনী।
মাত্রা ২ মাষকৌ।

লাল পুনর্নবা।

পর্য্যায়। রক্ত পুনর্নবা, রক্তপুষ্পা, শিলাটিকা, শোথঘ্ন, ক্ষুদ্রবর্ষাভূ, বৃষকেতু ও কপিল্লক।

গুণ। তিক্ত, পাকেকটু, শীতল, লঘু, বায়ু জনক ও গ্রাহী। ইহা কফ ও রক্ত-পিত্ত নিবারণ করে। ইহার সমস্ত অংশ গ্রহণীয়। মাত্রা ২ মাষা।

বন্দা।

বন্দা বৃক্ষাদনী বৃক্ষভক্ষ্যা বৃক্ষরুহাপি চ।
বন্দাকঃ স্যাদ্ধিম তিক্তঃ কষায়ো মধুরো রসে॥
মাঙ্গল্যঃ কফবাতাস্র রক্ষোব্রণ বিষাপহঃ।
পিত্তদাহ শ্রমহরো বল্যো বৃষ্যো রসায়নঃ॥
মাত্রা ১ মাষকঃ।

পরগাছা, বাঁদরা।

পর্য্যায়। বন্দা, বৃক্ষাদনী, বৃক্ষভক্ষ্যা বৃক্ষরুহা ও বন্দাক। ইহা শীতবীর্য্য, তিক্ত, কষায়, মধুরাস্বাদ, কফঘ্ন, বিষ-প্রশমক, পিত্তনাশক, দাহ নিবারক, শ্রম হর, বলকারক, বৃষ্য ও রসায়ন। বাতরক্ত ও ব্রণরোগ প্রভৃতিতে প্রয়োজ্য। ইহার সমস্ত অংশ গ্রহণীয়। মাত্রা ১ মাষা।

অলম্বুষা (লজ্জালুভেদঃ)।

অলম্বুষা খরত্বক্ চ তথা মেদোগলাস্মৃতা।
অলম্বুষা লঘুঃ স্বাদুঃ ক্রিমিপিত্ত কফাপহা॥
মাত্রা ১ মাষকঃ।

পর্য্যায়। অলম্বুষা, খরত্বক্ ও মেদোগলা।

গুণ। লঘু, স্বাদু, ক্রিমিঘ্ন ও কফ-পিত্ত নাশক। ইহার সমস্ত অংশ গ্রহণীয়। মাত্রা ১ মাষা।

ছুচিকা।

ছুচিকা স্বাদুপর্ণী স্যাৎ ক্ষীরা বিক্ষীরিণী তথা।
ছুচিকা কাগুরু রুক্ষা বাতলা গর্ভকারিণী॥
স্বাদু ক্ষীরা কটুস্তিক্তা সৃষ্ট মূত্র মলা পটুঃ।
মৃদুবিষ্টম্ভিনী বৃষ্যা কফকুষ্ঠ ক্রিমিপ্রণুৎ॥
মাত্রা ১ মাষকঃ।

ক্ষীরুই। হিন্দী ছুরী।

পর্য্যায়। ছুচিকা, স্বাদুপর্ণী, ক্ষীরা ও বিক্ষীরিণী।

গুণ। উষ্ণ, গুরু, রুক্ষ, বায়ুজনক, গর্ভসংস্থাপক, স্বাদু, দুগ্ধবিশিষ্ট, কটু, তিক্ত মৃদু লবণ রস বিশিষ্ট, বিষ্টম্ভ ও বল কারক। ইহা সেবন করিলে মল মূত্রাদি নিঃসৃত হয় এবং কফ, কুষ্ঠ ও ক্রিমিরোগ নষ্ট হয়। ইহার সমস্ত অংশ গ্রহণীয়। মাত্রা ১ মাষা।

দ্রোণপুষ্পী।

দ্রোণা চ দ্রোণপুষ্পী চ ফলেপুষ্পা চ কীর্ত্তিতা।
দ্রোণপুষ্পী গুরুঃ স্বাদু রুক্ষোষ্ণা বাতপিত্ত কৃৎ॥
সতীক্ষ্ণ লবণাস্বাদ্ পাকা কট্বী চ ভেদিনী।
কফাম কামলা শোথ তমকশ্বাস জন্তুজিৎ॥
মাত্রা ১ মাষকঃ।

ঘলঘসিয়া হিন্দী গুমা।

পর্য্যায়। দ্রোণা, দ্রোণপুষ্পী ও ফলেপুষ্পা।

গুণ। গুরু, স্বাদু, রুক্ষ, উষ্ণ, বাত-পিত্তজনক, তীক্ষ্ণলবণ রস বিশিষ্ট, পাকে স্বাদু, কটু ও ভেদক। ইহার দ্বারা কফ, আম, কামলা, শোথ, তমকশ্বাস ও কীটাদি বিনষ্ট হয়। ইহার সমস্ত অংশ গ্রহণীয়। মাত্রা ১ মাষা।

আদিত্যভক্তা।

সুবর্চ্চলা সূর্য্যভক্তা বরদা বদরাপি চ।
সূর্য্যাবর্ত্তা রবিপ্রীতাঽপরা ব্রহ্মজ্ঞসুদ্ধুলা॥

সুবর্চ্চলা হিমারক্তা স্বাদু পাকা সরা গুরুঃ।
অপিত্তলা কটুঃ ক্ষারা বিষ্টম্ভ কফবাতজিৎ॥
অন্যা তিক্তা কষায়োষ্ণা সরা রুক্ষা লঘুঃ কটুঃ।
নিহন্তি কফপিত্তাস্র শ্বাস কাসারুচিজ্বরান্॥
বিস্ফোট কুষ্ঠ মেহাস্র যোনিরুক্ ক্রিমি পাণ্ডুতাঃ।
অস্যাঃ পত্রাদিকং গ্রাহ্যং মাত্রা ১ মাষকঃ।

হুর হুরে। হিন্দী হুর্ হুর।

পর্য্যায়। সুবর্চ্চলা, সূর্য্যভক্তা, বরদা, বদরা সূর্য্যাবর্ত্তা ও রবিপ্রীতা এইগুলি এক জাতীয় বৃক্ষের পর্য্যায়। অপর জাতীয় বৃক্ষকে ব্রহ্মসুদুর্লভা কহে।

গুণ। ইহা শীতল, রুক্ষ, পাকে স্বাদু সর, গুরু, কটু, ক্ষারগুণবিশিষ্ট, পিত্তজনক নহে, ইহা দ্বারা বিষ্টম্ভ, কফ ও বায়ু নষ্ট হয়। অপর জাতীয় উদ্ভিদ্ (ব্রহ্ম সুদুর্লভা) তিক্ত, কষায়, উষ্ণ, সর, রুক্ষ, লঘু ও কটু। ইহা কফজ রক্তপিত্ত শ্বাস, কাস, অরুচি, জ্বর, বিস্ফোট, কুষ্ঠ, মেহ, রক্তদোষ, যোনিরোগ, ক্রিমি ও পাণ্ডুরোগ নিবারণ করে। ইহার পত্রাদি গ্রহণীয়। মাত্রা ১ মাষা।

বন্ধ্যাকর্কোটকী।

বন্ধ্যাকর্কোটকী দেবী কন্যা যোগীশ্বরীতি চ।
নাগারি র্নক্রদমনী বিষকণ্টকিনী তথা॥
বন্ধ্যাকর্কোটকী লঘ্বী কফনুদ্ ব্রণশোধিনী।
সর্পদর্পহরী তীক্ষ্ণা বিসর্প বিষহারিণী॥
মাত্রা ২ মাষকৌ।

হিন্দী বাঁজ্খসা।

পর্য্যায়। বন্ধ্যাকর্কোটকী, দেবী কন্যা, যোগীশ্বরী, নাগারি, নক্রদমনী ও বিষকণ্টকিনী।

গুণ। লঘু, কফনাশক, ব্রণশোধক, তীক্ষ্ণ ও সর্পের তেজোনাশক। ইহার দ্বারা বিসর্প রোগ ও বিষ নষ্ট হয়। ইহার সমস্ত অংশ গ্রহণীয়। মাত্রা ২ মাষা।

তুলসী শুক্লা কৃষ্ণা চ।

তুলসী সুরসা গ্রাম্যা সুলভা বহুমঞ্জরী।
অপেতরাক্ষসী গৌরী শূলঘ্নী দেবদুন্দুভিঃ॥
তুলসী কটুকা তিক্তা হৃদ্যোষ্ণা দাহপিত্তকৃৎ।
দীপনী কুষ্ঠকৃচ্ছ্রাস্র পার্শ্বরুক্কফবাতজিৎ॥
শুক্লা কৃষ্ণা চ তুলসী গুণৈস্তুল্যা প্রকীর্ত্তিতা।
মাত্রা ২ মাষকৌ।

শুক্ল তুলসী ও কৃষ্ণতুলসী।

পর্য্যায়। তুলসী, সুরসা, গ্রাম্যা, সুলভা, বহুমঞ্জরী, অপেতরাক্ষসী, গৌরী, শূলঘ্নী ও দেবদুন্দুভী এইগুলি তুলসীর পর্য্যায়।

গুণ। কটু, তিক্ত, হৃদ্য, উষ্ণ, দাহকর, পিত্তজনক ও দীপন। তুলসীর দ্বারা কুষ্ঠ, মূত্র কৃচ্ছ্র, রক্তদোষ, পার্শ্বপীড়া, কফ ও বায়ু নষ্ট হয়। উভয় তুলসীর গুণ এক রূপ। ইহার পত্রের স্বরস ও মূলাদি গ্রহণীয়। মাত্রা ২ মাষা।

বর্ব্বরী।

বর্ব্বরী তুবরী তুঙ্গী খরপুষ্পাজগন্ধিকা।
পর্ণাশ স্তত্র কৃষ্ণেতু কঠিঞ্জর কুঠেরকৌ॥
তত্র শুক্লোঽর্জকঃ প্রোক্তো বটপত্র স্তথাপরঃ।
বর্ব্বরী ত্রিতয়ং রুক্ষং শীতং কটু বিদাহি চ॥
তীক্ষ্ণং রুচিকরং হৃদ্যং দীপনং লঘু পাকি চ।
পিত্তলং কফবাতাস্র কণ্ডু ক্রিমি বিষাপহম্॥
বর্ব্বরী রসস্য পত্ররসো গ্রাহ্যঃ, মাত্রা ২ মাষকৌ।

বাবুই তুলসী।

পর্য্যায়। বর্ব্বরী, তুবরী, তুঙ্গী, খর-পুষ্প, অজগন্ধিকা ও পর্ণাশ ইহা কৃষ্ণবর্ণ হইলে কঠিঞ্জর ও কুঠেরক কহে, শুক্লবর্ণ হইলে অর্জ্জক বলে, অন্য জাতীয়কে বটপত্র বলে। মাত্রা ২ মাষা।

গুণ। এই তিন প্রকার বর্ব্বরী রুক্ষ, শীতল কটু, বিদাহী, তীক্ষ্ণ, রুচিকর, হৃদ্য, দীপন লঘুপাকী, পিত্তজনক, কফনাশক ও বিষঘ্ন, ইহার দ্বারা বাতরক্ত, কণ্ডু ও ক্রিমি নষ্ট হয়। মাত্রা ২ মাষা।

ভূর্জ্জপত্রঃ।

ভূর্জ্জপত্রঃ অ্তোভূর্জ্জ শ্চর্ম্মী বহুলবল্কলঃ।
ভূর্জ্জো বলকরঃ শ্লেষ্ম কর্ণরক্ পিত্তরক্ত জিৎ॥
কষায়ঃ কটুরুষ্ণশ্চ মেদো বিষ হরঃপরঃ।
অস্য ত্বগ্ গ্রাহ্যা মাত্রা ১ মাষকঃ।

পর্য্যায়। ভূর্জ্জপত্র, ভূর্জ্জ, চর্ম্মী, ও বহুলবল্কল।

গুণ। কষায় কটু, উষ্ণ, বিষঘ্ন, বলকারক ও কফ শান্তিকর। ইহার দ্বারা কর্ণরোগ, রক্তপিত্ত ও মেদোরোগ নিবারিত হয়। ইহার ত্বক্ গ্রহণীয়। মাত্রা ১ মাষা।

কটভী।

কটভী স্বাদু পুষ্পাশ্চ মধুরেণুঃ কটম্ভরা।
কটভীতু প্রমেহার্শো নাড়ীব্রণ বিষক্রিমীন্॥
হন্ত্যুষ্ণা কফ কুষ্ঠঘ্নী কটু রুক্ষাচ কীর্ত্তিতা।
তৎফলং তুবরং জ্ঞেয়ং বিশেষাৎ কফশুক্রহৃৎ।
মাত্রা ১ মাষকঃ।

অপরাজিতা বিশেষ।

পর্য্যায়। কটভী, স্বাদুপুষ্প, মধুরেণু ও কটম্ভর। গুণ। উষ্ণ, কটু ও রুক্ষ, ইহা প্রমেহ, অর্শঃ, নাড়ীব্রণ, বিষ, ক্রিমি, কফ ও কুষ্ঠ নাশ করে। ইহার ফল কষায়, কফঘ্ন ও শুক্র নাশক। ইহার সমস্ত অংশ গ্রহণীয়। মাত্রা ১ মাষা

তিনিশঃ।

তিনিশঃ স্যন্দনো নেমী রথদ্রু বঞ্জুল স্তথা।
তিনিশঃ শ্লেষ্ম পিত্তাস্র মেদঃ কুষ্ঠ প্রমেহ জিৎ॥
তুবরঃ শ্বিত্র দাহঘ্নো ব্রণ পাণ্ডু ক্রিমিপ্রণুৎ।
উষ্ণো রক্তাতিসারঘ্নো বাতাময় বিনাশনঃ॥
অস্য ত্বগ্ গ্রাহ্যা। মাত্রা ১ মাষকঃ।

তিনিশ। হিন্দী তিরিচ্ছ।

পর্য্যায়। তিনিশ, স্যন্দন, নেমি, রথদ্রু ও বঞ্জুল।

গুণ। কষায় ও উষ্ণ ইহা শ্লৈষ্মিক রক্তপিত্ত, মেদোরোগ, কুষ্ঠ, প্রমেহ, শ্বিত্র দাহ, ব্রণ, পাণ্ডু, ক্রিমি, রক্তাতিসার ও বাতব্যাধি নষ্ট করে। ইহার ত্বক্ গ্রহণীয়। মাত্রা ১ মাষা।

কাকজঙ্ঘা।

কাকজঙ্ঘা নদীকান্তা কাকতিক্তা সুলোমশা।
পারাবতপদী দাসী কাকা চাপি প্রকীর্ত্তিতা॥
কাকজঙ্ঘা হিমা তিক্তা কষায়া কফপিত্ত জিৎ।
নিহন্তি জ্বরপিত্তাস্র জ্বর কণ্ডু বিষক্রিমীন্॥
অস্যা মূলং গ্রাহ্যং মাত্রা ৬ রক্তয়ঃ।

কাকজঙ্ঘা। হিন্দী মসি।

পর্য্যায়। কাকজঙ্ঘা, নদীকান্তা, কাকতিক্তা, সুলোমশা, পারাবতপদী, দাসী ও কাকা।

গুণ। শীতল, তিক্ত, কষায়, কফ পিত্ত নাশক, ইহার দ্বারা জ্বর, রক্তপিত্ত, জ্বরকণ্ডু, বিষ ও ক্রিমি নষ্ট হয়। ইহার মূলগ্রাহ্য। মাত্রা ৬ রতি।

পুত্রজীবঃ।

পুত্রজীবো গর্ভকরো যষ্টীপুষ্পোঽর্থ সাধকঃ।
পুত্রজীবো গুরুর্বৃষ্যো গর্ভদঃ শ্লেষ্ম বাতহৃৎ॥
সৃষ্ট মূত্রমলো রুক্ষো হিমঃস্বাদুঃ পটুঃ কটুঃ।
অস্য ত্বগ্ গ্রাহ্যা। মাত্রা ১ মাষকঃ।

জীয়াপতি। হিন্দী পীতোজিয়া।

পর্য্যায়। পুত্রজীব, গর্ভকরী ষষ্টী-পুষ্প ও অর্থসাধক।

গুণ। গুরু, বলকারক, গর্ভসংজনক, বাতশ্লেষ্মনাশক, রুক্ষ, শীতল, স্বাদু, লবণ রস বিশিষ্ট, কটু ও মলমূত্র নিঃসারক। ইহার ত্বক্ গ্রহণীয়। মাত্রা ১ মাষা।

শাক বৃক্ষঃ।

শাকঃ ক্রকচপত্রঃ স্যাৎ স্থিরসারো গৃহক্রমঃ।
খরপত্রঃ শ্রেষ্ঠকাষ্ঠঃ শরপত্রোঽর্জ্জুনোপমঃ॥
শাকবৃক্ষঃ সরঃ স্বাদু র্দাহপিত্তশ্রমাপহঃ।
কষায়ঃ কফহৃদ্রুক্ষো বল্যো জ্বরহরো মতঃ॥
অস্য ত্বগ্ গ্রাহ্যা, মাত্রা ২ মাষকৌ।

সেগুন বৃক্ষ।

শাক, ক্রকচপত্র, স্থিরসার, গৃহক্রম, খরপত্র, শ্রেষ্ঠকাষ্ঠ, শরপত্র ও অর্জ্জুনোপম এইগুলি সেগুনবৃক্ষের সংস্কৃত নাম ইহা সারক, স্বাদু, দাহনাশক, পিত্তঘ্ন, শ্রান্তিনাশক, কষায়, কফঘ্ন, রুক্ষ, বলকর ও জ্বরনাশক। ত্বক্ গ্রহণীয় মাত্রা ২ মাষা।

সমুদ্রফেনঃ।

সমুদ্রফেনঃ ফেণশ্চ ডিণ্ডীরোঽব্ধিকফস্তথা।
সমুদ্রফেন শ্চক্ষুষ্যো লেখনঃ শীতলশ্চ সঃ॥
কষায়ো বিষপিত্তঘ্নঃ কর্ণরুক্কফহৃল্লঘুঃ।
মাত্রা ৩ রক্তয়ঃ।

সমুদ্রফেন।

সমুদ্রফেন, ফেন, ডিণ্ডীর, অব্ধিকফ এইগুলি সমুদ্র ফেনের পর্য্যায়। সমুদ্রফেন চক্ষুর হিতকারক, কৃশতা কারক (শোষক) শীতল, কষায় ও লঘু। ইহার বিষনাশিকা শক্তি আছে। ইহা কর্ণের পীড়া ও কফ নষ্ট করে। ইহার মাত্রা ৩ রতি।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

বমনোপগ বর্গঃ।

মদন ফলম্।

মদনশ্ছর্দ্দনঃ পিণ্ডীতকঃ পিণ্ডীতক স্তথা।
করহাটো মরুবকঃ শল্যকো বিষপুষ্পকঃ॥
মদনো মধুর স্তিক্ত বীর্য্যোষ্ণো লেখনো লঘুঃ।
বান্তিকৃদ্ বিদ্রধি হরঃ প্রতিশ্যায় ব্রণান্তকঃ॥
রুক্ষঃ কুষ্ঠকফানাহ শোথ গুল্মব্রণাপহঃ।
মাত্রা ২ মাষকৌ।

ময়না ফল

মদন, ছর্দ্দন, পিণ্ড, নট, পিণ্ডীতক, করহাট, মরুবক, শল্যক ও বিষপুষ্পক এইগুলি মদন ফলের পর্য্যায়। মদন ফল মধুর, তিক্ত, উষ্ণবীর্য্য, লেখন, লঘু, বমন কারক, প্রতিশ্যায (মুখনাসিকাদি হইতে জলস্রাব) নিবারক, রুক্ষ, কফ আনাহ (মুদো,) শোথ, গুল্ম কুষ্ঠ, ব্রণ ও বিদ্রধি রোগে উপকারক। বমনার্থ ইহার ফল ব্যবহার্য্য। মাত্রা ২ মাষা।

অর্কমূলত্বক্।

বল্যা ত্বগর্কমূলস্য স্বেদনী চ রসায়নী।
বামনী হন্ত্যতীসার ব্রণকুষ্ঠামবাতকান্॥
অস্যা মাত্রা বলস্বেদনাদ্যর্থং ৫ রক্তিকাঃ
বমনার্থং ২ মাষকৌ।

আকন্দমূলের ত্বক্ বলকারক, স্বেদ জনক, রসায়ন ও বমনকারক। ইহার দ্বারা অতিসার, ব্রণ, কুষ্ঠ ও আমবাত রোগ নষ্ট হয়। মাত্রা বলকরণাদি জন্য ৫ রতি, বমনকরণার্থ ২ মাষা।

অঙ্কোলঃ।

অঙ্কোলোঽভিস্বরঃ পুষ্পিকঃ গুপ্তপর্ণশ্চ কোরকঃ।

বামনঃ স্বেদজননঃ কফনির্হরণস্তথা।
অস্য পত্রং গ্রাহ্যং মাত্রা স্বেদনাদ্যর্থং ২
রক্তিকে, বামনার্থং ১ মাষকঃ।

মলান্ত, পূতি, অণ্ডপর্ণ ও লোমশ এই-গুলি অন্তমলের পর্য্যায়। অন্তমল বমন কারক, স্বেদজনক ও কফনিঃসারক। ইহার শুষ্ক পত্র গ্রহণীয়। মাত্রা স্বেদজনন ও কফনিঃসারণ জন্য ২ রতি, বমনকরণার্থ ১ মাষা।

সুখদর্শনঃ।

বামনঃ স্বেদনঃ প্রোক্তো বীর্য্যোষ্ণঃ সুখদর্শনঃ।
অস্য মূলস্বরসো গ্রাহ্যঃ তন্মাত্রা ২ মাষকৌ।

সুখদর্শন অর্থাৎ বড় কানড়ের মূলের রস বমনকারক, স্বেদজনক ও উষ্ণবীর্য্য। এই রসের মাত্রা ২ মাষা।

জ্যোতিষ্মতী।

জ্যোতিষ্মতী স্যাৎ কটভী জ্যোতিষ্কা কঙ্গনীতি চ।
পারাবতপদী পণ্যা লতা প্রোক্তা ককুন্দনী॥
জ্যোতিষ্মতী কটুস্তিক্তা সরা কফসমীরজিৎ।
অত্যুষ্ণা বামনী তীক্ষ্ণা বহ্নিবুদ্ধিস্মৃতিপ্রদা॥
অস্যা মূলং গ্রাহ্যং মাত্রা ১ মাষকঃ।

লতাকট্কী হিন্দী মালকাঙ্গনী.

জ্যোতিষ্মতী, কটভী, জ্যোতিষ্কা, কঙ্গনী পারাবতপদী, পণ্যা ও ককুন্দনা এইগুলি ইহার পর্য্যায়। জ্যোতিষ্মতী লতা কটু, তিক্ত, সর (বায়ু ও মলাদি সরল করে) অতিশয় উষ্ণ, বমন কারক, তীক্ষ্ণ, অগ্নি কারক, বুদ্ধিস্মৃতি প্রদায়ক ও কফ বায়ু নাশক। ইহার মূল, অভাবে সমস্ত গ্রহণীয়। মাত্রা ১ মাষা।

শণপুষ্পী।

শণপুষ্পী স্মৃতা ঘণ্টা শণপুষ্প সমাকৃতিঃ।
শণপুষ্পী কটুস্তিক্তা বামিনী কফপিত্তজিৎ॥
অস্যাঃ ফলাদিকং গ্রাহ্যং মাত্রা ৬ রক্তয়ঃ।

বাণশণুই। হিন্দী শণহুলী।

ইহার আকৃতি শণপুষ্পের ন্যায়, ইহার অপর নাম ঘণ্টা।

গুণ। কটু, তিক্ত, বমন কারক ও কফপিত্ত নাশক। ইহার ফলাদি গ্রহণীয়। মাত্রা ৬ রতি।

দেবদালী।

(খখসাবৎ ফলত্রতভিঃ।)

দেবদালী তু বেণী স্যাৎ কর্কটী চ গরা গরী।
দেবতাড়ী বৃত্তকোষ স্তথা জীমূত ইত্যপি॥
পীতাপরা খরস্পর্শা বিষঘ্নী গরনাশিনী।
দেবদালী রসে তিক্তা কফার্শঃ শোথ পাণ্ডুতাঃ॥
নাশয়েৎ বামনী তিক্তা ক্ষয় হিক্কা ক্রিমিজ্বরান্।
দেবদালী ফলং তিক্তং ক্রিমি শ্লেষ্ম বিনাশনম্॥
স্রংসনং গুল্ম শূলঘ্নং অর্শোঘ্নং বাতজিৎ পরম্।
অস্যাঃ ফলাদিকং গ্রাহ্যং মাত্রা ১ মাষকঃ।

হিন্দী সোনৈযা।

পর্য্যায। দেবদালী, বেণী কর্কটী, গরা, গরী দেবতাড়ী, বৃত্তকোষ ও জীমূত। ইহার আর একজাতীয় বৃক্ষ আছে তাহাকে খরস্পর্শা, বিষঘ্নী ও গরনাশিনী কহে। ইহার ফল পোস্তার ন্যায়।

গুণ। তিক্ত ও বমন কারক ইহার দ্বারা শ্লৈষ্মিক অর্শঃ শোথ, পাণ্ডুতা, ক্ষয় রোগ ক্রিমি ও জ্বর নিবারিত হয়। ইহার ফল তিক্ত, ক্রিমিঘ্ন, কফনাশক, স্রংসন ও অতিশয় বায়ুনাশক। ইহার দ্বারা গুল্ম, শূল ও অর্শঃ উপশমিত হয়। ইহার ফলাদি গ্রহণীয়। মাত্রা ১ মাষা।

কটুতুম্বী।

কটুতুম্বী তিক্তবীজা রাজপুত্রী নৃপাত্মজা।
তুম্বিনী কটুকালাবুরিক্ষ্বাকুঃ কটুতিক্তিকা॥
তুম্বিনী কটুকোষ্ণা চ বান্তিকৃৎ কফবাতনুৎ।
কাসশোথব্রণশ্বাস বিষপাণ্ডুক্রিমীন্ হরেৎ॥
মাত্রা ২ মাষকৌ।

তিতলাউ।

কটুতুম্বী, তিক্তবীজা, রাজপুত্রী কটু-কালাবু, ইক্ষ্বাকু ও কটুতিক্তিকা এইগুলি ইহার সংস্কৃত নাম। ইহা কটু, উষ্ণ, বমনকারক, কফঘ্ন, বায়ুনাশক ও বিষঘ্ন। ইহার দ্বারা কাস, শোথ, ব্রণ, শ্বাস, পাণ্ডু ও ক্রিমিরোগনষ্ট হয়। মাত্রা ২মাষা

কাকনাসা।

কাকনাসা তু কাকাঙ্গী কাকতুণ্ডফলা চ সা।
কাকনাসা কষায়োষ্ণা কটুকা রসপাকয়োঃ॥
কফঘ্নী বামনী তিক্তা শোথার্শঃ শ্বিত্রকুষ্ঠহৃৎ।
অস্যা মূলাদিকং গ্রাহ্যং মাত্রা ১ মাষকঃ।

কাকঠুটী হিন্দী কেয়োঠোঠী।

পর্য্যায়। কাকনাসা, কাকাঙ্গী ও কাক-তুণ্ডফলা।

গুণ। কষায়, উষ্ণ, আস্বাদে ও পাকে কটু, কফঘ্ন, বমনকারক, তিক্ত। ইহা দ্বারা, শোথ, অর্শঃ, শ্বিত্র ও কুষ্ঠরোগ উপশমিত হয়। ইহার মূলাদি গ্রহণীয়। মাত্রা ১ মাষা।

সপ্তমোঽধ্যায়।

বিরেচনীয় বর্গঃ।

হরীতকী।

হরীতক্যভয়া পথ্যা কায়স্থা পূতনামৃতা।
হৈমবত্যব্যথা চাপি চেতকী শ্রেয়সী শিবা॥
বয়স্থা বিজয়া চাপি জীবন্তী রোহিণীতি চ।
বিজয়া রোহিণী চৈব পূতনা চামৃতাভয়া।
জীবন্তী চেতকী চেতি পথ্যায়াঃ সপ্ত জাতয়ঃ।
অলাবুবৃত্তা বিজয়া বৃত্তা সা রোহিণী স্মৃতা॥
পূতনাস্থিমতী সূক্ষ্মা কথিতা মাংসলামৃতা।
পঞ্চরেখাভয়া প্রোক্তা জীবন্তী স্বর্ণবর্ণিনী॥
চেতকী ত্রিসিতা জ্ঞেয়া সপ্তানামিয়মাকৃতিঃ।
বিজয়া সর্ব্বরোগেষু রোহিণী ব্রণরোহিণী॥
প্রলেপে পূতনা যোজ্যা শোধনার্থেঽমৃতা হিতা।
অক্ষিরোগেঽভয়া শস্তা জীবন্তী সর্ব্বরোগহৃৎ॥
চূর্ণার্থে চেতকী শস্তা যথাযুক্তং প্রয়োজয়েৎ।
সপ্তানামপি জাতীনাং প্রধানং বিজয়া স্মৃতা॥
সুখপ্রয়োগা সুলভা সর্ব্বরোগেষু শস্যতে।
হরীতকী পঞ্চরসা লবণা তুবরা পরম্॥
রূক্ষোষ্ণা দীপনী মেধ্যা স্বাদুপাকা রসায়নী।
চক্ষুষ্যা লঘুরায়ুষ্যা বৃংহণী চানুলোমিনী॥
শ্বাসকাস প্রমেহার্শঃকুষ্ঠ শোথোদর ক্রিমীন্।
বৈস্বর্য্য গ্রহণী রোগ বিবন্ধ বিষমজ্বরান্॥
গুল্মাধ্মান ব্রণচ্ছর্দ্দি হিক্কা কণ্ডূহৃদাময়ান্।
কামলাং শূলমানাহং প্লীহানঞ্চ যকৃত্তথা॥
অশ্মরীং মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ মূত্রাঘাতঞ্চ নাশয়েৎ।
স্বাদুতিক্তকষায়ত্বাৎ পিত্তহৃৎ কফহৃৎ তু সা॥
কটুতিক্ত কষায়ত্বাদম্লত্বাদ্বাতহৃচ্ছিবা।
পিত্তকৃৎ কটুকাম্লত্বাদ্বাতকৃন্ন কথং শিবা॥
পথ্যায়া মজ্জনি স্বাদুঃ স্নায়াবম্লো ব্যবস্থিতঃ।
বৃন্তে তিক্তস্ত্বচি কটুরস্থিস্থস্তুবরো রসঃ॥
নবা স্নিগ্ধা ঘনা বৃত্তা গুর্ব্বী ক্ষিপ্তা চ যাম্ভসি।
নিমজ্জেৎ সা প্রশস্তা চ কথিতাতিগুণপ্রদা॥
নবাদিগুণযুক্তত্বং তথৈকত্র দ্বিকর্ষতা।
হরীতক্যাঃ ফলে যত্র দ্বয়ং তচ্ছ্রেষ্ঠমুচ্যতে॥
চর্ব্বিতা বর্দ্ধয়ত্যগ্নিং পেষিতা মলশোধিনী।
স্বিন্না সংগ্রাহিণী পথ্যা ভৃষ্টা প্রোক্তা ত্রিদোষনুৎ।

উন্মীলিনী বুদ্ধিবলেন্দ্রিয়াণাং
নির্ম্মূলিনী পিত্তকফানিলানাম্।
বিস্রংসিনী মূত্রশকৃন্মলানাং
হরীতকী স্যাৎ সহ ভোজনেন॥

অন্নপানকৃতান্ দোষান্ বাতপিত্তকফোদ্ভবান্।
হরীতকী হরত্যাশু ভুক্তস্যোপরি যোজিতা॥
লবণেন কফং হন্তি পিত্তং হন্তি সশর্করা।

ঘৃতেন বাতজান্ রোগান্ সর্ব্বরোগান্ গুড়ান্বিতা ॥
সিতা খ শর্করা শুণ্ঠী কণামধু গুড়ৈঃ ক্রমাৎ।
বর্ষাদিষ্বভয়া প্রাশ্যা রসায়ন গুণৈষিণা ॥

অধ্বাতিখিন্নো বলবর্জ্জিতশ্চ
রুক্ষঃ কৃশো লঙ্ঘন কর্ষিতশ্চ।
পিত্তাধিকো গর্ভবতী চ নারী
বিমুক্তরক্তস্ত্বভয়াম খাদেৎ ॥

পথ্যামজ্জা তু চক্ষুষ্যা বাতপিত্তহরো গুরুঃ।
হরীতকীনাং ফলং গ্রাহ্যং মাত্রা ৪ মাষকাঃ।
বিন্ধ্যাদ্রৌ বিজয়া হিমাচলভবা স্যাচ্চেতকী পূতনা
সিন্ধৌ স্যাদথ রোহিণী তু বিজয়া জাতা প্রতিষ্ঠানকে।
চম্পায়াং মমৃতাভয়া চ জনিতা দেশে সুরাষ্ট্রাহ্বয়ে
জীবন্তীতি হরীতকী নিগদিতা সা সপ্তভেদা বুধৈঃ ॥

হরীতকী, অভয়া, পথ্যা, কায়স্থা, পূতনা, অমৃতা, হৈমবতী, অব্যথা, চেতকী, শ্রেয়সী, শিবা, বয়স্থা, বিজয়া, জীবন্তী ও রোহিণী এইগুলি হরীতকীর নাম। হরীতকী সাতজাতীয়, যথা বিজয়া, রোহিণী, পূতনা, অমৃতা, অভয়া, জীবন্তী, ও চেতকী। যাহা অলাবুর (লাউ) ন্যায় গোল অর্থাৎ ডিম্বাকৃতি তাহার নাম বিজয়া, যাহা ঠিক গোলাকার তাহার নাম রোহিণী, সূক্ষ্ম অস্থি বিশিষ্ট হরীতকীর নাম অমৃতা, মাংসল অর্থাৎ অধিক শস্য বিশিষ্ট হরীতকী অমৃতা, যাহাতে পাঁচটী রেখা আছে তাহার নাম অভয়া, জীবন্তী হরীতকীর বর্ণ স্বর্ণের ন্যায়, চেতকী ক্ষুদ্র ও কৃষ্ণবর্ণ, (ইহাকে জাঙ্গীহরীতকী কহে।) বিজয়া সকল রোগে ব্যবহেয়, রোহিণী হরীতকী ব্রণরোপণ করে অর্থাৎ ব্রণে প্রলেপ দিলে উহা বসিয়া যায়। প্রলেপ কার্য্যে পূতনা হরীতকী গ্রাহ্য, শোধন অর্থাৎ ভেদাদি কার্য্যে অমৃতা হরীতকী প্রশস্ত, চক্ষু রোগে অভয়া, জীবন্তী সমুদায় রোগ নাশক, চূর্ণকার্য্যে চেতকী হরীতকী প্রশস্ত এই সমুদায় বিবেচনা যুক্তিযুক্ত মতে বিশেষ বিশেষ হরীতকী ব্যবস্থা করিবে। উল্লিখিত সাতজাতীয় হরীতকীর মধ্যে বিজয়া প্রধান, কারণ উহা সুখসেব্য, সুলভ ও সকল রোগে হিতকর।

হরীতকী সপ্তরস বিশিষ্ট, তন্মধ্যে লবণ রস বিশিষ্ট হরীতকী শ্রেষ্ঠ। হরীতকী রুক্ষ, উষ্ণ. অগ্নি দীপ্তিকর, স্মরণ শক্তি বর্দ্ধক, পাকে স্বাদুরস, রসায়ন (ব্যাধি নাশক) চক্ষুর হিতকর, লঘু, আয়ুবর্দ্ধক, বলকারক, অনুলোমক (মলাদির অধঃপ্রবর্ত্তক)। হরীতকী সেবনে শ্বাস, কাস, প্রমেহ, অর্শঃ, কুষ্ঠ, শোথ, উদররোগ, ক্রিমি, স্বরদোষ, গ্রহণী, বিবন্ধ (মলাদির বদ্ধ হওয়া), বিষম জ্বর, গুল্ম, আধ্মান (পেটফাঁপা) ব্রণ, বমন, হিক্কা, কণ্ডু, হৃদ্রোগ, কামলা, শূল, আনাহ, প্লীহা, যকৃৎ, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত রোগ নষ্টহয়। হরীতকী স্বাদু, তিক্ত ও কষায় রস বিশিষ্ট বলিয়া পিত্ত ও কফ নাশ করে, কটু, তিক্ত, কষায় ও অম্লরস থাকাতে বায়ু নাশক, কটু ও অম্লরস থাকাতে পিত্তকারক কিন্তু কখনও বায়ুজনক নহে।

হরীতকীর মজ্জায় মিষ্টরস, স্নায়ুতে অম্ল, বৃন্তে (বোঁটায়) তিক্ত, ত্বকে কটু ও অস্থিতে (আঁটিতে) কষায় রস বিদ্যমান আছে। নূতন, স্নিগ্ধ, কঠিন, গোলাকার, গুরু, জলে নিক্ষেপ করিলে ডুবিয়া যায়, এইরূপ হরীতকী প্রশস্ত ও

অতিশয় গুণকারক। আর যে হরীতকীর ভার দুইকর্ষ তাহা শ্রেষ্ঠ। হরীতকী চর্ব্বণ করিয়া খাইলে অগ্নিবৃদ্ধি হয়, পেষণ করিয়া খাইলে মল পরিশুদ্ধ হয়, সিদ্ধ হরীতকী সংগ্রাহক (মলাদি সংগ্রহ করিয়া রাখে) ভৃষ্ট (ভাজা) হরীতকী ত্রিদোষ নাশক। ভোজনের সহিত হরীতকী সেবনে বুদ্ধি, বল ও ইন্দ্রিয় প্রখর হয়, পিত্ত, কফ ও বায়ু নির্ম্মল হয় এবং মূত্র পুরীষাদি বিসর্জ্জিত হয়। আহারান্তে হরীতকী ভোজন করিলে বায়ুপিত্ত, কফ ও অন্নপানজন্য দোষ নিবারিত হয়। হরীতকী লবণের সহিত ভোজন করিলে কফ, চিনির সহিত ভোজনে পিত্ত, ঘৃতের সহিত সেবনে বায়ুজন্য রোগ ও গুড়ের সহিত সেবন করিলে সমুদায় রোগ নষ্ট হয়।

বর্ষা ঋতুতে সৈন্ধব লবণের সহিত, শরৎকালে চিনির সহিত, হেমন্তে শুণ্ঠীর সহিত, শীতকালে পিপুলের সহিত, বসন্ত কালে মধুর সহিত ও গ্রীষ্মকালে গুড়ের সহিত হরীতকী সেবন করিলে শরীর নিরোগ থাকে। ইহাকেই ঋতু হরীতকী কহে।

পথশ্রান্ত, দুর্ব্বল রুক্ষ প্রকৃতি, কৃশ, উপবাসাদি দ্বারা ক্ষীণ দেহ, পিত্ত প্রবল ধাতু, গর্ভবতী স্ত্রী, ও যাহার রক্ত নিঃসৃত হইয়াছে ইহাদের হরীতকী ভক্ষণ নিষিদ্ধ। ইহার মাত্রা।০ আনা হইতে ১ তোলা।

হরীতকীর মজ্জা চক্ষুর হীতকর, বায়ু ও পিত্ত নাশক এবং গুরু। হরীতকীর ফল গ্রহণীয়। মাত্রা ॥০ তোলা হইতে ১ তোলা।

বিন্ধ্য পর্ব্বতে বিজয়া, হিমালয়ে চেতকী ও পূতনা, সিন্ধুদেশে রোহিণী, প্রতিষ্ঠান নামক প্রদেশে বিজয়া, চম্পা-প্রদেশে অমৃতা ও অভয়া এবং সৌরাষ্ট্র দেশে জীবন্তী নামক হরীতকী উৎপন্ন হইয়া থাকে। উল্লিখিত প্রদেশ সকল এই সাতপ্রকার হরীতকীর স্বাভাবিক উৎপত্তি স্থান কিন্তু উহাদের প্রায় সকল জাতীই ভারতবর্ষ ও তন্নিকটবর্ত্তী দেশের সর্ব্বত্রই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

স্বর্ণপত্রিকা।

কল্যাণী হেমপত্রী চ রেচনী স্বর্ণপত্রিকা।
বিটসঙ্গং বহ্নিমান্দ্যঞ্চ যকৃদাল্যোদরং তথা॥
প্লীহোদরং বদ্ধগুদ মজীর্ণং বিষমজ্বরম্।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ কল্যাণী অপনয়েদ্ধ্রুবম্॥
মাত্রা ২ মাষকৌ।

সোনামুখী।

কল্যাণী, হেমপত্রী, রেচনী ও স্বর্ণপত্রিকা এইগুলি সোনামুখীর সংস্কৃত নাম। মলরোধ, অগ্নিমান্দ্য, যকৃৎ, প্লীহা, বদ্ধ গুদ, অজীর্ণ, বিষমজ্বর, কামলা ও পাণ্ডু রোগে মাত্রা ২ মাষা সোনামুখী প্রয়োজ্য।

আরগ্বধঃ।

আরগ্বধো রাজবৃক্ষঃ সম্পাকশ্চতুরঙ্গুলঃ।
আরেবতো ব্যাধিঘাতঃ কৃতমালঃ সুবর্ণকঃ॥
কর্ণিকারো দীর্ঘফলঃ স্বর্ণাঙ্গঃ স্বর্ণভূষণঃ।
আরগ্বধো গুরুঃ স্বাদুঃ শীতলঃ স্রংসনো গুরুঃ॥
জ্বর হৃদ্রোগ পিত্তাস্র বাতোদাবর্ত্তশূলনুৎ।
তৎফলং স্রংসনং রুচ্যং কুষ্ঠপিত্তকফাপহম্॥
জ্বরে তু সততং পথ্যং কোষ্ঠশুদ্ধি করং পরম্।
অস্য ফলনির্য্যাসো গ্রহণীয়ঃ। মাত্রা ৪ মাষকাঃ।

সোঁদাল।

আরগ্বধ, রাজবৃক্ষ, সম্পাক, চতুরঙ্গুল, আরেবত, ব্যাধিঘাত, কৃতমাল, সুবর্ণক, কর্ণিকার দীর্ঘফল, স্বর্ণাঙ্গ, ও স্বর্ণভূষণ এইগুলি সোঁদালের নাম। আরগ্বধ গুরু, শীতল ও উত্তম স্রংসন। (কোষ্ঠস্থ মলাদিকে শিথিল করে)। জ্বর, হৃদ্রোগ, রক্তপিত্ত, উর্দ্ধগবাত ও শূল রোগে উপকারী। আরগ্বধের ফল কোষ্ঠস্থিত মলাদি শিথিল করে, ইহা রুচিকারক, কুষ্ঠ, পিত্ত ও কফ নাশক। আরগবধ জ্বরে বিশেষ উপকারী, ইহা দ্বারা বিলক্ষণরূপে কোষ্ঠশুদ্ধি হয়। ইহার ফলের আঠা গ্রহণীয়। মাত্রা ।৹ তোলা। বিবিধ চর্ম্মরোগে ইহার পত্রের দ্বারা উদ্বর্ত্তনাদি ব্যবস্থা করা যায়।

যবাসশর্করা।

যবাস শর্করা শ্রেয়া বৃংহণী পিত্তহারিণী।
অগ্নিসন্দীপনী শীতা রেচনী সা পুরাতনী॥
নার্য্যাশ্চাপন্ন সত্ত্বায়া দুর্ব্বলস্য তথা শিশোঃ।
রেচনার্থং প্রয়োজ্যেয়ং ক্ষীণস্য স্থবিরস্য চ॥
অস্যা মাত্রা ১ কর্ষঃ।

সীরখস্ত।

সীরখস্ত অর্থাৎ ম্যান্নাকে সংস্কৃত ভাষায় যবাস শর্করা বলা যায়। ইহা বৃংহণ, পিত্তনাশক, অগ্নিবৰ্দ্ধক, ক্ষুধাবৰ্দ্ধক ও শীতবীর্য্য। ইহা পুরাতন হইলে বিরেচনী শক্তিসম্পন্ন হয়। গর্ভবতী নারী, দুর্ব্বল, শিশু, ক্ষীণদেহ ও বৃদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে ইহা উপযুক্ত বিরেচক। মাত্রা ২ তোলা।

ইন্দ্রবারুণী।

ঐন্দ্রীন্দ্রবারুণী চিত্রা গবাক্ষী চ গবাদিনী।
বারুণী চ পরাপ্যন্যা সা বিশালা মহাফলা॥
শ্বেতপুষ্পা মৃগাক্ষী চ মৃগৈর্ব্বারু মৃগাদনী।
গবাদিনী দ্বয়ং তিক্তং পাকে কটু সরং লঘু॥
বীর্য্যোষ্ণং কামলা পিত্ত কফপ্লীহোদরাপহম্।
শ্বাসকাসাপহং কুষ্ঠ গুল্ম গ্রন্থি ব্রণ প্রণুৎ॥
প্রমেহ মূঢ় গর্ভাম গণ্ডাময় বিষাপহম্।
অস্যা মূলং ফলঞ্চ গ্রাহ্যম্ মাত্রা ৫ রক্তিকাঃ।

রাখালশশা। হিন্দী ইন্দ্রায়ণ, বড়ী ইন্দ্রফলা।

পর্য্যায়। ঐন্দ্রী, ইন্দ্রবারুণী, চিত্রা, গবাক্ষী ও গবাদনী। অপর এক প্রকার বারুণী আছে তাহার নাম বিশালা, মহাফলা, শ্বেতপুষ্পা, মৃগাক্ষী, মৃগৈর্ব্বারু ও মৃগাদনী। এই উভয়জাতীয় ইন্দ্রবারুণী তিক্ত পাকে কটু, সর (কোষ্ঠস্থ মলাদি নিঃসারক,) লঘু ও উষ্ণ বীর্য্য। ইহার দ্বারা কামলা, পিত্ত, কফ, প্লীহা, উদররোগ, শ্বাস, কাস, কুষ্ঠ, গুল্ম, গ্রন্থি ব্রণ, প্রমেহ, মূঢ়গর্ভ, আম, গণ্ডরোগ ও বিষ নষ্ট হয়। ইহার মূল ও ফলের শস্য গ্রহণীয়। মাত্রা ৫ রতি।

শ্যামবীজম্।

উক্তং শ্যামলবীজঞ্চ শ্যামবীজং সুরেচকম্।
রেচনং শ্যামবীজং স্যাদ্দোষোদর বিনাশনম্॥
জ্বরে পুরীষসঙ্গে চ দারুণে পিত্তগুল্ম রোগে।
উদাবর্ত্তে তথাধ্মানে বুধৈরেতৎ প্রযুজ্যতে॥
মাত্রা ২ মাষকৌ।

কালাদানা।

শ্যামলবীজ, শ্যামবীজ ও সুরেচক এই তিনটী শব্দ কালাদানার সংস্কৃত নাম।

ইহা বিরেচক। শোথ, উদরী, জ্বর, মলরোধ, যন্ত্রণাদায়ক শিরঃপীড়া, উদাবর্ত্ত ও আনাহ রোগে কালাদানা উপকারক। ইহার মাত্রা ২ মাষা।

কটুরোহিণী।

কট্বী তু কটুকা তিক্তা কৃষ্ণভেদা কটুম্ভরা।
অশোকা মৎস্যশকলা চক্রাঙ্গী শকুলাদনী॥
মৎস্য পিত্তা কাণ্ডরুহা রোহিণী কটুরোহিণী।
কট্বী তু কটুকা পাকে তিক্তা রূক্ষা হিমা লঘুঃ॥
ভেদিনী দীপনী হৃদ্যা কফপিত্ত জ্বরাপহা।
প্রমেহ শ্বাস কাসাস্র দাহ কুষ্ঠ ক্রিমি প্রণুৎ॥
অস্যা মূলং গ্রাহ্যং মাত্রা মাষকৌ।

কটকী।

কট্বী, কটুকা, তিক্তা, কৃষ্ণভেদা, কটুম্ভরা, অশোকা, মৎস্যশকলা, চক্রাঙ্গী, শকুলাদনী, মৎস্যপিত্তা, কাণ্ডরুহা রোহিণী, কটুরোহিণী এইগুলি কট্কীর নাম। কট্কী তিক্ত, পাকে কটু, রূক্ষ শীতল, লঘু, ভেদক, অগ্নিদীপক ও হৃদ্য। কটকী সেবন করিলে, কফ, পিত্ত জ্বর, প্রমেহ, শ্বাস, কাস, রক্তদোষ, দাহ, কুষ্ঠ ও ক্রিমি নষ্ট হয়। ইহার মূল গ্রহণীয়। মাত্রা ।০ তোলা।

কটুপর্ণী। চোক।

কটুপর্ণী হৈমবতী হেমক্ষীরী হিমাবতী।
হেমাহ্বা পীতদুগ্ধা চ তন্মূলং চোকমুচ্যতে॥
হেমাহ্বা রেচনী তিক্তা ভেদিন্যুৎক্লেশ কারিণী।
ক্রিমিকণ্ডু বিষানাহ কফপিত্তাস্র কুষ্ঠনুৎ॥
মাত্রা ১ মাষকঃ।

চোক।

কটুপর্ণী, হৈমবতী, হেমক্ষীরি, হিমাবতী, হেমাহ্বা ও পীতদুগ্ধা ইহার বৃক্ষের নাম, মূলকে চোক বলে। ইহা রেচক তিক্ত ও ভেদক, সেবন করিলে গা বমি বমি করে, ক্রিমি, কণ্ডু, বিষজন্য রোগ, আনাহ (মূদা), কফ, রক্তপিত্ত ও কুষ্ঠ রোগ দমন করে। ইহার মাত্রা ১ মাষা।

পীতমূলী।

গন্ধিনী পীতমূলী চ বল্যা সা মৃদুরেচনী।
হন্ত্যজীর্ণ মতীসারং বহ্নিমান্দ্য মরোচকম্॥
বিট্সঙ্গং শীত পিত্তঞ্চ দুষ্টব্রণ বিরোহিণী।
অস্যা মূলং গ্রাহ্যং মাত্রা ১০ রক্তিকাঃ।

রেউচিনি।

রেউচিনির সংস্কৃত নাম গন্ধিনী ও পীতমূলী। রেউচিনি বলকর ও মৃদু বিরেচক। অজীর্ণ, অতিসার, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, মলরোধ ও শীতপিত্ত রোগে ব্যবস্থেয়। অজীর্ণ ও অতিসার রোগে যদি বিরেচন আবশ্যক হয়, তবে ইহার দ্বারা কর্ত্তব্য। দুষ্ট ক্ষতে ইহার চূর্ণ লাগাইলে বিশেষ উপকার দর্শে। ইহার মূল ব্যবহার্য্য, মাত্রা ১০ রত্তি।

শুক্ররক্তার্কৌ।

অলর্কো গণরূপঃ স্যান্মন্দারো বসুকোঽপি চ।
শ্বেতপুষ্পঃ সদাপুষ্পঃ সবালর্কঃ প্রতাপসঃ॥
রক্তোঽপরোঽর্কনামা স্যাদর্কপর্ণো বিকীরণঃ।
রক্তপুষ্পঃ শুক্লফল স্তথা স্ফোটঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
অর্কদ্বয়ং সরং বাত কুষ্ঠ কণ্ডু বিষ ব্রণান্।
নিহন্তি প্লীহ গুল্মার্শঃ শ্লেষ্মোদর শকৃৎক্রিমীন্॥
অলর্ক কুসুমং বৃষ্যং লঘু দীপন পাচনম্।
অরোচক প্রসেকার্শঃ কাস শ্বাস নিবারণম্॥
রক্তার্ক পুষ্পং মধুরং সতিক্তং
কুষ্ঠ ক্রিমিঘ্নং কফনাশনঞ্চ।
অর্শো বিষং হন্তি চ রক্তপিত্তং
সংগ্রাহি গুল্মে শ্বয়থৌ হিতং তৎ॥

ক্ষীরমর্কস্য তিক্তোষ্ণং স্নিগ্ধং সলবণং লঘু।
কুষ্ঠ গুল্মোদর হরং শ্রেষ্ঠ মেতদ্ বিরেচনম্॥
অর্কমূলং কফোৎসারি স্বেদনং বামনং তথা।
শ্বাসকাস প্রতীশ্যায়ামতীসারং প্রবাহিকাম্॥
রক্তপিত্তং শীতপিত্তং গ্রহণীকাপ্যসৃগ্দরম্।
নাশয়েৎ কফজান্ রোগান্ বিষং কীটসমুদ্ভবম্॥
অস্য নির্য্যাসস্য মাত্রা ১০ বিন্দবঃ।
মূলত্বচো বমনার্থং ২ মাষকৌ বমনবেগবেদ জন-
নার্থং ২ রক্তিকে।

শ্বেত আকন্দ ও লাল আকন্দ।

শ্বেত আকন্দের পর্য্যায়। অলর্ক, গণধুপ, মন্দার,বসুক, শ্বেতপুষ্প, সদাপুষ্প, বালার্ক ও প্রতাপস।

রক্তার্কের পর্য্যায়। অর্কপর্ণ, বিকীরণ, রক্তপুষ্প, শুক্লফল ও স্ফোট।

গুণ। আময়িক প্রয়োগ। অর্কদ্বয় সর, বায়ুনাশক, ইহা ব্যবহারে কুষ্ঠ, কণ্ডু, বিষ, ব্রণ, প্লীহা, গুল্ম, অর্শঃ, শ্লেষ্ম, উদর রোগ ও পুরীষ ক্রিমি নষ্ট হয়।

শ্বেত আকন্দের পুষ্প বলকারক, লঘু, অগ্নি দীপ্তিকারক ও পাচক, ইহা দ্বারা অরুচি, প্রসেক (মুখাদি হইতে জলস্রাব), অর্শঃ, কাস ও শ্বাস নিবারণ হয়। লাল আকন্দের পুষ্প মধুর, তিক্ত, কফনাশক ও সংগ্রাহী, ইহা কুষ্ঠ ক্রিমি বিষ, রক্ত পিত্ত, গুল্ম ও শোথ রোগে প্রযোজ্য। আকন্দের ক্ষীর (আটা) তিক্ত, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, লবণ রস বিশিষ্ট ও শ্রেষ্ঠ বিরেচক ইহা দ্বারা কুষ্ঠ, গুল্ম ও উদর রোগ নাশ হয়।

আকন্দের মূল কফনিঃসারক, স্বেদ জনক ও বমনকারক। ইহা সেবন করিলে শ্বাস, কাস, প্রতীশ্যায়, অতিসার, প্রবাহিকা, রক্তপিত্ত, শীতপিত্ত, গ্রহণী, প্রদর ও কফজ ব্যাধিসমস্ত নিরাকৃত হয়। ইহার প্রলেপদ্বারা বৃশ্চিকাদির বিষ নষ্ট হয়।

আকন্দের আঠার মাত্রা ১০ বিন্দু। মূলের ত্বকের মাত্রা বমনকরণার্থ ২ মাষা, স্বেদজনন ও বমনের বেগকরণার্থ ২রতি।

সেহুণ্ডঃ। স্নুহী।

সেহুণ্ডঃ সিংহতুণ্ডঃ স্যাদ্বজ্রী বজ্রদ্রুমোঽপি চ।
সুধাসমন্তদুগ্ধাচ স্নুক্ স্ত্রিয়াং সাতস্নুহী গুড়া॥
সেহুণ্ডো রেচন তীক্ষ্ণো দীপনঃ কটুকো গুরুঃ।
শূলমষ্ঠীলিকাধ্মান কফ গুল্মোদরানিলান্॥
উন্মাদ মোহ কুষ্ঠার্শঃ শোথ মেদোঽশ্ম পাণ্ডুতাঃ।
ব্রণশোথ জ্বর প্লীহ বিষদূষীবিষংহরেৎ॥
উষ্ণ বীর্য্যং স্নুহী ক্ষীরং স্নিগ্ধঞ্চ কটুকং লঘু।
গুল্মিনাং কুষ্ঠিনাঞ্চাপি তথৈবোদর রোগিণাম্॥
হিতমেতদ্বিরেকার্থে যেচান্যে দীর্ঘরোগিণঃ।
স্নুহ্যা মূলত্বঙ্নির্য্যাসৌ গ্রাহ্যৌ মাত্রা ২ মাষকৌ।

সিজবৃক্ষ।

পর্য্যায়। সেহুণ্ড, সিংহতুণ্ড, বজ্রী, বজ্রদ্রুম, সুধা, সমন্তদুগ্ধ, স্নুক্, স্নুহী ও গুড়া।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ। রেচক তীক্ষ্ণ, অগ্নিদীপক, কটু ও গুরু। ইহা ব্যবহারে শূল, অষ্ঠিলিকা, আধ্মান, কফ, গুল্ম, উদর রোগ, বায়ু, উন্মাদ, মূর্চ্ছা, কুষ্ঠ, অর্শঃ, শোথ, মেদোরোগ, অশ্মরী, পাণ্ডুরোগ, ব্রণ, শোথ, জ্বর, প্লীহা, বিষ ও দূষী বিষ নষ্ট হয়।

ইহার নির্য্যাস উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, কটু ও লঘু। ইহা গুল্ম, কুষ্ঠ ও উদররোগ গ্রস্ত ব্যক্তিদের পক্ষে হিতকর বিরেচক, ও অন্যান্য চিররোগীর পক্ষেও উপ-

কারক। ইহার মূলের ত্বক্ ও নির্য্যাস গ্রহণীয়। মাত্রা ২ মাষা।

(শাতলা সেহুণ্ডভেদঃ।)

(শাতলা অনেনৈব নাম্না প্রসিদ্ধা।)

শাতলা সপ্তলা সারা বিমলা বিদুলা চ সা।
তথা নিগদিতা ভূরিফেনা চর্ম্মকষেত্যপি॥
শাতলা কটুকা পাকে বাতলা শীতলা লঘুঃ।
তিক্তা শোথ কফানাহ পিত্তোদাবর্ত্ত রক্তজিৎ॥
মাত্রা ১ মাষকঃ।

হিন্দী শাতলা (সিজ বিশেষ।)

পর্য্যায়। শাতলা, সপ্তলা, সারা, বিমলা, বিদুলা, ভূরিফেণা ও চর্ম্মকষা।

গুণ ও প্রয়োগ স্থল। পাকে কটু, বায়ু জনক, শীতল, লঘু ও তিক্ত, ইহা শোথ, কফ, আনাহ, পিত্ত, উদাবর্ত্ত ও রক্তদোষ নিবারণ করে। ইহার মূল ও নির্য্যাস গ্রহণীয়। মাত্রা ১ মাষা।

শ্বেতা ত্রিবৃৎ।

শ্বেতা ত্রিবৃৎ ত্রিভণ্ডীস্যাৎ ত্রিবৃতা ত্রিপুটাপি চ।
সর্ব্বানুভূতিঃ সরলা নিশোত্রা রেচনী তি চ॥
শ্বেতা ত্রিবৃদ্রেচনী স্যাৎ স্বাদুরুষ্ণা সমীরজিৎ।
রুক্ষা পিত্ত জ্বরশ্লেষ্ম পিত্তশোথোদরাপহা॥
অস্যা মূলত্বক্ গ্রাহ্যা। মাত্রা ২ মাষকৌ।

শ্বেতভেউড়ী। হিন্দী শ্বেত পনিলর।

পর্য্যায়। শ্বেত ত্রিবৃৎ, ত্রিভণ্ডী, ত্রিবৃতা, ত্রিপুটা, সর্ব্বানুভূতি, সরলা, নিশোত্রা ও রেচনী।

গুণ। শ্বেত তেউড়ী রেচক, স্বাদু উষ্ণ, বায়ুনাশক ও রুক্ষ। ইহার দ্বারা পিত্তশ্লেষ্ম জ্বর, পৈত্তিক শোথ ও উদর রোগ নিবারিত হয়। ইহার মূলের ত্বক গ্রহণীয়। মাত্রা ২ মাষা।

শ্যামাত্রিবৃৎ।

ত্রিবৃৎশ্যামার্দ্ধচন্দ্রা চ পালিন্দী চ সুষেণিকা।
মসূর বিদলা কোল কৈবিকা কালমেষিকা॥
শ্যামা ত্রিবৃত্ততোহীনগুণা তীব্র বিরেচনী।
মূর্চ্ছা দাহ মদভ্রান্তি কণ্ঠোৎ কর্ষণ কারিণী॥
অস্যা মূলত্বক্ গ্রহণীয়া। মাত্রা ১ মাষকঃ।

হিন্দী শ্যাম পনিলর।

পর্য্যায়। অর্দ্ধচন্দ্রা, পালিন্দী, সুষেণিকা, মসূরবিদলা, কোলকৈবকা ও কালমেষিকা।

গুণ। এই তেউড়ী পূর্ব্বোক্ত তেউড়ি অপেক্ষা অল্প গুণ বিশিষ্ট কিন্তু বিরেচন শক্তি অতিতীব্র, ইহা ব্যবহার করিলে মূর্চ্ছা, দাহ, মত্ততা, ভ্রম ও কণ্ঠশোষ উপস্থিত হয়। ইহার মূলের ত্বক গ্রহণীয়। মাত্রা ১ মাষা।

লঘুদন্তী।

লঘুদন্তী বিশল্যা চ স্যাদু দুম্বরপর্ণ্যপি।
তথৈরণ্ড ফলা শীঘ্রা শ্যেনঘণ্টা ঘুণ প্রিয়া॥
বারাহাঙ্গী চ কথিতা নিকুম্ভশ্চ মকুলকঃ।
ক্ষুদ্রাদন্তী ফলস্ত স্যান্ মধুরং রসপাকয়োঃ।
শীতলং সৃষ্ট বিট্ মূত্রং গরশোথ কফাপহম্॥
লঘুদন্ত্যা মূলং বীজঞ্চ গ্রাহ্যং মাত্রা ৬ রক্তিকাঃ।

পর্য্যায়। লঘুদন্তী, বিশল্যা, উডুম্বরপর্ণী, এরণ্ডফলা, শীঘ্রা, শ্যেনঘণ্টা, ঘুণপ্রিয়া, বারাহাঙ্গী, নিকুম্ভ ও মকুলক।

দন্তী।

গুণ। ক্ষুদ্রদন্তীর ফল আস্বাদে ও পাকে মধুর, শীতল, মূত্র পুরীষ রেচক, বিষজ

শোথঘ্ন ও কফনাশক। এই বৃক্ষের মূল ও ফল গ্রহণীয়। মাত্রা ৬ রতি।

বৃহদ্দন্তী।

(এরণ্ড পত্র বিটপা।)

দ্রবন্তী সা বরী চিত্রা প্রত্যকপর্ণ্যর্কপর্ণ্যপি।
চিত্রোপচিত্রান্যগ্রোধীপ্রেত্য শ্রেণ্যাখুকর্ণ্যপি ॥
জয় পালে বৃহতী বীজং বিখ্যাতঞ্চ তিন্তীফলম্।
জয়পালো গুরুঃ স্নিগ্ধো রেচি পিত্ত কফাপহঃ ॥
অস্যা বীজং গ্রাহ্যং মাত্রা ।০ রক্তিকা।

জয়পাল। হিন্দী জামালগোটা।

পর্য্যায। দ্রবন্তী, বরী, চিত্রা, প্রত্যক পর্ণী, অর্কপর্ণী, চিত্রা, উপচিত্রা, ন্যগ্রোধা, প্রেত্যশ্রেণী ও আখুকর্ণী।

গুণ। বৃহৎ দন্তীফলের বীজকেই জয়পাল বলে। জয়পাল গুরু স্নিগ্ধ, অতি রেচক ও পিত্তশ্লেষ্ম নাশক। ইহার বীজ গ্রহণীয়। মাত্রা ।০ রতি।

দন্তীদ্বয়ং সরং পাকে রসে চ কটু দীপনম্।
গুদাঙ্কুরাশ্মশূলাস্র কণ্ডু কুষ্ঠ বিদাহনুৎ ॥
তীক্ষ্ণোষ্ণং হন্তি পিত্তাস্র কফশোথোদর ক্রিমীন্

গুণ। দুই প্রকার দন্তীই বাতাদি নিঃসারক, পাকে ও রসে কটু, অগ্নিদীপ্তিকারক, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ।

প্রয়োগ। অর্শঃ, আমশূল, রক্তদোষ কণ্ডু, কুষ্ঠ, দাহ, রক্তপিত্ত, কফশোথ, উদররোগ ও ক্রিমিরোগে প্রযোজ্য।

নীলী।

নীলী তু নীলিনী তূলী কালদোলা চ নীলিকা।
রঞ্জনী শ্রীফলী তুত্থা গ্রামীণা মধুপর্ণিকা ॥
ক্লীতকা কালকেশী চ নীলপুষ্পা চ সা স্মৃতা।
নীলিনী রেচনী তিক্তা কেশ্যা মোহ ভ্রমাপহা ॥
উষ্ণা হন্ত্যুদরপ্লীহ বাতরক্ত কফানিলান্।
আমবাত মুদাবর্ত্তং মদং চ বিষমুদ্গতম্ ॥
মাত্রা ২ মাষকৌ।

নীল।

পর্য্যায়। নীলী, নালিনী, তূলী, কাল দোলা, নীলিকা, রঞ্জনী, শ্রীফলী, তুত্থা, গ্রামিণা, মধুপর্ণিকা, ক্লীতকা, কালকেশী ও নীলপুষ্পা।

গুণ। ইহা রেচক, তিক্ত, কেশের সৌন্দর্য্য সাধক ও উষ্ণ। ইহার দ্বারা মূর্চ্ছা, ভ্রম, উদররোগ, প্লীহা, বাতরক্ত, বাতশ্লেষ্মা, আমবাত, উদাবর্ত্ত, মদরোগ ও বিষ দোষ নষ্ট হয়। ইহার মূল, অভাবে সর্ব্বাংশ গ্রহণীয়। মাত্রা ২ মাষা।

শরপুঙ্খঃ।

শরপুঙ্খঃ প্লীহশত্রু নীলীবৃক্ষাকৃতিশ্চ সঃ।
শরপুঙ্খো যকৃৎ প্লীহ গুল্ম ব্রণ বিষাপহঃ ॥
তিক্তঃ কষায়ঃ কাসাস্র শ্বাস জ্বর হরো লঘুঃ।
মাত্রা ২ মাষকৌ।

শরপুংখ। হিন্দী শরফোকা।

পর্য্যায়। শরপুঙ্খ প্লীহশত্রু। এই বৃক্ষের আকৃতি নীল বৃক্ষের ন্যায়।

গুণ। তিক্ত, কষায় ও লঘু। ইহার প্রয়োগে যকৃৎ প্লীহা, গুল্ম, ব্রণ, বিষ, কাস, রক্তদোষ, শ্বাস ও জ্বর নষ্ট হয়। ইহার মাত্রা ২ মাষা।

যবাসো দুরালভা চ।

যাসো যবাসো দুঃস্পর্শো ধন্বযাসঃ কুনাশকঃ।
দুরালভা দুরালভা সমুদ্রান্তা চ রোদিনী ॥

গান্ধারী কচ্ছুরানন্তা কষায়া হরবিগ্রহা।
যাসঃ স্বাদুঃ সরস্তিক্তস্তুবরঃ শীতলো লঘুঃ॥
কফ মেদো মদভ্রান্তি পিত্তাসৃক্ কুষ্ঠ কাস জিৎ।
তৃষ্ণাবিসর্প বাতাস্র বমি জ্বর হরঃস্মৃতঃ॥
যবাসস্য গুণৈস্তুল্যা বুধৈরুক্তা দুরালভা।
মাত্রা ১ মাষকঃ।

যবাস ও দুরালভা। যবাসা, দুরালা।

যবাসের পর্য্যায়। যাস, যবাস, দুস্পর্শ, ধন্যযাস ও কুনাশক।

দুরালভার পর্য্যায় এই দুরালভা, সমুদ্রান্তা, রোদিনী, গান্ধারী, কচ্ছুরা, অনন্তা, কষায়া ও হরবিগ্রহা।

যবাসের গুণ। ইহা স্বাদু, সর, তিক্ত, কষায়, শীতল ও লঘু। ইহার দ্বারা কফ, মেদোরোগ, মদ, ভ্রমরোগ, রক্তপিত্ত, কুষ্ঠ, কাস, তৃষ্ণা, বিসর্প, বাতরক্ত, বমি ও জ্বর নিবারিত হয়। দুরালভার গুণ যবাসেরই ন্যায়। মাত্রা ১ মাষা।

কুমারী।

কুমারী গৃহকন্যা চ কন্যা ঘৃতকুমারিকা।
কুমারী ভেদিনী শীতা তিক্তা নেত্র্যা রসায়নী॥
মধুরা বৃংহণী বল্যা বৃষ্যা বাতবিষপ্রণুৎ।
গুল্ম প্লীহ যকৃৎ বৃদ্ধি কফজ্বরহরী হরেৎ॥
গ্রন্থ্যগ্নিদগ্ধ বিস্ফোট পিত্তরক্ত ত্বগাময়ান্।
অস্যা নির্য্যাসো গ্রাহ্যঃ মাত্রা ২ মাষা।

ঘৃতকুমারী। হিন্দী ঘিউকুমারী।

পর্য্যায়। কুমারী, গৃহকন্যা, কন্যা ও ঘৃত কুমারিকা।

গুণ। ঘৃতকুমারী ভেদক, শীতল, তিক্ত, চক্ষের উপকারক, রসায়ন, মধুর, পুষ্টিকর, বলকারক, শুক্রজনক, বিষয় ও বায়ুনাশক।

প্রয়োগ। গুল্ম, প্লীহা, যকৃৎ, বৃদ্ধি (কোষবৃদ্ধি), কফজ্বর, গ্রন্থি, অগ্নিদগ্ধ, বিস্ফোট, রক্তপিত্ত ও ত্বকের রোগে প্রয়োগ করিলে উপকার হয়। ইহার নির্য্যাস সেবনীয়। মাত্রা ২ মাষা।

ত্রায়মাণা।

বলভদ্রা ত্রায়মাণা ত্রায়ন্তী গিরিসানুজা।
ত্রায়ন্তী তুবরা তিক্তা সরা পিত্তকফাপহা॥
জ্বর হৃদ্রোগ গুল্মার্শো ভ্রমশূল বিষপ্রণুৎ।
মাত্রা ২ মাষকৌ।

বলাডুমুর।

পর্য্যায়। বলভদ্রা, ত্রায়মাণা, ত্রায়ন্তী ও গিরিসানুজা।

গুণ। কষায়, তিক্ত, সর, পিত্তশ্লেষ্ম নাশক।

ইহাদ্বারা জ্বর, হৃদ্রোগ, গুল্ম, অর্শঃ, ভ্রমরোগ, শূল ও বিষজ পীড়া নষ্ট হয়। ইহার মাত্রা ৪ মাষা।

ভূমীবল্লী।

মার্কবিকা ভূমিবল্লী মার্কণ্ডী মৃদুরেচনী॥
মার্কণ্ডিকা কুষ্ঠহরী ঊর্দ্ধাধঃকায় শোধিনী।
বিষদুর্গন্ধ কাসঘ্নী গুল্মোদর বিনাশিনী॥
বল্লী ভূমী প্রসরণ শীলা।
মাত্রা ৪ মাষকাঃ।

হিন্দী ভুইখখসা।

পর্য্যায়। মার্কণ্ডিকা, ভূমিবল্লী, মার্কণ্ডী ও মৃদুরেচনী। ইহা ভূমিতে লতাইয়া থাকে।

গুণ। বিরেচক, বমন কারক, বিষয় ও দুর্গন্ধ নাশক। ইহার দ্বারা কুষ্ঠ, কাস, গুল্ম ও উদর রোগ উপশমিত হয়। ইহার মাত্রা ৪ মাষা।

কুটশাল্মলিঃ ।

কুৎসিতঃ শাল্মলিঃ প্রোক্তো রোচনঃ কুটশাল্মলিঃ ।
কুটশাল্মলিক তিক্তঃ কটুকঃ কফবাতনুৎ ॥
ভেদ্যুষ্ণঃ প্লীহ জঠর যকৃদ্ গুল্ম বিষাপহঃ ।
ভূতানাহ বিবন্ধাস্র মেদঃ শূল কফাপহঃ ॥
অস্যাবীজং গ্রাহ্যং । মাত্রা ১ মাষকঃ ।

শিমুল বৃক্ষ ।

পর্য্যায় । কুৎসিত সাল্মলি, রোচন ও কুটশাল্মলি ।

গুণ । তিক্ত, কটু, বাতশ্লেষ্ম নাশক, ভেদক, উষ্ণ ও ভূতাদি ভয় নাশক । ইহার দ্বারা প্লীহা, জঠর, যকৃৎ, গুল্ম, বিষদোষ, আনাহ, বিবন্ধ, রক্তদোষ, মেদোরোগ ও শূলরোগ উপশমিত হয় । ইহার বীজ গ্রহণীয় । মাত্রা ১ মাষা ।

করীরঃ ।

করীরঃ ক্রকরঃ পত্রী গ্রন্থিলো মরুভূরুহঃ ।
করীরঃ কটুকস্তিক্তঃ স্বেদ্যুষ্ণো ভেদনঃস্মৃতঃ ॥
দুর্নাম কফবাতাম গরশোথ ব্রণ প্রণুৎ ।
অস্যাস্তৃগ্ গ্রাহ্যা । মাত্রা ২ মাষকৌ ।

হিন্দী উট্‌কাটার ।

পর্য্যায় । করীর, ক্রকর, পত্রী, গ্রন্থিল ও মরুভূরুহ ।

গুণ । কটু, তিক্ত, স্বেদজনক উষ্ণ ও ভেদক । ইহা অর্শঃ, কফ, বায়ু, আম, বিষজশোথ ও ব্রণ নষ্ট করে । ইহার ত্বক গ্রহণীয় । মাত্রা ২ মাষা ।

অষ্টমোঽধ্যায় ।

সংগ্রাহি বর্গঃ ।

অহিফেন ।

উক্তং খসফলক্ষীর মাফুক মহিফেনকম্ ।
আফুকং শোধনং গ্রাহি শ্লেষঘ্নং বাতপিত্তলম্ ॥
আক্ষেপশমনং নিদ্রাজননং মদকারি চ ।
স্বেদনং বেদনাঘ্নঞ্চ মূত্রাতীসারনুৎ পরম্ ॥
কাসশ্বাসাতিসারঘ্নং শোণিতস্রুতিবারণম্ ।
তথা খস ফলোদ্ভূত বল্কলপ্রায় মিত্যপি ॥
মাত্রা ।০ পাদরক্তিকা ।

অহিফেন ।

খসফলক্ষীর, আপূক ও অহিফেনক এইগুলি ইহার পর্য্যায় । অহিফেন শোধক, গ্রাহী, কফনাশক, বায়ুবর্দ্ধক, পিত্তজনক, আক্ষেপ নিবারক, নিদ্রাকারক, মাদক, স্বেদজনক ও বেদনা নাশক । ইহার দ্বারা মূত্রাতিসার, কাস, শ্বাস, অতিসার ও রক্তস্রাব নিবারণ হয় । অধিকন্তু ইহার বল্‌কলের যে যে গুণ আছে ইহারও সেই সেই গুণ আছে । ইহার মাত্রা ।০ রতি ।

খাখস ।

তিলভেদঃ খসতিলঃ খাখসশ্চাপি স স্মৃতঃ ।
স্যাৎ খাখস ফলোদ্ভূতং বল্কলং শীতলং লঘু ॥
গ্রাহি তিক্তং কষায়ঞ্চ বাতকৃৎ কফকাস হৃৎ ।
ধাতূনাং শোষকং রুক্ষং মদকৃদ্ বাগ্ বিবর্দ্ধনম্ ॥
মুহুর্মোহ করং রুচ্যং সেবনাৎ পুংস্ত্বনাশনম্ ।
মাত্রা ১০ রক্তিকাঃ ॥

ঢেঁড়ী বৃক্ষ ।

তিলভেদ, খসতিল ও খাখস এই গুলি ঢেঁড়ীবৃক্ষের সংস্কৃত নাম । ইহার ফলের ত্বক্ শীতল, লঘু, ধারক, তিক্ত, কষায়, বায়ুজনক, কফঘ্ন, কাস নিবারক, ধাতুশোষক, রুক্ষ, মাদক, বচনশক্তিবর্দ্ধক মোহোৎপাদক, রুচ্য ও পুরুষত্ব নাশক । এই বল্কলের মাত্রা ১০ রতি । ইহা কফঘ্ন ও শোষক বলিয়া বেদনা স্থানে ইহার কাথের স্বেদ অত্যন্ত উপকারী ।

খাখসবীজম্।

উচ্যন্তে খসবীজানি তে খাখসতিলা অপি।
খসবীজানি বল্যানি বৃষ্যাণি সুগুরূণি চ।
শময়ন্তি কফংতানি জনয়ন্তি সমীরণম্।
মাত্রা ১ মাষকঃ।

পোস্তদানা।

খসবীজ ও খাখস তিল ইহার পর্য্যায়। খসবীজ বলকারক, শুক্রল, অতিশয় গুরু, কফঘ্ন ও বায়ুজনক। ইহার মাত্রা ১ মাষা।

ধাতকী।

ধাতকী ধাতুপুষ্পী চ তাম্রপুষ্পী চ কুঞ্জরা
সুভিক্ষা বহুপুষ্পী চ বহ্নিজ্বালা চ সা স্মৃতা॥
ধাতকী কটুকা শীতা মদকৃত্তুবরা লঘুঃ।
তৃষ্ণাতিসার পিত্তাস্র বিষ ক্রিমি বিসর্প জিৎ।
মাত্রা ১ মাষকঃ।

ধাইফুল।

ধাতকী, ধাতুপুষ্পী, তাম্রপুষ্পী, কুঞ্জরা, সুভিক্ষা, বহুপুষ্পা ও বহ্নিজ্বালা এই গুলি ধাইফুলের নাম। ধাইফুল কটু, শীতল, মাদক, কষায় ও লঘু। ইহা তৃষ্ণা, অতীসার, রক্তপিত্ত, বিষ, ক্রিমি ও বিসর্প রোগ নিবারণ করে। এই পুষ্পের মাত্রা ১ মাষা।

তিন্দুকফলম্।

তিন্দুকস্য ফলং গ্রাহি কষায়ং লঘু শীতলম্।
বাতলং হন্ত্যতীসারং পিত্তমেহ মসৃগ্দরম্॥
ঔপসর্গিক মেহঞ্চ ঘোররূপাং প্রবাহিকাম্।
পক্বঞ্চ তৎফলং বাতব্রণঘ্নং গুরু দুর্জ্জরম্॥
স্নিগ্ধং শ্লেষ্মকরং পিত্ত প্রমেহাস্র বিনাশনম্।
আমাশয়োগ্রতাং হন্তি তৎসারং চিররোগ জিৎ॥

গাবফল।

গাবফল গ্রাহী, কষায়, লঘু, শীতল, ও বায়ুজনক। ইহা অতিসার, পিত্তমেহ, ঔপসর্গিক মেহ ও প্রবাহিকা নিবারণ করে। ইহার পক্বফল বায়ুনাশক, ব্রণ নিবারক, গুরু, দুষ্পাচ্য, স্নিগ্ধ, কফজনক, পিত্তমেহ নিবারক, রক্তস্রাব রোধক ও আমাশয়ের উগ্রতা প্রশমক। গাবফলের সার চিররোগ নাশক। গাবের অপক্ব ফল শুষ্ক করিয়া ব্যবহার্য্য।

মাচিকা।

মাচিকা প্রস্থিকাম্বষ্ঠা তথা চাম্বালিকাম্বিকা।
ময়ূরবিদলা কেশী সহস্রা বালমূলিকা॥
মাচিকাম্লা রসে পাকে কষায়া শীতলা লঘুঃ।
পক্বাতীসার পিত্তাস্র কফকণ্ঠাময়াপহা॥
মাত্রা ২ মাষকৌ।

মাচিকা, প্রস্থিকা, অম্বষ্ঠা, অম্বালিকা, অম্বিকা, ময়ূরবিদলা, কেশী, সহস্রা ও বালমূলিকা এইগুলি মাচিকার নাম। মাচিকা অম্লরস বিশিষ্ট, পাকে কষায়, শীতল ও লঘু। মাচিকা ব্যবহারে পক্বাতি-সার, রক্তপিত্ত, শ্লেষ্মা ও কণ্ঠরোগ নষ্ট হয়। এই বৃক্ষ পশ্চিম প্রদেশে মইয়া নামে প্রসিদ্ধ। ইহার সর্ব্বাংশ গ্রহণীয়। মাত্রা ২ মাষা।

মঙ্কফলম্।

কীটারাতো মঙ্কফলং গ্রাহি বল্যং জরাপহম্।
শোণিতস্র্ তিরুদ্ধন্তি মুখদন্ত গতান্ গদান্।
শ্বেতপ্রদর সর্ব্বাংসি যোনিকন্দং সুদারুণম্।
অতীসারং মহাঘোরং গ্রহণীং সপ্রবাহিকাম্॥
মাত্রা ১ মাষকঃ।

মাজুফল ।

মাজুফলের সংস্কৃত নাম কীটাবাস ও মজ্জফল। মাজুফল গ্রাহী, বলকারক, অরয় ও রক্তস্রাবরোধক। মুখ ও দন্তগত রোগ, শ্বেতপ্রদর, অর্শঃ, যোনিকন্দ, অতিসার, গ্রহণী ও প্রবাহিকা রোগে প্রয়োজ্য। মাত্রা ১ মাষা।

পলাশনির্য্যাসঃ।

পলাশস্য নির্য্যাসো গ্রাহী স কপয়েদ্ ধ্রুবম্।
গ্রহণীং মুখজান্ ব্যাধীন্ কাসান্ স্বেদাতিনির্গমম্॥
মাত্রা ১ মাষকঃ।

পলাশগঁদ ।

পলাশগঁদ গ্রাহী। ইহা গ্রহণী, মুখরোগ, কাস ও ঘর্ম্মাধিক্য নিবারণার্থ প্রয়োজ্য। মাত্রা ১ মাষা।

সপ্তপর্ণঃ ।

সপ্তপর্ণো বিশালত্বক্ শারদো বিষমচ্ছদঃ।
মণিচ্ছদো গুচ্ছপুষ্পো বৃহত্ত্বগ্ বহুপর্ণকঃ॥
সপ্তপর্ণ স্ত্রিদোষঘ্নো বীর্য্যোষ্ণোঽগ্নিপ্রদীপনঃ।
মদগন্ধিত্রণ হরস্তিক্তঃক্রিমি বিনাশনঃ॥
কুষ্ঠং জীর্ণজ্বরং শ্বাসং গুল্মঞ্চ গ্রহণীং তথা।
প্রবাহিকাং সরক্তাঞ্চ বাতরক্তং বিনাশয়েৎ॥

ছাতিম ।

সপ্তপর্ণ, বিশালত্বক্, শারদী, বিষমচ্ছদ, মণিচ্ছদ, গুচ্ছপুষ্প, বৃহত্বক্ ও বহুপর্ণ এই গুলি ছাতিমের সংস্কৃত নাম। ইহা ত্রিদোষঘ্ন, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, মদগন্ধ বিশিষ্ট, ব্রণ নিবারক, তিক্ত ও ক্রিমিনাশক। কুষ্ঠ, জীর্ণজ্বর, শ্বাস, গুল্ম, গ্রহণী, আমাশয়, রক্তামাশয় ও বাতরক্ত রোগে প্রয়োজ্য।

বিল্বপেশী।

বিল্বপেশী লঘুর্বল্যা গ্রাহিণী কফনাশিনী।
প্রবাহিকাসতীসারং গ্রিহন্যাদ্ গ্রহণীমপি॥

বিল্বপেশী।

বিল্বপেশী লঘু, বলকর, গ্রাহক ও কফঘ্ন। প্রবাহিকা, অতিসার ও গ্রহণী রোগে প্রয়োজ্য। শুষ্ক বিল্বপেশী অর্থাৎ বেলশুঁঠ সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ইন্দ্রযব ।

উক্তং কুটজবীজন্তু যবমিন্দ্রযবং তথা।
কলিঙ্গ ঞ্চাপি কালিঙ্গং তথা ভদ্রযবং স্মৃতম্॥
ক্বচিদিন্দ্রস্য নামৈব তদ্বেত্তদভি ধায়কম্ :
ইন্দ্রযবং ত্রিদোষঘ্নং সংগ্রাহি কটু শীতলম্॥
তিক্তং দাহহরং হন্তি রক্তপিত্তং প্রবাহিকাম্।
জ্বরাতিসার রক্তার্শঃ কৃমিবীসর্প কুষ্ঠনুৎ॥
দীপনং গুদকীলঘ্ন বাতাস্র শ্লেষ্মশূল জিৎ।
মাত্রা ১ মাষকঃ।

ইন্দ্রযব ।

কুটজবীজ, যব, ইন্দ্রযব, কলিঙ্গ, কালিঙ্গ ও ভদ্রযব এইগুলি ইন্দ্রযবের পর্য্যায়। কখন কখন ইন্দ্রবাচক শব্দও ইহার পর্য্যায় বলিয়া গৃহীত হয়। ইন্দ্রযব ত্রিদোষ নাশক, সংগ্রাহি কটু তিক্ত শীতল অগ্নি দীপক ও দাহনাশক। ইন্দ্রযব সেবন করিলে রক্তপিত্ত, প্রবাহিকা, জ্বর, অতিসার, রক্তার্শঃ কৃমি, বীসর্প, কুষ্ঠ, অর্শোবলী, বায়ু, রক্ত দোষ, শ্লেষ্মা ও শূল রোগ নষ্ট হয়। এই বীজের মাত্রা ১ মাষা।

আম্রবীজম্ ।

আম্রবীজং কষায়ংস্যা চ্ছর্দ্যতীসার নাশনম্।
ঈষদম্লঞ্চ মধুরং তথা হৃদয় দাহনুৎ॥
মাত্রা ১ মাষকঃ।

আম্রবীজ।

আম্রবীজ কষায় ঈষৎ অম্ল ও মধুর ইহার দ্বারা অতীসার প্রভৃতিরোগ উপশমিত ও হৃদয়ের দাহ নিবারিত হয়। আম্রবীজের মাত্রা ১ মাষা।

খদিরঃ।

খদিরো রক্ত সারশ্চ গায়ত্রী দন্তধাবনঃ।
কণ্টকী বালপত্রশ্চ বহুশল্যশ্চ যজ্ঞিয়ঃ॥
খদিরঃ শীতলো দন্ত্যঃ কণ্ডূকাসারুচি প্রণুৎ।
তিক্তঃ কষায়ো মেদোঘ্নঃ ক্রিমি মেহ জ্বর ব্রণান্॥
শ্বিত্র শোথাম পিত্তাস্র পাণ্ডুকুষ্ঠ কফামযান্।
বহ্নিমান্দ্য মতীসারং প্রদরঞ্চ বিনাশয়েৎ॥
খদির কাষ্ঠস্য মাত্রা২মাষকৌ, নির্য্যাসস্য৬রক্তিকাঃ।

খদির।

পর্য্যায়। খদির, রক্তসার, গায়ত্রী, দন্তধাবন, কণ্টকী, বালপত্র, বহুশল্য ও যজ্ঞিয়।

গুণ। শীতল, তিক্ত ও দন্তের উপকারক। ইহা সেবনে কণ্ডূ, কাস, অরুচি, মেদোরোগ, ক্রিমি, মেহ, জ্বর, ব্রণ, শ্বিত্র, শোথ, আম, রক্তপিত্ত, পাণ্ডু, কুষ্ঠ, কফজরোগ সমস্ত, অগ্নিমান্দ্য, অতীসার ও প্রদর প্রশমিত হয়। ইহার কাষ্ঠের মাত্রা ২ মাষা, ইহার সার অর্থাৎ খয়েরের মাত্রা ৬ রতি।

শ্বেত খদিরঃ।

খদিরঃ শ্বেত সারোঽন্যঃ কদরঃ সোমবল্কলঃ।
কদরো বিশদো বর্ণ্যো মুখরোগ কফাস্রজিৎ॥
মাত্রা ৬ রক্তিকাঃ।

পাপরী খয়ের।

পর্য্যায়। শ্বেত সার, কদর ও সোমবল্কল। গুণ। বিশদ, বর্ণ জনক। ইহা মুখরোগ, কফ ও রক্ত দোষ নিবারণ করে। এই খদির উৎকৃষ্ট গুণযুক্ত। ইহার মাত্রা ৬ রতি।

উল্লিখিত ত্রিবিধ খদিরই সংগ্রাহক ও রক্তরোধক এবং অতিসার, অর্শঃ, রক্তপিত্ত, প্রদর ও ক্ষতাদি শান্তির নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়।

ইরিমেদঃ।

ইরিমেদো বিট্ খদিরঃ কালস্কন্ধো ঽরিমেদকঃ।
ইরিমেদঃ কষায়োষ্ণো মুখদন্তগতাস্র জিৎ॥
হন্তিকণ্ডূ বিষশ্লেষ্ম ক্রিমিকুষ্ঠ বিষব্রণান্।
শোথাতিসারকাসাংশ্চ বিসর্পকাস্যান্ হরেৎ॥
অস্য বল্কলাদিকংগ্রাহ্যং মাত্রা ১ মাষকঃ।

দুর্গন্ধ খদির।

পর্য্যায়। ইরিমেদ, বিট্‌খদির, কালস্কন্দ ও অরিমেদক। গুণ। কষায় ও উষ্ণ। ইহা মুখরোগ, দন্তরোগ, কণ্ডূ, বিষ, শ্লেষ্মা, ক্রিমি, কুষ্ঠ, বিষব্রণ, শোথ, অতিসার, কাস, বিসর্প ও প্রদর নিবারণ করে। ইহার বল্কলাদি গ্রহণীয়। মাত্রা ১ মাষা।

লোধ্রঃ।

লোধ্রস্তিরীটকশ্চৈব শাবরো মালবস্তথা।
দ্বিতীয়ঃপট্টিকালোধ্রঃক্রমুকঃ স্থূলবল্কলঃ॥
জীর্ণপত্রী বৃহৎপত্রঃ পট্টীলাক্ষাপ্রসাদনঃ।
লোধ্রোগ্রাহী লঘুশীত শ্চক্ষুষ্যঃকফপিত্তনুৎ॥
কষায়ো রক্তপিত্তাসৃগ্ জ্বরাতীসার শোথহৃৎ।
অস্যত্বগ্ গ্রাহ্যা মাত্রা ১ মাষকঃ।

লোধ (সাবর লোধ পাটিয়া লোধ)

লোধ্র, তিরীটক, শাবর, মালব এই গুলি একপ্রকার লোধের নাম, অপর

এক প্রকার লোধ্র আছে, তাহার নাম পট্টিকা লোধ্র, ক্রমুক, স্থূল বল্কল, জীর্ণ-পত্র, বৃহৎপত্র, পট্টি ও লাক্ষাপ্রসাদন। লোধ গ্রাহী, লঘু, শীতল, চক্ষুষ্য, কফপিত্ত নাশক ও কষায়। রক্তপিত্ত, রক্তগত জ্বর, অতীসার ও শোথ রোগে ইহা দ্বারা উপকার হয়। অধিকন্তু ইহার বিষঘ্নতা গুণও আছে। ইহার ত্বক্ গ্রহণীয়। মাত্রা ১ মাষা।

প্রিয়ঙ্গু গন্ধপ্রিয়ঙ্গু।

প্রিয়ঙ্গুঃ ফলিনী কাঙ্গালতা চ মহিলাহ্বয়া।
গুন্দ্রা গুন্দ্রফলা শ্যামা বিষ্বক্সেনাঙ্গনাপ্রিয়া॥
প্রিয়ঙ্গুঃ শীতলা তিক্তা তুবরানিলপিত্ত হৃৎ।
রক্তাতিযোগ দৌর্গন্ধ্য স্বেদ দাহ জ্বরাপহা॥
বান্তি ভ্রান্ত্যতিসারঘ্নী বক্ত্র জাড্য বিনাশিনী।
গুল্ম তৃট্ বিষমোহঘ্নী তদ্বদ্ গন্ধপ্রিয়ঙ্গুকা॥
তৎফলং মধুরং রুক্ষং কষায়ং শীতলং গুরু।
বিবন্ধাধ্মান বলকৃৎ সংগ্রাহী কফপিত্ত জিৎ॥
অস্যাস্ত্বচো মাত্রা ১ মাষকঃ ফলস্য ৬ রক্তিকাঃ।

প্রিয়ঙ্গু।

পর্য্যায়। প্রিয়ঙ্গু, ফলিনী, কান্তা, লতা, গুন্দ্রা, গুন্দ্রফলা, শ্যামা, বিষ্বক্সেনা অঙ্গনাপ্রিয়া এই গুলি এবং স্ত্রী বাচক শব্দ সমুদায় ইহার পর্য্যায়।

গুণ। প্রিয়ঙ্গু ও গন্ধপ্রিয়ঙ্গু উভয়েই শীতল, তিক্ত কষায়, বাত পিত্ত নাশক। প্রিয়ঙ্গুর ফল মধুর রুক্ষ, কষায়, শীতল ও গুরু।

আময়িক প্রয়োগ। অতিশয় রক্ত ক্ষরণ, দৌর্গন্ধ, স্বেদ, দাহ, জ্বর, বমি, ভ্রম, অতিসার, মুখের জড়তা, গুল্ম, তৃষ্ণা বিষজ রোগ ও মেহ নষ্ট করে।

ইহার ফল ব্যবহারে বিবন্ধ ও আধ্মান উপস্থিত হয় ইহা বলকারক সংগ্রাহক ও কফ পিত্ত নাশক। ইহার ত্বকের মাত্রা ১ মাষা, ফলের মাত্রা ৬ রত্তি। ফলই সচরাচর ঔষধার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কুটজঃ।

কুটজঃ কুটজঃ কৌটো বৎসকো গিরিমল্লিকা।
কালিঙ্গঃ শক্রশাখী চ মল্লিকাপুষ্প ইত্যপি॥
ইন্দ্রোযবফলঃ প্রোক্তো বৃক্ষকঃ পাণ্ডুরদ্রুমঃ।
কুটজঃ কটুকো রুক্ষো দীপন স্তুবরো হিমঃ॥
তিক্তঃ সংগ্রাহকঃ প্রোক্ত স্ত্বগ্‌দোষ জ্বরনাশনঃ।
অর্শোঽতিসার পিত্তাস্র কফতৃষ্ণামকুষ্ঠনুৎ॥
অস্য ত্বগ্‌বীজাদিকং গ্রাহ্যং ত্বচো মাত্রা ১ মাষকঃ।

কুড়চী। হিন্দী কোরেয়া।

পর্য্যায়। কুটজ, কুট্রজ, কোটি, বৎসক, গিরিমল্লিকা, কলিঙ্গ, শক্রশাখী, মল্লিকাপুষ্প, ইন্দ্রযবফল, বৃক্ষক ও পাণ্ডুরদ্রুম।

গুণ। ইহা কটু, রুক্ষ, অগ্নিদীপক কষায় ও শীতল তিক্ত ও সংগ্রাহী।

প্রয়োগ। অর্শঃ, অতিসার, রক্তপিত্ত, কফজতৃষ্ণা, ত্বগ্‌দোষ জ্বর, আম ও কুষ্ঠ রোগে প্রয়োজ্য। ইহার ত্বক্ ও বীজাদি গ্রহণীয়। ত্বকের মাত্রা ১ মাষা। ইহার বীজ অর্থাৎ ইন্দ্রযবের মাত্রা ও গুণাদি ইন্দ্রযব শব্দে দ্রষ্টব্য।

পাঠা।

পাঠাম্বষ্ঠকিকা চ প্রাচীনা পাপচেলিকা।
একষ্ঠীলা রসা প্রোক্তা পাঠিকা বরতিক্তিকা॥
পাঠোষ্ণা কটুকা তীক্ষ্ণা বাতশ্লেষ্ম হরী লঘুঃ।

তিক্তা রুচিকরী চাম্লা তপ্তসন্ধান কারিণী ॥
হন্তি শূল জ্বর চ্ছর্দ্দি কুষ্ঠাতীসার হৃদ্রুজঃ।
দাহকণ্ডু বিষশ্বাস ক্রিমি গুল্ম গরব্রণান্ ॥
অস্যা মূলাদিকং গ্রাহ্যং মাত্রা ১ মাষকঃ।

আকনাদি।

পর্য্যায়। পাঠা, অম্বষ্ঠা, অম্বষ্ঠিকা, প্রাচীনা, পাপচেলিকা, একষ্ঠিলা, রসা, পাটিকা ও বরতিক্তিকা।

গুণ। পাঠা উষ্ণ, কটু, তীক্ষ্ণ, বাত-শ্লেষ্ম নাশক, লঘু, তিক্ত, অরুচি নিবারক অম্লাস্বাদ ও ভগ্নসন্ধান কারক।

প্রয়োগ। শূল, জ্বর, বমি, কুষ্ঠ, অতী-সার, হৃদ্রোগ, দাহ কণ্ডু, বিষদোষ, শ্বাস, ক্রিমি, গুল্ম ও বিষব্রণ রোগে পাঠা ব্যবস্থেয়। ইহার মলাদি গ্রহণীয়। মাত্রা ১ মাষা।

আকাশবল্লী।

আকাশবল্লীতু বুধৈঃ কথিতা মরবল্লরী।
খবল্লী গ্রাহিণী তিক্তা পিচ্ছিলা ক্ষামদয়াপহা ॥
তুবরাগ্নি করী হৃদ্যা পিত্ত শ্লেষ্মাম নাশিনী।
অস্যা মাত্রা ৪ রক্তিকাঃ।

হিন্দী অমরবেল।

পর্য্যায়। আকাশবল্লী, অম্বরবল্লী, খবল্লী ইত্যাদি।

গুণ। গ্রাহী, তিক্ত, পিচ্ছিল, কষায়, অগ্নিকারক ও হৃদ্য। ইহা পিত্ত, শ্লেষ্মা, আম ও চক্ষুরোগ নষ্টকরে। ইহার সর্ব্বাংশ গ্রহণীয়। মাত্রা ৪ রত্তি।

মৎস্যাক্ষী।

মৎস্যাক্ষী বাহ্লিকা মৎস্যগন্ধা মৎস্যাদনীতিচ।
মৎস্যাক্ষী গ্রাহিণী শীতা কুষ্ঠপিত্ত কফাস্রজিৎ ॥
লঘুস্তিক্তা কষায়া চ স্বাদী কটু বিপাকিনী।
অস্যা মাত্রা ৬ রক্তিকাঃ।

হিন্দী মছেছী।

পর্য্যায়। মৎস্যাক্ষী, বাহ্লিকা, মৎ-স্যগন্ধা ও মৎস্যাদনী। গুণ। গ্রাহী, শীতল, লঘু তিক্ত, কষায়, স্বাদু ও পাকে কটু।

ইহা কুষ্ঠ, পিত্ত, কফ ও রক্তদোষ নিবারণ করে। ইহার সমস্ত অংশই গ্রহণীয়। মাত্রা ৬ রত্তি।

জলপিপ্পলী।

জলপিপ্পল্যভিহিতা শারদী শকুলাদনী।
মৎস্যাদনী মৎস্য গন্ধা লাঙ্গলীত্যপি কীর্ত্তিতা ॥
জলপিপ্পলিকা হৃদ্যা চক্ষুষ্যা শুক্রলা লঘুঃ।
সংগ্রাহিণী হিমা রুক্ষা রক্ত দাহ ব্রণা পহা ॥
কটুপাক রসা রুচ্যা কষায়া বহ্নিবর্দ্ধিনী।
অস্যা মাত্রা ২ মাষকৌ।

শ্বেত কাঁচড়া হিন্দী পনিসগা।

পর্য্যায়। জলপিপ্পলী, শারদী, শকু-লাদনী, মৎস্যাদনী, মৎস্যগন্ধা ও লাঙ্গলী।

গুণ। হৃদ্য, চক্ষুষ্য, শুক্রজনক, লঘু, সংগ্রাহী, শীতল, রুক্ষ পাকে কটু, রোচক, কষায়, অগ্নিবর্দ্ধক এবং রক্তদাহ ও ব্রণ নাশক। ইহার সর্ব্বাংশ গ্রহণীয়। মাত্রা ২ মাষা।

বীরতরু।

বেলন্তরো জগতি বীরতরুঃ প্রসিদ্ধঃ
শ্বেতা সিতারুণ বিলোহিত নীলপুষ্প।
স্যাজ্জাতি তুল্য কুসুম শমিঃ সূক্ষ্ম পত্রঃ
স্যাৎকণ্টকী বিজল দেশজ এব বৃক্ষঃ।
বেলন্তরো রসে পাকে তিক্ত তৃষ্ণা কফাপহঃ।
মূত্রাঘাতাশ্মজিদ্ গ্রাহী যোনিমূত্রানিলার্ত্তিজিৎ॥
অস্য ত্বগ্ গ্রাহ্যা। মাত্রা ১ মাষকঃ।

বীরতরু।

ইহার অপর নাম বেলন্তর, এই বৃক্ষ চারি জাতীয় হয়, এক প্রকারের পুষ্প শ্বেতবর্ণ, দ্বিতীয় প্রকার বৃক্ষের পুষ্প কৃষ্ণবর্ণ, একপ্রকার অরুণবর্ণ, অন্য জাতীয় বৃক্ষের পুষ্প ঘোর লালবর্ণ। এই সকল বৃক্ষে কাঁটা হইয়া থাকে, ইহার পত্র শমী পত্রের ন্যায় অতিশয় সূক্ষ্ম। এইবৃক্ষ জলশূন্য দেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

গুণ। আস্বাদে ও পাকে তিক্ত, তৃষ্ণা নাশক, কফঘ্ন ও গ্রাহী। মূত্রাঘাত অশ্মরী, যোনিরোগ, মূত্র পীড়া ও বায়ুজ রোগে ইহা ব্যবস্থা করা যায়। ইহার ত্বক্ গ্রহণীয়। মাত্রা ১ মাষা।

ময়ূর শিখা।

ময়ূরাক্ষশিখা প্রোক্তা সহস্রাহির্মধুচ্ছদা।
নীলকণ্ঠশিখা লঘ্বী পিত্তশ্লেষ্মাতিসারজিৎ॥
মাত্রা ১ মাষকঃ।

ময়ূর শিখা।

পর্য্যায়। সহস্রাহি, মধুচ্ছদা, ময়ূরশিখা, নীলকণ্ঠশিখা, বর্হিশিখা ইত্যাদি।

গুণ। লঘু ও পিত্ত, শ্লেষ্মা ও অতিসার নষ্ট করে। ইহার সমস্ত অংশ গ্রহণীয়। মাত্রা ১ মাষা।

পদ্মবীজম্।

পদ্মবীজস্তু পদ্মাক্ষং গালোড্যং পদ্মকর্কটী।
পদ্মবীজং হিমং স্বাদু কষায়ং তিক্তকং গুরু॥
বিষ্টম্ভি বৃষ্যং রুক্ষঞ্চ গর্ভসংস্থাপকং পরম্।
কফবাত করং বল্যং গ্রাহি পিত্তাস্র দাহনুৎ॥
মাত্রা ৮ মাষকাঃ।

পদ্মবীজ হিন্দী কমলগট্টা।

পর্য্যায়। পদ্মবীজ, পদ্মাক্ষ, গালোড্য ও পদ্মকর্কটি।

গুণ। শীতল, স্বাদু, কষায়, তিক্ত, গুরু, বিষ্টম্ভী, শুক্রজনক, উত্তম গর্ভ সংস্থাপক, রুক্ষ, বাতশ্লেষ্ম বর্দ্ধক, বলকারক, গ্রাহী ও রক্ত পৈত্তিক দাহ নাশক। পদ্মবীজের মাত্রা ৮ মাষা।

বটঃ।

বটো রক্তফলঃ শৃঙ্গী ন্যগ্রোধঃ স্কন্ধজো ধ্রুবঃ।
ক্ষীরী বৈশ্রবণো বাসো বহুপাদো বনস্পতিঃ॥
বটঃ শীতো গুরুর্গ্রাহী কফপিত্ত ব্রণাপহঃ।
বর্ণ্যো বিসর্প দাহঘ্নঃ কষায়ো যোনিদোষ হৃৎ॥
বাপুর্বিষাপহো মূর্চ্ছা মেহাসৃগ্দর নাশনঃ।

বট।

পর্য্যায়। বট, রক্তফল, শৃঙ্গী, ন্যগ্রোধ স্কন্ধজ, ধ্রুব, ক্ষীরী, বৈশ্রবণ, বাস, বহুপাদ ও বনস্পতি এইগুলি ইহার পর্য্যায়।

গুণ। শীতল, গুরু, গ্রাহী, বর্ণের উৎকর্ষ সম্পাদক কষায় ও মধুর ইহার দ্বারা কফ, পিত্ত, ব্রণ, বিসর্প, দাহ, যোনিদোষ, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, মেহ ও প্রদর নিবারিত হয়।

প্লক্ষঃ।

প্লক্ষো জটীপর্করী চ পর্কটি চ প্লিয়াবপি।
প্লক্ষঃ কষায়ঃ শিশিরো ব্রণযোনি গদাপহঃ॥
দাহপিত্ত কফাস্রঘ্নঃ শোথহা রক্তপিত্ত হৃৎ।
রক্তদোষহরো মূর্চ্ছা প্রলাপ ভ্রমনাশনঃ॥
অস্যাত্বগ্ গ্রাহ্যা। মাত্রা ২ মাষকৌ।

পাকুড়। হিন্দী পাকরি।

পর্য্যায়। প্লক্ষ, জটী, পর্করী, পর্কটী। গুণ। কষায়, শীতল, ইহার দ্বারা ব্রণ, যোনিরোগ, দাহ, পিত্ত, কফ, আমদোষ, শোথ ও রক্তপিত্ত, রক্তদোষ, মূর্চ্ছা, প্রলাপ ও ভ্রম নিবারিত হয়। ইহার ত্বক্ গ্রহণীয়। মাত্রা ২ মাষা।

বব্বূলঃ।

বব্বূলঃ কিঙ্কিরাতঃ স্যাৎ কিঙ্কিরাটঃ সপীতকঃ।
সএব কথিত স্তজ্ঞৈ রাভা ষট্পদমোদিনী॥
বব্বূলঃ কফনুদ্ গ্রাহী কুষ্ঠ ক্রিমি বিষাপহঃ।
অস্য ত্বগাদিকং গ্রাহ্যং মাত্রা ২ মাষকৌ।

বাবলা। হিন্দী ববূল।

পর্য্যায়। বব্বূল, কিঙ্কিরাত, কিঙ্কিরাট, পীতক, আভা ও ষট্পদমোদিনী। গুণ। কফঘ্ন, গ্রাহী, কুষ্ঠ, ক্রিমি ও বিষ নাশক ইহার ত্বক্ ও নির্য্যাস প্রভৃতি গ্রহণীয়। মাত্রা ২ মাষা।

অস্য নির্য্যাসগুণাঃ।

বব্বূলস্য তু নির্য্যাসো গ্রাহী পিত্তানিলাপহঃ।
রক্তাতীসার পিত্তাস্রমেহ প্রদর নাশনঃ॥
ভগ্নসন্ধায়কঃ শীতঃ শোণিতস্রুতিবারণঃ।

গঁদ

বব্বূলনির্য্যাস অর্থাৎ গঁদ সংগ্রাহী, শীতবীর্য্য, পিত্তঘ্ন, বায়ুনাশক, ভগ্নসন্ধারক ও রক্তস্রাব নিবারক। রক্তাতীসার, রক্তপিত্ত, মেহ ও প্রদর রোগে প্রয়োজ্য।

জিঙ্গিনী।

জিঙ্গিনী ঝিঙ্গিনী ঝিঙ্গী সুনির্য্যাসা প্রমোদিনী।
জিঙ্গিনী মধুরা সোষ্ণা কষায়া ব্রণশোধিনী॥
কটুকা ব্রণ হৃদ্রোগ বাতাতীসার হৃৎ পটুঃ।
মাত্রা ১ মাষকঃ।

হিন্দী জিঙ্গনিয়া।

পর্য্যায়। জিঙ্গিনী, ঝিঙ্গিনী, ঝিঙ্গী, সুনির্য্যাসা ও প্রমোদিনী এই গুলি ইহার পর্য্যায়।

গুণ। কটু ও লবণরস বিশিষ্ট। ইহা ব্রণ, হৃদ্রোগ ও বাতাতীসার উপশমিত করে। ইহার সমস্ত অংশ গ্রহণীয়। মাত্রা ১ মাষা।

তুণী।

তুণী তুন্নক আপীন তুণিকঃ কচ্ছক স্তথা।
কুটেরকঃ কান্তলকো নন্দিবৃক্ষশ্চ নন্দকঃ॥
তুণিরুক্তঃ কটুঃপাকে কষায়ো মধুরো লঘুঃ।
তিক্ত গ্রাহী হিমো বৃষ্যো ব্রণ কুষ্ঠাস্র পিত্তজিৎ॥
মাত্রা ২ মাষকৌ।

তুঁদবৃক্ষ।

পর্য্যায়। তুণী, তুন্নক, আপীন, তুণীক, কচ্ছক, কুটেরক, কান্তলক, নন্দিবৃক্ষ ও নন্দক।

গুণ। কষায়, মধুর, লঘু, পাকেকটু, গ্রাহী, তিক্ত, শীতল, বলকারক, পিত্ত, নাশক, কুষ্ঠঘ্ন, ব্রণনাশক ও রক্তদোষ নিবারক। ইহার ত্বক্ গ্রহণীয়। মাত্রা ২ মাষা।

মোচরসঃ।

নির্য্যাসঃ শাল্মলেঃ পিচ্ছা শাল্মলীবেষ্টকো-
হপি চ।
মোচাস্রাবো মোচরসো মোচনির্য্যাস ইত্যপি॥
মোচাস্রাবো হিমো গ্রাহী স্নিগ্ধো বৃষ্যঃ কষায়কঃ।
প্রবাহিকাতিসারাম কফপিত্তাস্র দাহনুৎ॥
অস্য মাত্রা ১ মাষকঃ।

মোচরস।

শাল্মলীর নির্য্যাসকে মোচরস কহে ইহার অন্যান্য নাম, পিচ্ছা, শাল্মলী-বেষ্টক, মোচাস্রাব ও মোচনির্য্যাস।

গুণ। শীতল, গ্রাহী, স্নিগ্ধ, বলকারক ও কষায়। ইহা সেবন করিলে প্রবাহিকা, অতীসার, আম, শ্লৈষ্মিক রক্ত পিত্ত ও দাহ নিবারিত হয়। ইহার মাত্রা ১ মাষা।

লজ্জালুঃ।

লজ্জালুঃ স্যাৎ শমীপত্রা সমঙ্গা জলকারিকা।
রক্তপাদী নমস্কারী নাম্না খদিরিকেত্যপি॥
লজ্জালুঃ শীতলা তিক্তা কষায়া কফপিত্তজিৎ।
রক্তপিত্ত মতীসারং যোনিরোগান্ বিনাশয়েৎ॥
মাত্রা ২ মাষকৌ।

লজ্জাবতী।

পর্য্যায়। লজ্জালু, শমীপত্রা, সমঙ্গা, জলকারিকা, রক্তপাদী, নমস্কারী ও খদিরিকা।

গুণ। শীতল, তিক্ত, কষায় ও কফ পিত্ত নাশক।

প্রয়োগ। রক্তপিত্ত, অতিসার ও যোনিরোগে ইহা ব্যবস্থেয়। ইহার সমস্ত অংশ গ্রহণীয়। মাত্রা ২ মাষা।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

স্বেদোপগবর্গঃ।

দারুহরিদ্রা।

দার্ব্বী দারুহরিদ্রা চ পর্জ্জন্যা পর্জ্জনীতি চ।
কটংকটেরী পীতা চ ভবেৎ সৈব পচম্পচা॥
সৈব কালীয়কঃ প্রোক্তস্তথা কালেয়কোঽপি চ।
পীতদ্রুশ্চ হরিদ্রুশ্চ পীতদারু কপীতকম্॥
এবোক্তা কটুকা তিক্তা নেত্রকর্ণাস্য রোগনুৎ।
মেহকণ্ডূ বিসর্পঘ্নী ত্বগ্‌দোষ ব্রণনাশিনী॥
বিষঘ্নী স্বেদনী পিত্তকফশোথ বিনাশিনী।
মাত্রা ৩ রক্তিকাঃ।

দারু হরিদ্রা।

পর্য্যায়। দার্ব্বী, দারুহরিদ্রা, পর্জ্জন্যা, পর্জ্জনী, কটঙ্কটেরী, পীতা, পচম্পচা, কালীয়ক, কালেয়ক, পীতদ্রু, হরিদ্রু, পীতদারু ও কপীতক।

গুণ। উষ্ণবীর্য্য, কটু, তিক্ত, বিষঘ্ন, স্বেদজনক ও কফপিত্ত নাশক।

প্রয়োগ। নেত্ররোগ, কর্ণরোগ, মুখরোগ, মেহ, কণ্ডু, বিসর্প, ত্বগ্‌দোষ, ব্রণ ও শোথ নিবারক। ইহার কাষ্ঠ ব্যবহার্য্য। মাত্রা ৩ রতি।

রসাঞ্জনম্।

দার্ব্বী কাথসমং ক্ষীরং দত্ত্বা পক্ত্বা যথাঘনম্।
তদা রসাঞ্জনাখ্যং তৎ নেত্রয়োঃ পরমং হিতম্॥
রসাঞ্জনং তার্ক্ষ্যশৈলং রসগর্ভঞ্চ তার্ক্ষ্যজম্।
রসাঞ্জনং কটু শ্লেষ্ম বিষনেত্র বিকারনুৎ॥
উষ্ণং রসায়নং তিক্তং ছেদনং ব্রণদোষ হৃৎ।
অস্য মাত্রা ২ মাষকৌ।

রসোত। হিন্দী রসবৎ।

দারুহরিদ্রার কাথ ও তৎপরিমিত দুগ্ধ একত্র পাক করিয়া ঘনীভূত হইলে

উহাকে রসাঞ্জন বলাযায়, রসাঞ্জন চক্ষের অতিশয় উপকারক। রসাঞ্জনের অন্যান্য সংস্কৃত নাম এই তার্ক্ষ্যশৈল, রসগর্ভ ও তার্ক্ষ্যজ। রসাঞ্জন কটু, উষ্ণ, তিক্ত ও রসায়ন। ইহা ঘনীভূত শ্লেষ্মা প্রভৃতি দূরীকৃত এবং বিষ নেত্ররোগ ও ব্রণ নষ্ট করে। ইহার মাত্রা ২ মাষা।

অর্কমূলত্বক্।

বমনোপগবর্গে লিখিতা।

ইহা বমনোপগ বর্গের মধ্যে বর্ণনা করা হইয়াছে।

মণ্ডূকপর্ণী।

রসায়ন বর্গে লিখিতা।

ইহা রসায়ন বর্গে লিখিত হইয়াছে।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

শিরোবিরেচনীয় বর্গঃ।

ছিক্কনী।

ছিক্কনী ক্ষবকৃত্তীক্ষ্ণা ছিক্কিকা ঘ্রাণদুঃখদা।
ছিক্কনী কটুকা রুচ্যা তীক্ষ্ণোষ্ণা বহ্নিপিত্তকৃৎ॥
বাতরক্তহরা কুষ্ঠ ক্রিমিবাত কফাপহা।
শিরোবিরেচনী প্রোক্তা চোর্দ্ধজত্রু বিকারনুৎ॥

হেচুটী।

পর্য্যায়। ছিক্কনী, ক্ষবকৃৎ, তীক্ষ্ণা, ছিক্কিকা ও ঘ্রাণদুঃখদা।

গুণ। কটু, রুচিপ্রদ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, অগ্নিকর, পিত্তজনক, বাতশ্লেষ্ম নাশক ও শিরোবিরেচক।

প্রয়োগ। বাতরক্ত, কুষ্ঠ, ক্রিমিরোগ ও ঊর্দ্ধজত্রু পীড়ায় প্রয়োজ্য।

কলঞ্জঃ।

শিরোগদাপহৎ কথনঃ কলঞ্জো
বম্যো বিষং বিষবিষন্য হন্তা।
কলঞ্জ সংবেষ্টন ধূমপানাৎ
দন্তাস্যজাড্যি মুখরোগহানিঃ॥

তামাক।

কলঞ্জ অর্থাৎ তামাক শিরোরোগ নাশক, স্ফূৎকারক ও বমন কারক। ইহা স্বয়ং বিষ হইয়াও উপযুক্ত রূপে প্রযুক্ত হইলে সকল প্রকার বিষের নাশক হইয়া থাকে। কলঞ্জ সংবেষ্টন অর্থাৎ চুরাটের ধূমপান করিলে দন্তশুদ্ধি ও বিবিধ মুখরোগের নাশ হয়।

গুঞ্জাফলম্।

গুঞ্জাফলং ক্ষবকরং শিরোঽর্ত্তিশমনং মতম্।

কুঁচ।

কুঁচবীজ স্ফূৎকারক ও শিরঃপীড়া প্রশমক।

মহাশ্বা।

তৈভমী মহাশ্বা জ্ঞেয়া ক্ষবনী শ্লেষ্মহারিণী।
তীক্ষ্ণোষ্ণাক্ষিশিরঃ কর্ণ রুগ্‌হন্ত্রী নস্য যোগতঃ॥

ভূতরাজ।

তৈভমী ও মহাশ্বা এই দুইটী, ভূতরাজের সংস্কৃত নাম। ইহা স্ফূৎকারক, কফঘ্ন ও উষ্ণবীর্য্য। নস্যরূপে প্রয়োগ করিলে ইহা চক্ষুঃ, মস্তক ও কর্ণের বিবিধ পীড়া নাশ করে।

জালিনী ফলম্।

শিরঃ পাণ্ডুর্তি শমনং ক্ষবনং জালিনী ফলম্।

ঘোষাফল।

ইহা কৃৎকারক এবং শিরঃপীড়া ও পাণ্ডুরোগের শান্তিকর।

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

মূত্রবিরেচনীয়বর্গঃ।

স্থলপদ্মম্।

পদ্মচারিণ্যতিচরাব্যথা পদ্মা চ শারদা।
পদ্মানুষ্ণা কটুস্তিক্তা কষায়া কফবাতজিৎ॥
মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মশূলঘ্নী শ্বাস কাস বিষাপহা
অস্য ত্বক্‌পত্র স্বরসা গ্রাহ্যাঃ ত্বক্ পত্রয়ো
র্মাত্রা ১ মাষকঃ। স্বরসস্য তোলকদ্বয়ম্।

পর্য্যায়। পদ্মচারিণী, অতিচরা, অব্যথা, পদ্মা ও সারদা ইহার পর্য্যায়।

গুণ। অনুষ্ণ, কটু, তিক্ত, কষায়, বাতশ্লেষ্মনাশক। ইহার দ্বারা মূত্রকৃচ্ছ, অশ্মরী, শূল, শ্বাস, কাস ও বিষ নষ্ট হয়। ইহার ত্বক্, পত্র ও স্বরস গ্রহণীয়। ত্বক্ ও পত্রের মাত্রা ১ মাষা, স্বরসের মাত্রা ২ তোলা। মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারণার্থ পত্রের রসই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পাষাণভেদকঃ।

পাষাণভেদকোঽশ্মঘ্নো গিরিভিদ্ ভিন্নযোজনী।
অশ্মভেদো হিমস্তিক্তঃ কষায়ো বস্তি শোধনঃ॥
ভেদনো বস্তি দোষার্শো গুল্ম কৃচ্ছ্রাশ্ম হৃদ্রুজঃ।
যোনি রোগান্ প্রমেহাংশ্চ প্লীহ শূল ব্রণানি চ॥
অস্য মূলং গ্রাহ্যং মাত্রা ১ মাষকঃ।

পাথরচুরঃ।

পাষাণভেদক, অশ্মঘ্ন, গিরিভিৎ, ভিন্নযোজনী ও অশ্মভেদ ইহার পর্য্যায়।

গুণ। পাষাণভেদক তিক্ত, কষায়, বস্তি-শোধক ও ভেদক।

প্রয়োগ। ইহা দোষজ অর্শঃ, গুল্ম, কঠিন অশ্মরী, হৃদ্রোগ, যোনিরোগ, প্রমেহ, প্লীহা, শূল ও ব্রণরোগ নিবারণ করে। ইহার মূল গ্রহণীয়। মাত্রা ১ মাষা।

সুরপ্রিয়ম্।

সুরপ্রিয়ং বৃত্তফলং তদ্বায়ু শমনং মতম্।
শ্লেষ্মোৎসারণ মাগ্নেয়ং মূত্রবৃদ্ধি করং তথা॥
ঔপসর্গিক মেহঞ্চ শুক্রমেহং সুদারুণম্।
শ্বেত প্রদর মর্শাংসি কৃচ্ছ্রঞ্চাপি বিনাশয়েৎ॥
মাত্রা ২ মাষকৌ।

কাবাবচিনি।

সুরপ্রিয় ও বৃত্তফল, এই দুইটী শব্দ কাবাবচিনির সংস্কৃত নাম। কাবাবচিনি বায়ুনাশক, কফনিঃসারক, আগ্নেয় ও মূত্রবর্দ্ধক। ঔপসর্গিকমেহ, শুক্রমেহ, শ্বেত প্রদর, অর্শঃ ও মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে প্রয়োজ্য। মাত্রা ২ মাষা।

কুশদ্বয়ম্।

কুশঃ।

কুশোদর্ভস্তথা বর্হিঃ সূচ্যগ্রো যজ্ঞভূষণঃ।

কুশ।

পর্য্যায়। কুশ, দর্ভ, বর্হি, সূচ্যগ্রো ও যজ্ঞভূষণ।

কুশভেদঃ।

ততোঽন্যো দীর্ঘপত্রঃ স্যাৎ ক্ষুরপত্র স্তথৈব চ।
দর্ভদ্বয়ং ত্রিদোষঘ্নং মধুরং তুবরং হিমম্॥
মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরী তৃষ্ণা বস্তিরুক্ প্রদরাস্রজিৎ॥
অনয়ো র্মূলং গ্রাহ্যং। মাত্রা ২ মাষকৌ

হিন্দী ডাম ।

ইহা কুশ বিশেষ ।

পর্য্যায় । দীর্ঘপত্র, ক্ষুরপত্র ।

গুণ । দর্ভদ্বয় (কুশ ও ডাম) ত্রিদোষঘ্ন মধুর, কষায় ও শীতল ।

প্রয়োগ । মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, তৃষ্ণা, বস্তিরোগ ও প্রদরে প্রয়োজ্য । এই উভয় তৃণের মূল গ্রহণীয় । মাত্রা ২ মাষা ।

কাশঃ ।

কাশঃ কাশেক্ষুরুদ্দিষ্টঃ স স্যাদিক্ষুরস স্তথা ।
ইক্ষ্বালিকেক্ষুগন্ধা চ তথা পোটগলঃ স্মৃতঃ ॥
কাশঃ স্যান্মধুরস্তিক্তঃ স্বাদু পাকো হিমঃ সরঃ ।
মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্ম দাহাস্রক্ষয়পিত্তজ রোগজিৎ ॥
তৃপ্তিদঃ শুক্রলো বল্যো রুচিকৃচ্ছ্রমশোষহৃৎ ।
অস্য মূলং গ্রাহ্যং মাত্রা ৪ মাষকাঃ ।

কেশে ।

পর্য্যায় । কাশ, কাশেক্ষু, ইক্ষুরস, ইক্ষ্বালিকা, ইক্ষুগন্ধা ও পোটগল ।

গুণ । মধুর, তিক্ত, পাকে স্বাদু, শীতল, সর, তৃপ্তিকর, শুক্রজনক, বলকারক, রুচিকর, শ্রান্তিনাশক ও শোষ নিবারক ।

প্রয়োগ । মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, দাহ, রক্তক্ষয় ও পিত্তজ রোগ সকলে প্রয়োজ্য । ইহার মূল গ্রাহ্য, মাত্রা ৪ মাষা ।

ভদ্রমুঞ্জঃ ।

ভদ্রমুঞ্জঃ শরোবাণ স্তেজনশ্চক্ষু বেষ্টনঃ ।

শর । হিন্দী রামশর ।

পর্য্যায় । ভদ্রমুঞ্জ, শর, বাণ, তেজন ও চক্ষুবেষ্টন ।

মুঞ্জঃ ।

মুঞ্জো মুঞ্জাতকো বাণঃ স্থূলদর্ভঃ সুমেখলঃ ।
মুঞ্জদ্বয়ন্তু মধুরং তুবরং শিশিরং তথা ॥
দাহ তৃষ্ণা বিসর্পাস্র মূত্রকৃচ্ছ্রাক্ষি রোগজিৎ ।
দোষত্রয় হরং বৃষ্যং মেখলাসূপযুজ্যতে ॥
অস্য মূলং গ্রাহ্যং মাত্রা ২ মাষকৌ ।

মুঞ্জ ।

পর্য্যায় । মুঞ্জ, মুঞ্জাতক, বাণ, স্থূলদর্ভ ও সুমেখল ।

গুণ । মুঞ্জদ্বয় অর্থাৎ শর ও মুঞ্জ মধুর কষায়, শীতল, ত্রিদোষনাশক, বৃষ্য ও মেখলায় (কোটিবেষ্টন) উপযোগী ।

প্রয়োগ । দাহ, তৃষ্ণা, বিসর্প, অস্র, মূত্রকৃচ্ছ্র ও চক্ষুরোগে ব্যবহেয় । ইহার মূল গ্রহণীয় । মাত্রা ২ মাষা ।

বীরণম্ ।

স্যাদ্ বীরণং বীরতরু বীরঞ্চ বহুমূলকম্ ।
বীরণ ম্পাচনং শীতং বান্তিহৃল্লঘু তিক্তকম্ ॥
স্তম্ভনং জ্বরনুদ্ বান্তি মদজিৎ কফপিত্তহৃৎ ।
তৃষ্ণাস্র বিষবীসর্প কৃচ্ছ্র দাহ ব্রণাপহম্ ॥
অস্য মাত্রা ২ মাষকৌ ।

ব্যাণাতৃণ ।

পর্য্যায় । বীরণ, বীরতরু, বীর ও বহুমূলক ।

গুণ । পাচক, শীতল বমন নিবারক, লঘু, তিক্ত, স্তম্ভন ও কফপিত্ত নাশক ।

আময়িক প্রয়োগ । জ্বর, মদ, তৃষ্ণা, বীসর্প, প্রবল দাহ ও ব্রণরোগে প্রয়োজ্য । ইহার সমস্ত অংশ গ্রহণীয় । মাত্রা ২ মাষা ।

উশীরম্।

বীরণস্য তু মূলং স্যাদুশীরং নলদঞ্চ তৎ।
অমৃণালঞ্চ সেব্যঞ্চ সমগন্ধিক মিত্যপি॥
উশীরম্পাচনং শীতং স্তম্ভনং লঘু তিক্তকম্।
মধুরং জ্বরহৃদ্ বান্তি মদঘ্নং কফপিত্তহৃৎ॥
তৃষ্ণাস্রবিষবীসর্প দাহ কৃচ্ছ্র ব্রণাপহম্।
অস্য মাত্রা ২ মাষকৌ।

ব্যাণারমূল। হিন্দী খস্।

বীরণ অর্থাৎ ব্যাণা তৃণের মূলকে উশীর বা খস কহে ইহার পর্য্যায় উশীর, নলদ, অমৃণাল, সেব্য ও সমগন্ধিক।

গুণ। পাচক, শীতল, লঘু, তিক্ত, স্তম্ভন, মধুর ও কফপিত্ত নাশক।

আময়িক প্রয়োগ। জ্বর, মদ, তৃষ্ণা বীসর্প, বিষদোষ দাহ ও ব্রণরোগে উপকার করে। ইহার মাত্রা ২ মাষা।

কৃষ্ণেক্ষু মূলম্।

কৃষ্ণেক্ষুমূলং শীতং স্যান্ মূত্রলং পিত্তনাশনম্।
বাতানুলোমনং মেধ্যং দাহকৃচ্ছ্র নিকৃন্তনম্॥

কৃষ্ণেক্ষুমূল।

ইহা শীতবীর্য্য, মূত্রকর, পিত্তঘ্ন, বাতানুলোমন, স্মৃতিবর্দ্ধক, দাহ নিবারক ও মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমক।

গোক্ষুরবীজম্।

বীজং গোক্ষুরকং শীতং মূত্রলং শোথবারণম্।
বৃষ্যমায়ুষ্করং শুক্রমেহনুৎ কৃচ্ছ্রনাশনম্॥

গোক্ষুরবীজ।

গোক্ষুরবীজ, শীতল, মূত্রপ্রবর্ত্তক, শোথ[illegible]ক, বৃষ্য, আয়ুষ্কর, শুক্রমেহ নিবারক [illegible]কৃচ্ছ্র প্রশমক।

বংশমূলম্।

সূচিসারশিকা জ্ঞেয়া মূত্রকৃচ্ছোথবারিণী।

বাঁশের শিকড়।

ইহা মূত্রকর ও শোথ নিবারক।

উলূকম্।

উলূকং স্থূলকো দর্ভঃ সূচ্যগ্রশ্চ খরচ্ছদঃ।
উলপশ্চোলুপশ্চৎ স্যান্মূত্রলং শোথসংহরম্॥

উলু।

উলূক, স্থূলক, দর্ভ, সূচ্যগ্র, খরচ্ছদ, উলপ ও উলূপ এইগুলি উলুর সংস্কৃত নাম। ইহা মূত্রকারক ও শোথ নিবারক।

লামজ্জকম্।

(লামজ্জক মুশীরবৎ পীতচ্ছবি তৃণ বিশেষঃ।)
লামজ্জকং সুনালং স্যাদমৃণালং লয়ং লঘুঃ।
ইষ্টকাপথকং সেব্যং নলদঞ্চাবদাতকম্॥
লামজ্জকং হিমং তিক্তং লঘু দোষ ত্রয়াস্রজিৎ।
ত্বগামর স্বেদ কৃচ্ছ্র দাহ পিত্তাস্র রোগনুৎ॥
অস্য মূলং গ্রাহ্যং। মাত্রা ১ মাষকঃ।

লামজ্জক।

(উশীরের ন্যায় তৃণ বিশেষ
ঈষৎ পীতবর্ণ।)

পর্য্যায়। লামজ্জক, সুনাল, অমৃণাল, লয়, লঘু, ইষ্টকাপথক, সেব্য, নলদ ও অবদাতক।

গুণ। শীতল, তিক্ত, লঘু বায়ু, পিত্ত, কফ ও রক্তদোষ নাশক।

আময়িক প্রয়োগ। ত্বকের রোগ, স্বেদ, মূত্রকৃচ্ছ্র, দাহ ও রক্তপিত্ত রোগে ব্যবস্থেয়। ইহার মূল গ্রহণীয়। মাত্রা ১ মাষা।

নলঃ।

নলঃ পোটগলঃ শূন্যমধ্যশ্চ ধমনস্তথা।
নলশ্চ মধুরস্তিক্তঃ কষায়ঃ কফরক্তজিৎ॥
উষ্ণো হৃদ্বস্তি যোন্যর্ত্তিদাহ পিত্ত বিসর্পহৃৎ।
অস্য মূলং গ্রাহ্যং। মাত্রা ২ মাষকৌ।

নল।

পর্য্যায়। নল, পোটগল, শূন্যমধ্য ও ধমন।

গুণ। মধুর, তিক্ত, কষায়, কফনাশক, রক্তদোষ নিবারক ও উষ্ণ। ইহা হৃদ্রোগ, বস্তিপীড়া, যোনিরোগ, দাহ ও পিত্তবিসর্প রোগে ব্যবস্থেয়। ইহার মূল গ্রহণীয়। মাত্রা ২ মাষা।

গুন্দ্রঃ।

গুন্দ্রঃ পটেরকো হস্তঃ স্যাৎ শৃঙ্গবেরাভ মূলকঃ।
গুন্দ্রাকষায়ো মধুরঃ শিশিরঃ পিত্তরক্তজিৎ॥
স্তন্য শুক্ররজোমূত্র শোধনো মূত্রকৃচ্ছ্রহৃৎ।
অস্য মূলাং গ্রাহ্যং। মাত্রা ২ মাষকৌ।

হিন্দী পটের।

পর্য্যায়। গুন্দ্র, পটেরক, অচ্ছ ও শৃঙ্গবেরাভ মূলক।

গুণ। কষায়, মধুর, শীতল, রক্ত পিত্ত নাশক, স্তন্য, শুক্র, রজ ও মূত্র-ইহাদের বিশুদ্ধিকারক ও মূত্রকৃচ্ছ্রনাশক ইহার মূল গ্রহণীয়। মাত্রা ২ মাষা।

এরকা।

এরকা গুন্দ্রমূলা চ শিবিগুন্দ্রা শরীতি চ।
এরকা শিশিরা বৃষ্যা চক্ষুষ্যা বাতকোপিনী॥
মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরী দাহ পিত্ত শোণিত নাশিনী।
অস্যা মূলং গ্রহণীয়ং মাত্রা ২ মাষকৌ।

হোগলা। হিন্দী মোথী।

পর্য্যায়। এরকা, গুন্দ্রমূলা, শিবি, গুন্দ্রা ও শরী।

গুণ। শীতল, বলকারক, চক্ষুষ্য, বায়ু প্রকোপক।

প্রয়োগ। মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, দাহ ও রক্তপিত্ত রোগে প্রয়োজ্য। ইহার মূল গ্রহণীয়। মাত্রা ২ মাষা।

শার্দ্দূলকন্দঃ।

শার্দ্দূল কন্দঃ শোথঘ্নো জ্ঞেয়োঽরণ্য পলাণ্ডুকঃ।
মূত্রবিরেচনঃ শ্লেষ্ম হরণো হৃদ্যাগ্ন এব চ॥
মাত্রাতি রেকাদ্ ভবতি বান্তিকৃন্মলভেদনঃ।
অতিমাত্রঃ প্রযুক্তোঽসৌ বিষবন্মারয়েন্নরম্॥
শোথে শ্বাসে চ কাসে চ মূত্ররোগে প্রযুজ্যতে।
জ্বরে দাহে হ্যতিসারে চ গ্রহণ্যাং নাপি শস্যতে॥
অস্য মাত্রা ১ রক্তিকা।

বনপেঁয়াজ।

শার্দ্দূলকন্দ, শোথঘ্ন ও অরণ্যপলাণ্ডু এইগুলি বনপেঁয়াজের সংস্কৃত নাম। ইহা মূত্রকারক, হৃদ্য ও অতিশয় উগ্র-বীর্য্য। মাত্রাধিক্য হইলে ইহার দ্বারা বমন ও বিরেচন ক্রিয়া হইয়া থাকে। অত্যন্ত অধিক মাত্রায় সেবন করিলে ইহা বিষবৎ সাংঘাতিক হয়। শোথ, শ্বাস, কাস ও মূত্ররোগে প্রয়োজ্য। জ্বর দাহ, অতিসার ও গ্রহণীরোগে নিষিদ্ধ। ইহার মাত্রা ১ রতি।

নাগদমনী।

বিজ্ঞেয়া নাগদমনী বলামোটা বিষাপহা।
নাগপুষ্পী নাগপত্রা মহা যোগেশ্বরীতি চ॥

বলামোটা কটুস্তিক্তা লঘুঃ পিত্ত কফাপহা।
মূত্রকৃচ্ছ্র ব্রণহরা ক্ষারা বাত কফাপহা॥
উদরাধ্মান শমনী কোষ্ঠ শোধন কারিণী।
সর্ব্বগ্রহ প্রশমনী নিঃশেষ বিষনাশিনী॥
জয়ং সর্ব্বত্র কুরুতে ধনদা সুমতি প্রদা।
অস্যাঃ পত্রং গ্রাহ্যং মাত্রা ৬ রক্তিকাঃ।

নাগদনা।

পর্য্যায়। নাগদমনী, বলামোটা, বিষাপহা, নাগপুষ্পী, নাগপত্রী ও মহাযোগেশ্বরী।

গুণ। কটু, তিক্ত, লঘু, কফপিত্ত নাশক, ক্ষার গুণবিশিষ্ট, কফবাত নাশক, উদরাধ্মান নিবারক, কোষ্ঠ বিশোধক, গ্রহ শান্তিকর, সম্যকরূপে বিষ নাশক, সর্ব্বত্র জয়কারক, ধনদায়ক, সুমতি প্রদায়ক ও অতিশয় বিষঘ্ন।

প্রয়োগ। মূত্রকৃচ্ছ্র ও ব্রণ রোগে ইহাদ্বারা উপকার হয়। ইহার পত্র ব্যবহার্য্য, মাত্রা ৬ রতি।

পরূষত্বক্।

পরূষত্বক্ প্রমেহঘ্নী যোনিমেঢ় প্রদাহনুৎ।
মূত্রদোষ প্রশমনী শীতা পিত্ত নিলাপহা॥

ফলসার ছাল।

পরূষত্বক্ অর্থাৎ ফলসার ছাল প্রমেহঘ্ন, যোনি ও লিঙ্গের দাহ শান্তিকর, মূত্রদোষ বিশোধক, শীতবীর্য্য, পিত্তঘ্ন ও বায়ুনাশক।

শ্রীবাসসারঃ।

শ্রীবাসসারঃ কফমূত্রমলো জ্বরসংহরঃ।
শোথ বিনাশনো লেপাৎ ক্রিমিঘ্নবেদনাপহঃ॥

গন্ধবিরজা।

গন্ধবিরজার সংস্কৃত নাম শ্রীবাসসার ইহা কফঘ্ন, মূত্রকর, জ্বরনাশক, ক্রিমিঘ্ন ও বেদনা নিবারক। ইহার প্রলেপ শোথ বসিয়া যায়।

বরুণঃ।

বরুণো বরুণঃ সেতু স্তিক্তশাকঃ কুমারকঃ।
বরুণঃ পিত্তলোভেদী শ্লেষ্ম কামল মারুতান্॥
নিহন্তি গুল্ম বাতাস্র ক্রিমীং শোষ্ণোঽগ্নি দীপনঃ।
কষায়ো মধুরস্তিক্তঃ কটুকো রুক্ষকো লঘুঃ॥
অশ্মরীং মূত্রকৃচ্ছ্র ঞ্চ বিদ্রধিঞ্চ বিনাশয়েৎ।

পর্য্যায়। বরূণ, বরুণ, সেতু, তিক্তশাক ও কুমারক।

গুণ। পিত্তজনক, ভেদক, উষ্ণ, অগ্নিদীপক, কষায়, মধুর, তিক্ত, কটু, রুক্ষ ও লঘু।

প্রয়োগ। শ্লৈষ্মিক কামলা, বায়ু, গুল্ম, বাতরক্ত, ক্রমিরোগ, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র ও বিদ্রধি রোগে প্রয়োজ্য।

বটপত্রী।

বটপত্ৰ্যমরা প্রোক্তা ব্রণসন্ধানিনী হিমা।
মূত্র বিরেচনী জ্ঞেয়া শোণিত স্রুতি বারিণী॥
অস্যাঃ স্বরসো গ্রাহ্যঃ তস্যমাত্রা ১ কর্ষঃ।

পাতরকুচা।

পাতরকুচাকে সংস্কৃত ভাষায় বটপত্রী ও অমরা বলে। ইহা ব্রণ সন্ধারক, শীতবীর্য্য, মৃদুবিরেচক ও রক্ত স্রাব রোধক।
ইহার স্বরস গ্রহণীয়, মাত্রা ২ তোলা।

ঝিঙ্গা ।

ঝিঙ্গাফল শীতগুণ সম্পন্ন, আধ্মান নাশক, ত্রিদোষঘ্ন ও বহুমূত্র নিবারক ।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ।

আর্ত্তবপ্রবর্ত্তক বর্গঃ ।

সহাসারঃ ।

বীরাস্রাবঃ সহাসারঃ কুমারীরস সম্ভবঃ ।
সহাসারোঽগ্নি জননঃ পিত্তনির্হরণো মতঃ ॥
বলকৃদ্ রেচনঃ পুষ্পজননো গর্ভপাতনঃ ।
বিট্সঙ্গে ক্রিমি রোগে চ সংন্যাসে হৃৎসমুত্তৌ তথা ।
লুপ্তে রজসি নারীণাং শীতপিত্তে শিরোরুজি ।
জ্বরে শ্লেষ্মোদ্ভবে প্লীহ্নি মন্দেঽগ্নৌ চ প্রযুজ্যতে ॥
অর্শসন্ত্বং নসেবেত নান্তর্বত্নী ন পুষ্পিণী ।
নচাসৃগ্দরিণী নাপি যকৃদ্ বৃক্কাদি রোগবান্ ॥
অস্য মাত্রা ২ রক্তিকে ।

মুসব্বর ।

বীরাস্রাব, সহাসার ও কুমারী রসসম্ভব এই শব্দগুলি মুসব্বরের সংস্কৃত নাম । মুসব্বর অগ্নিজনক, পিত্তনিঃসারক, বলকর, বিরেচক, রজঃপ্রবর্ত্তক ও গর্ভপাতক । মলরোধ, ক্রিমিরোগ, সংন্যাস, অপস্মার স্ত্রীদিগের রজোলোপ, শীতপিত্ত, শিরোরোগ, শ্লৈষ্মিক জ্বর, প্লীহা ও অগ্নিমান্দ্য রোগে মুসব্বর উপকারী । অর্শঃ, যকৃতের পীড়া ও বৃক্করোগে এবং গর্ভবতী, ঋতুবতী, ও রক্তপ্রদর রোগাক্রান্তা স্ত্রীদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ । মাত্রা ২ রতি ।

রেণুকা ।

রেণুকা রাজপুত্রীচ নন্দিনী কপিলা দ্বিজা ।
ভস্মগন্ধা পাণ্ডুপুত্রী স্মৃতা কৌন্তী হরেণুকা ॥
রেণুকা কটুকা পাকে তিক্তানুষ্ণা কটুর্লঘুঃ ।
পিত্তলা দীপনী মেধ্যা পাচনী গর্ভপাতিনী ॥
বলাস বাতকৃত্তৃষ্ণা কণ্ডূ বিষদাহ নুৎ ।
অস্যা মাত্রা ৬ রক্তিকাঃ ।

রেণুক ।

পর্য্যায় । রেণুকা, রাজপুত্রী, নন্দিনী, কপিলা, দ্বিজা, ভস্মগন্ধা, পাণ্ডুপুত্রা, কৌন্তী ও হরেণুকা । ইহার আকৃতি মরিচের ন্যায় ।

গুণ । রেণুকা পাকে কটুরস হয়, ইহা তিক্ত, অনুষ্ণ, কটু, লঘু, পিত্তজনক, অগ্নিকারক, স্মরণশক্তি বর্দ্ধক, পাচক, গর্ভপাতকারক, কফজনক ও বায়ু বর্দ্ধক ।

আময়িক প্রয়োগ । তৃষ্ণা, কণ্ডূ, বিষ রোগ ও দাহ নষ্ট করিয়া উপকার করে । এই বীজের মাত্রা ৬ রতি ।

লাঙ্গলী ।

কলিহারীতু হলিনী লাঙ্গলী শক্রপুষ্প্যপি ।
বিশল্যাগ্নিশিখানন্তা বহ্নিবক্ত্রা চ গর্ভনুৎ ॥
কলিহারী সরা কুষ্ঠশোফার্শো ব্রণ শূল জিৎ ।
সক্ষারা শ্লেষ্ম জিৎতিক্তা কটুকা তুবরাপি চ ॥
তীক্ষ্ণোষ্ণা ক্রিমিহৃল্লঘ্বী পিত্তলা গর্ভপাতিনী ।
অস্যা মূলং গ্রাহ্যং মাত্রা ৬ রক্তিঃ ।

ঈশলাঙ্গলা ।

পর্য্যায় । কলিহারী, হলিনী, লাঙ্গলী, শক্রপুষ্পী, বিশল্যা, অগ্নিশিখা, অনন্তা, বহ্নিবক্ত্রা ও গর্ভনুৎ ।

গুণ । সর, ক্ষারগুণ বিশিষ্ট, শ্লেষ্মনাশক, তিক্ত, কটু, কষায়, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, ক্রিমিঘ্ন, লঘু, পিত্তবর্দ্ধক ও গর্ভস্রাবকারক । ইহা ব্যবহারে কুষ্ঠ, শোথ, অর্শঃ, ব্রণ ও শূল রোগ নষ্ট হয় । ইহার মূল গ্রহণীয় । মাত্রা ৬ রতি ।

টঙ্কণঃ।

টঙ্কণো বহ্নিকৃদ্রূক্ষো রেচনঃ কফনাশনঃ।
স্ত্রীপুষ্প জননো রুক্ষো মূঢ় গর্ভবিকর্ষণঃ॥

সোহাগা।

ইহা অগ্নিকর, মলবর্দ্ধক, কফ নিবারক, রুক্ষ, রজঃ প্রবর্ত্তক, রুক্ষ ও মূঢ়গর্ভাকর্ষক। মাত্রা ৪ রতি।

পীবরী।

পীবরী যোষিণী [illegible] যোনিব্যাপদ্
বিনাশিনী।
রজোদোষ প্রশমনী প্রদরার্শো নিবারিণী॥

ওলটকম্বল।

ওলটকম্বলের সংস্কৃত নাম পীবরী ও যোষিণী। ইহা যোনিব্যাপদ নিবারক, রজোদোষ নাশক, প্রদর শান্তিকর ও অর্শোনিবারক। মূল গ্রহণীয় মাত্রা ১ মাষা।

স্রাবিকা।

সর্ষপী পাটলা রৌদ্রী স্রাবিকা ধমন্যপি সা।
রজঃপ্রবর্ত্তিনী রৌদ্রী মূঢ়গর্ভবিকর্ষণী॥
গর্ভপাতাসৃগ্রোধ শোণিত স্রুতি বারিণী।
বাররেজ্ঞোণিতোবাধিং রক্তমূত্রাধিকং তথা॥
শ্বেতপ্রদর মেকাঙ্গং শুক্রমেহঞ্চ দারুণম্।
মাত্রাতিরেকাদ্ বিষবৎ ক্রিয়াং সঞ্জনয়েদ্ধ্রুবম্॥

হিন্দী ধমজিয়া।

সর্ষপী, পাটলা, রৌদ্রী, স্রাবিকা ও ধমন্যা এই গুলি একার্থবোধক শব্দ। ইহা রজঃ প্রবর্ত্তক, মূঢ়গর্ভাকর্ষক, গর্ভপাত জনিত রক্তস্রাব রোধক, রক্তবমন নিবারক ও রক্ত মূত্রাদি প্রশমক শ্বেতপ্রদর, পক্ষাঘাত ও শুক্রমেহ রোগে প্রযোজ্য। অধিক মাত্রায় সেবন করিলে বিষক্রিয়া করে। মাত্রা ৩ রতি।

অরিষ্টকঃ।

অরিষ্টকস্তু মাঙ্গল্যঃ কৃষ্ণ বর্ণোঽর্থসাধনঃ।
রক্তবীজঃ পীতফেনঃ ফেনিলো গর্ভপাতনঃ॥
অস্য ফলং গ্রাহ্যং মাত্রা ১ মাষক.।

রীঠা।

পর্য্যায়। অরিষ্টক, মাঙ্গল্য, কৃষ্ণবর্ণ, অর্থসাধন রক্তবীজ, পীতফেন, ফেনিল ও গর্ভপাতন। ইহার ফল গ্রহণীয়। মাত্রা ১ মাষা।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

আর্ত্তবসংগ্রাহি বর্গ।

অশোকঃ।

অশোকো হেমপুষ্পশ্চ বঞ্জুল স্তাম্রপল্লবঃ।
কঙ্কেলিঃ পিণ্ড পুষ্পশ্চ গন্ধপুষ্পো নটস্তথা॥
অশোকঃ শীতলস্তিক্তো গ্রাহী বর্ণ্যঃ কষায়কঃ।
দোষাপচি তৃষা দাহ ক্রিমি শোষ বিষাস্র জিৎ॥
অস্য ত্বগ্‌গ্রাহ্যা, মাত্রা ১ মাষকঃ।

অশোক।

পর্য্যায়। অশোক, হেমপুষ্প, বঞ্জুল, তাম্রপল্লব, কঙ্কেলি, পিণ্ডপুষ্প, গন্ধপুষ্প ও নট।

গুণ। শীতল, তিক্ত, গ্রাহী, বর্ণের উৎকৃষ্টতা সাধক, কষায় ও দোষঘ্ন। ইহা ব্যবহার করিলে অপচী, তৃষ্ণা, দাহ, ক্রিমি, শোষ, বিষজ পীড়া ও রক্তদোষ নিবারিত হয়। ইহার ত্বক্ ব্যবহার্য্য মাত্রা ১ মাষা।

লাক্ষা।

লাক্ষা পলঙ্কষা লক্তো যাবো বৃক্ষাময়ো জতু।
লাক্ষাবর্ণ্যা হিমা বল্যা স্নিগ্ধা চ তুবরা লঘুঃ॥
অনষ্কা কফপিত্তাস্র হিক্কাকাস জ্বর প্রণৎ।

রক্তোরোধকস্ত বীসর্প ক্রিমি কুষ্ঠ গদাপহা।
অলক্তকো গুণৈস্তদ্বদ্বিশেষাদ্ব্যঙ্গ নাশনঃ।
মাত্রা ১ মাষকঃ।

লাহা।

লাক্ষা, পলঙ্কষা, অলক্ত, যাব, বৃক্ষাময় ও জতু এই সকল ইহার নাম। লাক্ষা বর্ণোৎপাদক, শীতল, বলকারক, স্নিগ্ধ, কষায়, লঘু ও অনুষ্ণ। ইহা কফ, রক্তপিত্ত হিক্কা, কাস, জ্বর, ব্রণ উরঃক্ষত, বীসর্প, ক্রিমি ও কুষ্ঠরোগ নাশ করে। অলক্তক লাক্ষার ন্যায় গুণ বিশিষ্ট, অধিকন্তু ইহা ব্যঙ্গ রোগ নাশ করে। লাক্ষার মাত্রা ১ মাষা।

অলক্তকঃ।

অলক্তকো রজোরোধী রক্তপিত্ত ক্ষয়াপহঃ।
প্রদরক্ষাপ্যতীসারং সরক্তং ক্ষপয়েদ্ধ্রুবম্॥

আলতা।

ইহা রজোরোধক। সেবন করিলে রক্তপিত্ত, ক্ষয়, রক্তপ্রদর ও রক্তাতীসার নিবারিত হয়।

কুসুম্ভ।

স্যাৎ কুসুম্ভং বহ্নিশিখং বস্ত্ররঞ্জক মিত্যপি।
কুসুম্ভং মধুরং রূক্ষং বহ্নিকৃদ্রোচনং মতম্।
বিণ্মূত্র দোষ শমনং কটূষ্ণং গুরু পিত্তলম্॥
ক্রিমিঘ্নদ্বাতলং কৃচ্ছ্র রক্তপিত্ত কফাপহম্।

কুসুমফুল।

কুসুম্ভ, বহ্নিশিখ ও বস্ত্ররঞ্জক এই গুলি ইহার পর্য্যায়। কুসুম্ভ মধুর, রূক্ষ, অগ্নি দীপ্তিকারক, রেচক, মলমূত্রের দোষ নাশক, কটু, উষ্ণ, গুরু, পিত্তজনক, ক্রিমিঘ্ন, বায় বর্দ্ধক, প্রবল রক্তপিত্ত নাশক ও শ্লেষ্ম শান্তি কারক। মাত্রা ১ মাষা।

লক্ষ্মণা।

পুত্রকাকারা রক্তাল্পা বিন্দুভির্লাঞ্ছিতা সদা।
লক্ষ্মণা পুত্রজননী বস্তগন্ধা কৃতির্ভবেৎ॥
যোষিন্মী মধুরা শীতা বৃষ্যা বল্যা রসায়নী।
কথিতা পুত্রদাবশ্যং লক্ষণা মুনিপুঙ্গবৈঃ॥
অস্যা মূলং গ্রাহ্যং মাত্রা ২ মাষকো।

লক্ষ্মণামূল।

পর্য্যায়। লক্ষ্মণা, পুত্রজননী ও পুত্রকা।

ইহার আকৃতি ও গন্ধ ছাগলের ন্যায়। গাত্রে রক্তবিন্দুর ন্যায় চিহ্ন হয়। ইহা ত্রিদোষ নাশক, মধুর, শীতল, বীর্য্য বর্দ্ধক, বলকারক ও রসায়ন। সেবন করিলে অবশ্যই গর্ভোৎপত্তির ব্যাঘাত দূর হয়। ইহার মূল গ্রহণীয় মাত্রা ১ মাষা।

রক্তোৎপলমূলম্।

মূলং রক্তোৎপলস্য স্যাদ্রজোরোধ্যস্রপিত্তনুৎ।
শীতবীর্য্যং প্রমেহঘ্নং বাতপিত্তপ্রণাশনম্॥

রক্তোৎপলের মূল।

রক্তোৎপলের মূল রজোরোধক, রক্তপিত্ত শান্তিকর, শীতবীর্য্য, প্রমেহ নাশক, বায়ু প্রশমক ও পিত্তঘ্ন। মাত্রা ৪ মাষা।

তণ্ডুলীয়ক মূলম্।

তণ্ডুলীয়ক মূলং স্যাদুষ্ণং শ্লেষ্ম বিনাশনম্।
রজোরোধকরং রক্তপিত্ত প্রদর সংহরম্॥

কাঁটানটেরমূল।

ইহা উষ্ণ, কফঘ্ন, রজোরোধক, রক্তপিত্ত নিবারক ও প্রদর শান্তিকর। মাত্রা ২ মাত্রা।

পীত চন্দনম্।

কালীয়কঞ্চ কালীয়ং পীতাভং হরিচন্দনম্।
হরিপ্রিয়ং কালসারং তথা কালানুসার্য্যকম্॥
কালীয়কং রক্ত গুণং বিশেষাদ্ ব্যঙ্গ নাশনম্।
কাষ্ঠং গ্রাহ্যং মাত্রা ১ মাষকঃ।

পীত অগুরু।

কালীয়ক, কালীয়, পীতাভ, হরিচন্দন, হরিপ্রিয়, কালসার ও কালানুসার্য্যক এই গুলি ইহার পর্য্যায়। ইহা রক্তচন্দনের ন্যায় গুণ বিশিষ্ট, অধিকন্তু ইহা ব্যঙ্গ রোগে বিশেষ উপকারক। ইহার কাষ্ঠ গ্রহণীয়, মাত্রা ১ মাষা।

রক্তচন্দনম্।

রক্তচন্দন মাখ্যাতং রক্তাঙ্গং ক্ষুদ্রচন্দনম্।
তিলপর্ণং রক্তসারং তৎপ্রবালফলং মতম্॥
রক্তং শীতং গুরু স্বাদু ছর্দি তৃষ্ণাস্র পিত্ত হৃৎ।
তিক্তং নেত্রহিতং বৃষ্যং জ্বর ব্রণ বিষাপহম্॥
মাত্রা ১ মাষকঃ।

রক্তচন্দন।

রক্তচন্দন, রক্তাঙ্গ, ক্ষুদ্রচন্দন তিলপর্ণ, রক্তসার ও প্রবালফল এই সমস্ত ইহার পর্য্যায়। রক্তচন্দন শীতল গুরু, স্বাদু, তিক্ত, চক্ষুর হিতকারক ও বলকর। ইহা ব্যবহারে বমন, তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত, জ্বর, ব্রণ ও বিষদোষ নষ্ট হয়। এই কাষ্ঠের মাত্রা ১ মাষা।

পত্তঙ্গম্।

পত্তঙ্গং রক্তসারঞ্চ সুরঙ্গং রঞ্জনং তথা।
পট্টরঞ্জক মাখ্যাতং পত্তূরঞ্চ কুচন্দনম্॥
পত্তঙ্গং মধুরং শীতং পিত্তশ্লেষ্ম ব্রণাস্রনুৎ।
হরিচন্দন বদ্‌বেদ্যং বিশেষা দ্দাহ নাশনম্॥

চন্দনানি তু সর্ব্বাণি সদৃশানি রসাদিভিঃ।
গন্ধেনতু বিশেষোঽস্তি পূর্ব্বঃ শ্রেষ্ঠতমো গুণৈঃ॥
মাত্রা ১ মাষকঃ।

বকম্।

পত্তঙ্গ, রক্তসার, সুরঙ্গ, রঞ্জক, পট্টরঞ্জক, পত্তূর ও কুচন্দন এই গুলি ইহার পর্য্যায়। ইহা মধুর ও শীতল। ইহার গুণ পীত অগুরুর ন্যায়। ইহা পিত্ত, শ্লেষ্মা, ব্রণ ও রক্তদোষ নিবারণ করে, বিশেষতঃ ইহার বিলক্ষণ দাহ নিবারণ শক্তি আছে। যে কয়েক প্রকার চন্দন উল্লিখিত হইল। তাহাদের রস প্রভৃতির প্রায় একরূপ। বকমকাষ্ঠের মাত্রা ১ মাষা।

শাখোটঃ।

শাখোট. পীতফলকো ভূতাবাসঃ খরচ্ছদঃ।
শাখোটো রক্তপিত্তার্শো বাতশ্লেষ্মাতিসারজিৎ॥
অস্য পত্রং তৎস্বরসশ্চ গৃহ্যতে মাত্রা ১ মাষকঃ।

শ্যাওড়া।

পর্য্যায়। শাকোট, পীতফলক, ভূতাবাস ও খরচ্ছদ।

গুণ। ইহা রক্তপিত্ত, অর্শঃ, বাত শ্লেষ্মা ও অতীসার রোগ নষ্ট করে। ইহার পত্র ও পত্রের স্বরস গ্রহণীয়। মাত্রা ১ মাষা।

কুকুন্দর।

কুকুন্দরঃ পীতপুষ্পঃ কুক্‌ন্দরঞ্চ মৃদুচ্ছদঃ।
কুকুন্দরঃ কটুস্তিক্তো জ্বর রক্ত কফাপহঃ॥
রক্তপিত্ত মতীসারং দাহং ঘোরং নিহন্তি চ।
অস্য মাত্রা ২ মাষকৌ।

কুক্‌সিমা, কুকুরসোঁকা।

পর্য্যায়। কুকুন্দর, পীতপুষ্প, কুকুরক্র ও মৃদুচ্ছদ এই গুলি ইহার পর্য্যায়।

গুণ। কুকুন্দর কটু, তিক্ত, জ্বর রক্তদোষ ও কফনাশক। ইহা সেবন করিলে রক্তপিত্ত, অতীসার ও দাহ প্রশমিত হয়। ইহার সমস্ত অংশ গ্রহণীয়। মাত্রা ২ মাষা।

জবা ত্রিসন্ধ্যা চ।

ঊর্দ্ধপুষ্পজপা চাথ ত্রিসন্ধ্যা সারুণা সিতা।
জবা সংগ্রাহিণী কেশ্যা ত্রিসন্ধ্যা কফবাতজিৎ॥
ইন্দ্রলুপ্ত মতীসারং প্রমেহান্ বিংশতিং হরেৎ।
মাত্রা ২ মাষকৌ।

শ্বেতজবা এবং লালজবা।
হিন্দী বোড়হুল এবং সান্ফা।

পর্য্যায়। জবা ও ঊর্দ্ধপুষ্প, ইহা লাল বর্ণ হইলে ত্রিসন্ধ্যা কহে।

গুণ। জবা সংগ্রাহী ও কেশের হিতকর। ত্রিসন্ধ্যা বাতশ্লেষ্ম নাশক। এই উভয় বিধ জবা ইন্দ্রলুপ্ত, অতিসার ও প্রমেহ রোগে প্রয়োজ্য। জবা পুষ্পের মাত্রা ২ মাষা।

অশ্বত্থ।

বোধিদ্রুঃ পিপ্পলোঽশ্বত্থশ্চলপত্রো গজাশনঃ।
পিপ্পলো দুর্জ্জরঃ শীতঃ পিত্তশ্লেষ্ম ব্রণাস্রজিৎ॥
গুরু স্তবরকো রূক্ষো বর্ণ্যো যোনি বিশোধনঃ।
অশ্বত্থস্য ফলং পক্কং যোনিদোষহরং হিমম্॥
ছর্দ্দি শোষারুচিহরং বিষঘ্নং রক্তপিত্তনুৎ।
অস্য ত্বচো মাত্রা ১ মাষকঃ, পক্কফলস্য
৪ মাষকাঃ।

অশ্বত্থ। হিন্দী পীপর।

পর্য্যায়। বোধিদ্রু, পিপ্পল, অশ্বত্থ, চলপত্র ও গজাশন।

গুণ। সহজে জীর্ণ হয় না, শীতল, গুরু, কষায়, রুক্ষ ও বর্ণের উৎকৃষ্টতা সম্পাদক। ইহার দ্বারা পিত্ত, শ্লেষ্মা, ব্রণ, রক্তদোষ ও যোনি রোগ উপশমিত হয়। পক্ক অশ্বত্থ ফল শীতল, যোনিদোষনাশক, বমি নিবারক, শোষপ্রশমক, অরুচিনাশক, বিষঘ্ন ও রক্তপিত্ত শান্তিকর। অশ্বত্থের ত্বকের মাত্রা ১ মাষা ও ইহার পক্ক ফলের মাত্রা ৪ মাষা।

নন্দীবৃক্ষঃ।

নন্দীবৃক্ষোঽশ্বত্থভেদঃ প্ররোহী গজপাদপঃ।
স্থালীবৃক্ষঃ ক্ষয়তরু ক্ষীরী চ স্যাদ্বনস্পতিঃ॥
নন্দীবৃক্ষো লঘুঃ স্বাদু স্তিক্তস্তুবর উষ্ণকঃ।
কটুপাক রসোগ্রাহী বিষপিত্ত কফাস্রজিৎ॥
অস্য ত্বক্ গ্রাহ্যা, মাত্রা ১ মাষকঃ।

অশ্বত্থ বিশেষ।

পর্য্যায়। নন্দীবৃক্ষ, প্ররোহী, গজপাদপ, স্থালীবৃক্ষ, ক্ষয়তরু, ক্ষীরি ও বনস্পতি।

গুণ। লঘু, স্বাদু, তিক্ত, কষায়, উষ্ণ, পাকে কটু, গ্রাহী ও বিষঘ্ন ইহার দ্বারা পিত্ত কফ ও রক্তদোষ উপশমিত হয়। ত্বক্ গ্রহণীয় মাত্রা ১ মাষা।

বিশল্যকরণী।

বিশল্য করণী বল্যা ব্রণসন্ধান কারিণী।
বায়ুরেঞ্জোর্ণিতাস্রাবং রক্তাতিসারমুন্নবম্॥

আয়াপান।

ইহার সংস্কৃত নাম বিশল্যকরণী। বিশল্যকানী বলকারক, ব্রণসন্ধায়ক, রক্তস্রাব রোধক ও রক্তাতিসার প্রশমক। পত্র গ্রহণীয় মাত্রা ২ মাষা।

শাল্মলী পুষ্পম্।

শাল্মলী পুষ্প শাকন্তু ঘৃতসৈন্ধব সাধিতম্।
প্রদরং নাশয়ত্যেব দুঃসাধ্যঞ্চ ন সংশয়ঃ॥
রসে পাকে চ মধুরং কষায়ং শীতলং গুরু।
কফ পিত্তাস্র জিৎ গ্রাহি বাতলঞ্চ প্রকীর্ত্তিতম্॥

সিমুলফুল।

ঘৃত সৈন্ধবের সহিত এই পুষ্প পাক করিয়া ভক্ষণ করিলে প্রদর রোগ উপশমিত হয়। ইহা আস্বাদে ও পাকে মধুর, কষায়, শীতল, গুরু, শ্লৈষ্মিক রক্তপিত্ত নাশক, গ্রাহী ও বায়ু বর্দ্ধক।

কঙ্কটম্।

পানীয় তণ্ডুলীয়ন্তু কঙ্কটং সমুদাহৃতম্।
কঙ্কটং তিক্তকং রক্ত পিত্তানিল হরং লঘু॥
জলতণ্ডুলীয়ং শাকে কঙ্কট মিতি প্রসিদ্ধম্।
চবরাই ভেদঃ।

কাঁচড়া। হিন্দী পানীচবরাই।

পানীয় তণ্ডুলীয়কে কঙ্কট কহে।

গুণ। ইহা তিক্ত, রক্তপিত্ত শান্তিকর বায়ুনাশক ও লঘু। মাত্রা ২ মাষা।

পঞ্চদশোঽধ্যায়।

দীপনপাচনবর্গঃ।

আর্দ্রক।

আর্দ্রকং শৃঙ্গবেরং স্যাৎ কটুভদ্রং তথার্দ্রিকা।
আর্দ্রিকা ভেদিনী গুর্ব্বী তীক্ষ্ণোষ্ণা দীপনী মতা॥
কটুকা মধুরা পাকে রুক্ষা বাতকফাপহা।
যে গুণাঃ কথিতাঃ শুণ্ঠ্যা স্তেঽপি সন্ত্যার্দ্র-
কেঽখিলাঃ॥
ভোজনাগ্রে সদা পথ্যং লবণার্দ্রক ভক্ষণম্।
অগ্নিসন্দীপনং রুচ্যং জিহ্বা কণ্ঠ বিশোধনম্॥
কুষ্ঠ পাণ্ড্বাময়ে কৃচ্ছ্রে রক্তপিত্তে ব্রণে জ্বরে।
দাহে নিদাঘ শরদো নৈব পূজিত মার্দ্রকম্॥
অস্য মূলং গ্রাহ্যং, মাত্রা ২ মাষকৌ।

আর্দ্রক (আদা)।

আর্দ্রক, শৃঙ্গবের, কটুভদ্র, আর্দ্রিকা এই গুলি, আর্দ্রকের পর্য্যায়। আর্দ্রক ভেদক, গুরু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, অগ্নিদীপক, কটু, পাকে মধুর, রুক্ষ ও কফ বায়ু নাশক শুণ্ঠীর যে সমস্ত গুণ লিখিত হইয়াছে আর্দ্রকেও সেই সমস্ত আছে। শুষ্ক আর্দ্রককেই (শুণ্ঠী বলে)। আহার করিবার পূর্ব্বে লবণের সহিত আর্দ্রক ভক্ষণ বিশেষ উপকারী। তদ্দ্বারা অগ্নির দীপ্তি, রুচিবৃদ্ধি এবং জিহ্বা ও কণ্ঠ বিশুদ্ধ হয়। কুষ্ঠ, পাণ্ডুরোগ, রক্তপিত্ত, ব্রণ, জ্বর ও দাহ রোগে এবং গ্রীষ্ম ও শরৎকালে আর্দ্রক সেবন হিতকারক নহে। ইহার মূল গ্রহণীয়, মাত্রা ২ মাষা।

গজপিপ্পলী।

চবিকায়াঃ ফলং প্রাজ্ঞৈঃ কথিতা গজপিপ্পলী।
কপিবল্লী কোলবল্লী শ্রেয়সী বশিরশ্চ সা॥
গজকৃষ্ণা কটুর্বাত শ্লেষ্মহৃদগ্নি বর্দ্ধিনী।
উষ্ণা নিহন্ত্যতীসারং শ্বাসকণ্ঠাময় ক্রিমীন্॥
মাত্রা ৩ রক্তিকা।

গজপিপুল।

চবিকার ফলকে গজপিপ্পলী কহে।

পর্য্যায়। কপিবল্লী, কোলবল্লী, শ্রেয়সী, বশির ও গজকৃষ্ণা।

গুণ। ইহা কটু, বাতশ্লেষ্মনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক ও উষ্ণ।

প্রয়োগ। অতিসার, শ্বাস, কণ্ঠরোগ ও ক্রিমি নাশ করে। মাত্রা ৩ রক্তি।

চিত্রকঃ।

চিত্রকোঽনলনামা চ পাঠী ব্যালস্তথোষণঃ।
চিত্রকঃ কটুকঃ পাকে বহ্নিকৃৎ পাচনো লঘুঃ॥
রূক্ষোষ্ণো গ্রহণী কুষ্ঠশোথার্শঃ ক্রিমিকাসনুৎ।
বাতশ্লেষ্ম হরো গ্রাহী বাতার্শ শ্লেষ্ম পিত্তহৃৎ॥
প্রলেপাচ্চিত্রকস্তুক্ স্যাদ্দাহিনী ব্রণকারিণী।

চিতা।

অগ্নিবাচক নাম সমুদায়ে চিত্রক বুঝায় যথা, অনল, অগ্নি, বহ্নি ইত্যাদি চিতার নাম, তদ্ভিন্ন পাঠি, ব্যাল, ও উষণ এই গুলিও চিত্রকের পর্য্যায়।

গুণ। চিতা পাকে কটু, অগ্নিকারক, পাচক, লঘু, রূক্ষ উষ্ণ ও গ্রাহী।

প্রয়োগ। গ্রহণী, কুষ্ঠ, শোথ, অর্শঃ, ক্রিমি, কাস, বাতশ্লেষ্মা, বাতার্শঃ ও পিত্তশ্লেষ্মা নাশ করে। ইহার ত্বকের প্রলেপে দাহ ও ফোস্কা উৎপন্ন হয়। মূল গ্রহণীয় মাত্রা ৪ রতি।

যমানী।

যবানিকোগ্রগন্ধা চ ব্রহ্মদর্ভাঽজমোদিকা।
সৈবোক্তা দীপ্যকা দীপ্যা তথা স্যাদ্যবসাহ্বয়া॥
যবানী পাচনী রুচ্যা তীক্ষ্ণোষ্ণা কটুকা লঘুঃ।
দীপনী চ তথা তিক্তা পিত্তলা বাহ্নিশূলহৃৎ॥
বাতশ্লেষ্মোদরানাহ গুল্ম প্লীহ ক্রিমি প্রণুৎ।

যমানী, যোয়ান্।

যবানিকা, উগ্রগন্ধা, ব্রহ্মদর্ভা, অজমোদিকা, দীপ্যকা, দীপ্যা যব (যব পর্য্যায়) এই গুলি যবানির নাম। যবানী পাচক, রুচিকর, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কটু, লঘু, অগ্নিদীপক তিক্ত, পিত্ত কারক, বমি ও শূলনাশক। যবানী বাতশ্লেষ্মা, উদররোগ আনাহ (মুদা), গুল্ম, প্লীহা ও ক্রিমি নষ্ট করে। মাত্রা ২ মাষা।

অজমোদা।

অজমোদা খরাশ্বা চ ময়ূরো দীপ্যকস্তথা।
তথা ব্রহ্মকুশা [illegible] কারবী চ সমস্তকা॥
অজমোদা কটুস্তীক্ষ্ণা দীপনী কফবাতনুৎ।
উষ্ণা বিদাহিনী হৃদ্যা বৃষ্যা বলকরী লঘুঃ॥
নেত্রাময় কফচ্ছর্দি হিক্কা বস্তিরুজো হরেৎ।

বনযমানী।

অজমোদা, খরাশ্বা, ময়ূর, দীপ্যক, ব্রহ্মকুশা, কারবী ও সমস্তকা এই সমুদায় বনযমানীর নাম। বনযমানী কটু, তীক্ষ্ণ, অগ্নিদীপক, বাতশ্লেষ্মনাশক, উষ্ণ, বিদাহী, হৃদ্য, বলকারক ও লঘু এবং নেত্ররোগ, কফ, বমন, হিক্কা ও বস্তি রোগ নিবারণ করে। বীজ গ্রহণীয় মাত্রা ২ মাষা।

পারসীক যমানী।

পারসীক যবানী তু যবানী সদৃশী গুণৈঃ।
বিশেষাৎ পাচনী রুচ্যা গ্রাহিণী মাদিনী গুরুঃ॥

খুরসান যোয়ান্।

খুরাসানী যমানী যমানীর ন্যায় গুণ বিশিষ্ট, বিশেষতঃ ইহা অধিক পাচক, রোচক, গ্রাহক, মাদক ও গুরু। মাত্রা ২ মাষা।

শতপুষ্পা মিশ্রেয়া চ।

শতপুষ্পা শতাহ্বা চ মধুরা কারবী মিসিঃ।
অতিলম্বী সিতচ্ছত্রা সংহিতা ছত্রিকাপি চ॥
ছত্রা শালেয় শালীনে মিশ্রেয়া মধুরা মিসিঃ।
শতপুষ্পা লঘুস্তীক্ষ্ণা পিত্তকৃৎ দীপনী কটুঃ॥
উষ্ণা জ্বরানিল শ্লেষ্ম ব্রণশূলাক্ষি রোগহৃৎ।
মিশ্রেয়া তদ্গুণা প্রোক্তা বিশেষাদ্যোনি শূলনুৎ॥
অগ্নিমান্দ্য হরী হৃদ্যা বদ্ধবিট্ ক্রিমি শূলহৃৎ।
রূক্ষোষ্ণা পাচনী কাস বমি শ্লেষ্মানিলান্ হরেৎ॥
অনয়োর্মাত্রা ২ মাষকৌ।

শুল্‌ফা ও মৌরী ।

শতপুষ্পা, শতাহ্বা, মধুরা, মিশি, কারবী, অতিলম্বী, সিতচ্ছত্রা ও ছত্রিকা এই সমস্ত শুল্‌ফার নাম । ছত্রা, শালের, শালীন, মিশ্রেয়া, মধুরা ও মিশি এই সকল মৌরীর নাম । শতপুষ্পা (শুল্‌ফা) লঘু, তীক্ষ্ণ, পিত্তকারক, অগ্নিদীপক, কটু, উষ্ণ, জ্বরঘ্ন, বায়ু দমন কারী, শ্লেষ্ম নাশক, এবং ব্রণ, শূল ও চক্ষুরোগ নষ্ট করে । মৌরী শতপুষ্পার ন্যায় গুণ বিশিষ্ট, বিশেষতঃ ইহা যোনি শূল, অগ্নিমান্দ্য, মলবদ্ধ, ক্রিমি ও শূলরোগ নষ্ট করে । মৌরী-রুক্ষ, উষ্ণ, পাচক, হৃদ্য এবং কাস, বমি, শ্লেষ্মা ও বায়ু নাশক । উভয়ের মাত্রা ২ মাষা ।

হিঙ্গু ।

সহস্রবেধি জতুকং বাহ্লীকং হিঙ্গু রামঠম্ ।
হিঙ্গূষ্ণং পাচনং রুচ্যং তীক্ষ্ণং বাতবলাসহৃৎ ॥
শূল গুল্মোদরানাহ ক্রিমিঘ্নং পিত্তবর্দ্ধনম্ ।
স্ত্রীপুষ্পজননং বল্যং মূর্চ্ছাপস্মার হৃৎপরম্ ॥
মাত্রা ৪ রক্তিকাঃ ।

হিঙ্গু (হিং)

সহস্রবেধি, জতুক, বাহ্লীক, হিঙ্গু ও রামঠ এই গুলি হিঙ্গের পর্য্যায় । হিঙ্গু উষ্ণ, পাচক, রুচিকারক, তীক্ষ্ণ, পিত্ত বর্দ্ধক, বলকারক ও রজঃ প্রবর্ত্তক । হিঙ্গু সেবন করিলে বাতশ্লেষ্মা, শূল, গুল্ম, উদররোগ আনাহ (মলরোধ) ও ক্রিমি, মূর্চ্ছা ও অপস্মার রোগ নষ্ট হয় । মাত্রা ৪ রক্তি ।

হবুষাদ্বয়ম্ ।

তন্মধ্যে প্রথমং ফলং মৎস্য সদৃশং বিস্রগন্ধং দ্বিতীয় অশ্বত্থ ফল সদৃশং মৎস্যগন্ধং তয়োর্নামানি প্রথমান্ত ।

হবুষা বপুষা বিস্রা পরাশ্বত্থফলা স্মৃতা ।
মৎস্যগন্ধা প্লীহহন্ত্রী বিষঘ্নী ধ্বাঙ্ক্ষনাশিনী ॥
হবুষা দীপনী তিক্তা মৃদূষ্ণা তুবরা গুরুঃ ।
পিত্তোদর সমীরার্শো গ্রহণী গুল্ম শূলহৃৎ ॥
পরাপ্যেতদ্গুণা প্রোক্তা রূপভেদো দ্বয়োরপি ।
হবুষায়া অভাবে তু চবিকা তত্র যুজ্যতে ।

দুই প্রকার হবুষ ।

তন্মধ্যে প্রথম প্রকার ফল দেখিতে মৎস্যের ন্যায় ও বিস্রগন্ধি (আমগন্ধি), দ্বিতীয় প্রকার ফল অশ্বত্থ ফলের ন্যায়; মৎস্যের ন্যায় গন্ধ বিশিষ্ট । উভয়ের নাম ও গুণ এই প্রথম প্রকার ফলের নাম হবুষা, বপুষা ও বিস্রা । দ্বিতীয় প্রকারের নাম অশ্বত্থফলা, মৎস্যগন্ধা, প্লীহ-হন্ত্রী, বিষঘ্নী ও ধ্বাঙ্ক্ষনাশিনী । হবুষা অগ্নিদীপক, তিক্ত, মৃদু, উষ্ণ, কষায় ও গুরু । ইহা পিত্ত, উদর রোগ, বায়ু, অর্শঃ, গ্রহণী, গুল্ম ও শূলরোগ নষ্ট করে । দ্বিতীয় প্রকার ফলেরও এই প্রকার গুণ । হবুষের পরিবর্ত্তে চই ব্যবহার্য্য । সচরাচর হবুষ বলিয়া যে দ্রব্য বিক্রীত হয়, তাহা হবুষা নহে । উহা কাবাবচিনি বা মরিচের বৃন্ত ।

তেজবতী । তেজবল্ফল ইতি চ ।

তেজস্বিনী তেজবতী তেজোহ্বা তেজনীতথা ।
তেজস্বিনী কফশ্বাস কাসাস্যাময় বাতহৃৎ ॥
পাচন্যুষ্ণা কটুস্তিক্তা রুচি বহ্নিপ্রদীপনী ।

তেজবল ।

তেজস্বিনী, তেজবতী, তেজোহ্বা ও তেজনী এই সমস্ত তেজবলের নাম । তেজবল পাচক, উষ্ণ, কটু, তিক্ত, রোচক ও অগ্নিদীপক । তেজবল ব্যবহারে কফ, শ্বাস, কাস, মুখরোগ ও বায়ু নষ্ট হয় । মাত্রা ১ মাষা ।

বালম্‌।

বালং হ্রীবেরবর্হিষ্ঠোদীচ্যং কেশাম্বুনাম চ।
বালকং শীতলং রুক্ষং লঘুদীপন পাচনম্‌॥
হৃল্লাসারুচি বীসর্প হৃদ্রোগামাতিসারজিৎ।

বালা।

পর্য্যায়। বাল, হ্রীবের, বর্হিষ্ঠ ও উদীচ্য এই গুলি এবং কেশবাচক ও জলবাচক শব্দ সমুদায় ইহার পর্য্যায়।

গুণ। শীতল, রুক্ষ, লঘু, দীপন ও পাচক।

আময়িক প্রয়োগ। হৃল্লাস, অরুচি, বীসর্প, হৃদ্রোগ ও আমাতিসার রোগে ব্যবহার্য্য। মাত্রা ১ মাষা।

হিঙ্গুপত্রী।

হিঙ্গুপত্রী তু কবরী পৃথ্বিকা পৃথুকা পৃথুঃ।
হিঙ্গুপত্রী ভবেদ্রুচ্যা তীক্ষ্ণোষ্ণা পাচনী কটুঃ॥
হৃদ্বস্তি রুগ্বিবন্ধার্শঃ শ্লেষ্মগুল্মানিলাপহা।

রাঁধুনী।

পর্য্যায়। হিঙ্গুপত্রী, কবরী, পৃথ্বিকা পৃথুকা ও পৃথু।

গুণ। রুচ্য, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, পাচক ও কটু। ইহা হৃদ্রোগ বস্তিপীড়া, বিবন্ধ, অর্শঃ, শ্লেষ্মা, গুল্ম ও বায়ু নাশ করে মাত্রা ২ মাষা।

বংশপত্রী।

বংশপত্রী বেণুপত্রী পিঙ্গা হিঙ্গুশিবাটিকা।
হিঙ্গুপত্রী গুণা বিজ্ঞৈর্বংশপত্রী চ কীর্ত্তিতা॥

পর্য্যায়। বংশপত্রী, বেণুপত্রী, পিঙ্গা ও হিঙ্গুশিবাটিকা।

গুণ। ইহা রাঁধুনী বিশেষ ইহার গুণও রাঁধুনীর ন্যায়।

চাঙ্গেরী।

চাঙ্গেরী চুক্রিকা দন্তশঠাম্বষ্ঠাম্ললোণিকা।
অশ্মন্তকস্তু শফরী পিসলী চাম্লপত্রকঃ॥
চাঙ্গেরী দীপনী রুচ্যা রুক্ষোষ্ণা কফবাতনুৎ।
পিত্তলাম্লা গ্রহণ্যর্শঃ কুষ্ঠাতীসার নাশিনী॥

আময়িক। হিন্দী অম্বিলী।

পর্য্যায়। চাঙ্গেরী, চুক্রিকা, দন্তশঠা, অম্বষ্ঠা, অম্ললোণিকা, অশ্মন্তক, পিসলী ও অম্লপত্রক এই গুলি ইহার পর্য্যায়।

গুণ। চাঙ্গেরী অগ্নিবর্দ্ধক, রুচ্য, রুক্ষ, উষ্ণ, বাতশ্লেষ্ম নাশক, পিত্তজনক ও অম্ল। ইহা গ্রহণী, অর্শঃ, কুষ্ঠ ও অতিসার রোগ নিবারণ করে। মাত্রা ৪ মাষা।

রোচনী।

রোচনী বহ্নিজননী বক্ত্রজাড্যবিসূদনী।
কফবাতহরী বল্যাচ্ছর্দ্যরোচকবারিণী।

পুদিনা।

রোচনী অর্থাৎ পুদিনা অগ্নিকর, মুখের জড়তা নাশক, কফঘ্ন, বায়ুপ্রশমক, বলকারক, বমন নিবারক ও অরুচি নাশক। মাত্রা ২ মাষা।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

সমুদ্রফলীয় বর্গঃ।

কুপীলু।

সতিন্দুকস্ত কথিতো জলদো দীর্ঘপত্রক।
কুপীলুঃ কুলকঃ কালস্তিন্দুক কালপীলুকঃ॥
কাকেন্দুর্বিষতিন্দুশ্চ তথা মর্কট তিন্দুকঃ।
কুপীলু শীতলং তিক্তং বাতলং মদকৃল্লঘু॥
পরং ব্যথাহরং গ্রাহি কফপিত্তাস্র নাশনম্‌।
মূত্রপ্রবর্ত্তনং বল্যং বৃংহকং কামদীপনম্‌॥
শূলমেকাদরোগঞ্চ শুক্রমেহমপস্মৃতিম্‌।
গ্রহণী মতিসারঞ্চ গ্রহজং শং মদাত্যয়ম্‌।
সর্ব্বাঙ্গকম্পং কৌব্জ্যং ন চিরেণ বিনাশয়েৎ॥
অস্য বীজং গ্রাহ্যং মাত্রা ২ রক্তিকে।

কুঁচিলা।

পর্য্যায়। তিন্দুক, [illegible], দীর্ঘপত্রক, কুপীলু, কুলক, কালতিন্দুক, কালপীলুক, কাকেন্দু, বিষতিন্দুক ও ম[illegible]তিন্দুক।

গুণ। শীতল, [illegible], বায়ুজনক, মাদক, লঘু, গ্রাহী, অ[illegible]র ব্যথা নাশক, কফঘ্ন, রক্তপিত্ত প্রশমক, [illegible]কারক, অগ্নিবর্দ্ধক ও কামোদ্দীপক। [illegible] সেবন করিলে শূল, পক্ষাঘাত, [illegible]মেহ, অপস্মার, গ্রহণী, অতিসার, গুহ্যভ্রংশ, মদাত্যয়, [illegible] কম্প ও দৌর্ব্বল্য নিবারিত হয়। ইহার বীজ গ্রহণীয়, মাত্রা ২ রতি।

ভঙ্গা।

ভঙ্গা পত্রা মাতুলানী মাদিনী বিজয়া জয়া।
ভঙ্গা কফহরী তিক্তা গ্রাহিণী পাচনী লঘুঃ॥
তীক্ষ্ণোষ্ণা পিত্তলা মোহ মদবাগ্বহ্নি বর্দ্ধিনী।
মদনোদ্দীপনী নিদ্রাজননী হর্ষদায়িনী॥
ধনুষ্টঙ্কং জলত্রাসং বিসূচীঞ্চ মদাত্যয়ম্।
প্রবৃত্তিং রক্তসো বস্তীং হন্ত্যপত্যপ্রসূতিকৃৎ॥

সিদ্ধি, ভাং।

ভঙ্গা, পত্রা, মাতুলানী, মাদিনী, বিজয়া ও জয়া এই গুলি সিদ্ধির নাম। কফনাশক, তিক্ত, গ্রাহী, পাচক, লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, পিত্তকারক, মোহকারক, মাদক, অগ্নিবর্দ্ধক, কামোদ্দীপক, নিদ্রাজনক ও হর্ষদায়ক। ইহার দ্বারা ধনুষ্টঙ্কার, জলত্রাস, বিসূচিকা, মদাত্যয় ও অধিক রজঃপ্রবৃত্তি নিবারণ হয়। ইহার দ্বারা জরায়ুর শৈথিল্য নিবারণ হওয়াতে প্রসববাধা দূরীভূত হয়। মাত্রা ৪ রতি।

সম্বিদামঞ্জরী।

সম্বিদামঞ্জরী চোগ্রা মাদনী হর্ষিণী তথা।
আগ্নেয়ী হর্ষণী বল্যা মদনোদ্দীপনী চ সা॥
নিদ্রা সংজননী গর্ভপাতিনী চ বিকাশিনী।
বেদনাক্ষেপ হরণী জ্ঞেয়া চ মদকারিণী॥
শ্বশৃগালাদি দংশোত্থং ত্রোয়াতঙ্কং নিবারয়েৎ।
বাহ্যায়ামন্তরায়ামৌ বিসূচী শ্বাসকাসিকাম্॥
মদাত্যয়ং মহাঘোরং শূলঞ্চৈবাম্লপিত্তকম্।
অগ্নিমান্দ্যং হরেচ্চাপি রক্তোৎপ্রবৃত্তি সংস্রুতম্।
জ্ঞেয়শ্চ সম্বিদাসারো হর্ষিণী সদৃশো গুণৈঃ॥
তথা চ হর্ষিণী স্থানে যোজয়েদ্দেব সেব চ।

গাঁজা।

সম্বিদামঞ্জরী, উগ্রা, মাদিনী ও হর্ষিণী এই গুলি গাঁজার সংস্কৃত নাম। ইহা আগ্নেয়, বলকারক, কামোদ্দীপক নিদ্রাকারক, গর্ভপাতক, বিকাশী, বেদনা নিবারক, আক্ষেপনাশক ও মাদক। কুক্কুর ও শৃগালাদির দংশন জন্য জলত্রাস, বাহ্যায়াম, অন্তরায়াম, বিসূচিকা, মদাত্যয়, শূল, অম্লপিত্ত, অগ্নিমান্দ্য অতিপ্রবৃত্ত রক্তোস্রাব নিবারণার্থ ইহা প্রয়োগ করা যায়। গাঁজা হইতে এক প্রকার সার প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহার গুণ গাঁজার ন্যায় ও গাঁজার পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যায়। চরসও গাঁজার এক প্রকার সার, গাঁজার সারের পরিবর্ত্তে ইহাও ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইহার সারের মাত্রা ৷৷০ রতি।

ধুস্তূরঃ।

ধুস্তুর ধূর্ত্ত ধুস্তূরা উন্মত্তঃ কনকাহ্বয়ঃ।
দেবতা কিতবস্তূরী মহামোহী শিবপ্রিয়ঃ॥
মাতুলো মদনশ্চাস্য ফলে মাতুলপুত্রকঃ।
ধুস্তুরো মদবর্ণাগ্নি বাতকৃজ্জ্বর কুষ্ঠনুৎ॥

কষায়ো মধুর স্তিক্তো মূত্রাশিক্তা বিনাশকঃ।
উষ্ণো গুরুর্ব্রণ শ্লেষ্ম কণ্ডুকৃমি বিষাপহঃ॥
যোদ্ধাগ্নিকরো নিদ্রাজননো মূত্রবর্দ্ধনঃ।
নয়নতঃ প্রলেপেন নেত্রতারা প্রসারণঃ॥
ধস্তুরধূমপানেন শ্বাসচূর্ণং প্রশাম্যতি।
অস্য মূলপত্রাদিকং গ্রাহ্যং, মাত্রা ১ রক্তিকা।

ধুস্তুরা।

পর্য্যায়। ধুস্তূর, ধূর্ত্ত, ধত্তুর, উন্মত্ত, দেবতা, কিতব, তুরী, মহামোহী, শিবপ্রিয়, মাতুল ও মদন এই গুলি এবং স্বর্ণবাচক শব্দ সমস্ত ইহার পর্য্যায়। ইহার ফলকে মাতুলপুত্রক বলে।

গুণ। মাদক, বর্ণোৎপাদক, অগ্নিকারক, বায়ুজনক, কষায়, মধুর, তিক্ত, উষ্ণ, গুরু, বিষঘ্ন, মেদাগ্নিবারক, নিদ্রাকর মূত্রবর্দ্ধক। চক্ষের চতুর্দ্দিকে ইহার প্রলেপ দিলে কনীনিকা প্রসারিত হয়।

প্রয়োগ। জ্বর, কুষ্ঠ, শ্লেষ্মবৃদ্ধি, কণ্ডু, যূক লিক্ষাদি ক্রিমি ও ব্রণ নষ্ট করে। ইহার ধূমপানে তৎক্ষণাৎ শ্বাস কষ্ট নিবারণ হয়।

ইহার মূল পত্রাদি গ্রহণীয়, মাত্রা ১ রতি।

বোলম্।

বোলং গন্ধরসঃ প্রাণপিণ্ড গোপরসাঃ সমাঃ।
বোলং রক্তহরং শীতং মেধ্যং দীপন পাচনম্॥
মধুরং কটুতিক্তঞ্চ প্রদরেণ ত্রিদোষ জিৎ।
জ্বরাপস্মার কুষ্ঠঘ্নং গর্ভাশয় বিশুদ্ধিকৃৎ॥
মাত্রা ১ মাষকঃ।

গন্ধবোল।

বোল, গন্ধরস, প্রাণ, পিণ্ড, গোপ ও রস (এবং গোপরস) গন্ধবোলের সংস্কৃত নাম। ইহা রক্তদোষ নাশক শীতবীর্য্য, মেধ্য, অগ্নিকর, পাচক, মধুর, কটু, তিক্ত, ত্রিদোষ প্রশমক ও জরায়ুর দোষ নাশক, রক্তাধিক্য, জ্বর, অপস্মার ও কুষ্ঠ রোগে উপকারী। মাত্রা ১ মাষা।

শারিমূলঃ।

শারিমূলো মলয়ভূরগ্নি বৃক্ষোঽপি স স্মৃতঃ।
বল্যো বাতবলাসঘ্নো জ্বরজিৎশীত বারণঃ॥
অস্য মূলত্বক্ গ্রাহ্যা, মাত্রা ১ মাষকঃ।

কাকাতোয়ালী।

কাকাতোয়ালীকে সংস্কৃতে আবার শারিমূল, মলয়ভূ ও অগ্নিবৃক্ষ বলে। ইহা বলকারক, বাতশ্লেষ্ম নাশক, জ্বরঘ্ন ও শীত নিবারক।

ইহার মূলের ত্বক্ গ্রহণীয়, মাত্রা ১ মাষা।

ধূনরাজঃ।

ধূনরাজ শীতরসো তণ্ডুরা গন্ধিনী স্ত্রিয়াম্।
মূত্রলো ধূনরাজঃ স্যাদ্ গ্রাহকঃ কফনাশকঃ॥
দন্তরোগহরো বল্যো মেহাসৃগ্দর শান্তনঃ।
মাত্রা ২ মাষকৌ।

কৃমিমস্তুকী।

কৃমিমস্তকীর সংস্কৃত নাম ধূনরাজ, শীতরস, তণ্ডুরা ও গন্ধিনী। ইহা মূত্র কারক, সংগ্রাহী, কফঘ্ন ও বলকারক। দন্তরোগ, মেহ ও প্রদর রোগে উপকারী।

শ্লেষ্মফলম্।

ক্লীবে শ্লেষ্মফলং প্রোক্তমস্ত্রী চ স্ত্রিয়াং মতা।
অস্ত্রী কফঘ্নং বল্যা নিদ্রাতন্দ্রা বিঘাতিনী॥
আয়ুষ্মাং বলদা প্রোক্তা শ্বাসকাস জরাময়ান্।
অর্শোবক্তেদকং জ্ঞাত্বা মতীসারক নাশয়েৎ॥
অস্য কাণ্ডঃ সেব্যঃ।

কাফি।

কাফিকে সংস্কৃত ভাষায় শ্লেষ্মঘ্ন ও অতন্দ্রী বলে। ইহা কফের বলকারক, নিদ্রা নিবারক, তন্দ্রা নাশক, স্নায়বীয় বলকর ও জড়তা নাশক, শ্বাস, কাস, জ্বর, অর্দ্ধাবভেদক ও অতিসার রোগে ব্যবহেয়। ইহার কাথ সেবনীয়, চূর্ণ ও ব্যবহার করা যাইতে পারে।

কটুবীরা।

কটুবীরোজ্জ্বলা তীক্ষ্ণা তীব্রশক্ত্যয়তে তথা।
কটুবীরাগ্নিজননী বলাশঘ্নী চ দাহিনী॥
হন্ত্যজীর্ণং বিসূচীঞ্চ ব্রণং ক্রিমং সুদারুণম্।
তন্দ্রাং মোহং প্রলাপঞ্চ স্বরভেদ মরোচকম্॥
নরং সুপ্তধরং ক্ষীণং সন্নিপাত নিপীড়িতম্।
নষ্টেন্দ্রিয় শবং তীক্ষ্ণা মৃত্যোগ্রাকৃষ্য জীবয়েৎ॥
অস্যাঃ ফলং গ্রাহ্যং মাত্রা ১ রক্তিকা।

লঙ্কামরিচ।

লঙ্কামরিচকে সংস্কৃত ভাষায় কটুবীরা, উজ্জলা, তীক্ষ্ণা, তীব্রশক্তি ও অজড়া বলে অত্যন্ত কটু বলিয়া ইহাকে কটুবীরা বলে। ইহা,অগ্নিকারক, কফঘ্ন ও দাহক অজীর্ণ, বিসূচিকা, পচা ক্ষত, তন্দ্রা, মোহ, প্রলাপ, স্বরভঙ্গ, ও অরোচক রোগে প্রয়োজ্য। নাড়ীবিহীন, ক্ষীণশক্তি ও ইন্দ্রিয় শক্তি বিহীন, সন্নিপাত রোগীর পক্ষেও ইহা বিশেষ উপকারক।
ইহার ফল গ্রহণীয় মাত্রা ১ রতি।

সপ্তদশোঽধ্যায়।

গন্ধবর্গঃ।

কস্তূরী।

মৃগনাভি মৃগমদঃ কথিতস্ত সহস্রভিৎ।
কস্তূরিকা চ কস্তূরী বেধমুখ্যা চ সা স্মৃতা॥
কাম রূপোদ্ভবা কৃষ্ণা নৈপালী নীলবর্ণ যুক্।
কাশ্মীরি কপিল চ্ছায়া কস্তূরী ত্রিবিধা স্মৃতা॥
কামরূপোদ্ভবা শ্রেষ্ঠা নৈপালী মধ্যমা ভবেৎ।
কাশ্মীর দেশ সম্ভূতা কস্তুরী অধমা মতা॥
কস্তুরিকা কটুস্তিক্তা ক্ষারোষ্ণা শুক্রলা গুরুঃ।
কফবাত বিষচ্ছর্দ্দি শীত দৌর্গন্ধ শোষ হৃৎ॥
আক্ষেপহরণঃ স্বেদজননঃ কামদীপনঃ।
হিক্কাঘ্নো মূত্রদো বল্যঃ কিঞ্চিন্মদকরঃ স্মৃতঃ॥
মাত্রা ২ রক্তিকে।

মৃগনাভি।

মৃগনাভি, মৃগমদ, সহস্রভিৎ, কস্তূরিকা, কস্তূরী, বেধমুখ্যা এইগুলি কস্তূরীর নাম। কস্তূরী তিনপ্রকার এক প্রকার কস্তূরী কামরূপে উৎপন্ন হয়, এক প্রকার নেপালে ও অপর একপ্রকার কাশ্মীর দেশে। কামরূপ দেশীয় কস্তূরী কৃষ্ণবর্ণ, নেপাল দেশীয় কস্তূরী নীলবর্ণ ও ও কাশ্মীর দেশীয় কস্তূরী কপিলবর্ণ। কামরূপের কস্তূরীই শ্রেষ্ঠ, নেপাল দেশীয় কস্তূরী মধ্যম ও কাশ্মীর দেশের কস্তূরী নিকৃষ্ট। কস্তূরিকা কটু, তিক্ত, ক্ষারোষ্ণ, শুক্রজনক, গুরু, শীত নিবারক ও দুর্গন্ধনাশক। ইহা বায়ু, কফ, বিষদোষ, বমি ও শোষ নিবারণ করে। অধিকন্তু ইহা আক্ষেপনাশক, স্বেদজনক, কামোদ্দীপক, হিক্কা নিবারক, মূত্রপ্রবর্ত্তক বলকর ও কিঞ্চিৎ মাদক। ইহার মাত্রা ২ রতি।

কর্পূরম্।

পুংসি ক্লীবে চ কর্পূরঃ সিতাভ্রো হিমবালুকঃ।
ঘনসার শশাঙ্কসংজ্ঞা হিমনামাপি স স্মৃতঃ॥
কর্পূরঃ শীতলো বৃষ্য শ্চক্ষুষ্যো লেখনো লঘুঃ।
সুরভির্মধুরস্তিক্তঃ কফপিত্ত বিষাপহঃ॥

দাহ তৃষ্ণাস্য বৈরস্য মেদো দৌর্গন্ধ্য নাশনঃ।
আক্ষেপশমনো নিদ্রাজননো ঘর্ম্মবর্দ্ধনঃ॥
বেদনাহারকং কামশান্তি কৃচ্ছুক্রমেহহৃৎ।
কর্পূরো দ্বিবিধঃ প্রোক্তঃ পক্বাপক্ব প্রভেদতঃ॥
পক্বাৎ কর্পূরতঃ প্রাহু রপক্বং গুণবত্তরম্।
মাত্রা ৪ রক্তিকাঃ।

কর্পূর।

পর্য্যায়। কর্পূর, শিতাভ্র, হিমবালুক, ঘনসার এই গুলি এবং চন্দ্রবাচক ও হিমবাচক শব্দ সমস্ত ইহার পর্য্যায়।

কর্পূর শীতল, বলকারক, চক্ষুর হিতকর লেখন, লঘু, সুগন্ধি, মধুর দুর্গন্ধ নাশক, তিক্ত, আক্ষেপ নাশক নিদ্রাজনক, ঘর্ম্মবর্দ্ধক, বেদনানাশক ও কামবেগ প্রশমক। ইহা সেবন করিলে পিত্ত, শ্লেষ্মা, বিষদোষ, দাহ, তৃষ্ণা, মুখ বৈরস্য, মেদোরোগ ও শুক্রমেহ নিবারণ হয়। কর্পূর দুই প্রকার পক্ব ও অপক্ব। ইহার মধ্যে অপক্ব কর্পূরই বিশেষ গুণকর। মাত্রা ৪ রতি।

চীনকর্পূরম্।

চীনাক সংজ্ঞঃ কর্পূরঃ কফক্ষয় করঃ স্মৃতঃ।
কুষ্ঠকণ্ডূ বমিহর স্তথা তিক্ত রসশ্চ সঃ॥

চিনিয়াকর্পূর।

চিনিয়া কর্পূর তিক্ত ও কফনাশক। ইহা কুষ্ঠ, কণ্ডু ও বমি নিবারণ করে।

কুঙ্কুমম্।

কুঙ্কুমং ঘুসৃণং রক্তং কাশ্মীরং পীতকং বরম্।
সংকোচং পিশুনং ধীরং বাহ্লীকং শোণিতাভিধম্॥
কাশ্মীর দেশজে ক্ষেত্রে কুঙ্কুমং যদ্ভবেদ্ধিতৎ।
সূক্ষ্মকেশরমারক্তং পদ্মগন্ধি তদুত্তমম্॥
বাহ্লীক দেশসঞ্জাতং কুঙ্কুমং পাণ্ডুরচ্ছবি।
কেতকী গন্ধযুক্তং তন্মধ্যমং সূক্ষ্মকেশরম্॥
কুঙ্কুমং পারসীকং যৎ মধুগন্ধি তদীরিতম্।
ঈষৎ পাণ্ডুর বর্ণং তদধমং স্থূলকেশরম্॥
কুঙ্কুমং কটুকং স্নিগ্ধং শিরোরুগ্ ব্রণ জন্তুজিৎ।
তিক্তং বমি হরং বর্ণ্যং ব্যঙ্গদোষ ত্রয়াপহম্॥
মাত্রা ৬ রক্তিকাঃ।

কুঙ্কুম। হিন্দী জাফরান।

কাশ্মীর, বাহ্লীক ও পারস্যদেশে কুঙ্কুম উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে কাশ্মীর দেশে যে কুঙ্কুম জন্মে তাহা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কেশর বিশিষ্ট, ঈষৎ রক্তবর্ণ ও পদ্মের ন্যায় গন্ধ বিশিষ্ট এই কুঙ্কুমই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। বাহ্লীক দেশীয় কুঙ্কুম পাণ্ডুবর্ণ ও কেতকীর ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট ও সূক্ষ্ম কেশর যুক্ত ইহা মধ্যম। পারস্য দেশীয় কুঙ্কুমের গন্ধ মধুর ন্যায়, বর্ণ ঈষৎ পাণ্ডু ইহার কেশর সকল স্থূল এই কুঙ্কুম নিকৃষ্ট। এই পুষ্পের মাত্রা ৬ রতি।

কুঙ্কুমের পর্য্যায় এই কুঙ্কুম, ঘুসৃণ, কাশ্মীর, বাহ্লীক ও রক্ত পর্য্যায়।

গুণ। কটু, স্নিগ্ধ, তিক্ত, বমন নিবারক ও বর্ণ সম্পাদক।

আময়িক প্রয়োগ। শিরোরোগ ব্রণ, বমি, ব্যঙ্গদোষ ও জন্তু রোগ বিশেষ উপকার করে।

চন্দনম্।

শ্রীখণ্ডং চন্দনং নস্ত্রী ভদ্রশ্রী স্তৈলপর্ণকঃ।
গন্ধসারো মলয়জ স্তথা চন্দ্রদ্যুতিশ্চ সঃ॥
স্বাদে তিক্তং কটে পীতং ছেদে রক্তং ততো সিতম্।

গ্রন্থি কোঠর সংযুক্তং চন্দনং শ্রেষ্ঠমুচ্যতে ॥
চন্দনং শীতলং রুক্ষং তিক্তমাহ্লাদনং লঘু।
শ্রম শোষ বিষশ্লেষ্ম তৃষ্ণা পিত্তাস্র দাহনুৎ ॥
অস্য কাষ্ঠং গ্রাহ্যং, মাত্রা ৬ রক্তিকাঃ।

শ্বেতচন্দন।

শ্রীখণ্ড, চন্দন, ভদ্রশ্রী, তৈলপর্ণিক গন্ধসার, মলয়জ ও চন্দ্রদ্যুতি এই গুলি শ্বেত চন্দনের নাম। যাহার আস্বাদ তিক্ত, কষায়, পাণ্ডুবর্ণ, ছেদন করিলে মধ্যভাগ রক্তবর্ণ দৃষ্ট হয় উপরিভাগ শ্বেতবর্ণ, যাহাতে গ্রন্থি (গাঁট) ও কোঠর থাকে, সেই চন্দনই শ্রেষ্ঠ। চন্দন শীতল, রুক্ষ, তিক্ত, আহ্লাদ জনক ও লঘু। ইহা শ্রান্তি, শোষ, বিষদোষ, শ্লেষ্মা, তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত ও দাহ নিবারণ করে। চন্দন কাষ্ঠের মাত্রা ৬ রতি।

অগুরু।

অগুরু প্রবরং লৌহং রাজার্হং যোগজং তথা।
বংশিকং ক্রিমিজং চাপি ক্রিমিজগ্ধমনার্য্যকম্ ॥
অগুরূষ্ণং কটুস্নিগ্ধং তিক্তং তীক্ষ্ণঞ্চ পিত্তলম্।
লঘু কর্ণাক্ষি রোগঘ্নং শীতবাত কফপ্রণুৎ ॥
কৃষ্ণং গুণাধিকং তত্তু লোহবদ্ বারি মজ্জতে।
অগুরু প্রভবঃ স্নেহঃ কৃষ্ণাগুরু সমঃ স্মৃতঃ ॥
অস্য কাষ্ঠং গ্রাহ্যং, মাত্রা ৬ রক্তিকা।

কৃষ্ণ অগুরু।

অগুরু প্রবর, লৌহ, রাজার্হ, যোগজ, বংশিক, ক্রিমিজ, ক্রিমিজগ্ধ ও অনার্য্যক এই গুলি কৃষ্ণ অগুরুর পর্য্যায়। অগুরু উষ্ণ, কটু, ত্বকের উপকারক, তিক্ত, তীক্ষ্ণ পিত্তজনক ও লঘু। ইহা কর্ণরোগ, চক্ষু রোগ, বায়ু কফ ও শীত নিবারণ করে কৃষ্ণ অগুরুই অধিক গুণকারক, ইহা জলে ফেলিলে ডুবিয়া যায় অগুরু হইতে নিষ্কাশিত স্নেহ অগুরুর ন্যায় গুণ বিশিষ্ট অগুরুকাষ্ঠের মাত্রা ৬ রতি।

শ্রীবাসঃ।

শ্রীবাসঃ সরলঃ স্রাবঃ শ্রীবেষ্টো বৃক্ষধূপকঃ।
শ্রীবাসো মধুরস্তিক্তঃ স্নিগ্ধোষ্ণস্তুবরঃ সরঃ ॥
পিত্তলো বাত মূর্দ্ধাক্ষি স্বর রোগ কফাপহঃ।
রক্ষোঘ্ন স্বেদ দৌর্গন্ধ্য ক্রিমি কণ্ডু ব্রণ প্রণুৎ ॥
স্বেদনশ্চ কফোৎসারী শোণিতস্রুতি বারণঃ।
আক্ষেপহরণো মূত্রজননো অস্রনাশনঃ ॥
বেদনা শমনো বল্য আমবাত প্রণাশিকৃৎ।
মাত্রা ১ মাষকঃ।

টার্পিন্ তৈল।

শ্রীবাস, সরলস্রাব, শ্রীবেষ্ট ও বৃক্ষধূপক এই গুলি ইহার পর্য্যায়। ইহা মধুর, তিক্ত, স্নিগ্ধোষ্ণ, কষায়, সর, পিত্তজনক, ঘর্ম্মকারক, কফ নিঃসারক মূত্রকারক, বেদনা নিবারক ও বলকর। ইহার দ্বারা বায়ু, মস্তক রোগ, নেত্র রোগ, স্বরদোষ, কফ, স্বেদ, দুর্গন্ধ, ক্রিমি, কণ্ডু, ব্রণ, রক্তস্রাব, আক্ষেপ, জ্বর ও আমবাত প্রশমিত হয়। মাত্রা ১ মাষা।

স্থূলৈলা।

এলা স্থূলা চ বহুলা পৃথ্বীকা ত্রিপুটাপি চ
ভদ্রৈলা বৃহদেলা চ চন্দ্রবালা চ নিষ্কুটিঃ ॥
স্থূলৈলা কটুকা পাকে রসে চানলকৃল্লঘুঃ।
রুক্ষোষ্ণা শ্লেষ্ম পিত্তাস্র কণ্ডূ শ্বাস তৃষাপহা ॥
হৃল্লাস বিষ বস্ত্যাস্য শিরোরুগ্ বমি কাসনুৎ।
অস্যা বীজং গ্রাহ্যং মাত্রা ১ মাষকঃ।

বড় এলাচি। হিন্দী এলাইচী পুরবী।

স্থূলএলা, বহুলা, পৃথ্বীকা, ত্রিপুটা, ভদ্রৈলা, বৃহদেলা, চন্দ্রবালা ও নিষ্কুটি

এই গুলি বড় এলাইচের নাম। এই এলাইচ কটু পাকেও কটু, অগ্নিকারক, লঘু, রূক্ষ ও উষ্ণ। ইহার দ্বারা, শ্লেষ্মা রক্তপিত্ত, কণ্ডু, শ্বাস, তৃষ্ণা হৃল্লাস (গা বমি বমি করা) বিষদোষ, কাস বমি, বস্তিরোগ মুখরোগ ও শিরোরোগ নষ্ট হয়। ইহার বীজ গ্রহণীয়, মাত্রা ১ মাষা।

সূক্ষ্মৈলা।

সূক্ষ্মোপকুঞ্চিকা তুচ্ছা কোরঙ্গী দ্রাবিড়ী ত্রুটিঃ।
এলা সূক্ষ্মা কফশ্বাস কাসার্শো মূত্রকৃচ্ছ্র হৃৎ ॥
রসেতু কটুকা শীতা লঘ্বী বাতহরা মতা।
অস্যা বীজং গ্রহণীয়ং মাত্রা ১ মাষকঃ।

গুজরাটী এলাইচ, ছোট এলাইচ।

সূক্ষ্মৈলা, উপকুঞ্চিকা, তুচ্ছা, কোরঙ্গী, দ্রাবিড়া ও ত্রুটি এই গুলি ইহার নাম। ইহা কটু শীতল, লঘু ও বায়ু নাশক। ইহা দ্বারা কফ, কাস, শ্বাস, অর্শঃ ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ উপশমিত হয়। ইহার বীজ গ্রহণীয়, মাত্রা ১ মাষা।

ত্বক্‌পত্রম্।

ত্বক্‌পত্রঞ্চ বরাঙ্গং স্যাদ্ ভৃঙ্গং চোচন্তথোৎকটম্।
ত্বচং লঘূষ্ণং কটুকং স্বাদু তিক্তঞ্চ রূক্ষকম্ ॥
পিত্তলং কফবাতঘ্নং কণ্ড্বামারুচি নাশনম্।
হৃদ্বস্তি রোগ বাতার্শঃ ক্রিমি পীনস শুক্রহৃৎ ॥

হিন্দী তজ্।

ত্বক্‌পত্র, বরাঙ্গ, ভৃঙ্গ, চোচ ও উৎকট এই সমস্ত তজের নাম। তজ লঘু উষ্ণ, কটু, স্বাদু, তিক্ত, রূক্ষ ও পিত্তজনক। ইহা দ্বারা কফ, বায়ু, কণ্ডু আম, অরুচি, হৃদ্রোগ, বাতার্শঃ, ক্রিমি, পীনস নিবারণ ও শুক্র ক্ষয় হয়।

ত্বক্।

ত্বক্ স্বাদ্বী তু তনুত্বক্ স্যাত্তথা দারুসিতা মতা।
উক্তা দারুসিতা স্বাদ্বী তিক্তা চানিল পিত্ত হৃৎ ॥
সুরভিঃ শুক্রলা বর্ণ্যা মুখশোষ তৃষাপহা।

দারুচিনি।

স্বাদুত্বক, তনুত্বক্ ও দারুসিতা এই গুলি দারুচিনির নাম। দারুচিনি স্বাদু তিক্ত, সুগন্ধি, শুক্রজনক ও শরীরের উৎকৃষ্ট বর্ণ সাধক। ইহার দ্বারা বায়ু, পিত্ত, মুখশোষ ও তৃষ্ণা দূর হয়।

জাতীফলম্।

জাতীফলং জাতিকোষং মালতীফল মিত্যপি।
জাতীফলং রসে তিক্তং তীক্ষ্ণোষ্ণং রোচনং লঘু ॥
কটুকং দীপনং গ্রাহি স্বর্য্যং শ্লেষ্মানিলাপহম্।
নিহন্তি মুখবৈরস্যং মল দৌর্গন্ধ্য কৃষ্ণতাঃ।
ক্রিমি কাস বমি শ্বাস শোষ পীনস হৃদ্রুজঃ।

জায়ফল।

জাতিফল, জাতীকোষ ও মালতীফল এই গুলি জায়ফলের নাম। জায়ফল তিক্ত, তীক্ষ্ণোষ্ণ, রোচক, লঘু, কটু, দীপন, গ্রাহী ও স্বরপরিষ্কারক। জায়ফল ব্যবহার করিলে বায়ু শ্লেষ্মা, মলের দুর্গন্ধ ও কৃষ্ণবর্ণ, ক্রিমি, কাস, বমি, শ্বাস, শোষ, পীনস ও হৃদ্রোগ নিবারণ হয়।

লবঙ্গম্।

লবঙ্গং দেবকুসুমং শ্রীসংজ্ঞং শ্রীপ্রসূনকম্।
লবঙ্গং কটুকং তিক্তং লঘুনেত্র হিতং হিমম্ ॥

দীপনং পাচনং রুচ্যং কফপিত্তাস্র নাশকৃৎ।
তৃষ্ণাং ছর্দিং তথাধ্মানং শূলমাশু বিনাশয়েৎ॥
কাসং শ্বাসঞ্চ হিক্কাঞ্চ ক্ষয়ং ক্ষপয়তি ধ্রুবম্।
মাত্রা ১ মাষকঃ।

লবঙ্গ।

পর্য্যায়। লবঙ্গ, দেবকুসুম, শ্রীসংজ্ঞ ও শ্রীপ্রসূনক।

গুণ। ইহা কটু, তিক্ত, লঘু, চক্ষুর হিত-কারক, শীতল, দীপন, পাচক ও রোচক।

প্রয়োগ। কফ, পিত্ত, রক্তদোষ, তৃষ্ণা, বমন, আধ্মান, শূল, কাস, শ্বাস, হিক্কা ও ক্ষয় রোগে আশু উপকার করে। মাত্রা ১ মাষা।

জটামাংসী।

জটামাংসী ভূতজটা জটিলা চ তপস্বিনী।
মাংসী তিক্তা কষায়া চ মেধ্যা কান্তি বলপ্রদা॥
স্বাদ্বী হিমা ত্রিদোষাস্র দাহাপস্মার কুষ্ঠনুৎ।
লেপনাদ্রুক্ষতাং হন্তি জ্বরং চর্ম্মাময়ং গদম্॥
অস্যা মূলং গ্রহণীয়ং মাত্রা ৮ রক্তিকাঃ।

জটামাংসী।

পর্য্যায়। জটামাংসী, ভূতজটা, জটিলা, তপস্বিনী ও মাংসী।

গুণ। তিক্ত, কষায়, স্মরণশক্তি বর্দ্ধক, বলকারক, কান্তিপ্রদ, স্বাদু, শীতল ত্রিদোষ ও রুক্ষতা নাশক।

আময়িক প্রয়োগ। রক্তদোষ, দাহ, অপস্মার, কুষ্ঠ, জ্বর ও বিবিধ চর্ম্ম রোগে ব্যবহেয়। মাত্রা ৮ রতি।

মুরামাংসী।

মুরাগন্ধকটী দৈত্যা সুরভিঃ শালপর্ণিকা।
মুরাতিক্তা হিমা স্বাদ্বী লঘ্বী পিত্ত নিলাপহা॥
জ্বরাসৃগ্ভূতরক্ষোঘ্নী কুষ্ঠ কাস বিনাশিনী।
মাত্রা ৩ রক্তিকাঃ।

মুরামাংসী, একাঙ্গী।

পর্য্যায়। মুরা, গন্ধকটী, দৈত্যা, সুরভি ও শালপর্ণিকা।

গুণ। তিক্ত, শীতল, স্বাদু, লঘু, ও বায়ুপিত্ত নাশক।

আময়িক প্রয়োগ। জ্বর, রক্তদোষ, কুষ্ঠ ও কাস রোগে ব্যবহেয়। মাত্রা ৬ রতি।

কর্চ্চূরঃ।

কর্চ্চূরো বেধমুখ্যশ্চ দ্রাবিড়ঃ কল্পকঃ শঠী।
কর্চ্চূরো দীপনো রুচ্যঃ কটুক তিক্ত এব চ॥
সুগন্ধিঃ কটুপাকস্যাৎ কুষ্ঠার্শো ব্রণ কাসনুৎ।
উষ্ণোলঘুঃ হরেচ্ছাসং গুল্মবাত কফ ক্রিমীন্॥
গলগণ্ডং গণ্ডমালা মপচীং মুখজাড্য হৃৎ।
অস্যা মূলং গ্রাহ্যং মাত্রা ৩ রক্তিকাঃ।

শঠী।

পর্য্যায়। কর্চ্চূর, বেধমুখ্য, দ্রাবিড়, কল্পক ও শঠী

গুণ। অগ্নিদীপক, রোচক, কটু, তিক্ত, সুগন্ধি, উষ্ণ ও লঘু।

আময়িক প্রয়োগ। কুষ্ঠ, অর্শঃ, ব্রণ, কাস, শ্বাস, গুল্ম, বায়ু, কফ, ক্রিমি, গল-গণ্ড, গণ্ডমালা, অপচী ও মুখের জড়তা নষ্ট করে। ইহার মূল গ্রহণীয়, মাত্রা ৩ রতি।

পলাশীশঠী।

(গন্ধপলাশী সুগন্ধদ্রব্যং দ্রব্যং কাশ্মীরে প্রসিদ্ধং।)

শটীপলাশী ষড়্গ্রন্থা সুব্রতা গন্ধমূলিকা।
গন্ধারিকা গন্ধবধূ র্বধূঃ পৃথুপলাশিকা॥

ভবেদ্গন্ধপলাশী তু কষায়া গ্রাহিণী লঘুঃ।
তিক্তা তীক্ষ্ণা চ কটুকা মুখাস্যমলনাশিনী।
শোথ কাস ব্রণ শ্বাস শূলহিক্কা গ্রহাপহা।।
অস্যা মূলং গ্রহণীয়ং মাত্রা ৬ রক্তিকাঃ।

হিন্দী গন্ধপলাশী।

পর্য্যায়। পলাশীশঠী, ষড়্গ্রন্থা, সুব্রতা, গন্ধমূলিকা গন্ধারিকা, গন্ধবধূ, বধূ ও পৃথুপলাশিকা।

গুণ। কষায়, গ্রাহী, লঘু, তিক্ত, তীক্ষ্ণ, কটু, অত্যুষ্ণ, মুখের মলপরিষ্কার কারক ও গ্রহদোষ নাশক।

আময়িক প্রয়োগ। শোথ, কাস, ব্রণ, শ্বাস, শূল ও হিক্কা রোগে ব্যবহেয়। ইহার মূল গ্রহণীয়, মাত্রা ৬ রতি

জাতীপত্রী।

জাতীফলস্য ত্বক্ প্রোক্তা জাতীপত্রী
ভিষগ্‌বরৈঃ
জাতিপত্রী লঘু, স্বাদুঃ কটূষ্ণা রুচিবর্ণ কৃৎ।
কফকাস বমিশ্বাস তৃষ্ণা ক্রিমি বিষাপহা॥
বক্ত্রবৈশদ্যজননী তিক্তা দৌর্গন্ধ্যহারিণী।
মাত্রা ৪ রক্তিকা।

জয়িত্রী।

জায়ফলের ত্বক্‌কে জাতিপত্রী বা জয়িত্রী বলে। জয়িত্রী লঘু, স্বাদু, কটু, উষ্ণ, রুচিকারক, বর্ণের উৎকর্ষ সাধক, মুখবৈশদ্য জনক, তিক্ত ও দৌর্গন্ধ্য নাশক।

প্রয়োগ। ইহা কফ, শ্বাস, কাস, বমি, তৃষ্ণা, ক্রিমি ও বিষদোষ নষ্ট করে। মাত্রা ৪ রতি।

কক্কোলম্।

কক্কোলং কোলকং প্রোক্তং তথা কোষফলং স্মৃতম্।
কক্কোলং লঘু তীক্ষ্ণোষ্ণং তিক্তং হৃদ্যং রুচিপ্রদম্॥
আস্যদৌর্গন্ধ্য হৃদ্রোগ কফবাতাময়াস্ত্য হৃৎ।
মাত্রা ৬ রতি।

কাঁকলা হিন্দী শীতলচিনি।

পর্য্যায়। কক্কোল, কোলক ও কোষকল।

গুণ। ইহা লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, তিক্ত, হৃদ্য, রোচক, মুখের দুর্গন্ধ নাশক ও কফ নাশক।

আময়িক প্রয়োগ। হৃদ্রোগ, বাতব্যাধি ও চক্ষুরোগে ব্যবহেয়। এই বীজের মাত্রা ৬ রতি।

গন্ধকোকিলা গন্ধমালতী চ।

স্নিগ্ধোষ্ণা কফহৃৎ তিক্তা সুগন্ধা গন্ধকোকিলা।
গন্ধকোকিলয়াতুল্যা বিজ্ঞেয়া গন্ধমালতী॥
মাত্রা ৪ রক্তিকাঃ।

খোঁড়বচ ও গন্ধমাত্রা।

এই দুই দ্রব্য, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, কফনাশক, তিক্ত ও সুগন্ধ। মাত্রা ৩ রতি।

পত্রকম্।

পত্রস্তমালপত্রঞ্চ তথা স্যাৎ পত্রনামকম্
পত্রকং মধুরং কিঞ্চিত্তীক্ষ্ণোষ্ণং পিচ্ছিলং লঘু॥
নিহন্তি কফবাতার্শো হৃল্লাসারুচিপীনসান্।
মাত্রা ১ মাষকঃ।

তেজপত্র।

পর্য্যায়। পত্র, তমালপত্র ও পত্র পর্য্যায়।

গুণ। এই দ্রব্য কিঞ্চিৎ মধুর, তিক্তোষ্ণ, পিচ্ছিল ও লঘু।

প্রয়োগ। ইহা কফ, বায়ু, অর্শ, হৃল্লাস (গা বমি বমি করা), অরুচি ও পীনস রোগ দূর করে। ইহার মাত্রা ১ মাষা।

লতাকস্তূরিকা।

লতাকস্তূরিকা তিক্তা স্বাদ্বী বৃষ্যা হিমা লঘুঃ।
চক্ষুষ্যা ছেদিনী শ্লেষ্ম তৃষ্ণা বস্ত্যাস্য রোগহৃৎ॥
অস্যা বীজং গ্রাহ্যং মাত্রা ৬ রক্তিকাঃ।

লতাকস্তূরী হিন্দী মুস্কদানা।

গুণ। লতাকস্তূরী তিক্ত, স্বাদু, বলকারক, শীতল, লঘু, চক্ষুষ্য ও ছেদক।

প্রয়োগ। ইহা শ্লেষ্মা, তৃষ্ণা, বস্তি-রোগ ও মুখরোগ নিবারণ করে। এই বীজের মাত্রা ৬ রতি।

বটাশী।

গন্ধমার্জ্জারবীর্য্যন্তু বীর্য্যকৃৎ কফবাতনুৎ।
কণ্ডূকুষ্ঠ হরং নেত্রং সুগন্ধং স্বেদগন্ধনুৎ॥
মাত্রা ৪ রক্তিকাঃ।

খাটাশী।

খাটাশী বীর্য্য কারক ও সুগন্ধ। ইহা বায়ু কফ কণ্ডু কুষ্ঠ নেত্র রোগ, স্বেদ ও দুর্গন্ধ নিবারণ করে। ইহা মৃগনাভির ন্যায় জান্তব পদার্থ। ইহার অভ্যন্তরস্থ রেণু মৃগনাভির পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা-যাইতে পারে। মাত্রা ৪ রতি।

শল্লকী নির্য্যাসঃ।

কুন্দুরুস্তু মুকুন্দঃ স্যাৎ সুগন্ধ-কুন্দইত্যপি।
কুন্দুরুর্মধুর তিক্ত তীক্ষ্ণত্বক্ কটুর্হরেৎ॥
জ্বরস্বেদগ্রহালক্ষ্মী মুখরোগ কফানিলান্।
বাহপ্রদর পিত্তার্ত্তী লেপনাচ্ছেত্ত্যাহঃ ক্বচঃ॥
মাত্রা ৪ রক্তিকাঃ।

কুন্দুরখোটী।

পর্য্যায়। কুন্দুরু মুকুন্দ সুগন্ধ ও কুন্দ।

গুণ। ইহা মধুর, তিক্ত, তীক্ষ্ণ, কটু ও ত্বকের স্বাস্থ্যরক্ষক।

প্রয়োগ। এই দ্রব্য জ্বর, স্বেদ, গ্রহ, অলক্ষ্মী, মুখরোগ, কফ, বায়ু, দাহ, প্রদর ও পৈত্তিক পীড়া নিবারণ করে। ইহার লেপন শৈত্যোৎপাদক। মাত্রা ৪ রতি

দেবদারু।

দেবদারু স্মৃতং দারু ভদ্রদার্ব্বিন্দ্রদারু চ।
মস্তদারু দ্রুকিলিমং কিলিমং সুরভূরুহঃ॥
দেবদারু লঘুস্নিগ্ধং তিক্তোষ্ণং কটুপাকি চ।
বিবন্ধাধ্মান শোথাম তন্দ্রা হিক্কা জ্বরাস্র জিৎ॥
প্রমেহ পীনস শ্লেষ্ম কাস কণ্ডূ সমীরনুৎ।
মাত্রা ৬ রক্তিকাঃ।

দেবদারু।

দেবদারু, দারু, ভদ্রদারু, ইন্দ্রদারু, মস্তদারু, দ্রুকিলিম, কিলিম ও সুরভূরুহ এই গুলি দেবদারুর পর্য্যায়।

গুণ। ইহা লঘু, স্নিগ্ধ তিক্ত ও উষ্ণ। ইহা পাকে কটুরস বিশিষ্ট হয়।

প্রয়োগ। ইহা বিবন্ধ, আধ্মান, শোথ, আম, তন্দ্রা, হিক্কা, জ্বর, রক্তদোষ, প্রমেহ, পীনস, শ্লেষ্মা, কাস, কণ্ডু ও বায়ু নাশ করে। দেবদারু কাষ্ঠের মাত্রা ৬ রতি।

তুম্বুরু ফলম্ ।

তুম্বুরুঃ সৌরভঃ সৌরো বনজঃ সানুজোঽন্ধকঃ ।
তুম্বুরুঃ প্রথিতং তিক্তং কটুপাকেঽপি তৎ কটু ॥
রুক্ষোষ্ণং দীপনং তীক্ষ্ণং রুচ্যং লঘু বিদাহি চ ।
বাতশ্লেষ্মাক্ষি কর্ণৌষ্ঠ শিরোরুক্ গুরুতা ক্রিমীন্ ॥
কুষ্ঠশূলারুচি শ্বাস প্লীহকৃচ্ছ্রাণি নাশয়েৎ ।
অস্য বীজং গ্রাহ্যং মাত্রা ১ মাষকঃ ।

তুম্বুরু ।

পর্য্যায় । তুম্বুরু, সৌরভ, বনজ ও সানুজ, অন্ধক ও সৌর ।

গুণ । ইহা তিক্ত, পাকে কটু, রুক্ষ, উষ্ণ, অগ্নিদীপক, তীক্ষ্ণ, রুচিকারক, লঘু ও বিদাহী ।

প্রয়োগ । ইহা বাতশ্লেষ্মা, নেত্র-রোগ, কর্ণরোগ, ওষ্ঠরোগ, শিরঃপীড়া, দেহের ভার, ক্রিমি, কুষ্ঠ, শূল, অরুচি, শ্বাস, প্লীহা ও মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারণ করে । ইহার বীজ গ্রহণীয়, মাত্রা ১ মাষা ।

নখম্ ।

নখং ব্যাঘ্রনখং ব্যাঘ্রায়ুধঞ্চ চক্রকারকম্ ।
নখং স্বল্পং নখীপ্রোক্তা হনুর্হট্টবিলাসিনী ॥
নখদ্বয়ং গ্রহশ্লেষ্ম বাতাস্র জ্বর কুষ্ঠ হৃৎ ।
লঘূষ্ণং শুক্রলং বর্ণ্যং স্বাদুব্রণ বিশোধনম্ ॥
অলক্ষ্মী মুখ দৌর্গন্ধ্যহৃৎ পাক রসয়োঃ কটু ।
মাত্রা ২ রক্তিকে ।

নখী ।

পর্য্যায় । নখ, ব্যাঘ্রনখ, ব্যাঘ্রমুখ, চক্রকারক । নখ ক্ষুদ্র হইলে তাহাকে নখী বলে, ইহার পর্য্যায় হনু ও হট্ট-বিলাসিনী ।

উভয়ের গুণ । লঘু, উষ্ণ, শুক্রজনক, বর্ণ্য, স্বাদু, স্বাদে ও পাকে কটু, গ্রহ ও অলক্ষ্মীনাশক ।

আময়িক প্রয়োগ । ব্রণ ও বিষজ পীড়া, মুখদো[illegible] প্রভৃতি নিবারণ করিয়া উপকার করে । মাত্রা ২ রতি । ইহার আভ্যন্তরিক প্রয়োগ অতি অল্প ।

মুস্তকং নাগরমুস্তকঞ্চ ।

মুস্তকং ন স্ত্রিয়াং মুস্তা ত্রিষু বারিদ নামকম্ ।
কুরুবিন্দশ্চ সংখ্যাতো[illegible]পরঃ ক্রোড়কসেরুকঃ ॥
ভদ্রমুস্তক গুন্দ্রা চ [illegible] নাগরমুস্তকঃ ।
মুস্তং কটু হিমং গ্রাহি [illegible] দীপনপাচনম্ ॥
কষায়ং কফপিত্তাস্র জ্বরাতিসার রুচ্ছ হৃৎ ।
আনূপদেশে যজ্জাতং মুস্তকং তৎপ্রশস্যতে ॥
তত্রাপি মুনিভিঃ প্রোক্তং বরং নাগরমুস্তকম্ ।
মাত্রা ১ মাষা ।

মুস্তা ও নাগর মুস্তা ।

পর্য্যায় । মুস্তক, মুস্ত, কুরুবিন্দ, ক্রোড়, কসেরুক ও মেঘবাচক শব্দ সমুদায় ইহার পর্য্যায় ।

ভদ্রমুস্তার পর্য্যায় । ভদ্রমুস্তা, গুন্দ্রা ও নাগরমুস্তক ।

গুণ । কটু, শীতল, গ্রাহী, তিক্ত, দীপক, কষায় ও পাচক ।

আময়িক প্রয়োগ । কফবৃদ্ধি, রক্ত-পিত্ত, তৃষ্ণা, জ্বর, অতিসার ও ক্রিমি প্রভৃতি নষ্ট করে । এই তৃণের মূল গ্রহ-ণীয়, মাত্রা ১ মাষা ।

মেথিকা বন্যমেথিকা চ ।

মেথিকা মেথিনি মেথি দীপনী বহুপত্রিকা ।
বোধিনী বহুবীজা চ জাতি র্গন্ধফলা তথা ॥
বল্লরী চ কাম্যগন্ধা মিশ্রপুষ্পা চ কৈরবী ।
কুঞ্চিকা বহুপর্ণী চ পিত্তজিৎ বায়ুনুৎ হিমা ॥
মেথিকা বাতশমনী শ্লেষ্মঘ্নী জ্বরনাশিনী ।

রুচিপ্রদা দীপনী চ রক্তপিত্ত প্রকোপিনী ॥
ততঃ স্বল্প গুণা বন্যা বাজিনাং সাতু পূজিতা।
অনয়োবীজং গ্রাহ্যং মাত্রা ২ মাষকৌ।

মেথী ও বনমেথী।

মেথিকা, মেথিনি, মেথি, দীপনী, বহুপত্রিকা, বোধিনী, বহুবীজা, জাতী, গন্ধফলা, বল্লরী, কামমস্থা, মিশ্রপুষ্পা, কৈরবী, কুঞ্চিকা ও বহুপর্ণী এই সমুদায় মেথীর নাম।

মেথী বায়ুনাশক, শ্লেষ্মনাশক, জ্বরঘ্ন, রুচিপ্রদ, অগ্নিদীপক ও রক্তপিত্ত প্রকোপক। বনমেথী ইহা অপেক্ষা স্বল্পগুণ বিশিষ্ট ও বাজীগণের পক্ষে হিতকারক। ইহাদের বীজ গ্রহণীয়, মাত্রা ২ মাষা।

শুক্লজীর, কৃষ্ণজীর, কালাজাজী।

জীরকো জরণোজাজী কণাস্যাদ্দীর্ঘজীরকঃ।
কৃষ্ণজীরঃ সুগন্ধশ্চ তথৈবোদ্গার শোধনঃ ॥
কালাজাজী তু সুষবী কালিকা চোপকালিকা।
পৃথ্বীকা কারবী পৃথ্বী পৃথুকৃষ্ণোপকুঞ্চিকা ॥
উপকুঞ্চী চ কুঞ্চী চ বৃহজ্জীরক ইত্যপি।
জীরক ত্রয়ং রূক্ষং কটূষ্ণং দীপনং লঘু ॥
সংগ্রাহি পিত্তলং মেধ্যং গর্ভাশয় বিশুদ্ধিকৃৎ।
জ্বরঘ্নং পাচনং বৃষ্যং বল্যং রুচ্যং কফাপহম্ ॥
চক্ষুষ্যং পবনাধ্মান গুল্মচ্ছর্দ্যতিসার হৃৎ।
মাত্রা ২ মাষকৌ।

শুক্লজীরা, কৃষ্ণজীরা কলৌঞ্জী।

জীরক, জরণ, অজাজী, কণা ও দীর্ঘ জীরক এই সমুদায় শুক্লজীরার পর্য্যায়। কৃষ্ণজীব, সুগন্ধ, উদ্গার শোধক এই সমস্ত কৃষ্ণজীরার পর্য্যায়। কালাজাজী, সুষবী, কালিকা, উপকালিকা, পৃথ্বীকা, কারবী, পৃথুকৃষ্ণা, উপকুঞ্চিকা, উপকুঞ্চী, কুঞ্চী ও বৃহজ্জীর এই সমুদায় কলৌঞ্জীর পর্য্যায়।

গুণ। তিন প্রকার জীরাই রুক্ষ, কটু, উষ্ণ, অগ্নিদীপক, লঘু, সংগ্রাহক, পিত্তকারক, স্মরণশক্তি বর্দ্ধক, জরায়ুশোধক, জ্বরঘ্ন, পাচক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, রুচিকারক, কফনাশক, চক্ষুর হিতকর।

প্রয়োগ। বায়ুদ্বারা উদরাধ্মান, গুল্ম, বমন ও অতিসার নষ্ট করে। ইহাদের বীজ গ্রহণীয়, মাত্রা ২ মাষা।

সিহ্লকঃ।

সিহ্লকস্তু তুরুষ্কঃ স্যাদ্যতো যবনদেশজঃ।
কপিতৈলঞ্চ সংখ্যাতা স্তথা চ কপিনামকঃ ॥
সিহ্লকঃ কটুকঃ স্বাদুঃ স্নিগ্ধোষ্ণঃ শুক্রকান্তিকৃৎ।
বৃষ্যঃ কণ্ঠ্যঃ স্বেদকুষ্ঠ জ্বরদাহ গ্রহাপহঃ।
মূত্রাঘাতাশ্মরী মূত্রকৃচ্ছ্র কণ্ডূবিনাশনঃ ॥
মাত্রা ৪ রক্তিকাঃ।

শিলারস।

সিহ্লক, তুরুষ্ক, যবনদেশজ, কপিতৈল এই গুলি এবং বানরবাচক শব্দ সমস্ত ইহার পর্য্যায়।

গুণ। ইহা কটু, স্বাদু, স্নিগ্ধোষ্ণ, শুক্রদ, কান্তিকারক, বলকর ও কণ্ঠ শোধক।

প্রয়োগ। শিলারস স্বেদ, কুষ্ঠ, জ্বর, দাহ, গ্রহ দোষ, মূত্রাঘাত, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র ও কণ্ডূ নিবারণ করে। এই নির্য্যাসের মাত্রা ৪ রতি।

শৈলেয়কম্।

শৈলেয়স্তু শিলাপুষ্পং বৃদ্ধং কালানুসার্য্যকম্।
শৈলেয়ং শীতলং হৃদ্যং কফপিত্তহরং লঘু ॥
কণ্ডূ কুষ্ঠাশ্মরীদাহ পিত্তহৃদ্ ব্রণরক্ত হৃৎ।

শৈলজ। হিন্দী ছুরছরীল।

পর্য্যায়। শৈলেয়, শিলাপুষ্প, বৃদ্ধ ও কালানুসার্য্যক।

গুণ। শীতল, হৃদ্য, লঘু ও কফপিত্ত নাশক।

আময়িক প্রয়োগ। কণ্ডু, কুষ্ঠ, অশ্মরী, দাহ, বিষদোষ ও অর্শঃ প্রভৃতি রোগে উপকারক।

সরল।

সরলঃ পীতবৃক্ষঃ স্যাত্তথা সুরভিদারুকঃ।
সরলো মধুরস্তিক্তঃ কটুপাকরসোলঘুঃ॥
স্নিগ্ধোষ্ণঃ কর্ণকণ্ঠাক্ষিরোগ রক্ষোহরঃ স্মৃতঃ।
কফানিলস্বেদ দাহকাস মূর্চ্ছা ব্রণাপহঃ॥

সরলকাষ্ঠ হিন্দী ধূপসরল।

পর্য্যায়। সরল, পীতবৃক্ষ, ও সুরভি-দারুক।

গুণ। ইহা মধুর, তিক্ত, লঘু পাকে কটু ও স্নিগ্ধোষ্ণ।

প্রয়োগ। ইহা দ্বারা কর্ণ রোগ, নেত্ররোগ, কফ, বায়ু, স্বেদ, দাহ, কাস, মূর্চ্ছা ও ব্রণরোগ এবং রাক্ষস ভয় নিবারণ হয়।

নাগকেশর।

নাগপুষ্প স্মৃতো নাগঃ কেশরো নাগকেশরঃ।
চাম্পেয়ো নাগকিঞ্জল্কঃ কথিতঃ কাঞ্চনাহ্বয়ঃ॥
নাগপুষ্পং কষায়োষ্ণং রুক্ষং লঘ্বাম পাচনম্।
জ্বরকণ্ডূতৃষাস্বেদ ছর্দ্দি হৃল্লাস নাশনম্॥
দৌর্গন্ধ্য কুষ্ঠ বীসর্প কফপিত্ত বিষাপহম্।

নাগকেশর।

পর্য্যায়। নাগপুষ্প, নাগ, কেশর, নাগকেশর, চাম্পেয়, নাগ, কিঞ্জল্ক ও স্বর্ণ পর্য্যায়।

গুণ। কষায়, উষ্ণ, রুক্ষ, লঘু ও আমপাচক।

আময়িক প্রয়োগ। জ্বর, কণ্ডু, তৃষ্ণা, স্বেদ, বমন, হৃল্লাস (গা বমি বমি করা) দৌর্গন্ধ্য, কুষ্ঠ, বীসর্প, কফ, পিত্ত ও বিষ-দোষ প্রভৃতিতে প্রয়োগ করিলে উপকার হয়।

গ্রন্থিপর্ণম্।

গ্রন্থিপর্ণং গ্রন্থিকঞ্চ কাকপুচ্ছঞ্চ গুচ্ছকম্।
নীলপুষ্পং সুগন্ধঞ্চ কথিতং তৈলপর্ণকম্॥
গ্রন্থিপর্ণং তিক্ততীক্ষ্ণং কটূষ্ণং দীপনং লঘু।
কফবাত বিষশ্বাস কণ্ডু দৌর্গন্ধ্য নাশনম্॥

গেটেলা হিন্দী গাঁটিবন।

পর্য্যায়। গ্রন্থিপর্ণ গ্রন্থিক, কাকপুচ্ছ গুচ্ছক, নীলপুষ্প, সুগন্ধ ও তৈলপর্ণক।

গুণ। তিক্ত, তীক্ষ্ণ, কটু, উষ্ণ, অগ্নিদীপক ও লঘু।

আময়িক প্রয়োগ। কফবৃদ্ধি, বায়ুবৃদ্ধি, বিষজরোগ, শ্বাস ও কণ্ডূ প্রভৃতিতে ব্যবস্থেয়, ইহার দুর্গন্ধ নাশকতা শক্তি আছে।

স্থৌণেয়কম্।

(গ্রন্থিপর্ণ বিশেষভেদ ইদং সুগন্ধঃ স্থৌণেয়ং থুনের ইতি লোকে প্রসিদ্ধম্।)

স্থৌণেয়কং বর্হিবর্হং শুকবর্হঞ্চ কুক্কুরম্
শীর্ণরোম শুককাপি শুকপুষ্পং শুকচ্ছদম্॥
স্থৌণেয়কং কটু স্বাদু তিক্তং স্নিগ্ধং ত্রিদোষনুৎ।
মেধা শুক্রকরং রুচ্যং রক্ষোঘ্নং জ্বরজন্তুজিৎ॥
হন্তি কুষ্ঠাস্র তৃড়্দাহ দৌর্গন্ধ্য তিলকালকান্।

হিন্দী থুনের।

এই দ্রব্য গ্রন্থিপর্ণের প্রকার ভেদ মাত্র থুনের বলিয়া প্রসিদ্ধ।

ইহার পর্য্যায়। স্থৌণেয়ক, বর্হি বহ, শুকবর্হ, কুক্কুর, শীর্ণরোম, ... শুকপুষ্প ও শুকচ্ছদ।

গুণ। কটু, স্বাদু, তিক্ত, ... ত্রিদোষ নাশক, মেধাবর্দ্ধক, ... রুচিকারক রাক্ষস নাশক ও ক্রিমিনাশক।

আময়িক প্রয়োগ। জ্বর, কুষ্ঠ, রক্তদোষ, তৃষ্ণা, দাহ, দৌর্গন্ধ্য ও তিলকালক রোগে ব্যবহৃত।

কিতব।

(গ্রন্থিপর্ণ বিশেষঃ ভটেউর ইতি নেপাল দেশে তৎখ্যাতি।)

নিশাচরো ধনহরঃ কিতবো গণহাসকঃ।
রোচকো মধুর স্তিক্তঃ কটু পাকেকটুর্লঘুঃ॥
তীক্ষ্ণো হৃদ্যো হিমো হন্তিকুষ্ঠকণ্ডুকফানিলান্।
রক্ষো স্বেদমেদোঽস্র জ্বরগন্ধ বিষ ব্রণান্॥

ভটেউর।

এক প্রকার গ্রন্থিপর্ণ নেপাল দেশে জন্মে।

পর্য্যায়। নিশাচর, ধনহর, কিতব ও গণহাসক।

গুণ। রোচক, মধুর, তিক্ত, কটু, পাকেও কটু, লঘু, তীক্ষ্ণ, হৃদ্য রাক্ষস ভয় নাশক ও শোভা সম্পাদক।

আময়িক প্রয়োগ। কুষ্ঠ, কণ্ডু, কফ, বায়ু, স্বেদ, মেদোরোগ, রক্তদোষ, জ্বর, দুর্গন্ধ, বিষ ও ব্রণ নষ্ট করে।

পর্পটী

(পর্পটী ইতি প্রসিদ্ধং পদ্মাবতী ইতি চ। উত্তর দেশে সুগন্ধি দ্রব্যম্।)

পর্পটী রঞ্জনা কৃষ্ণা জতুকা জননী জনী।
জতুকৃষ্ণাগ্নি সংস্পর্শা জতুকৃচ্চক্রবর্ত্তিনী॥
পর্পটী তুবরা তিক্তা শিশিরা বর্ণকৃল্লঘুঃ।
বিষব্রণহরী কণ্ডু কফপিত্তাস্র কুষ্ঠনুৎ॥

হিন্দী পদ্মাবতী।

পর্য্যায়। পর্পটী, রঞ্জনা, কৃষ্ণা, জতুকা, জননী, জনী, জতুকৃষ্ণা, অগ্নিসংস্পর্শা, জতুকৃৎ ও চক্রবর্ত্তিনী।

গুণ। কষায়, তিক্ত, শীতল, বর্ণকারক ও লঘু।

আময়িক প্রয়োগ। বিষদোষ, ব্রণ, কণ্ডু, কফ, পিত্ত, রক্তদোষ ও কুষ্ঠ নিবারণ করে।

নলিকা।

নলিকা উত্তর পথে প্রসিদ্ধা। সুগন্ধা প্রবালাকৃতি র্যবাগ্রী ইতি চ ক্বচিৎ প্রসিদ্ধা।

নলিকা বিদ্রুমলতা কপোতচরণা নটী।
ধমন্যঞ্জনকেশী চ নির্মধ্যা সুষিরা নলী॥
নলিকা শীতলা লঘ্বী চক্ষুষ্যা কফপিত্ত হৃৎ।
কৃচ্ছ্রাশ্ম বাত তৃড়স্র কুষ্ঠ কণ্ডু জ্বরাপহা॥

নলিকা।

প্রবালাকৃতি সুগন্ধ দ্রব্য।

পর্য্যায়। নলিকা, বিদ্রুমলতা, কপোতচরণা, নটী, ধমনী, অঞ্জনকেশী, নির্মধ্যা, সুষিরা ও নলী।

গুণ। শীতল, লঘু, চক্ষের হিতকর, কফ শান্তিকর ও পিত্ত নাশক।

আময়িক প্রয়োগ। কঠিন অশ্মরী রোগ, বাত রোগ, তৃষ্ণা, রক্তদোষ, কুষ্ঠ, কণ্ডু ও জ্বররোগে ব্যবহৃত।

প্রপৌণ্ডরীকম্ ।

(প্রপৌণ্ডরীকম্ সুগন্ধদ্রব্যং পুণ্ডেরী ইতি লোকে প্রসিদ্ধম্ ।)

প্রপৌণ্ডরীকং পৌণ্ডর্য্যং চক্ষুষ্যং পৌণ্ডরীয়কম্ ।
পৌণ্ডর্য্যং মধুরং তিক্তং কষায়ং শুক্রলং হিমম্ ॥
চক্ষুষ্যং মধুরং পাকে বর্ণ্যং পিত্ত কফপ্রণুৎ ।

হিন্দী পুণ্ডরিয়া ।

পর্য্যায় । প্রপৌণ্ডরীক, পৌণ্ডর্য্য, চক্ষুষ্য ও পৌণ্ডরীয়ক ।

গুণ । মধুর, তিক্ত, কষায়, শুক্রজনক, শীতল, চক্ষুর পক্ষে উপকারক, পাকে মধুর, বর্ণজনক, পিত্ত নাশক ও কফশান্তিকর ।

স্পৃক্কা ।

(স্পৃক্কা সুগন্ধি দ্রব্যং শাক বিশেষ লক্কোবক পুরাতি লোকে চ ।)

স্পৃক্কাসৃক্ ব্রাহ্মণী দেবী মরুন্মালা লতা লঘুঃ ।
সমুদ্রান্তাবধূঃ কোটি বর্ষালঙ্কারিকেত্যপি ॥
স্পৃক্কা স্বাদ্বী হিমা বৃষ্যা তিক্তা নিখিল দোষনুৎ ।
কুষ্ঠ কণ্ডূ বিষ স্বেদ দাহাস্র জ্বররক্তহৃৎ ॥

গন্ধপিড়িং ।

পর্য্যায় । স্পৃক্কা, অসৃক্, ব্রাহ্মণী, দেবী, মরুন্মালা, লতা, লঘু, সমুদ্রান্তা, বধূ, কোটি ও বর্ষালঙ্কারিকা ।

গুণ । স্বাদু, শীতল, বলকারক, তিক্ত ও সর্ব্বদোষ নাশক ।

আময়িক প্রয়োগ । কুষ্ঠ, কণ্ডু, বিষ, স্বেদ, দাহ, রক্তগত জ্বর ও রক্তদোষে প্রয়োজ্য ।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ।

জ্বরঘ্নবর্গঃ ।

নিম্বঃ ।

নিম্বঃ স্যাৎ পিচুমর্দ্দশ্চ পিচুমন্দশ্চ তিক্তকঃ ।
অরিষ্টঃ পারিভদ্রশ্চ হিঙ্গুনির্য্যাস ইত্যপি ॥
নিম্বঃ রুক্ষোকটুর্ভেদী কটুপাকোঽগ্নি বাতনুৎ ।
অহৃদ্যঃ শ্রমতৃট্ কাস জ্বরারুচি ক্রিমিপ্রণুৎ ॥
ব্রণ পিত্ত কফচ্ছর্দ্দি কুষ্ঠ হৃল্লাস মেহনুৎ ।
নিম্বপত্রং স্মৃতং নেত্র্যং ক্রিমিপিত্ত বিষপ্রণুৎ ॥
বাতলং কটু পাকঞ্চ সর্ব্বারোচক কুষ্ঠনুৎ ।
নিম্বফলং রসে তিক্তং পাকে তু কটুভেদনম্ ॥
স্নিগ্ধং লঘূষ্ণং কুষ্ঠঘ্নং গুল্মার্শঃ ক্রিমি মেহনুৎ ।
অস্য ত্বগাদিকং গ্রাহ্যং মাত্রা ১ মাষকঃ ।

নিম ।

পর্য্যায় । নিম্ব, পিচুমর্দ্দ, পিচুমন্দ, তিক্তক, অরিষ্ট, পারিভদ্র ও হিঙ্গুনির্য্যাস ।

গুণ । রুক্ষ, কটু, ভেদী, পাকেও কটু, অগ্নিবাত নাশক ও শ্রম শান্তিকারক ।

প্রয়োগ স্থল । তৃষ্ণা, কাস, জ্বর, অরুচি, ক্রিমি, ব্রণ, পিত্ত, কফ, বমন, কুষ্ঠ, হৃল্লাস ও মেহরোগ নষ্টকরে ।

নিম্বপত্র চক্ষুর উপকারক, ক্রিমি নাশক, পিত্তনাশক, বিষঘ্ন, বায়ুজনক, পাকেকটু, অরুচিনাশক, ইহা কুষ্ঠরোগে উপকার করে ।

নিম্বফল আস্বাদে তিক্ত, পাকে কটুরস হয় । ইহা ভেদক, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, লঘু এবং কুষ্ঠ, গুল্ম, অর্শঃ, ক্রিমি ও মেহ রোগ নষ্ট করে । ইহার ত্বগাদি গ্রহণীয় । মাত্রা ১ মাষা ।

কিরাত তিক্তঃ

কিরাত তিক্তঃ কৈরাতঃ কটুতিক্তঃ কিরাতকঃ।
কাণ্ডতিক্তো নার্য্যতিক্তো ভূনিম্বো রামসেনকঃ॥
কিরাতকোঽন্যো নৈপালঃ সোঽর্দ্ধতিক্তো
জ্বরান্তকঃ।
কিরাতঃ সারকো রূক্ষঃ শীতলস্তিক্তকো লঘুঃ॥
সন্নিপাতজ্বর শ্বাস কফপিত্তাস্র দাহনুৎ।
কাস শোথ তৃষা কুষ্ঠ জ্বরব্রণ ক্রিমিপ্রণুৎ॥
মাত্রা ১ মাষকঃ।

চিরাতা।

পর্য্যায়। কিরাততিক্ত, কৈরাত, কটুতিক্ত, কিরাতক, কাণ্ডতিক্ত, নার্য্যতিক্ত, ভূনিম্ব ও রামসেনক। নেপাল দেশে একপ্রকার চিরাতা জন্মে তাহার নাম অর্দ্ধতিক্ত ও নৈপালনিম্ব।

গুণ। সারক, রুক্ষ, শীতল, তিক্ত ও লঘু।

প্রয়োগ। ইহা সন্নিপাত জ্বর, শ্বাস, কফ, রক্তপিত্ত, দাহ, কাস, শোথ, তৃষ্ণা, কুষ্ঠ, জ্বর, ব্রণ ও ক্রিমি নষ্ট করে। মাত্রা ১ মাষা।

গুড়ূচী।

গুড়ূচী মধুপর্ণীস্যাদমৃতাঽমৃতবল্লরী।
ছিন্না ছিন্নরুহা ছিন্নোদ্ভবা বৎসাদনীতি চ॥
জীবন্তী তন্ত্রিকা সোমা সোমবল্লী চ কুণ্ডলী।
চক্রলক্ষণিকা ধীরা বিশল্যা চ রসায়নী॥
চন্দ্রহাসো বয়স্থা চ মণ্ডলী দেবনির্ম্মিতা।
গুড়ূচী কটুকা তিক্তা স্বাদুপাকা রসায়নী॥
সংগ্রাহিণী কষায়োষ্ণা লঘ্বী বল্যাগ্নিদীপনী।
দোষত্রয়াম তৃড়্ দাহ মেহ কাসাংশ্চ পাণ্ডুতাম্॥
কামলাকুষ্ঠ বাতাস্র জ্বর ক্রিমি বমীন্ হরেৎ।
প্রমেহ শ্বাস কাসার্শ কৃচ্ছ্র হৃদ্রোগ বাতনুৎ॥
মাত্রা ২ মাষকৌ।

গুলঞ্চ।

পর্য্যায়। গুড়ূচী, মধুপর্ণী, অমৃতা, অমৃতবল্লরী, ছিন্না, ছিন্নরুহা, ছিন্নোদ্ভবা, বৎসাদনী, জীবন্তী, তন্ত্রিকা, সোমা, সোমবল্লী, কুণ্ডলী, চক্রলক্ষণিকা, ধীরা, বিশল্যা, রসায়নী, চন্দ্রহাসা, বয়স্থা, মণ্ডলী ও দেবনির্ম্মিতা।

গুণ। গুড়ূচী মধুর, তিক্ত, পাকে স্বাদুরস বিশিষ্ট, রসায়ন, গ্রাহক, কষায়, উষ্ণ, লঘু, বলকারক, অগ্নিদীপক ও ত্রিদোষ নাশক।

আময়িক প্রয়োগ। আম, তৃষ্ণা, দাহ, মেহ, কাস, পাণ্ডুতা, কামলা, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, জ্বর, ক্রিমি, বমি, প্রমেহ, শ্বাস, কাস, অর্শঃ, প্রবল হৃদ্রোগ ও বায়ু রোগে ব্যবস্থেয়। মাত্রা ২ মাষা।

অতিবিষা।

বিষাঽতিবিষা বিশ্বা শৃঙ্গী প্রতিবিষাঽরুণা।
শুক্লকন্দা চোপবিষা ভঙ্গুরা ঘুণবল্লভা॥
বিষা সোষ্ণা কটুস্তিক্তা পাচনী দীপনী হরেৎ।
জীর্ণজ্বরাতিসারাম পিত্তকাস কফাক্রমীন্॥
অন্যা শুক্লা গ্রাহ্যং মাত্রা ১ মাষকঃ।

আতইচ।

পর্য্যায়। বিষা, অতিবিষা, বিশ্বা, শৃঙ্গী, প্রতিবিষা, অরুণা, শুক্লকন্দা, উপবিষা, ভঙ্গুরা ও ঘুণবল্লভা।

গুণ। আতইচ উষ্ণ, কটু, তিক্ত, পাচক ও অগ্নিদীপ্তিকারক।

প্রয়োগ। জীর্ণজ্বর, অতীসার, আম, পিত্ত, কাস, কফ ও ক্রিমি নিবারণ করে। ইহার মূল গ্রহণীয়, মাত্রা ১ মাষা।

রোহিতকঃ।

রোহীতকো রোহিতকো রোহী দাড়িমপুষ্পকঃ।
রোহীতকঃ প্লীহঘাতী রুচ্যো রক্তপ্রসাদনঃ॥
কষায়ঃ শীতলঃ স্নিগ্ধো যকৃদ্‌ গুল্মহরো মতঃ।
নেত্ররোগ প্রশমনঃ ক্রিমিঘ্নো ব্রণনাশনঃ॥
অস্য মূলত্বগ্‌ গ্রহণীয়া, মাত্রা ১ মাষক।

পর্য্যায়। রোহীতক, রোহিতক, রোহী ও দাড়িমপুষ্পক।

গুণ। ইহা রুচিকারক রক্ত বিশোধক, কষায়, শীতল ও স্নিগ্ধ।

প্রয়োগ। প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম, নেত্ররোগ, ক্রিমি ও ব্রণরোগে প্রয়োজ্য। ইহার মূলের ত্বক্‌ ব্যবহার্য্য, মাত্রা ১ মাষা।

শ্বেতপুষ্পা নীলপুষ্পা অপরাজিতা চ।

আস্ফোতা গিরিকর্ণী স্যাদ্বিষ্ণুক্রান্তাপরাজিতা।
অপরাজিতে কটুর্মেধ্যে শীতে কণ্ঠ্যে সুদৃষ্টিদে॥
কুষ্ঠ শূল ত্রিদোষাম শোথ ব্রণ বিষাপহে।
কষায়ে কটুকে পাকে তিক্তে চ স্মৃতি বুদ্ধিদে॥
অনয়োর্মূলং গ্রহণীয়ং, মাত্রা ৪ রক্তিকাঃ।

শ্বেত অপরাজিতা ও নীল অপরাজিতা।

পর্য্যায়। আস্ফোতা, গিরিকর্ণী, বিষ্ণুক্রান্তা ও অপরাজিতা।

গুণ। কটু, স্মরণশক্তি বর্দ্ধক, শীতল কণ্ঠপরিষ্কারকারক, দৃষ্টি প্রসন্নতা কারক, ত্রিদোষ নাশক, কষায়, তিক্ত, পাকে কটু, বুদ্ধিপ্রদ ও বিষঘ্ন।

প্রয়োগ। কুষ্ঠ, শূল, আম, শোথ ও ব্রণরোগে প্রয়োজ্য। ইহাদের মূল গ্রহণীয় মাত্রা ৪ রতি।

সিন্ধুবার।

সিন্ধুবারঃ শ্বেতপুষ্পঃ সিন্ধুকঃ সিন্দুবারকঃ।
নীলপুষ্পী তু নির্গুণ্ডী শেফালী সুবহা চ সা॥
সিন্ধুকঃ স্মৃতিদস্তিক্তঃ কষায়ঃ কটুকো লঘুঃ।
কেশ্যো নেত্রহিতো হন্তি শূল শোথামমারুতান্॥
ক্রিমি কুষ্ঠারুচি শ্লেষ্ম জ্বরান্নীলাপি তদ্বিধা।
সিন্দুবার দলং জন্তুবাতশ্লেষ্ম হরং লঘু॥
অস্য মূলং গ্রাহ্যং, মাত্রা ১ মাষকঃ

নিসিন্দা।

নিসিন্দা বৃক্ষ দুই জাতীয়, এক প্রকার বৃক্ষের পুষ্প শ্বেতবর্ণ, অপর জাতীয় বৃক্ষের পুষ্প নীলবর্ণ।

প্রথম প্রকার বৃক্ষের পর্য্যায় এই সিন্ধুবার, শ্বেতপুষ্প, সিন্ধুক, সিন্দুবারক।

দ্বিতীয় প্রকার বৃক্ষের পর্য্যায় নীলপুষ্পী, নির্গুণ্ডী, শেফালী ও সুবহা।

গুণ। স্মরণ শক্তিপ্রদ, তিক্ত, কষায়, কটু, লঘু, কেশের হিতকর, নেত্রের উপকারক।

প্রয়োগ। শূল, শোথ, আমবাত, ক্রিমি, কুষ্ঠ, অরুচি ও শ্লেষ্ম জ্বরে উভয় বিধ সিন্ধুবারই ব্যবহৃত হয়।

নিসিন্দা পত্র, ক্রিমি প্রভৃতি জন্তু ও বাতশ্লেষ্ম নাশক। ইহার মূলাদি গ্রহণীয়, মাত্রা ১ মাষা।

যবতিক্তা।

যবতিক্তা মহাতিক্তা শাঙ্খিনী পদ্মবর্দ্ধিনী।
তিক্তা জ্বরাতিসারঘ্নী বালানাং হিতদা সদা॥
অস্যাঃ স্বরসো গ্রাহ্যঃ, মাত্রা শাণককর্ষয়ম।

কালমেঘ।

যবতিক্তা ও মহাতিক্তা এই দুইটী সংস্কৃত শব্দ কালমেঘের বাচক। ইহা তিক্ত, বলকর, অগ্নিবর্দ্ধক ও জ্বরাতিসার নাশক। বালকদিগের জ্বর ও উদরাময়াদি পীড়ায় ইহার দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। ইহার স্বরস গ্রহণীয় মাত্রা ১ তোলা।

চম্পকঃ।

চম্পকঃ স্বর্ণপুষ্পশ্চ চাম্পেয়ো হেমপুষ্পকঃ।
দীপপুষ্পো ভৃঙ্গমোহী সুরভি ভ্রমরাতিথিঃ॥
বনদীপঃ পীতপুষ্পো হেমাহ্বঃ শীতলচ্ছদঃ।
সুভগঃ স্থিরগন্ধশ্চ সুকুমারোঽতিগন্ধকঃ॥
চম্পকঃ শীতলঃ স্বাদু কটুস্তিক্তঃ কষায়কঃ।
বল্যো বিষক্রিমিহরঃ কফপিত্তপ্রণাশনঃ॥
দাহবাতাস্রকৃচ্ছ্রঘ্নো [illegible] ভবেৎ।
অস্য [illegible] মাত্রা [illegible]
মাষকঃ, স্বরসস্য শাণকদ্বয়ম্।

স্বর্ণচম্পা।

চম্পক, স্বর্ণপুষ্প, চাম্পেয়, হেমপুষ্পক, দীপপুষ্প, ভৃঙ্গমোহী, সুরভি, ভ্রমরাতিথি, বনদীপ, পীতপুষ্প, শীতলচ্ছদ, সুভগ, স্থিরগন্ধ, সুকুমার ও অতিগন্ধক এইগুলি এবং স্বর্ণবাচক যাবতীয় শব্দ চাঁপার সংস্কৃত নাম। ইহা শীতল, স্বাদু, কটু, তিক্ত, কষায়, বলকারক, বিষঘ্ন, ক্রিমিনাশক ও কফপিত্ত প্রশমক। দাহ, বাতরক্ত, কণ্ডু ও জ্বররোগে প্রয়োজ্য। ইহার ত্বক্ ও স্বরসাদি গ্রহণীয়, ত্বকের মাত্রা ১ মাষা, স্বরসের ১ তোলা।

মহাতিক্তা।

ভদ্রতিক্তা মহাতিক্তা রসে তিক্তাগ্নিবর্দ্ধনী।
জ্বরঘ্নী পিত্তহৃদ্ বল্যা শ্লেষ্মাণমপি নাশয়েৎ॥
অস্যাঃ মাত্রা ৬ রক্তিকাঃ।

নিম্‌সিহিতা।

ভদ্রতিক্তা ও মহাতিক্তা এই দুইটী শব্দ নিম্‌সিতিকার সংস্কৃত নাম। নিম্‌সিতিকা তিক্ত, অগ্নিবর্দ্ধক, জ্বরঘ্ন, পিত্তনাশক, বলকর ও কফঘ্ন। ইহার মাত্রা ৬ রতি।

ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

কাসঘ্নবর্গঃ।

বিভীতকঃ।

বিভীতকস্ত্রিলিঙ্গঃ স্যাদক্ষঃ কর্ষফলস্তু সঃ।
কলিদ্রুমো ভূতবাসস্তথা কলিযুগালয়ঃ॥
বিভীতকং স্বাদুপাকং কষায়ং কফপিত্তনুৎ।
উষ্ণবীর্য্যং হিমস্পর্শং ভেদনং কাসনাশনম্॥
রূক্ষং নেত্রহিতং কেশ্যং ক্রিমিবৈস্বর্য্যনাশনম্।
বিভীতমজ্জা তৃট্‌ছর্দ্দি কফবাতহরো লঘুঃ॥
কষায়ো মদকৃচ্চাথ ধাত্রীমজ্জাপি তদ্গুণঃ।
অস্য ফলং ত্বচং বা চূর্ণয়েৎ।
মাত্রা ২ মাষকৌ

বহেড়া।

বিভীতক, বিভীতকী, অক্ষ, কর্ষফল, কলিদ্রুম, ভূতাবাস ও কলিযুগালয় এই গুলি বহেড়ার নাম। বিভীতক কষায়, পাকে স্বাদু, কফপিত্ত নাশক, উষ্ণবীর্য্য

স্পর্শে শীতল, ভেদক, কাস নাশক, রুক্ষ, কেশ ও চক্ষের হিতকারক, ক্রিমি নাশক ও স্বরদোষ নিবারক।

বহেড়ার মজ্জা তৃষ্ণা বমন, কফ ও বায়ু নাশ করে, লঘু, কষায় ও মাদক। আমলকীর মজ্জারও এই গুণ জানিবে। ইহার ফল ও ফলের মজ্জা গ্রহণীয়। উভয়ের মাত্রা ২ মাষা।

পিপ্পলী।

পিপ্পলী মাগধী কৃষ্ণা বৈদেহী চপলা কণা।
উপকুল্যোষণা শৌণ্ডী কোলা স্যাৎ তীক্ষ্ণতণ্ডুলা॥
পিপ্পলী দীপনী বৃষ্যা স্বাদু পাকা রসায়নী।
অনুষ্ণা কটুকা স্নিগ্ধা বাতশ্লেষ্মহরী লঘুঃ॥
পিপ্পলী রেচনী হন্তি শ্বাস কাসোদর জ্বরান্
কুষ্ঠ প্রমেহ গুল্মার্শঃ প্লীহ শূলামমারুতান্॥
আর্দ্রা কফপ্রদা স্নিগ্ধা শীতলা মধুরা গুরুঃ।
পিত্ত প্রশমনী সা তু শুষ্কা পিত্ত প্রকোপিণী॥
পিপ্পলী মধু সংযুক্তা মেদঃ কফবিনাশিনী।
শ্বাস কাস জ্বরহরা বৃষ্যা মেধ্যাগ্নিবর্দ্ধিনী॥
জীর্ণজ্বরেঽগ্নিমান্দ্যে চ শস্যতে গুড়পিপ্পলী।
কাসাজীর্ণারুচি শ্বাস হৃৎপাণ্ডু ক্রিমিরোগনুৎ॥
দ্বিগুণ পিপ্পলী চূর্ণাৎ গুড়োঽত্র ভিষজাংমতঃ।
পিপ্পলীফলস্য মাত্রা ১ মাষকঃ।

পিপুল।

পিপ্পলী, মাগধী, কৃষ্ণা, বৈদেহী, চপলা, কণা, উপকুল্যা, ঊষণা, শৌণ্ডী, কোলা ও তীক্ষ্ণতণ্ডুলা এই সমুদায় পিপ্পলীর পর্য্যায়।

পিপ্পলী অগ্নিদীপ্তিকারক, বলকারক, পাকে মিষ্টরস রসায়ন, উষ্ণ নহে, কটু, স্নিগ্ধ, বাতশ্লেষ্মনাশক, লঘু ও রেচক। শ্বাস, কাস, উদররোগ, জ্বর, কুষ্ঠ, প্রমেহ, গুল্ম, অর্শঃ, প্লীহা, শূল ও আমবাত এই সমুদায় রোগ নষ্ট করে। পিপুল আর্দ্র অবস্থায় শ্লেষ্মকারক, স্নিগ্ধ, শীতল, মধুর, গুরু ও পিত্ত নাশক, শুষ্ক অবস্থায় পিত্ত প্রকোপক। মধুর সহিত পিপ্পলী সেবন করিলে মেদোরোগ, কফ, শ্বাস, কাস ও জ্বর নিবারণ হয় এবং বল, মেধা ও অগ্নি বৃদ্ধি হয়। গুড়পিপ্পলী সেবন করিলে জীর্ণজ্বর, অগ্নিমান্দ্য, কাস, অজীর্ণ, অরুচি, শ্বাস, হৃদ্রোগ, পাণ্ডুরোগ ও ক্রিমিরোগ উপশমিত হয়। একভাগ পিপ্পলী চূর্ণ ও দুইভাগ পুরাতন গুড় দিয়া গুড়পিপ্পলী প্রস্তুত করিতে হয়। পিপ্পলী ফলের মাত্রা ১ মাষা।

বংশরোচনা।

স্যাদ্বংশরোচনা বাংশী তুগাক্ষীরী তুগা শুভা
ত্বক্ক্ষীরী বংশজা শুভ্রা বংশক্ষীরী চ বৈনবী॥
বংশজা বৃংহণী বৃষ্যা বল্যা স্বাদ্বী চ শীতলা।
রুক্ষ কষায় পিত্তঘ্নী মূত্রশোণিত শোধিনী॥
তৃষ্ণা কাস জ্বরশ্বাস ক্ষয় পিত্তাস্র কামলাঃ।
হরেৎ কুষ্ঠং ব্রণং পাণ্ডুং দাহমূত্র কৃচ্ছ্রজিৎ॥
অস্যা মাত্রা ৬ রক্তিকা।

বংশলোচন।

পর্য্যায়। বংশরোচনা, বাংশী, তুগাক্ষীরি, তুগা, শুভা ত্বক্ক্ষীরি, বংশজা, শুভ্রা, বংশক্ষীরি ও বৈণবী।

গুণ। ইহা পুষ্টিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক স্বাদু, শীতল, রুক্ষ, কষায়, পিত্তঘ্ন ও রক্তদোষ নিবারক।

প্রয়োগ। ইহা ব্যবহারে তৃষ্ণা, কাস, জ্বর, শ্বাস, ক্ষয়, রক্তপিত্ত, কামলা, কুষ্ঠ, ব্রণ, পাণ্ডু, দাহ ও বায়ুজ মূত্রকৃচ্ছ্র দূর করে।

কর্কটশৃঙ্গী।

শৃঙ্গী কর্কটশৃঙ্গী চ স্যাৎ কুলীরবিষাণিকা।
অজশৃঙ্গী চ বক্রা চ কর্কটাখ্যা চ কীর্ত্তিতা॥
শৃঙ্গী কষায়া তিক্তোষ্ণা কফবাতক্ষয়জ্বরান্।
শ্বাসোর্দ্ধ্ববাত তৃট্কাস হিক্কারুচি বমীন্ হরেৎ॥
অস্যাঃ ফলং গ্রাহ্যং, মাত্রা ১ মাষকঃ।

কাঁকড়াশৃঙ্গী।

পর্য্যায়। শৃঙ্গী, কর্কটশৃঙ্গী, কুলীরবিষাণিকা, অজশৃঙ্গী ও বক্রা ইহার পর্য্যায়, কাঁকড়ার যে যে নাম আছে ইহারও সেই সেই নাম জানিবে।

গুণ। ইহা কষায়, তিক্ত, উষ্ণ।

প্রয়োগ। ইহা কফ, বায়ু, ক্ষয়রোগ, জ্বর, শ্বাস, ঊর্দ্ধ্বগবায়ু, তৃষ্ণা, কাস, হিক্কা, অরুচি ও বমি নিবারণ করে। ইহার ফল গ্রহণীয়। মাত্রা ১ মাষা।

কট্‌ফলঃ।

কট্‌ফলঃ সোমবল্কশ্চ কৈটর্য্যঃ কুম্ভিকাঽপি চ।
শ্রীপর্ণিকা কুমুদিকা ভদ্রা ভদ্রবতীতি চ॥
কট্‌ফলস্তুবরস্তিক্তঃ কটুর্বাতকফজ্বরান্।
হন্তি শ্বাস প্রমেহার্শঃ কাসকণ্ঠাময়ারুচীঃ॥
অস্য ত্বগ্‌গ্রাহ্যা, মাত্রা ৩ রক্তিকা

কট্‌ফল বা কায়ফল।

পর্য্যায়। কট্‌ফল, সোমবল্ক, কৈটর্য্য, কুম্ভিকা, শ্রীপর্ণিকা, কুমুদিকা, ভদ্রা ও ভদ্রাবতী এই গুলি ইহার নাম।

গুণ। কষায় তিক্ত ও কটু।

প্রয়োগ। ইহা দ্বারা বাতশ্লৈষ্মিক জ্বর, শ্বাস, প্রমেহ, অর্শঃ, কাস, কণ্ঠরোগ ও অরুচি নষ্ট হয় এই বৃক্ষের ত্বক্ গ্রহণীয়, মাত্রা ৩ রক্তি।

ভার্গী।

ভার্গী ভৃগুভবা পদ্মা ফঞ্জী ব্রাহ্মণযষ্টিকা।
ব্রাহ্মণ্যঙ্গারবল্লী চ খরশাকা চ হঞ্জিকা॥
ভার্গী রূক্ষা কটুস্তিক্তা রুচ্যোষ্ণা পাচনী লঘুঃ।
দীপনী তুবরা গুল্মরক্তনুন্নাশয়েদ্ ধ্রুবম্॥
শোথ কাস কফশ্বাস পীনস জ্বরমারুতান্।
মাত্রা ১ মাষক।

বামুনহাটী।

পর্য্যায়। ভার্গী, ভৃগুভবা, পদ্মা, ফঞ্জী, ব্রাহ্মণযষ্টিকা, ব্রাহ্মণী, অঙ্গারবল্লী, খরশাক ও হঞ্জিকা।

গুণ। ইহা রূক্ষ, কটু, তিক্ত, রোচক, উষ্ণ, পাচক, লঘু, অগ্নিদীপ্তিকর ও কষায়।

প্রয়োগ। ইহা সেবনে রক্তগুল্ম, শোথ, কাস, কফ, শ্বাস, পীনস, জ্বর ও বায়ু উপশমিত হয়। ইহার সমস্ত অংশ গ্রহণীয়, মাত্রা ১ মাষা।

বাসকঃ।

বাসকো বাসিকা বাসা ভিষঙ্মাতা চ সিংহিকা।
সিংহাস্যো বাজিদন্তঃ স্যাৎ বাটরূষোঽটরূষকঃ॥
আটরূষো বৃষস্তাম্রঃ সিংহপর্ণশ্চ স কৃতঃ।
বাসকো বাতকৃৎ স্বর্য্যঃ কফপিত্তাস্রনাশনঃ॥
তিক্তস্তুবরকো হৃদ্যো লঘুঃ শীতস্তৃড়র্ত্তিহৃৎ।
শ্বাসকাস জ্বরচ্ছর্দ্দি মেহকুষ্ঠ ক্ষয়াপহঃ॥
অস্য মূলত্বক্ গ্রাহ্যা, মাত্রা ১ মাষকঃ।

বাসক ।

পর্য্যায় । বাসক, বাসিকা, বাসা, ভিষঙ্মাতা, সিংহিকা, সিংহাস্য, বাজিদন্ত, আটরুষ, অটরুষক, অটরুষ, বৃষ, তাম্র ও সিংহপর্ণ ।

গুণ । বায়ুকারক, স্বর শোধক, তিক্ত, কষায়, হৃদ্য, লঘু ও শীতল ।

প্রয়োগ । কফবৃদ্ধি, রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা রোগ, শ্বাস, কাস, জ্বর, বমি, মেহ, কুষ্ঠ ও ক্ষয়রোগে বিশেষ উপকার করে । ইহার মূলের ছাল গ্রহণীয়, মাত্রা ১ মাষা ।

মেষশৃঙ্গী ।

মেষশৃঙ্গী বিষাণীস্যান্মেষবল্ল্যজশৃঙ্গিকা ।
মেষশৃঙ্গী রসে তিক্তা বাতলা শ্বাসকাসহৃৎ ॥
রুক্ষা পাকে কটুস্তিক্তা ব্রণশ্লেষ্মাক্ষিশূলনুৎ ।
মেষশৃঙ্গী ফলং তিক্তং কুষ্ঠমেহ কফপ্রণুৎ ॥
দীপনং স্রংসনং কাস ক্রিমিব্রণ বিষাপহম্ ॥
অস্যাঃ ফলং গ্রাহ্যং, মাত্রা ১ মাষকঃ ।

মেড়াশিঙ্গা ।

পর্য্যায় । মেষশৃঙ্গি, বিষাণী, মেষবল্লী ও অজশৃঙ্গিকা ।

গুণ । তিক্ত, বায়ুজনক, রুক্ষ ও পাকে কটু ।

প্রয়োগ । ইহা দ্বারা শ্বাস, কাস, ব্রণ, শ্লেষ্মা ও নেত্রশূল নিবারিত হয় । ইহার ফল তিক্ত, দীপন ও স্রংসন, ইহা দ্বারা কুষ্ঠ, মেহ, কফ, কাস, ক্রিমি, ব্রণ ও বিষ নষ্ট হয় । মাত্রা ১ মাষা ।

ভূম্যামলকী ।

ভূম্যামলকিকা প্রোক্তা শিবাতামলকীতি চ ।
বহুপত্রা বহুফলা বহুবীর্য্যজটাপি চ ॥
ভূধাত্রী বাতকৃৎতিক্তা কষায়া মধুরা হিমা ।
পিপাসা কাস পিত্তাস্র কফকণ্ডূক্ষতাপহা ॥
মাত্রা ১ মাষকঃ ।

ভুঁই আমলা ।

পর্য্যায় । ভূম্যামলকিকা, শিবা, তামলকী, বহুপুত্রা, বহুফলা ও বহুবীর্য্যজটা ।

গুণ । বায়ুজনক, তিক্ত, কষায়, মধুর ও শীতল ।

প্রয়োগ । ইহাদ্বারা পিপাসা, কাস রক্তপিত্ত, কফ, কণ্ডু ও ক্ষত উপশমিত হয় । ইহার সমস্ত অংশ গ্রহণীয় মাত্রা ১ মাষা ।

শমী ।

শমী শক্তুফলা তুঙ্গা কেশহন্ত্রফলা শিবা ।
মঙ্গল্যা চ তথা লক্ষ্মী শমীরা সাপ্যিকা স্মৃতা ॥
শমীতিক্তা কটুঃশীতা কষায়া রেচনী লঘুঃ ।
কফকাস শ্বাস কুষ্ঠার্শঃ ক্রিমিজিৎ স্মৃতা ॥
অস্যা মূলত্বগ্‌গ্রাহ্যা, মাত্রা ১ মাষকঃ ।

শাঁইবাবলা ।

পর্য্যায় । শমী, শক্তুফলা, তুঙ্গা, কেশহন্ত্রফলা, শিবা, মঙ্গলা ও লক্ষ্মী ক্ষুদ্র শমীকে শমীরা কহে ।

গুণ । তিক্ত, কটু, শীতল, কষায়, রেচক ও লঘু । ইহার মূলের ত্বক্ গ্রহণীয় মাত্রা ১ মাষা ।

বচা ।

বচোগ্রগন্ধা ষড়্‌গ্রন্থা গোলোমী শতপর্বিকা ।
ক্ষুদ্রপত্রী চ মঙ্গল্যা জটিলোগ্রা চ লোমশা ॥
বচোগ্রগন্ধা কটুকা তিক্তোষ্ণা বাহ্নি বহ্নিকৃৎ ।
বিবন্ধাধ্মান শূলঘ্নী শকৃন্মূত্রবিশোধিনী ॥
অপস্মার কফোন্মাদ ভূতজন্তুনিলান্ হরেৎ ।

বচ।

পর্য্যায়। বচা, উগ্রগন্ধা, ষড়্গ্রন্থা, গোলোমী, শতপর্ব্বিকা, ক্ষুদ্রপত্রী, মঙ্গল্যা, জটিলা, উগ্রা ও লোমশা।

গুণ। ইহা উগ্রগন্ধ বিশিষ্ট, কটু, তিক্ত, উষ্ণ, বমনকারক ও অগ্নিবর্দ্ধক।

আময়িক প্রয়োগ। বিবন্ধ (মলাদির বন্ধ), আধ্মান পেটফাঁপা, কফজনা উন্মাদ, অপস্মার ও শূলরোগ নষ্টকরে। বচ সেবনে মলমূত্র বিশুদ্ধ ও ভূতাদি হয় দূরীকৃত।

পারসীক বচা।

পারসীকবচা শুক্লা প্রোক্তা হেমবতীতি সা।
হেমবত্যুদিতা তদ্বত্তৎ হন্তি বিশেষতঃ॥

খুরাসানী বচ।

খুরাসানী বচ শুক্লবর্ণ, ইহার অপর নাম হৈমবতী। খোরাসানী বচ সামান্য বচের ন্যায় গুণ বিশিষ্ট বিশেষ ইহা বায়ুনাশক।

সুগন্ধা বচা।

যন্যালোকে কুলিঞ্জন ইতি নামান্তরম্।
সুগন্ধা হ্যুগ্রগন্ধা চ বিশেষাৎ কফকাসনুৎ॥
সুস্বরত্বকরী রুচ্যা হৃৎকণ্ঠমুখশোধিনী॥
স্থূলগ্রন্থিঃ যন্যালোকে মহাভরী ইতি নাম।
কুলগ্রন্থিঃ সুগন্ধিঃ স্যাৎ ততোহীন গুণাত্মকা॥
সর্ব্বাসাং মাত্রা ১ মাষকঃ।

মহাভরী বচ।

সচরাচর এই মহাভরী বচই প্রচলিত ইহার অপর নাম কুলিঞ্জন। মহাভরী বচ সুগন্ধ, উগ্রগন্ধ, কফনাশক কাসরোগে উপকারক, রোচক। ইহা কণ্ঠের সুস্বরতা কারক এবং হৃদয়, কণ্ঠ ও মুখ নির্ম্মল করে। সর্ব্বপ্রকার বচের মাত্রা ১ মাষকঃ।

কুষ্ঠম্।

কুষ্ঠরোগাহ্বয়ম্ব্যাপ্যং পারিভব্যং তথোৎপলম্।
কুষ্ঠমুষ্ণং কটুস্বাদু শুক্রলং তিক্তকং লঘু॥
হন্তিবাতাস্র বীসর্প কাস কুষ্ঠ মরুৎকফান্।

কুড়।

কুষ্ঠরোগের নাম কুড় বুঝায়, ইহার অন্যান্য নাম ব্যাপ্য, পরিভব্য ও উৎপল।

গুণ। ইহা উষ্ণ, কটু, স্বাদু, শুক্রজনক, তিক্ত ও লঘু।

প্রয়োগ। ইহা বাতরক্ত বীসর্প, কাস, কুষ্ঠ, বায়ু ও কফ নষ্টকরে।

কুষ্ঠস্য পুষ্করমূলম্।

উক্তং পুষ্করমূলঞ্চ পৌষ্করং পুষ্করঞ্চ তৎ।
পদ্মপত্রঞ্চ কাশ্মীরং কুষ্ঠভেদমিমং জগুঃ॥
পৌষ্করং কটুকং তিক্তমুষ্ণং বাতকফজ্বরান্।
হন্তি শোথারুচি শ্বাসান্ বিশেষাৎ পার্শ্বশূলনুৎ॥
অনয়োর্মূলং গ্রাহ্যং মাত্রা ৬ রক্তিকে।

পুষ্কর মূল (এক প্রকার কুড়)

পুষ্করমূল, পৌষ্কর, পুষ্কর, পদ্মপত্র ও কাশ্মীর এই গুলি ইহার পর্য্যায়।

গুণ। ইহা কটু ও তিক্ত।

পর্য্যায়। ইহা বাত শ্লৈষ্মিক জ্বর, শোথ, অরুচি, শ্বাসরোগ নষ্ট করে, বিশেষতঃ পার্শ্বশূল রোগে অতিশয় উপকার করে। মাত্রা ৬ রতি।

শ্যামপর্ণী।

শ্লেষ্মারি গিরিভিদ্‌শ্যামপর্ণ্যতন্দ্রী প্রিয়াযুগে।
শ্লেষ্মারিপত্রং কফঘ্নং স্বেদনং বলবর্দ্ধনম্॥
প্রতিশ্যায় হরং প্রোক্তং জ্বরঘ্নং কামদীপনম্।
কাস সংহরণং বহ্নিদীপনং জাড্য নাশনম্॥
ফাণ্টোঽস্য সিতয়া যুক্তঃ সেব্যো নৈরুজ্য
সিদ্ধয়ে।

চা।

শ্লেষ্মারি, গিরিভিদ্, শ্যামপর্ণী ও অতন্দ্রী এই ৫টী 'চা'র সংস্কৃত নাম। ইহার পত্র কফঘ্ন, স্বেদজনক, বলবর্দ্ধক, প্রতিশ্যায় নিবারক, জ্বরঘ্ন, কামোদ্দীপক, কাসনিবারক, অগ্নিদীপক, ও শরীরের জড়তানাশক। ইহার ফাণ্ট চিনির সহিত সেবনীয়।

তালীশম্।

তালীশ মুক্তং পত্রাঢ্যং ধাত্রীপত্রঞ্চ তৎস্মৃতম্।
তালীশং লঘু তীক্ষ্ণোষ্ণং শ্বাস কাস কফানিলান্॥
নিহন্ত্যরুচি গুল্মাম বহ্নিমান্দ্য ক্ষয়াময়ান্।
মাত্রা ১ মাষকঃ।

পর্য্যায়। তালীশ, পত্রাঢ্য ও ধাত্রী-পত্র।

গুণ। লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কফ নাশক ও বায়ু নাশক।

আময়িক প্রয়োগ। অরুচি, গুল্ম, আম, অগ্নিমান্দ্য ও ক্ষয়রোগে ব্যবহৃত। তালীশ পত্রের মাত্রা ১ মাষা।

বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

কণ্ডুঘ্নবর্গঃ।

চক্রমর্দ্দঃ।

চক্রমর্দ্দঃ প্রপুন্নাটো দদ্রুঘ্নো মেষলোচনঃ।
পদ্মাটঃ স্যাদৈড়গজ শ্চক্রো পুন্নাট ইত্যপি॥
চক্রমর্দ্দো লঘুঃ স্বাদু রুক্ষঃ পিত্তানিলাপহঃ।
হৃদ্যো হিমঃ কফশ্বাস কুষ্ঠদদ্রু ক্রিমীন্ হরেৎ।
হন্ত্যুষ্ণং তৎফলং কুষ্ঠ কণ্ডু দদ্রুবিষানিলান্।
গুল্মকাস ক্রিমিশ্বাস নাশনং কটুকং স্মৃতম্॥

চাকুন্দা।

পর্য্যায়। চক্রমর্দ্দ, প্রপুন্নাট, দদ্রুঘ্ন, মেষলোচন, পদ্মাট, ঐড়গজ, চক্র ও পুন্নাট।

গুণ। ইহা লঘু, স্বাদু, রুক্ষ, বাত-পিত্তনাশক, হৃদ্য, শীতল।

প্রয়োগ। ইহা কফ, শ্বাস, কুষ্ঠ, দদ্রু ও ক্রিমিরোগ নাশকরে। চক্রমর্দ্দের ফল উষ্ণ ও কটু এই ফল কুষ্ঠ, কণ্ডু, দদ্রু, বিষদোষ, বায়ু, গুল্ম, কাস, ক্রিমি ও শ্বাস রোগে উপকারক।

মহানিম্বঃ।

(বকায়ন ইতি লোকে।)

মহানিম্বঃ স্মৃতোদ্রেকা রম্যকো বিষমুষ্টিকঃ।
কেশমুষ্টি র্নিম্বকশ্চ কার্ম্মুকো জীব ইত্যপি॥
মহানিম্বো হিমোরুক্ষ স্তিক্তো গ্রাহী কষায়কঃ।
কফপিত্ত ভ্রমচ্ছর্দ্দি কুষ্ঠ হৃল্লাস রক্তজিৎ।
প্রমেহ শ্বাস গুল্মার্শো মূষিকা বিষনাশনঃ।

ঘোড়ানিম।

পর্য্যায়। মহানিম্ব, দ্রেকা, রম্যক, বিষমুষ্টিক, কেশমুষ্টি, নিম্বক, কার্ম্মুক ও জীব।

গুণ। শীতল, রুক্ষ, তিক্ত, গ্রাহী ও কষায়।

প্রয়োগ স্থল। কফপিত্ত, ভ্রমরোগ, বমন, কুষ্ঠ, হৃল্লাস, রক্তদোষ, প্রমেহ, শ্বাস, গুল্ম, ও অর্শঃ এই সমস্ত রোগে মহানিম্ব প্রয়োজ্য। ইহা মূষিকের বিষ নাশক।

মঞ্জিষ্ঠা।

মঞ্জিষ্ঠা বিকসা জিঙ্গী সমঙ্গা কালমেষিকা।
মণ্ডূকপর্ণী ভণ্ডীরী ভণ্ডী যোজনবল্ল্যপি॥
রসায়ন্যরুণা কালা রক্তাঙ্গী রক্তযষ্টিকা।
ভণ্ডীতকী চ গণ্ডীরী মঞ্জুষা বস্ত্ররঞ্জিনী॥
মঞ্জিষ্ঠা মধুরা তিক্তা কষায়া স্বরবর্ণকৃৎ।
গুরূষ্ণা বিষশ্লেষ্ম শোথযোন্যক্ষিকর্ণরুক্॥
রক্তাতীসার কুষ্ঠাস্র বীসর্প ব্রণমেহনুৎ।
মাত্রা ১ মাষকঃ।

মঞ্জিষ্ঠা।

পর্য্যায়। মঞ্জিষ্ঠা, বিকসা, জিঙ্গী, সমঙ্গা, কালমেষিকা, মণ্ডূকপর্ণী, ভণ্ডীরী, ভণ্ডী, যোজনবল্লী, রসায়নী, অরুণা, কালা, রক্তাঙ্গী, রক্তযষ্টিকা, ভণ্ডীতকী, গণ্ডীরী, মঞ্জুষা ও বস্ত্ররঞ্জিনী।

গুণ। মঞ্জিষ্ঠা মিষ্ট, তিক্ত, কষায়, গুরু, ও উষ্ণ।•

প্রয়োগ। ইহা ব্যবহারকরিলে স্বর ও বর্ণ উত্তম হয় এবং বিষদোষ, শ্লেষ্মা, শোথ, যোনিরোগ, চক্ষুরোগ, কর্ণরোগ, রক্তাতিসার, কুষ্ঠ, রক্তদোষ, বীসর্প, ব্রণ ও প্রমেহ রোগ উপশমিত হয়। মাত্রা ১ মাষা।

হরিদ্রা।

হরিদ্রা কাঞ্চনী পীতা নিশাখ্যা বরবর্ণিনী।
ক্রিমিঘ্নী হলদী যোষিৎপ্রিয়া হট্টবিলাসিনী॥
হরিদ্রা কটুকা তিক্তা রূক্ষোষ্ণা কফপিত্তনুৎ।
বর্ণ্যা ত্বগ্দোষ মেহাস্র শোথপাণ্ডু ব্রণাপহা॥
মাত্রা ২ মাষকৌ।

হরিদ্রা।

হরিদ্রা, কাঞ্চনী, পীতা, বরবর্ণিনী, ক্রিমিঘ্নী, হলদী, যোষিৎপ্রিয়া, হট্টবিলাসিনী এই গুলি এবং রাত্রিবাচক শব্দ সমস্ত ইহার পর্য্যায় জানিবে। হরিদ্রা, কটু, তিক্ত, রুক্ষ, উষ্ণ ও বর্ণজনক। হরিদ্রা ব্যবহারে কফ, পিত্ত, ত্বকের দোষ, মেহ, রক্তদোষ, শোথ, পাণ্ডু ও ব্রণ নষ্ট হয়। মাত্রা ২ মাষা।

বনহরিদ্রা আম্রগন্ধিহরিদ্রা চ।

অরণ্যহলদী কন্দঃ কুষ্ঠ বাতাস্র নাশনঃ।
আম্রগন্ধি হরিদ্রা যা সা শীতা বাতলা লঘুঃ॥
পিত্তঘ্নমধুরা তিক্তা সর্ব্বকণ্ডূ বিনাশিনী।
অনয়োর্মাত্রা ১ মাষকৌ।

বনহরিদ্রা ও আম আদা।

বনহরিদ্রার কন্দ কুষ্ঠ ও বাতরক্ত রোগে ব্যবহার্য্য। আম্রগন্ধি হরিদ্রা অর্থাৎ আমআদা শীতল, বায়ুজনক, পিত্ত নাশক, মধুর, তিক্ত ও কণ্ডূনাশক। উভয়ের মাত্রা ১ মাষা।

পদ্মকম্।

পদ্মকং পদ্মগন্ধিস্যাত্তথা পদ্মাহ্বয়ং স্মৃতম্।
পদ্মকং তুবরং তিক্তং শীতলং বাতলং লঘু॥
বীসর্প দাহ বিস্ফোট কুষ্ঠ শ্লেষ্মাস্রপিত্তনুৎ।
গর্ভসংস্থাপনং রুচ্যং বমিব্রণ তৃষা প্রণুৎ॥
মাত্রা ১ মাষা।

পদ্মকাষ্ঠ।

পদ্মক, পদ্মগন্ধি ও পদ্মবাচক শব্দ সমস্ত ইহার পর্য্যায়। পদ্মকাষ্ঠ কষায়, তিক্ত, শীতল, বায়ুজনক ও লঘু। ইহা বিসর্প, দাহ বিস্ফোট, কুষ্ঠ, শ্লেষ্মা, রক্তপিত্ত, বমি, ব্রণ ও তৃষ্ণা নাশকরে। ইহা গর্ভ-

সংস্থাপক ও রুচ্য। ইহার কাষ্ঠ গ্রহণীয় মাত্রা ১ মাষা।

গোরোচনা।

গোরোচনা তু মঙ্গল্যা বশ্যা গৌরী চ রোচনা।
গোরোচনা হিমা তিক্তা বশ্যা মঙ্গলকান্তিদা॥
বিষালক্ষ্মীপহোন্মাদ গর্ভস্রাব ক্ষতাস্রহৃৎ।

গোরোচনা।

পর্য্যায়। গোরোচনা, মঙ্গল্যা, বশ্যা, গৌরী ও রোচনা।

গুণ। শীতল, তিক্ত, বশ্য, মঙ্গলজনক, কান্তিকর, বিষঘ্ন ও অলক্ষ্মী নিবারক।

আময়িক প্রয়োগ। ক্ষতাদি হইতে অথবা গর্ভস্রাব নিবন্ধন রক্তপাত নিবারণ করিয়া উপকার করে, উন্মাদ রোগেও ইহা ব্যবহের।

এলবালুকম্।

এলবালুক মৈলেয়ং সুগন্ধি হরিবালুকম্।
এলবালুক মেলালু কপিত্থ পত্রমীরিতম্॥
এলালু কটুকং পাকে কষায়ং শীতলং লঘু।
হন্তিকণ্ডূ ব্রণচ্ছর্দ্দি তৃট্ কাসারুচি হৃদ্রুজঃ।
বলাস বিষ পিত্তাসৃ কুষ্ঠমূত্রগদ ক্রিমীন্।
মাত্রা ১ মাষক।

এলবালুক।

পর্য্যায়। এলবালুক, ঐলেয়, সুগন্ধি, হরিবালুক, এলালু ও কপিত্থপত্র।

গুণ। ইহা কষায়, শীতল, লঘু, পাকে কটু।

আময়িক প্রয়োগ। কণ্ডূ, ব্রণ, বমি, তৃষ্ণা, কাস, অরুচি, হৃদ্রোগ, কফ, বিষ, রক্তপিত্ত, কুষ্ঠ, মূত্রকৃচ্ছ ও ক্রিমি রোগে ব্যবহের। মাত্রা ১ মাষা।

কুটন্নটম্।

(প্রকৃতজ্ঞা ইতি চ ইংরজ বিতুন্নক নামো বৃক্ষস্য ত্বক্ মুস্তাকৃতিঃ।)

কুটন্নটং দাসপুরং বানেয়ং পরিপেলবম্।
প্লব গোপুর গোনর্দ্দ কৈবর্ত্তমুস্তকানি চ॥
মুস্তাবৎ পেলব পুটং শুক্লাভং স্যাদ্বিতুন্নকম্।
বিতুন্নকং হিমং তিক্তং কষায়ং কটুকান্তিদম্॥
কফপিত্তাস্র বীসর্প কুষ্ঠকণ্ডূ বিষপ্রণুৎ।
মাত্রা ১ মাষকঃ।

কেওটমুথা হিন্দী কোমটীমোথা।

(এই দ্রব্য বিতুন্নক নামক বৃক্ষের ত্বক্ ইহার আকার মুস্তার ন্যায়।)

পর্য্যায়। কুটন্নট, দাসপুর, বানের, পরিপেলব, প্লব, গোপুর, গোনর্দ্দ ও কৈবর্ত্ত মুস্তক।

বিতুন্নক মুস্তার ন্যায় পেলব পুট বিশিষ্ট ও ঈষৎ শুক্লবর্ণ।

গুণ। বিতুন্নক শীতল, তিক্ত, কষায়, কটু, কান্তিপ্রদ, বিষঘ্ন ও কফ নাশক।

আময়িক প্রয়োগ। বীসর্প, রক্তপিত্ত, কুষ্ঠ ও কণ্ডূ নাশকরে। মাত্রা ১ মাষা।

কুষ্ঠবৈরী।

কুষ্ঠবৈরী শৈলরোহী মহাগদ মহীরুহঃ।
বৈবর্ণ্যভঞ্জনঃ সদ্যাদ্বলকৃচ্ছ রসায়নঃ॥
পামা বিচর্চিকা কণ্ডূ নিয়োর্দ্ধ বিপাদিকাঃ।

হন্ত্যামবাতং বাতাস্রং কুষ্ঠানি চ বিশেষতঃ।
অস্য ফলস্য বীজং তৈলঞ্চ গ্রহণীয়ন্তু, বীজস্য
মাত্রা ৬ রক্তিকা, তৈলস্য ৪ বিন্দবঃ।

চালমুগ্‌রা।

কুষ্ঠবৈরী, শৈলরোহী, মহাগদ, মহীরুহ ও বৈবস্বতক্রম এই গুলি চালমুগ্‌রার সংস্কৃত নাম। ইহা বলকর ও রসায়ন। পামা, বিচর্চ্চিকা, কণ্ডু, সিধ্ম, উদর্দ্দ, বিপাদিকা, আমবাত, বাতরক্ত ও কুষ্ঠরোগে প্রয়োজ্য। কুষ্ঠরোগে কিছু কাল ব্যাপিয়া ব্যবহার করিলে ইহার দ্বারা যথেষ্ট উপকার দর্শে।

ইহার ফলের বীজ ও উহার তৈল ব্যবহার্য্য। বীজের মাত্রা ৬ রতি, তৈলের ৪ বিন্দু।

অগদঃ।

অগদো দদ্রুমর্দ্দী স্যাৎ কীটারিশ্চাঙ্গসুন্দরঃ।
দদ্রুমর্দ্দী হরেদ্ দদ্রুপামাকণ্ডুবিচর্চিকাঃ॥

দাদমর্দ্দন।

দাদমর্দ্দনকে সংস্কৃত ভাষায় অগদ, দদ্রুমর্দ্দী, কীটারি ও অঙ্গসুন্দর বলে। ইহার প্রলেপে দদ্রু, পামা, কণ্ডু ও বিচর্চ্চিকা রোগ নষ্টহয়।

শ্বেতরক্ত গুঞ্জা।

শ্বেতাগুঞ্জাথটা প্রোক্তা কৃষ্ণলা চাপি সা স্মৃতা।
রক্তা সা কাকচিঞ্চি স্যাৎ কাকণন্তী চ রক্তিকা॥
কাকাদনী কাকপীলুঃ সা স্মৃতা কাকবল্লরী।
গুঞ্জাদ্বয়ন্তু কেশ্যং স্যাৎ বাতপিত্তজ্বরাপহম্॥
মুখশোষভ্রমশ্বাসতৃষ্ণামদবিনাশনম্।
নেত্রাময়হরং বৃষ্যং বল্যং কণ্ডুব্রণং হরেৎ॥
ক্রিমীন্দ্রলুপ্তকুষ্ঠানি রক্তা চ ধবলাপি চ।

শ্বেতকুচ ও লালকুচ।

শ্বেতগুঞ্জার পর্য্যায়। ঘটা ও কৃষ্ণলা।

লোহিত গুঞ্জার পর্য্যায়। কাকচিঞ্চী, কাকমণ্ডী, রক্তিকা, কাকাদনী, কাকপীলু ও কাকবল্লরী।

গুণ। দুই জাতীয় গুঞ্জাই কেশের হিতকারক, বলকারক ও শুক্র জনক।

প্রয়োগ। বাতপিত্ত জ্বর, মুখশোষ, ভ্রমরোগ, শ্বাস তৃষ্ণা, মদরোগ, চক্ষুরোগ, কণ্ডু, ব্রণ, ক্রিমি ও ইন্দ্রলুপ্ত (টাক) রোগে গুঞ্জাদ্বয় ব্যবহেয়।

শ্বেতরক্ত করবীর।

করবীরঃ শ্বেতপুষ্পঃ শ্বেতকুম্ভোঽশ্বমারক।
দ্বিতীয়ো রক্তপুষ্পস্তু চণ্ডাতোলগুড়স্তথা॥
করবীরদ্বয়ং তিক্তং কষায়ং কটুকশ্চতৎ।
ব্রণলাঘবকৃন্নেত্রকোপকুষ্ঠব্রণাপহম্॥
বীর্য্যোষ্ণং ক্রিমিকণ্ডুঘ্নং ভক্ষিতং বিষবন্মতম্।

শ্বেতকরবী ও লালকরবী।

শ্বেতকরবীর পর্য্যায়। শ্বেতপুষ্প, শতকুম্ভ, অশ্বমার।

রক্তকরবীর পর্য্যায়। রক্তপুষ্প, চণ্ডাত ও লগুড়।

গুণ। করবীর দ্বয় তিক্ত, কষায়, কটু ও উষ্ণবীর্য্য।

প্রয়োগস্থল। ব্রণ, চক্ষুঃপীড়া, কুষ্ঠক্ষত, ক্রিমি ও কণ্ডু প্রভৃতি রোগে ব্যবহার্য্য। ইহার মূল গ্রহণীয়।

আভ্যন্তরিক প্রয়োগে ইহা বিষবৎ কার্য্যকরে।

কাঞ্চনার কোবিদার

কাঞ্চনারঃ কাঞ্চনকো গণ্ডারিঃ শোণপুষ্পকঃ।
কোবিদারশ্চমরিকঃ কুদ্দালো যুগপত্রকঃ॥
কুণ্ডলী তাম্রপুষ্পশ্চাশ্মন্তকঃ স্বল্পকেশরী।
কাঞ্চনারো হিমো গ্রাহী তুবরঃ শ্লেষ্মপিত্তনুৎ॥
ক্রিমিকুষ্ঠগুদভ্রংশগণ্ডমালাব্রণাপহঃ।
কোবিদারোঽপি তদ্বৎ স্যাৎ তয়োঃ পুষ্পং লঘু স্মৃতম্।
রুক্ষং সংগ্রাহি পিত্তাস্রপ্রদরক্ষয়কাসনুৎ॥

লালকাঞ্চন ও শ্বেতকাঞ্চন।

লালকাঞ্চনের পর্য্যায়। কাঞ্চনার কাঞ্চনক, গণ্ডারি ও শোণপুষ্পক।

শ্বেতকাঞ্চনের পর্য্যায়। কোবিদার, মরিক, কুদ্দাল, যুগ্মপত্রক, কুণ্ডলী, তাম্রপুষ্প, অশ্মন্তক ও স্বল্পকেশরী।

গুণ। কাঞ্চনার শীতল, গ্রাহী কষায়, পিত্তশ্লেষ্ম নাশক, ইহা ক্রিমি কুষ্ঠ গুদভ্রংশ, গণ্ডমালা ও ব্রণ শান্তিকরে।

কোবিদারও কাঞ্চনার সদৃশ গুণ বিশিষ্ট। উভয়ের ত্বক্ গ্রহণীয় মাত্রা ১ মাষা।

এই দুই বৃক্ষের পুষ্প লঘু রুক্ষ ও সংগ্রাহী, ইহা রক্তপিত্ত, প্রদর, ক্ষয় ও কাস রোগ নষ্টকরে।

শিরীষঃ।

শিরীষো ভণ্ডিলো ভণ্ডী ভণ্ডীরশ্চ কপীতনঃ
শুকপুষ্পঃ শুকতরু মৃদুপুষ্পঃ শুকপ্রিয়ঃ॥
শিরীষো মধুরোঽনুষ্ণস্তিক্তশ্চ তুবরো লঘুঃ।
দোষশোথবিসর্পঘ্নঃ কাসব্রণবিষাপহঃ॥

পর্য্যায়। শিরীষ, ভণ্ডিল, ভণ্ডী, ভণ্ডীর, কপীতন, শুকপুষ্প, শুকতরু, মৃদুপুষ্প ও শুকপ্রিয় এই গুলি ইহার পর্য্যায়।

গুণ। মধুর অনুষ্ণ, তিক্ত, কষায় লঘু। ইহাদ্বারা দোষজ শোথ, বিসর্প, কাস, ব্রণ ও বিষ নষ্ট হয়। ইহার বীজ ও মূল ত্বক্ গ্রহণীয়, মাত্রা ১ মাষা।

শিরীষিকা।

শিরীষিকা টিণ্টিনিকা দুর্ব্বলাম্বুশিরীষিকা।
ত্রিদোষবিষকুষ্ঠার্শোহরী বারিশিরীষিকা॥

জলশিরীষ।

পর্য্যায়। শিরীষিকা, টিণ্টিরিকা, দুর্ব্বলা ও অম্বুশিরীষিকা।

গুণ। দোষত্রয়, বিষ, কুষ্ঠ ও অর্শঃ নষ্টকরে। ইহার সমস্ত অংশ গ্রহণীয় মাত্রা ১ মাষা।

শালঃ।

শালস্তু সর্জ্জকশ্চাশ্বকর্ণিকা শস্যসম্বরঃ।
অশ্বকর্ণঃ কষায়ঃ স্যাদ্ ব্রণস্বেদকফক্রিমীন্॥
ব্রধ্নবিদ্রধিবাধির্য্যযোনিকর্ণগদান্ হরেৎ।

শাল।

পর্য্যায়। শাল, সর্জ্জক, অশ্বকর্ণিকা ও শস্যসম্বর।

গুণ। কষায়রস, ইহা ব্রণ, স্বেদ, কফ, ক্রিমি, ব্রধ্ন, হৃদ্রোগ, বধিরতা, যোনিরোগ ও কর্ণরোগ নিবারণ করে। ইহার ত্বক্ গ্রহণীয় মাত্রা ২ মাষা।

তমালঃ।

তমালঃ শালবদ্বেদ্যো দাহবিস্ফোটহৃৎ পুনঃ।

তমাল বৃক্ষ।

ইহার গুণ শালের ন্যায় অধিকন্তু ইহা দাহ ও বিস্ফোটক উপশমিত করে।

সর্জ্জকঃ। (শালভেদ)।

সর্জ্জকোঽজকর্ণঃস্যাচ্ছালো মরিচ পত্রকঃ।
অজকর্ণঃ কটুস্তিক্তঃ কষায়োষ্ণো ব্যাপোহতি॥
কফপাণ্ডু ঋতি শব্দান্ মেহকুষ্ঠ বিষব্রণান্।

ঝাড়ি শাল।

পর্য্যায়। সর্জ্জক, অজককর্ণ, শাল, ও মরিচপত্রক।

গুণ। ইহা কটু, তিক্ত, কষায় ও উষ্ণ। ইহা কফ, পাণ্ডু, কর্ণরোগ মেহ, কুষ্ঠ, বিষ ও ব্রণ নষ্টকরে। ইহার ত্বক্ গ্রহণীয় মাত্রা ২ মাষা।

শল্লকী।

শল্লকী গজভক্ষ্যা চ সুবহা সুরভী রসা।
মহেরুণা কুন্দুরুকী বল্লকী চ বহুস্রবা॥
শল্লকী তুবরা শীতা পিত্তশ্লেষ্মাতিসারজিৎ।
রক্তপিত্ত ব্রণহরী পুষ্টিকৃৎ সমুদীরিতা॥

হিন্দী শলাই।

পর্য্যায়। শল্লকী, গজভক্ষ্যা, সুবহা, সুরভি, রসা, মহেরুণা, কুন্দুরুকী, বল্লকী ও বহুস্রবা।

গুণ। কষায়, শীতল ও পুষ্টিকারক। ইহা পিত্ত শ্লৈষ্মিক অতীসার, রক্তপিত্ত ও ব্রণ নষ্টকরে। মূল ত্বক গ্রহণীয় মাত্রা ২ মাষা।

শিংশপা, (কপিলবর্ণা শাখর)।

শিংশপা পিচ্ছিলা শ্যামা কৃষ্ণসারা চ সা গুরুঃ।
কপিলা সৈব মুনিভির্ভস্মগর্ভেতি কীর্ত্তিতা॥
শিংশপা কটুকা তিক্তা কষায়া শোষহারিণী।
উষ্ণবীর্য্যা হরেন্মেদঃ কুষ্ঠশ্বিত্র বমিক্রিমীন॥
বস্তিরুগ্‌ ব্রণদাহাস্র বলাসান্ গর্ভপাতিনী।

শিশু।

পর্য্যায়। শিংশপা, পিচ্ছিলা, শ্যামা, কৃষ্ণসার, অগুরু, কপিলা ও ভস্মগর্ভা।

গুণ। কটু, তিক্ত, কষায়, শোষ-নাশক, উষ্ণবীর্য্য, কফঘ্ন ও গর্ভস্রাবক।

প্রয়োগ। ইহা মেদোরোগ, কুষ্ঠ, শ্বিত্র বমি, ক্রিমি, বস্তিরোগ, ব্রণ, দাহ ও রক্তদোষ নিবারণ করে। ইহার ত্বক্ ও পত্র গ্রহণীয় মাত্রা ২ মাষা।

অসনঃ।

বীজকঃ পীতসারশ্চ পীতশালক ইত্যপি।
বন্ধুকপুষ্প প্রিয়ক সর্জ্জক শ্চাসনঃ স্মৃতঃ॥
বীজকঃ কুষ্ঠ বীসর্প শ্বিত্র মেহ গুদক্রিমীন্।
হন্তি শ্লেষ্মাস্র পিত্তঞ্চ ত্বচ্যঃ কেশ্যো রসায়নঃ॥

পিয়াশাল। হিন্দী আসন।

পর্য্যায়। বীজক, পীতসার, পীত-শালক, বন্ধুকপুষ্প, প্রিয়ক, সর্জ্জক ও অসন।

গুণ। কেশ ও ত্বকের স্বাস্থ্যকর ও রসায়ন। ইহা কুষ্ঠ, বীসর্প, শ্বিত্র, মেহ, গুহ্যক্রিমি, শ্লেষ্মা ও রক্তপিত্ত রোগ নষ্ট-করে। ইহার মূলত্বক্ গ্রহণীয় মাত্রা ২ মাষা।

ইঙ্গুদী।

ইঙ্গুদোঽঙ্গারবৃক্ষশ্চ তিক্তক স্তাপসদ্রুমঃ।
উষ্ণঃ কুষ্ঠভূতাদি গ্রহব্রণবিষক্রিমীন্॥
তত্ফলঃ শ্বিত্র শূলঘ্ন স্তিক্তকঃ কটুপাকবান্।

ইঙ্গুদী হিন্দী ইঙ্গোট ।

পর্য্যায় । ইঙ্গুদ, অঙ্গারবৃক্ষ, তিক্তক ও তাপস দ্রুম ।

গুণ । উষ্ণ, তিক্ত ও পাকে কটু । ইহা কুষ্ঠ, ব্রণ, বিষ, ক্রিমি, শ্বিত্র, শূল, গ্রহ ও ভূতাদি নষ্টকরে । ইহার মূল ত্বক্ গ্রহণীয় মাত্রা ১ মাষা ।

একবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

ক্রিমিঘ্নবর্গঃ ।

বিড়ঙ্গঃ ।

পুংসি ক্লীবে বিড়ঙ্গঃ স্যাৎ ক্রিমিঘ্নো জন্তুনাশনঃ ।
তণ্ডুলশ্চ তথা বেল্লমমোঘা চিত্রতণ্ডুলা ॥
বিড়ঙ্গং কটুতীক্ষ্ণোষ্ণং রুক্ষং বহ্নিকরং লঘু ।
ঈষত্তিক্তং বিষঘ্নঞ্চ ভ্রান্তিদোষনিকৃন্তনম্ ॥
শূলাধ্মানোদর শ্লেষ্ম ক্রিমি বাতবিবন্ধনুৎ ।
অস্য ফলং গ্রাহ্যং মাত্রা ২ মাষকৌ ।

বিড়ঙ্গ ।

বিড়ঙ্গ, ক্রিমিঘ্ন, জন্তুনাশন, তণ্ডুল, বেল্ল, অমোঘা ও চিত্রতণ্ডুলা এই গুলি বিড়ঙ্গের নাম । বিড়ঙ্গ কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, রুক্ষ, অগ্নি কারক, লঘু, ঈষৎ তিক্ত, বিষঘ্ন, ভ্রান্তি নিবারক ।

আময়িক প্রয়োগ । ইহা শূল আধ্মান (পেটফাপা), উদর রোগ, শ্লেষ্মা, ক্রিমি, বায়ু ও মলবদ্ধ নিবারণ করে । ইহার ফল গ্রহণীয়, মাত্রা ২ মাষা ।

পারিভদ্রম্ ।

পারিভদ্রো নিম্বতরুর্মন্দারঃ পারিজাতকঃ ।
পারিভদ্রোঽনিলশ্লেষ্ম শোথমেদঃ ক্রিমিপ্রণুৎ ॥
তৎপত্রং পিত্তরোগঘ্নং কর্ণব্যাধি বিনাশনম্ ।
অস্য ত্বগাদিকং গ্রাহ্যং, মাত্রা ত্বচঃ ৬ রক্তিকা ॥
পত্রাদি স্বরসস্য, ৪ মাষকাঃ ।

পালিদামাদার । হিন্দী ফরহদ্ ।

পর্য্যায় । পারিভদ্র, নিম্বতরু, মন্দার ও পারিজাতক ।

গুণ । ইহা বায়ু, শ্লেষ্মা, শোথ, মেদোরোগ ও ক্রিমি নাশকরে, ইহার পত্র শিরোরোগ ও কর্ণ পীড়া নিবারণ করে । ইহার ত্বক্ ও স্বরস গ্রহণীয়, ত্বক্ চূর্ণের মাত্রা ৬ রতি, পত্রাদির স্বরসের মাত্রা ৪ মাষা ।

সোমরাজী ।

অবল্গুজো বাকুচী স্যাৎ সোমরাজী সুপর্ণিকা ।
শশিলেখা কৃষ্ণফলা সোমাপূতিফলীতি চ ॥
সোমবল্লী কালমেষী কুষ্ঠঘ্নী চ প্রকীর্ত্তিতা ।
বাকুচী মধুরা তিক্তা কটুপাকা রসায়নী ॥
বিষ্টম্ভহৃদ্ধিমা রুচ্যা সরা শ্লেষ্মাস্রপিত্তনুৎ ।
রুক্ষা হৃদ্যা শ্বাস কুষ্ঠ মেহজ্বর ক্রিমিপ্রণুৎ ॥
তৎফলং পিত্তলং কুষ্ঠ কফানিল হরং কটু ।
কেশ্যং ত্বচ্যং বমিশ্বাস কাশ শোথাম পাণ্ডুনুৎ ॥
অস্যা বীজং গ্রাহ্যং মাত্রা ১ মাষকঃ ।

সোমরাজ ।

পর্য্যায় । অবল্গুজী, বাকুচী, সোমরাজী, সুপর্ণিকা, শশিলেখা, কৃষ্ণফলা, সোমা, পূতিফলী, সোমবল্লী, কালমেষী ও কুষ্ঠঘ্নী ।

গুণ । ইহা মধুর, তিক্ত, পাকে কটু, রসায়ন, বিষ্টম্ভ নাশক, শীতল, রেচক, সর, শ্লেষ্মনাশক রক্তপিত্ত নাশক, রুক্ষ ও হৃদ্য ।

পর্য্যায় । ইহা শ্বাস, কুষ্ঠ, মেহ, জ্বর ও ক্রিমি নাশকরে ।

সোমরাজীর ফল, পিত্তজনক, কেশের হিতকর, ত্বকের উপকারক ও কটু। এই ফল কুষ্ঠ, কফ, বায়ু, বমি, শ্বাস, কাস, শোথ, আম ও পাণ্ডুরোগ নষ্ট করে। ইহার বীজ গ্রহণীয, মাত্রা ১ মাষা।

কাম্পিল্লং।

কাম্পিল্লঃ কর্কশশ্চন্দ্রো রক্তাঙ্গো রোচনোঽপি চ।
কাম্পিল্লঃ কফপিত্তাস্র ক্রিমি গুল্মোদর ব্রণান্॥
হন্তি রেচী কটূষ্ণশ্চ মেহানাহ বিষ শ্মনুৎ।
অস্য মাত্রা ৬ রক্তিকাঃ।

কমলাগুঁড়ি।

কাম্পিল্ল, কর্কশ, চন্দ্র, রক্তাঙ্গ ও রোচন এই গুলি কাম্পিল্লের নাম। কাম্পিল্ল রেচক, কটু, উষ্ণ, কফনাশক ও বিষঘ্ন। ইহা রক্তপিত্ত, ক্রিমি, গুল্ম, উদররোগ, ব্রণ, মেহ ও অশ্মরীরোগ নষ্ট করে। ইহার মাত্রা ৬ রতি

সর্পাক্ষী।

সর্পাক্ষী স্যাৎ গণ্ডালী তথা নাড়ীকপালকং
সর্পাক্ষী কটুকা তিক্তা সোষ্ণা ক্রিমি নিকৃন্তনী॥
বৃশ্চিকোন্দুর সর্পাণাং বিষঘ্নী ব্রণরোপিণী।
মাত্রা ২ রক্তিকে।

হিন্দী সরহটী। গণ্ডিনী।

পর্য্যায। সর্পাক্ষী, গণ্ডালী ও নাড়ীক-পালক।

গুণ। কটু, তিক্ত, উষ্ণ, ক্রিমিঘ্ন এবং বৃশ্চিক, ইন্দুর ও সর্পের বিষ নাশক। ব্রণে প্রয়োগ করিলে ব্রণ বসিয়া যায়। ইহার সর্ব্বাংশ গ্রহণীয়, মাত্রা ২ রতি।

অর্কপুষ্পী।

অর্কপুষ্পী ক্রূরকর্মা পয়স্যা জলকামুকা।
অর্কপুষ্পী ক্রিমিশ্লেষ্ম মেহপিত্ত বিকার জিৎ॥
মাত্রা ১ মাষকঃ।

বড় আকুই।

পর্য্যায। অর্কপুষ্পী, ক্রূরকর্ম্মা, পয়স্যা ও জলকামুকা।

গুণ। ইহা ক্রিমি, শ্লেষ্মা, মেহ ও পিত্তরোগ নষ্ট করে। ইহার সমস্ত অংশ গ্রহণীয়, মাত্রা ১ মাষা।

আখুকর্ণী।

আখুকর্ণী ত্বাখুকর্ণপর্ণিকা ভূদরীভবা
আখুকর্ণী কটুস্তিক্তা কষায় শীতলা লঘু॥
বিপাকে কটুকা মূত্র কফাময় ক্রিমি প্রণুৎ।
মাত্রা ১ মাষকঃ।

ইন্দুরকাণি পানা।

পর্য্যায। আখুকর্ণী, আখুকর্ণ, পর্ণিকা ও ভূদরীভবা এই গুলি ইহার পর্য্যায়।

গুণ। কটু, তিক্ত, কষায, শীতল, লঘু, ও পাকে কটু।

প্রয়োগ। ইহাদ্বারা মূত্ররোগ শ্লৈষ্মিক পীড়া ও ক্রিমি নষ্ট হয়। ইহার সমস্ত অংশ গ্রহণীয়, মাত্রা ১ মাষা।

পলাশ।

পলাশঃ কিংশুক পর্ণো যাজ্ঞিকো রক্তপুষ্পকঃ।
ক্ষারশ্রেষ্ঠো বাতহরো ব্রহ্মবৃক্ষঃ সমিদ্বরঃ॥
পলাশো দীপনো বৃষ্যঃ সরোষ্ণো ব্রণগুল্মজিৎ।
কষায়ঃ কটুকস্তিক্তঃ স্নিগ্ধো গুদজরোগজিৎ॥
ভগ্নসন্ধান কৃদ্দোষ গ্রহণ্যর্শ ক্রিমীন হরেৎ।
তৎপুষ্পং স্বাদুপাকে তু কটুতিক্তং কষায়কম্॥

সম্পিষ্টং তদনুতত্ত তিলজা তৈলে
সম্পাকং বটক মতোব বাতহারি ॥
মাত্রা ১ মাষকঃ।

হাড়ভাঙ্গা। হিন্দী হড়সংযোরি।

পর্য্যায়। গ্রন্থিমান্, অস্থিসংহারী, বজ্রাঙ্গী ও অস্থিশৃঙ্খল।

গুণ। ইহা বাতশ্লেষ্ম নাশক, অস্থি-সংযোজক, উষ্ণ, সর, ক্রিমিঘ্ন, অর্শোনাশক, চক্ষুরোগে উপকারক, রুক্ষ, স্বাদু, লঘু, বলকারক, পাচক ও পিত্তজনক। ইহার ত্বক্ ফেলিয়া কাণ্ডের চূর্ণ ১ মাষা ডাইলের আবরণ ত্যাগ করিয়া অর্দ্ধ মাষা একত্র পেষণ করিয়া তিলতৈলে পাক করিয়া বটক প্রস্তুত করিবে, এই বটক অতিশয় বাত নাশক। এই লতার সর্ব্বাংশ গ্রহণীয়, মাত্রা ২ মাষা।

রাল।

রালস্তু শালনির্য্যাস স্তথা সর্জ্জরসঃ স্মৃতঃ।
দেবধূপো যক্ষধূপ স্তথা সর্ব্বরসশ্চ সঃ ॥
রালো হিমো গুরু স্তিক্তঃ কষায়ো গ্রাহকো হরেৎ।
দোষাস্র স্বেদ বীসর্প জ্বর ব্রণ বিপাদিকাঃ ॥
গ্রহভগ্নাগ্নি দগ্ধাশ্রো শূলাতীসার নাশনঃ।
মাত্রা ৮ রক্তিকাঃ।

ধুনা।

পর্য্যায়। রাল, শালনির্য্যাস, সর্জ্জরস, দেবধূপ, যক্ষধূপ ও সর্ব্বরস।

গুণ। ইহা শীতল, গুরু, তিক্ত, কষায় ও গ্রাহক।

প্রয়োগ। ইহা বাতাদি দোষ, রক্তদোষ, স্বেদ, বীসর্প, জ্বর, ব্রণ, বিপাদিকা, গ্রহ, ভগ্নরোগ, অগ্নিদগ্ধ, শূল ও অতিসার রোগে উপকার করে। মাত্রা ৩ রক্তি।

ত্রয়োবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ক্ষতঘ্ন বর্গঃ।

শ্বেতৈরণ্ডঃ।

মস্তচ্ছুক্রঃ কালনৈরণ্ডঃ শ্বেতৈরণ্ডোবাতজ্জনঃ।
শ্বেতৈরণ্ডঃ কটুস্তিক্তো বীর্য্যোষ্ণঃ কফরোগনুৎ ॥
শূলবায়ুকফশ্বাসংঘ্নি শুক্রলং মূলমস্যতু।
নির্য্যাস ক্ষতহৃৎপ্রোক্তো দন্তাময় বিনাশনঃ ॥
আমবাতঞ্চ বিট্সঙ্গংগুল্মাণ্যপি সুদারুণম্।
নিহন্তি কফজংব্যাধিং ফলং বামন ভেদনম্ ॥

বাগভেরেন্ডা।

শুক্র, কালনৈরণ্ড, শ্বেতৈরণ্ড ও বাতঘ্নন এই গুলি বাগভেরেন্ডার সংস্কৃত নাম। ইহা কটু, তিক্ত, উষ্ণবীর্য্য, কফরোগনাশক, শূল প্রশমক, বায়ু নিবারক ও কফঘ্ন। ইহার মূল শুক্র জনক এবং নির্য্যাস (আঠা) ক্ষত শান্তি কারক ও দন্তরোগ নিবারক। আমবাত, মলরোধ, গুল্ম ও কফজ রোগ সমস্তে ইহা প্রয়োজ্য। বাগভেরেন্ডার ফল বমন কারক ও বিরেচক।

এই অধ্যায়ে লিখিতব্য বিষয় পরিশিষ্টে লিখিত হইবে।

চতুর্বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

পুষ্পবর্গঃ।

পদ্মম্।

বা পুংসি পদ্মং নলিনমরবিন্দং মহোৎপলম্।
সহস্রপত্রং কমলং শতপত্রং কুশেশয়ম্ ॥
পঙ্কেরুহং তামরসং সারসং সরসীরুহম্।
বিসপ্রসূনরাজীব পুষ্করাম্ভোরুহাণি চ ॥
কমলং শীতলং বর্ণ্যং মধুরং কফপিত্তজিৎ।

তৃষ্ণা দাহাস্র বিস্ফোট বিষ বীসর্প নাশনম্॥
বিশেষতঃ সিতং পদ্মং পুণ্ডরীক মিতিস্মৃতম্
রক্তং কোকনদং জ্ঞেয়ং নীলমিন্দীবরং স্মৃতম্॥
ধবলং কমলং শীতং মধুরং কফপিত্তজিৎ।
তস্মাদল্পগুণং কিঞ্চিদন্যদ্ রক্তোৎপলাদিকম্॥

পদ্ম।

পর্য্যায়। পদ্ম, নলিন, অরবিন্দ, মহোৎপল, সহস্রপত্র, কমল, শতপত্র, কুশেশয়, পঙ্কেরুহ, তামরস, সারস, সরসীরুহ, বিসপ্রসূন, রাজীব, পুষ্কর ও অম্ভোরুহ এই গুলি পদ্মের নাম।

গুণ। শীতল, বর্ণজনক, মধুর, কফপিত্তঘ্ন ও বিষ নাশক। তৃষ্ণা, দাহ, রক্তদোষ, বিস্ফোট ও বিসর্প রোগে প্রয়োগ করিলে উপশম হয়। শ্বেতপদ্মকে পুণ্ডরীক, লোহিত পদ্মকে কোকনদ ও নীলপদ্মকে ইন্দীবর কহে। শ্বেতপদ্ম শীতল মধুর, কফ পিত্তহর ও পিত্তনাশক। রক্তোৎপল ইহা অপেক্ষা অল্প গুণ বিশিষ্ট।

পদ্মিনী।

মৃণাল দলোৎফুল্লঃ ফলৈঃ সমুদিতা পুনঃ
পদ্মিনী প্রোচ্যতে প্রাজ্ঞৈ র্বিসিন্যাদি চ সা স্মৃতা॥
পদ্মিনী শীতলা গুর্বী মধুরা লবণা চ সা।
পিত্তাসৃক্ কফনুদ্রুক্ষা বাতবিষ্টম্ভ কারিণী।
আদি শব্দান্নলিনী কমলিনীত্যাদি।

মূল, নাল ও দল প্রভৃতি সমুদায় অংশ সহিত সমগ্র পদ্মকে পদ্মিনী, বিসিনী, নলিনী, কমলিনী ইত্যাদি কহে। পদ্মিনী, শীতল, গুরু, মধুর লবণরস বিশিষ্ট রুক্ষ ও বাতবিষ্টম্ভ কারক। ইহার দ্বারা রক্তপিত্ত ও কফ উপশমিত হয়।

পদ্মস্য নবপত্রাদি।

সম্বর্ত্তিকা নবদলং বীজকোশস্তু কর্ণিকা।
কিঞ্জল্কঃ কেশরঃ প্রোক্তো মকরন্দোরসঃ স্মৃতঃ॥
পদ্মনালং মৃণালং স্যাত্তথা বিস মিতি স্মৃতম্।
সম্বর্ত্তিকা হিমা তিক্তা কষায়া দাহ তৃট্ প্রনুৎ॥
মূত্রকৃচ্ছ্র গুদব্যাধি রক্তপিত্ত বিনাশিনী।
পদ্মস্য কর্ণিকা তিক্তা কষায়া মধুরা হিমা॥
মুখ বৈশদ্য কৃল্লঘ্বী তৃষ্ণাস্র কফপিত্তনুৎ।
কিঞ্জল্কঃ শীতলো বৃষ্যঃ কষায়োগ্রাহকোঽপি সঃ॥
কফপিত্ত তৃষাদাহ রক্তার্শো বিষশোথজিৎ।
মৃণালং শীতলং বৃষ্যং পিত্তদাহাস্রজিৎ গুরু॥
দুর্জ্জরং স্বাদু পাকঞ্চ স্তন্যানিল কফপ্রদম্।
সংগ্রাহি মধুরং রুক্ষং শালুকমপি তদ্‌গুণম্॥

পদ্মের নবপত্রাদি।

পদ্মের নূতন পত্রকে সম্বর্ত্তিকা, বীজকোষকে কর্ণিকা, কেশরকে কিঞ্জল্ক, রসকে (মধুকে) মকরন্দ ও নালকে মৃণাল ও বিস কহে।

সম্বর্ত্তিকা (নূতন পত্র) শীতল, তিক্ত ও কষায়, ইহার দ্বারা দাহ, তৃষ্ণা, মূত্রকৃচ্ছ্র, গুহ্যপীড়া ও রক্তপিত্ত উপশমিত হয়।

কর্ণিকা (বীজকোষ) তিক্ত, কষায়, মধুর, শীতল ও লঘু, ইহা ভক্ষণ করিলে মুখ পরিষ্কৃত হয় এবং তৃষ্ণা, রক্তদোষ ও কফ নষ্ট হয়।

পদ্মের কিঞ্জল্ক শীতল, বৃষ্য কষায় সংগ্রাহী কফপিত্ত এবং বিষ নাশক। ইহা দ্বারা তৃষ্ণা, দাহ, রক্তার্শঃ ও শোথ উপশমিত হয়।

পদ্মের মৃণাল শীতল, বৃষ্য, গুরু, সহজে জীর্ণ হয় না, জীর্ণ হইলে স্বাদুরস হয়। স্তনে দুগ্ধোৎপাদক, বায়ু বর্দ্ধক

শ্লেষ্ম জনক, সংগ্রাহী, মধুর রুক্ষ, পিত্ত জন্য দাহ ও রক্তদোষ নষ্ট করে। শালুকের অর্থাৎ প্যাতারি মূলের গুণও ইহার ন্যায়।

কুমুদম্।

শ্বেতং কুবলয়ং প্রোক্তং কুমুদং কৈরবং তথা।
কুমুদং পিচ্ছিলং স্নিগ্ধং মধুরং হ্লাদিশীতলম্॥

শ্বেতোৎপল, সুঁদিপুষ্প।

পর্য্যায়। শ্বেতকুবলয়, কুমুদ ও কৈরব।

গুণ। পিচ্ছিল, স্নিগ্ধ, মধুর, আহ্লাদ জনক ও শীতল।

কুমুদিনী।

কুমুদ্বতী কৈরবিকা তথা কুমুদিনীতি চ।
সা তু মৃণাদি সর্ব্বাঙ্গে কুক্তা সমুদিতা বুধৈঃ॥
পদ্মিন্যা যে গুণাঃ প্রোক্তাঃ কুমুদিন্যাশ্চ তেঽপ্যতঃ।

মৃণাদি সর্ব্বাঙ্গ সহিত কুমুদকে কুমুদিনী কহে ইহার পর্য্যায় কুমুদ্বতী, কৈরবিকা ও কুমুদিনী। ইহার গুণ পদ্মিনীর ন্যায়।

সেওতী।

শতপত্রী তরুণ্যুক্তা কর্ণিকা চারুকেশরা।
মহাকুমারী গন্ধাঢ্যা লাক্ষাপুষ্পাতিমঞ্জুলা॥
শতপত্রী হিমা হৃদ্যা গ্রাহিণী শুক্রলা লঘুঃ।
দোষত্রয়াস্রজিৎ বর্ণ্যা তিক্তা কট্বী চ পাচনী॥

সেঁউতী।

পর্য্যায়। শতপত্রী, তরুণী, কর্ণিকা চারুকেশরা, মহাকুমারী, গন্ধাঢ্যা, লাক্ষা-পুষ্পা ও অতিমঞ্জুলা।

গুণ। শীতল, হৃদ্য, গ্রাহী, শুক্র-জনক, লঘু, ত্রিদোষ নাশক, রক্ত বিশোধক, বর্ণ্য, তিক্ত, কটু ও পাচক।

বাসন্তী।

নেপালী কথিতা তজ্জ্ঞৈঃ সপ্তলা নবমালিকা।
বাসন্তী শীতলা লঘ্বী তিক্তা দোষত্রয়াস্রজিৎ॥

নবমল্লিকা।

পর্য্যায়। নেপালী, সপ্তলা, নবমালিকা ও বাসন্তী।

গুণ। শীতল, লঘু, তিক্ত, ত্রিদোষঘ্ন ও রক্তদোষ নাশক।

জাতী স্বর্ণজাতী।

জাতির্জাতী চ সুমনা মালতী রাজপুত্রিকা।
চেতিকা হৃদ্যগন্ধা চ সা পীতা স্বর্ণজাতিকা॥
জাতীযুগং তিক্তমুষ্ণং তুবরং লঘু দোষজিৎ।
শিরোঽক্ষিমুখদন্তার্ত্তি বিষকুষ্ঠানিলাস্রজিৎ॥

জাতী এবং স্বর্ণজাতী। হিন্দী চামেলী।

পর্য্যায়। জাতি, জাতী, সুমনা, মালতী, রাজপুত্রিকা, চেতিকা ও হৃদ্যগন্ধা। জাতী পীত বর্ণ হইলে ইহাকে স্বর্ণজাতী কহে।

গুণ। জাতীদ্বয় তিক্ত, উষ্ণ, কষায় লঘু ও দোষঘ্ন ইহার দ্বারা মস্তক, চক্ষু, মুখ ও দন্তের পীড়া, বিষজ রোগ, কুষ্ঠ, বায়ু ও রক্তদোষ নিবারিত হয়।

যূথিকা স্বর্ণযূথিকা।

যূথিকা গণিকাম্বষ্ঠা সা পীতা হেমপুষ্পিকা।
যূথীযুগং হিমং তিক্তং কটুপাকরসং লঘু॥

মধুরং তুবরং হৃদ্যং পিত্তঘ্নং কফবাতলম্।
ব্রণাস্র মুখদন্তাক্ষি শিরোরোগ বিষাপহম্॥

জুই এবং স্বর্ণজুই।

পর্য্যায়। যূথিকা, গণিকা, ও অম্বষ্ঠা। ইহা পীতবর্ণ হইলে হেমপুষ্পিকা বা স্বর্ণযূথিকা কহে।

গুণ। যূথিকাদ্বয় শীতল, তিক্ত, পাকে কটুরস, লঘু, মধুর, কষায়, হৃদ্য, পিত্তঘ্ন, বাতশ্লেষ্ম বর্দ্ধক ও বিষঘ্ন। ইহার দ্বারা ব্রণ, রক্তদোষ, মুখ, দন্ত চক্ষুরোগ ও শিরঃপীড়া নিবারিত হয়।

চম্পকঃ।

চাম্পেয়শ্চম্পকঃ প্রোক্তো হেমপুষ্পশ্চ স স্মৃতঃ।
এতস্য কলিকা গন্ধকলীতি কথিতা বুধৈঃ॥
চম্পকঃ কটুকস্তিক্তঃ কষায়ো মধুরো হিমঃ।
বিষ ক্রিমিহর কৃচ্ছ্র কফবাতাস্র পিত্তজিৎ॥

চাপা পুষ্প।

পর্য্যায়। চাম্পেয়, চম্পক ও হেমপুষ্প এই গুলি ইহার পর্য্যায়, ইহার কলিকাকে গন্ধকলী কহে।

গুণ। কটু, তিক্ত, কষায়, মধুর, শীতল, বিষঘ্ন, ও ক্রিমি নাশক, ইহার দ্বারা বাতশ্লৈষ্মিক রক্তপিত্ত উপশমিত হয়।

বকুলঃ।

বকুলো মধুগন্ধশ্চ সিংহকেশরক স্তথা।
বকুল স্তুবরোঽনুষ্ণঃ কটুপাক রসো গুরুঃ॥
কফপিত্ত বিষশ্বিত্র ক্রিমিদন্ত গদাপহঃ।

বকুল।

পর্য্যায়। বকুল, মধুগন্ধ, সিংহকেশরক।

গুণ। কষায় অনুষ্ণ, পাকে কটু ও গুরু ইহা ব্যবহারে কফ, পিত্ত, বিষ, শ্বিত্র, দন্তরোগ ও ক্রিমি নষ্ট হয়।

শিবমল্লী।

শিবমল্লী পাশুপত একাষ্ঠীলোবুকো বসুঃ।
বুকোঽনুষ্ণঃ কটুস্তিক্তঃ কফপিত্ত বিষাপহঃ॥
যোনিশূল তৃষাদাহ কুষ্ঠ শোথাস্র নাশনঃ।

পদ্মবক।

পর্য্যায়। শিবমল্লী, পাশুপত, একাষ্ঠীল, বুক ও বসু। ইহার অপর এক নাম বৃহদ্বকুল।

গুণ। অনুষ্ণ, কটু, তিক্ত, পিত্তনাশক বিষঘ্ন।

প্রয়োগ। যোনিশূল, তৃষ্ণা, দাহ, কুষ্ঠ, শোথ ও রক্তদোষে ইহা প্রয়োজ্য।

কদম্বঃ।

কদম্বঃ প্রিয়কোনীপোবৃত্তপুষ্পো হলিপ্রিয়ঃ।
কদম্বো মধুরঃ শীতো কষায়ো লবণোগুরুঃ॥
সরো বিষ্টম্ভ কৃদ্রুক্ষঃ কফস্তন্যানিলপ্রদঃ।

কদম।

পর্য্যায়। কদম্ব, প্রিয়ক, নীপ, বৃত্তপুষ্প ও হলিপ্রিয়।

গুণ। মধুর, শীতল, কষায়, লবণরস বিশিষ্ট, গুরু, সর, বিষ্টম্ভী, রুক্ষ, কফবর্দ্ধক স্তনে দুগ্ধোৎপাদক ও বায়ুজনক।

বার্ষিকা।

শ্রীপদী ষট্পদানন্দা বার্ষিকী মুক্তবন্ধনা।
বার্ষিকী শীতলা লঘ্বী তিক্তা দোষত্রয়াপহা॥
কর্ণাক্ষি মুখরোগঘ্নী তত্তৈলং তদ্গুণং স্মৃতম্॥

বেল।

পর্য্যায়। শ্রীপদী, ষট্পদানন্দা, বার্ষিকী ও মুক্তবন্ধনা।

গুণ। শীতল, লঘু, তিক্ত ও ত্রিদোষ নাশক। ইহা ব্যবহারে কর্ণ চক্ষুঃ ও মুখের রোগ দূর হয়, ইহার তৈলেরও এইরূপ গুণ জানিবে।

মল্লিকা।

মল্লিকা মদয়ন্তী চ শীতভীরুশ্চ ভূপদী।
মল্লিকোষ্ণা লঘুর্বৃষ্যা তিক্তা চ কটুকা হরেৎ॥
বাতপিত্তাস্য দৃগ্ব্যাধি কুষ্ঠারুচি বিষব্রণান্।

মল্লিকা।

পর্য্যায়। মল্লিকা, মদয়ন্তী, শীতভীরু ও ভূপদী।

গুণ। উষ্ণ, লঘু, বলকারক, তিক্ত ও কটু। ইহার দ্বারা বায়ু, পিত্ত, মুখরোগ, নেত্ররোগ, কুষ্ঠ, অরুচি, বিষ ও ব্রণ নষ্ট হয়।

মাধবী।

মাধবী স্যাত্তু বাসন্তী পুণ্ড্রকো মণ্ডকোঽপি চ।
অতিমুক্তো বিমুক্তশ্চ কামুকো ভ্রমরোৎসবঃ॥
মাধবী মধুরা শীতা লঘ্বী দোষত্রয়াপহা।

মাধবী।

পর্য্যায়। মাধবী, বাসন্তী, পুণ্ড্রক, মণ্ডক, অতিমুক্ত, বিমুক্ত, কামুক ও ভ্রমরোৎসব।

গুণ। মাধবী মধুর, শীতল, লঘু ও ত্রিদোষ নাশক।

কেতক স্বর্ণকেতকী।

কেতকঃ সূচিকাপুষ্পো জম্বুকঃ ক্রকচচ্ছদঃ।
সুবর্ণকেতকী ত্বণ্যা লঘুপুষ্পা সুগন্ধিনী॥
কেতকঃ কটুকঃ স্বাদুর্লঘুস্তিক্তঃ কফাপহঃ।
উষ্ণা তিক্তরসা শ্রেয়া চক্ষুষ্যা হৈমকেতকী॥

কেতকী, কেয়াফুল।

পর্য্যায়। কেতক, সূচিকাপুষ্প, জম্বুক ও ক্রকচচ্ছদ। অপর এক জাতীয় কেতকী আছে, তাহাকে স্বর্ণকেতকী, লঘুপুষ্প ও সুগন্ধিনী বলে।

গুণ। কেতকী কটু, স্বাদু, লঘু, তিক্ত ও কফ নাশক। স্বর্ণকেতকী উষ্ণ, তিক্ত ও চক্ষের হিতকর।

কিঙ্কিরাতঃ।

কিঙ্কিরাতো হেমগৌরঃ পীতকঃ পীতভদ্রকঃ।
কিঙ্কিরাতো হিমস্তিক্তঃ কষায়শ্চ হরেদসৌ॥
কফপিত্ত পিপাসাস্র দাহ শোষ বমি ক্রিমীন্.

রক্তঝাঁটী বিশেষ।

পর্য্যায়। কিঙ্কিরাত, হেমগৌর, পীতক ও পীতভদ্রক।

গুণ। শীতল, তিক্ত, কষায়, ইহার দ্বারা, কফ, পিত্ত, পিপাসা, রক্তদোষ, দাহ, শোষ, বমি ও ক্রিমি নষ্ট হয়।

কর্ণিকারঃ।

কর্ণিকারঃ পরিব্যাধঃ পাদপোৎপল ইত্যপি।
কর্ণিকারঃ কটুস্তিক্তস্তুবরঃ শোধনো লঘুঃ॥
রঞ্জনঃ সুখদঃ শোথশ্লেষ্মাস্রব্রণকুষ্ঠজিৎ।

ছোট সোঁদাল।

পর্য্যায়। কর্ণিকার, পরিব্যাধ ও পাদপোৎপল।

গুণ। কটু, তিক্ত, কষায়, শোধন (বিরেচক ও বমন কারক) লঘু, রঞ্জন ও সুখপ্রদ। ইহার দ্বারা, শোথ, শ্লেষ্মা রক্তদোষ, ব্রণ ও কুষ্ঠ নিবারিত হয়।

অম্লাটনঃ।

অম্লাতোঽম্লাটনঃ প্রোক্ত মলাম্লাতক ইত্যপি।
কুরণ্টকো বর্ণপুষ্পঃ সএবোক্তা মহাসহঃ॥
অম্লাটনঃ কষায়োষ্ণঃ স্নিগ্ধঃ স্বাদুশ্চ তিক্তকঃ।

আমলা।

ইহা গৌরাদি দেশে বাণপুষ্প নামে প্রসিদ্ধ।

পর্য্যায়। অম্লাত, অম্লাটন, অম্লাতক, কুরণ্টক, বর্ণপুষ্প ও মহাসহ।

গুণ। কষায়, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, স্বাদু ও তিক্ত।

কুন্দঃ।

কুন্দন্তু কথিতং মাঘ্যং সদাপুষ্পশ্চ তৎস্মৃতম্।
কুন্দং শীতং লঘু শ্লেষ্মশিরোরুগ্‌বিষপিত্তহৃৎ॥

কুঁদ।

পর্য্যায়। কুন্দ, মাঘ্য ও সদাপুষ্প।

গুণ। শীতল ও লঘু ইহা ব্যবহারে শিরোরোগ বিষ ও পিত্ত নষ্ট হয়।

মুচুকুন্দঃ।

মুচুকুন্দঃ ক্ষত্রবৃক্ষ শ্চিত্রকঃ প্রতিবিষ্ণুকঃ।
মুচুকুন্দঃ শিরঃপীড়া পিত্তাস্র বিষনাশনঃ॥

মুচকুন্দ।

পর্য্যায়। মুচুকুন্দ, ক্ষত্রবৃক্ষ, চিত্রক ও প্রতিবিষ্ণুক। ইহা শিরঃপীড়া রক্তপিত্ত ও বিষ নষ্ট করে।

তিলকঃ।

তিলকঃ ক্ষুরকঃ শ্রীমান্ সুপুষ্পশ্ছত্রপুষ্পকঃ।
তিলকঃ কটুকঃ পাকে রসে চোষ্ণো রসায়নঃ॥
কফকুষ্ঠ ক্রিমীন্ বস্তি মুখদন্ত গদান হরেৎ।

তিলক।

পর্য্যায়। তিলক, ক্ষুরক, শ্রীমান্, সুপুষ্প ও ছত্রপুষ্পক।

গুণ। ইহা আস্বাদে ও পাকে কটু, উষ্ণ ও রসায়ন।

প্রয়োগ। কফ বৃদ্ধি, কুষ্ঠ, ক্রিমি, বস্তি পীড়া, মুখরোগ ও দন্তরোগে ইহা প্রযোজ্য।

বন্ধূকঃ।

বন্ধূকো বন্ধুজীবশ্চ রক্তো মাধ্যাহ্নিকোঽপি চ।
বন্ধূকঃ কফকৃৎগ্রাহী বাতপিত্তহরো লঘুঃ॥

হিন্দী গেজুনিয়া।

পর্য্যায়। বন্ধূক, বন্ধুজীব, রক্ত ও মাধ্যাহ্নিক।

গুণ। কফ নাশক, গ্রাহী, বায়ুপিত্ত নাশক ও লঘু।

অগস্তি।

অগস্ত্যো বঙ্গসেনো মুনিপুষ্পো মুনিদ্রুমঃ।
অগস্তিঃ পিত্ত কফঘ্নঃ চাতুর্থক হরো হিমঃ॥
রুক্ষো বাতকর স্তিক্তঃ প্রতিশ্যায় নিবারণ।

বক।

পর্য্যায়। অগস্ত্য, বঙ্গসেন, মুনিপুষ্প ও মুনিদ্রুম।

গুণ। শীতল, রুক্ষ, বায়ু জনক ও তিক্ত, ইহা দ্বারা পিত্ত শ্লেষ্মা, চাতুর্থক জ্বর ও প্রতিশ্যায় উপশমিত হয়।

সিন্দূরী।

সিন্দূরী রক্তবীজা চ রক্তপুষ্পা সুকোমলা।
সিন্দূরী বিষ পিত্তাস্র তৃষ্ণা বান্তিহরী হিমা॥

হিন্দী সিন্দুরিয়া।

পর্য্যায়। সিন্দূরী, রক্তবীজা, রক্ত-পুষ্পা ও সুকোমলা এই গুলি ইহার নাম।

গুণ। ইহা শীতল ও বিষঘ্ন ইহা ব্যবহার করিলে রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা ও বমি নিবারণ হয়।

কুব্জকঃ।

কুব্জকো ভদ্রতরণী বৃহৎ পুষ্পাঽতিকেশরঃ।
মহাসহা কণ্টকাঢ্যা নীলালিকুলসঙ্কুলা॥
কুব্জকঃ সুরভিঃ স্বাদুঃ কষায়ানুরসঃ সরঃ।
ত্রিদোষ শমনো বৃষ্যঃ শীতহর্ত্তা চ স স্মৃতঃ॥

হিন্দী কুজা।

পর্য্যায়। কুব্জক, ভদ্রতরণী, বৃহৎ-পুষ্প, অতিকেশর, মহাসহা, কণ্টকাঢ্যা, নীলা ও অলিকুলসঙ্কুলা।

গুণ। সুরভি, স্বাদু, ঈষৎ কষায় রস, সর, ত্রিদোষ শান্তিকর, বল কারক ও শীত নাশক।

সৈরেয়ক ত্রয়ম্।

সসৈরেয়কঃ শ্বেতপুষ্পঃ সৈরেয় কটসারিকা।
সহাচর সহচরঃ সচ ভিন্দাপি কথ্যতে॥
কুরণ্টকোঽত্র পীতেসাত্রক্তে কুরবকঃ স্মৃতঃ।
নীলে বাণো দুষৈরক্তো দাসমার্ত্তগলশ্চ সঃ॥
সৈরেয়ঃ কুষ্ঠবাতাস্র কফকণ্ডু বিষাপহঃ।
তিক্তোষ্ণো মধুরো দন্ত্যঃ সুস্নিগ্ধঃ কেশরঞ্জনঃ॥

তিন প্রকার ঝিণ্টী, ঝাঁটী।

পর্য্যায়। সৈরেয়ক, শ্বেতপুষ্প, সৈ-রেয়, কটসারিকা, সহাচর, সহচর ও ভিন্দী।

ঝিণ্টী তিন প্রকার। পীতবর্ণ ঝিণ্টী-কে কুরণ্টক, রক্তবর্ণ ঝিণ্টীকে কুরবক এবং নীলবর্ণ ঝিণ্টীকে দাস ও আর্ত্তগল কহে।

গুণ। তিক্ত, উষ্ণ, মধুর, দন্তের উপকারক, সুস্নিগ্ধ ও কেশ রঞ্জক।

প্রয়োগ। ইহার দ্বারা কুষ্ঠ, বাত, রক্তদোষ, কফ, কণ্ডু ও বিষ নষ্ট হয়। সমস্ত অংশ গ্রহণীয় মাত্রা ১ মাষা।

পঞ্চবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ফলবর্গঃ।

আম্রঃ।

আম্রঃ প্রোক্তো রসালশ্চ সহকারোঽতি সৌরভঃ।
কামাঙ্গো মধুদূতশ্চ মাকন্দঃ পিকবল্লভঃ॥
আম্রপুষ্পমতীসারং কফপিত্ত প্রমেহনুৎ।
অসৃগ্ দুষ্টিহরং শীতং রুচিকৃদ্ গ্রাহিবাতলম্॥
আম্রং বালং কষায়াম্লং রুচ্যং মারুত পিত্তদুৎ।
তরুণন্তু তদত্যম্লং রুক্ষং দোষত্রয়াস্রকৃৎ।
আম্র মামং ত্বচাহীন বাতপেঽতি বিশোষিতম্।

অম্লং স্বাদু কষায়ঞ্চ স্যাদ্ভেদনং কফবাতজিৎ ॥
ফলঞ্চ মধুরং বৃষ্যং স্নিগ্ধং বলসুখপ্রদম্ ।
গুরুবাতহরং হৃদ্যং বর্ণ্যং শীতমপিত্তলম্ ॥
কষায়ানুরসং বহ্নিশ্লেষ্মশুক্রবিবর্দ্ধনম্ ।
তদেব বৃক্ষসংপক্বং গুরুবাতহরং পরম্ ॥
মধুরাম্লরসং কিঞ্চিদ্ ভবেৎ পিত্তপ্রকোপনম্ ।
আম্রং কৃত্রিমপক্বঞ্চ তদ্ভবেৎ পিত্তনাশনম্ ॥
রসস্যাম্লস্য হীনত্বাৎ মাধুর্য্যাচ্চ বিশেষতঃ ।
উষিতং তৎপরং রুচ্যং বল্যং বীর্য্যকরং লঘু ॥
শীতলং শীঘ্রপাকি স্যাৎ বাতপিত্তহরং সরম্ ।
তদ্রসো গালিতো বল্যো গুরুর্বাতহরঃ সরঃ ॥
অহৃদ্যস্তর্পণোঽতীব বৃংহণঃ কফবর্দ্ধনঃ ।
তস্য খণ্ডং গুরু পরং রোচনং চিরপাকি চ ॥
মধুরং বৃংহণং বল্যং শীতলং বাতনাশনম্ ।
বাতপিত্তহরং রুচ্যং বৃংহণং বলবর্দ্ধনম্ ॥
বৃষ্যং বর্ণকরং স্বাদু দুগ্ধাম্রং গুরুশীতলম্ ।

মন্দানলত্বং বিষমজ্বরঞ্চ
রক্তাময়ং বদ্ধগুদোদরঞ্চ ।
আম্রাতিযোগো নয়নাময়ং বা
করোতি তস্মাদতি তানি নাদ্যাৎ ॥

এতদম্লাম্রবিষয়ং মধুরাম্রং পরং নতু ।
মধুরস্য পরং নৈব হিতত্বাদ্যা গুণা যতঃ ॥
শুণ্ঠ্যম্বনুপানং স্যাদাম্রাণামতিভক্ষণে ।
জীরকং বা প্রযোক্তব্যং সহসৌবর্চ্চলেন চ ॥

আম।

পর্য্যায়। আম্র, রসাল, কামাঙ্গ, মধূদূত, মাকন্দ ও পিকবল্লভ। আম অতিশয় সৌরভ বিশিষ্ট হইলে তাহাকে সহকার কহে।

আম্র পুষ্প (বোল) অতীসার, কফ, পিত্ত, প্রমেহ ও রক্তদোষ নাশ করে, ইহা শীতল, রুচি কারক, গ্রাহী ও বায়ু জনক। কাঁচ আমফল কষায়, অম্ল, রোচক ও বাত শ্লেষ্ম নাশক। তরুণ আম্র (বৃহৎ কিন্তু অপক্ক) অতিশয় অম্লরস বিশিষ্ট, রুক্ষ, দোষ প্রকোপক ও রক্ত দূষক। কাঁচা আম্র ছাড়াইয়া রৌদ্রে সম্যক রূপে শুষ্ক করিলে উহার ভেদকতা শক্তি জন্মে, তাহার অম্ল স্বাদু, কষায় ও বাত শ্লেষ্ম নাশক। পক্ক আম্র মধুর, শুক্র জনক, স্নিগ্ধ, বলপ্রদ, তৃপ্তি জনক, গুরু, বায়ু নাশক, হৃদ্য, বর্ণের উৎকৃষ্টতা সম্পাদক, শীতল, ঈষৎ কষায় রস, অগ্নি কারক, শ্লেষ্ম জনক ও শুক্র বর্দ্ধক; উহা পিত্ত জনক নহে। বৃক্ষ পক্ক আম্র গুরু, অতিশয় বায়ু নাশক, অম্ল মধুর ও কিঞ্চিৎ পিত্ত প্রকোপক। কৃত্রিম পক্ক আম্র পিত্ত নাশক, কারণ উহার অম্লরস অল্প হইয়া মধুর রস প্রবল থাকে। উষিত আম (বাসি অর্থাৎ বৃক্ষ হইতে পাড়িয়া দুই এক দিন গৃহে স্থিত আম্র) রোচক, বলকারক, বীর্য্যকর, লঘু, শীতল, বাত পিত্ত নাশক ও সর, ইহা শীঘ্র জীর্ণ হয়। আম্রের নিষ্কাসিত রস বলকারক, গুরু, বায়ু নাশক, সর, অহৃদ্য, তৃপ্তিকর, অতিশয় পুষ্টিকারক ও কফ বর্দ্ধক। আম্রের খণ্ড গুরু অতিশয় রোচক বিলম্বে জীর্ণ হয়, মধুর, পুষ্টিকারক, বলবর্দ্ধক, শীতল ও বায়ু নাশক। দুগ্ধের সহিত আম্র ভোজন করিলে বাত পিত্ত নাশ, রুচি বৃদ্ধি, দেহের পুষ্টি, বল বৃদ্ধি, শুক্র সঞ্চয়, ও বর্ণের উৎকৃষ্টতা হইয়া থাকে। দুগ্ধাম অতিশয় স্বাদু, গুরু ও শীতল।

অধিক আম্র ভোজনে অগ্নিমান্দ্য, বিষম জ্বর, রক্তদোষ, অতিশয় কোষ্ঠরোধ অথবা চক্ষুরোগ উপস্থিত হইতে পারে। অতএব অধিক আম্র ভক্ষণ অবিহিত।

আম্রের যে সকল দোষ লিখিত হইল তাহা অম্লরস বিশিষ্ট আম্রের জানিবে, মধুর আম ভক্ষণে ঐ সকল দোষ উৎপন্ন

হয় না। অধিক আম্র ভোজন করিলে পশ্চাতে শুণ্ঠীর জল পান অথবা জীরক ও সৌবর্চ্চল লবণ ভক্ষণ করা উচিত।

আম্রাবর্ত্ত।

পক্কস্য সহকারস্য পটে বিস্তারিতোরসঃ।
ঘর্ম্মশুষ্কো মুহুর্দত্ত আম্রাবর্ত্ত ইতিস্মৃতঃ॥
আম্রাবর্ত্ত তৃষাচ্ছর্দ্দি বাতপিত্ত হরঃ সরঃ।
রুচ্যঃসূর্য্যাংশুভিঃ পাকাল্লঘুশ্চ সহি কীর্ত্তিতঃ॥

আমসত্ব।

পক্ক আম্রের রস বস্ত্রে বিস্তারিত করিয়া ক্রমশঃ রৌদ্রে শুষ্ক করিলে আম্রাবর্ত্ত প্রস্তুত হয়। সূর্য্য কিরণে পাক হওয়াতে ইহা লঘু হয়, ভক্ষণ করিলে তৃষ্ণা, বমি, বায়ু ও পিত্ত উপশমিত হয় এবং কোষ্ঠস্থিত বায়ু প্রভৃতি সরল হইয়া নিঃসারিত হয়।

নবপল্লবঃ।

আম্রস্য পল্লবং রুচ্যং কফপিত্ত বিনাশনম্।

আম্রের নবপল্লব।

আম্রের নবপল্লব রুচি কারক, কফঘ্ন ও পিত্তনাশক।

রাজাম্রঃ।

রাজাম্রষ্টঙ্ক আম্রাত্ত কামাঙ্গো রাজপুত্রকঃ।
রাজাম্রস্তুবরং স্বাদু নির্শদং শীতলং গুরু॥
গ্রাহিরুক্ষং বিবন্ধাধ্ম বাতকৃৎ কফপিত্তনুৎ।

লতাআম।

পর্য্যায়। রাজাম্র, টঙ্ক, আম্রাত, কামাঙ্গ ও রাজপুত্রক।

গুণ। কষায়, স্বাদু, বিশদ, শীতল, গুরু, গ্রাহী ও রুক্ষ। ইহা বিবন্ধ, আধ্মান ও বায়ু বৃদ্ধি করে। ইহা ভক্ষণে পিত্তশ্লেষ্মা নষ্ট হয়।

পণশঃ।

পণশঃ কণ্টকিফলঃ পনসোঽতিবৃহৎফলঃ।
পণশং শীতলং পক্কং স্নিগ্ধং পিত্তানিলাপহম্॥
তর্পণং বৃংহণং স্বাদু মাংসলং শ্লেষ্মলং ভৃশম্।
বল্যং শুক্রপ্রদং হন্তি রক্তপিত্ত ক্ষত ব্রণান্॥
আমং তদেব বিষ্টম্ভি বাতলং তুবরং গুরু।
দাহকৃৎ মধুরং বল্যং কফমেদো বিবর্দ্ধনম্॥
পনসোদ্ভূত বীজানি বৃষ্যাণি মধুরাণি চ।
গুরুণি বদ্ধবিট্ কানি সৃষ্ট মূত্রাণি সংবদেৎ॥
অন্যচ্চ। মজ্জাপনসজো বৃষ্যো বাতপিত্ত কফাপহঃ।
বিশেষাৎ পনসো বর্জ্জ্যঃ গুল্মিভির্মন্দবহ্নিভিঃ॥

কাঁঠাল।

পর্য্যায়। পণশ, পণস, কণ্টকি ফল ও অতিবৃহৎফল।

গুণ। পক্ক ফল, শীতল, স্নিগ্ধ, বায়ু পিত্ত নাশক, তৃপ্তি জনক, পুষ্টিকারক, স্বাদু অতিশয় মাংস বর্দ্ধক ও শ্লেষ্ম জনক, বল কারক, শুক্রপ্রদ। কাঁঠাল ভক্ষণে রক্তপিত্ত ক্ষত ও ব্রণ নষ্ট হয়। কাঁচা কাঁঠাল (ইচোর) বিষ্টম্ভী, বায়ু জনক, কষায়, গুরু, দাহকর, মধুর, বলকারক, কফ জনক ও মেদোবর্দ্ধক। কাঁঠালের বীজ শুক্র জনক, মধুর, গুরু, কোষ্ঠ রোধক ও মূত্র নিঃসারক। কাঁঠালের মজ্জা শুক্র জনক ও ত্রিদোষ নাশক, মন্দাগ্নি ও গুল্মরোগীদের পক্ষে কাঁঠাল অত্যন্ত অনিষ্টকর।

লকুচঃ।

লকুচঃ ক্ষুদ্র পনসো লকুচোহস্থি রুহাপি।
আমং লকুচ মুষ্ণঞ্চ গুরু বিষ্টম্ভ কৃদ্ধর্থা॥
মধুরঞ্চ তথাম্লঞ্চ দোষত্রিতয় রক্তকৃৎ।
শুক্রাগ্নি নাশনং নাপি নেত্রয়ো রহিতং মতম্॥
সুপক্কন্তু মধুরম্লঞ্চানিল পিত্তহৃৎ।
কফবহ্নি করং রুচ্যং বৃষ্যং বিষ্টম্ভকঞ্চ তৎ।

মাদার।

পর্য্যায়। লকুচ, ক্ষুদ্রপনস, লকুচ ও ডহু।

গুণ। অপক্ক অবস্থায়, উষ্ণ, গুরু, বিষ্টম্ভী, মধুর, অম্ল, ত্রিদোষ জনক, রক্ত দূষক, শুক্র নাশক, অগ্নিমান্দ্যকর ও চক্ষের অনিষ্টকর। সুপক্কাবস্থায় মধুর, অম্ল, বায়ুপিত্ত নাশক, কফ জনক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচি কারক, বল কারক ও বিষ্টম্ভী।

কোশাম্র কোশস্থ ইতি চ।

কোষাম্র উক্তঃ ক্ষুদ্রাম্রঃ ক্রিমিবৃক্ষঃ সুকোশকঃ।
কোশাম্রঃ কুষ্ঠ শোথাস্র পিত্তব্রণ কফাপহঃ॥
তৎফলং গ্রাহি বাতঘ্ন মম্লোষ্ণং গুরু পিত্তলম্।
পক্কন্তু দীপনং রুচ্যং লঘূষ্ণং কফবাতনুৎ॥

কেওড়াফল।

পর্য্যায়। কোশাম্র, ক্ষুদ্রাম্র, ক্রিমি বৃক্ষ ও সুকোশক।

গুণ। ইহা কুষ্ঠ, শোথ, রক্তদোষ পৈত্তিক ব্রণ ও কফ নষ্ট করে, ইহার ফল গ্রাহী, বায়ু নাশক, অম্ল, উষ্ণ, গুরু ও পিত্ত জনক, পক্ক ফল অগ্নি দীপক, রুচি কারক লঘু, উষ্ণ ও বাতশ্লেষ্ম নাশক।

কালিঙ্গম্।

কালিঙ্গং কৃষ্ণবীজং স্যাৎ কালিন্দঞ্চ সুবর্ত্তুলম্।
কালিঙ্গং গ্রাহি দৃক্পিত্ত শুক্রঘ্নঞ্চ শীতলং গুরু॥
পক্কন্তু সোষ্ণং সক্ষারং পিত্তলং কফবাতজিৎ।

তরমুজ।

পর্য্যায়। কালিন্দ, কৃষ্ণবীজ, কালিঙ্গ ও সুবর্ত্তুল।

গুণ। গ্রাহী, শীতল ও গুরু ইহার দ্বারা দৃষ্টিশক্তি, পিত্ত ও শুক্র ক্ষয় হয়। পক্কাবস্থায় ইহা উষ্ণ, ক্ষার গুণ বিশিষ্ট, পিত্তজনক ও বাতশ্লেষ্ম নাশক হয়।

খর্ব্বূজম্।

দশাঙ্গুলঞ্চ খর্ব্বূজং কথ্যতে তদ্গুণা অথ।
খর্ব্বূজং মূত্রলং বল্যং কোষ্ঠশুদ্ধিকরং গুরু॥
স্নিগ্ধং স্বাদুতরং শীতং বৃষ্যং পিত্তানিলাপহম্।
তেষু যচ্চাম্ল মধুরং সক্ষারঞ্চ রসাদ্ভবেৎ॥
রক্তপিত্তকরং তত্তু মূত্রকৃচ্ছ্রকরং পরম্।

খরমুজা।

পর্য্যায়। দশাঙ্গুল ও খর্ব্বূজ।

গুণ। মূত্র কারক, বলকর, কোষ্ঠ শুদ্ধিকর, গুরু, স্নিগ্ধ, অতিশয় স্বাদু, শীতল, বৃষ্য ও বাত পিত্ত নাশক। ইহার রস হইতে ক্ষার গুণবিশিষ্ট, অম্ল মধুর এক প্রকার পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহা রক্তপিত্ত জনক ও অতিশয় মূত্রকৃচ্ছ্র কারক।

ত্রপুসম্।

ত্রপুসং কণ্টকিফলং সুধাবাসঃ সুশীতলম্।
ত্রপুসং লঘু নীলঞ্চ নবং তৃট্ক্লমদাহজিৎ॥
স্বাদু পিত্তাপহং শীতং রক্তপিত্তহরং পরম্।
তৎপক্ক মম্লমুষ্ণং স্যাৎ পিত্তলং কফবাতনুৎ॥
তদ্বীজং মূত্রলং শীতং রুক্ষং পিত্তাস্রকৃচ্ছ্রজিৎ।

শশা।

পর্য্যায়। ত্রপুষ, কণ্টকীফল, সুধা-বাস ও সুশীতল।

গুণ। তরুণ অবস্থায় নীলবর্ণ, লঘু, স্বাদু, পিত্ত নাশক ও শীতল; ইহা ভক্ষণ করিলে তৃষ্ণা, ক্লান্তি, দাহ ও রক্তপিত্ত উপশমিত হয়। পক্ক হইলে, অম্ল, উষ্ণ, পিত্তজনক ও বাতশ্লেষ্ম নাশক হয়। ইহার বীজ মূত্র কারক, শীতল, রুক্ষ, বাত পিত্ত শান্তিকর ও মূত্রকৃচ্ছ্র নাশক হয়।

চির্ভিটম্।

চির্ভিটং ধেনুদুগ্ধশ্চ তথা গোরক্ষকর্কটী।
চির্ভিটং মধুরং রুক্ষং গুরু পিত্ত কফাপহম্॥
অনুষ্ণং গ্রাহি বিষ্টম্ভি পক্কং তুষ্ণঞ্চ পিত্তলম্।

কাঁকুড়।

পর্য্যায়। চির্ভিট, ধেনুদুগ্ধ ও গোরক্ষ-কর্কটী।

গুণ। মধুর, রুক্ষ, গুরু, কফপিত্ত নাশক, অনুষ্ণ, গ্রাহী ও বিষ্টম্ভী, এই ফল পক্ক হইলে (ফুটী) উষ্ণ ও পিত্ত জনক হয়।

গুবাকঃ।

ঘোরণ্টঃ পূগী পূগশ্চ গুবাকঃ ক্রমুকোঽস্য তু।
ফলং পূগী ফলং প্রোক্তমুদ্বেগঞ্চ তদীরিতম্॥
পূগং গুরু হিমং রুক্ষং কষায়ং কফপিত্তজিৎ।
মোহনং দীপনং রুচ্যমাস্যবৈরস্যনাশনম্॥
আর্দ্রং তদ্গুর্বভিষ্যন্দি বহ্নিদৃষ্টিহরং স্মৃতম্।
স্বিন্নং দোষত্রয়চ্ছেদি দৃঢ়মধ্যং তদুত্তমম্॥

সুপারি।

পর্য্যায়। ঘোরণ্ট, পূগী, পূগ, গুবাক ও ক্রমুক এইগুলি ইহার পর্য্যায়। ইহার ফলকে পূগীফল ও উদ্বেগ কহে।

গুণ। গুরু, শীতল, রুক্ষ, কষায়, কফপিত্ত নাশক, মোহকারক, রুচিকর, মুখের বৈরস্য নাশক। কাঁচাসুপারি গুরু, অভিষ্যন্দী, অগ্নিমান্দ্যকর ও দৃষ্টিশক্তির খর্ব্বতাকারক; যে সুপারি সিদ্ধ করা হইয়াছে ও যাহার মধ্যভাগ দৃঢ় তাহাই উত্তম।

তালঃ।

তালস্তু লেখপত্রঃ স্যাৎ তৃণরাজো মহোন্নতঃ।
পক্কং তালফলং পিত্তরক্তশ্লেষ্মবিবর্দ্ধনম্॥
দুর্জরং বহুমূত্রঞ্চ তন্দ্রাভিষ্যন্দশুক্রদম্।
তালমজ্জা তু তরুণা কিঞ্চিন্মদকরো লঘুঃ॥
শ্লেষ্মলো বাতপিত্তঘ্নঃ সস্নেহো মধুরঃ সরঃ।

তাল।

পর্য্যায়। তাল, লেখ্যপত্র, তৃণরাজ ও মহোন্নত।

গুণ। পক্কতালফল সহজে জীর্ণ হয় না, ভক্ষণ করিলে রক্তপিত্ত ও শ্লেষ্মাবর্দ্ধিত হয়, অধিক মূত্র হয়। ইহা অভিষ্যন্দী ও শুক্রজনক, তালভক্ষণে তন্দ্রা উপস্থিত হয়। নূতন তালমজ্জা কিঞ্চিৎ মাদক, লঘু শ্লেষ্ম জনক, বাতপিত্তঘ্ন, স্নিগ্ধ, মধুর ও সর।

তালতোয়ম্।

তালজং তরুণং তোয়মতীব মদকৃন্মতম্।
অম্লীভূতং যদা তু স্যাৎ পিত্তকৃদ্বাতদোষহৃৎ॥

তালের রস বা তাড়ী।

তালের নূতন (তাড়িকা) রস অতিশয় মাদক ইহা অম্বল হইলে পিত্তজনক ও বায়ু নাশক হয়।

কপিত্থম্।

কপিত্থস্তু দধিত্থঃস্যাৎ তথা পুষ্পফল স্মৃতঃ।
কপিপ্রিয়ো দধিফল স্তথা দন্তশঠোঽপি চ॥
কপিত্থ মামং সংগ্রাহি কষায়ং লঘুলেখনম্।
পক্বং গুরুতৃষা হিক্কা শমনং বাতপিত্তজিৎ॥
স্বাদম্লং তুবরং কণ্ঠশোধনং গ্রাহি দুর্জ্জরম্।

কয়েৎবেল।

পর্য্যায়। কপিত্থ, দধিত্থ, পুষ্পফল, কপিপ্রিয়, দধিফল ও দন্তশঠ।

গুণ। অপক্ক অবস্থায়, সংগ্রাহী, কষায়, লঘু ও লেখন। পক্ক হইলে গুরু, বায়ু পিত্ত নাশক, অম্ল কষায়, কণ্ঠ শোধক, গ্রাহী ও দুর্জ্জর হয়, ইহা ভক্ষণ করিলে তৃষ্ণা ও হিক্কার উপশম হয়।

জম্বূঃ।

ক্ষুদ্রজম্বূঃ স্থূলপত্রা নাদেয়ী জলজম্বুকা।
জম্বূঃ সংগ্রাহিণী রুক্ষা কফপিত্তাস্র দাহজিৎ॥

জাম।

পর্য্যায়। ক্ষুদ্রজম্বূ, স্থূলপত্রা, নাদেয়ী ও জলজম্বুকা।

গুণ। সংগ্রাহী, রুক্ষ, শ্লৈষ্মিক রক্ত পিত্ত নাশক ও দাহ শান্তিকর।

রাজজম্বূ।

ফলেন্দ্রা কথিতা নন্দী রাজজম্বূর্মহাফলা।
তথা সুরভি পত্রা চ মহাজম্বূ র্বপিস্মৃতা॥
রাজজম্বূফলং স্বাদু বিষ্টম্ভি গুরুরোচনম্।

গোলাপজাম।

পর্য্যায়। ফলেন্দ্রা, আনন্দা, রাজজম্বূ, মহাফলা, সুরভিজম্বূ ও মহাজম্বূ।

গুণ। রাজজম্বূ ফল স্বাদু, বিষ্টম্ভী গুরু ও রোচক।

বদরঃ।

পুংসিস্ত্রিয়াঞ্চ কর্কন্ধু বদরী কোল মিত্যপি।
ফেনিলং কুবলং ঘোটা সৌবীরং বদরং মহৎ॥
অজপ্রিয়া কুহা কোলী বিষমোভয়কণ্টকা।

কুল।

পর্য্যায়। কর্কন্ধু, বদরী, কোল, ফেনিল, কুবল, ঘোটা ও সৌবীর এই গুলি কুলের নাম। কুল বৃহৎ হইলে সৌবীর কহে। কুলের অন্যান্য নাম এই গুলি যথা। অজপ্রিয়া, কুহা, কোলী, বিষম ও ভয়কণ্টক।

তত্রবদর বিশেষাণাং লক্ষণানি গুণাশ্চ।

পচ্যমানং সুমধুরং সৌবীরং বদরং মহৎ।
সৌবীরং বদরং শীতং ভেদনং গুরুং শুক্রলম্॥
বৃংহণং পিত্তদাহাস্র ক্ষয়তৃষ্ণ নিবারণম্।
সৌবীরং লঘু সম্পক্বং মধুরং কোলমুচ্যতে॥
কোলন্তু বদরং গ্রাহি রুচ্যমুষ্ণঞ্চ বাতলম্।
কফপিত্ত করঞ্চাপি গুরু সারক মীরিতম্॥
কর্কন্ধুঃ ক্ষুদ্রবদরং কথিতং পূর্ব্ব সূরিভিঃ।
অম্লং স্যাৎ ক্ষুদ্রবদরং কষায়ং মধুরং মনাক্॥
স্নিগ্ধং গুরুচ তিক্তঞ্চ বাতপিত্তাপহং স্মৃতম্।
শুষ্কং ভেদ্যগ্নি কৃৎ সর্ব্ব লঘুতৃষ্ণা ক্লমাস্রজিৎ॥

বিশেষ বিশেষ কুলের লক্ষণ ও গুণ।

যে কুল বৃহৎ ও পাকিলে সুমিষ্ট হয়, তাহাকে সৌবীর অর্থাৎ নারিকিলে কুল কহে। সৌবীর শীতল, ভেদক, গুরু, শুক্রজনক ও পুষ্টিকর, ইহা

পিত্ত জন্য দাহ, রক্তদোষ, ক্ষয় ও তৃষ্ণা নিবারণ করে। যে কুল ক্ষুদ্র ও পরিপক্ক হইলে সুমিষ্ট হয়, তাহাকে কোল কহে, কোল গ্রাহী, রোচক, উষ্ণ, বায়ু জনক, কফ পিত্তকর গুরু ও সারক। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুলকে কর্কন্ধু বলে, ইহা অম্ল, কষায়. অল্পমিষ্ট, স্নিগ্ধ, গুরু, তিক্ত ও বায়ু পিত্ত নাশক। কুল মাত্রেই শুষ্ক হইলে ভেদক, অগ্নি কারক, লঘু, তৃষ্ণা নিবারক, শ্রম শান্তিকর ও রক্তদোষ নাশক হয়।

লবলী।

সুগন্ধ মূলা লবলী পাণ্ডুঃ কোমলবল্কলা।
লবলীফলমর্শোর্ঘ্নং কফপিত্ত হরং গুরু॥
বিশদং রোচনং রুক্ষং স্বাদ্বম্লতুবরং রসে।

নোয়াড়।

পর্য্যায়। সুগন্ধমূলা, লবলী, পাণ্ডু ও কোমলবল্কলা।

গুণ। লবলী ফল রোচক, বিশদ, রুক্ষ, গুরু, উত্তম স্বাদু ও অম্লরস। ইহা অশ্মরী, অর্শঃ ও কফপিত্ত উপশমিত করে।

করমর্দ্দঃ।

করমর্দ্দঃ সুষেণঃ স্যাৎ কৃষ্ণপাক ফলস্তথা।
তস্মাল্লঘু ফলায়াস্তু সাজ্ঞেয়া করমর্দ্দিকা॥
করমর্দ্দ দ্বয়ং ত্বাম মম্লং গুরু তৃষাহরং।
উষ্ণং রুচিকরং প্রোক্তং রক্তপিত্ত কফপ্রদং॥
তৎপক্বং মধুরং রুচ্যং লঘু পিত্তসমীরজিৎ।

করমচা।

পর্য্যায়। করমর্দ্দ, সুষেণ ও কৃষ্ণপাক ফল। এই জাতীয় আর এক প্রকার বৃক্ষ আছে তাহার ফল ক্ষুদ্র উহাকে করমর্দ্দিকা কহে।

গুণ। উভয় জাতীয় করমর্দ্দের ফল অপক্কাবস্থায় অম্ল, গুরু, তৃষ্ণানাশক, উষ্ণ, রোচক, রক্তপিত্ত জনক ও কফবৃদ্ধিকর। ইহা পক্কাবস্থায় মধুর, রোচক, লঘু ও বায়ু পিত্ত নাশক।

পিয়ালম্।

পিয়ালস্তু খরস্কন্ধ শ্চারো বহুলবল্কলঃ।
রাজাদন স্তাপসেষ্টঃ সন্নকদ্রু র্ধনুষ্পটঃ॥
চারঃ পিত্তকফাস্রঘ্ন স্তৎফলং মধুরং গুরু।
স্নিগ্ধং সরং মরুৎপিত্ত দাহ জ্বর তৃষাপহং॥
পিয়াল মজ্জা মধুরো বৃষ্যঃ পিত্তানিলাপহঃ।
হৃদ্যোঽতি দুর্জ্জরঃ স্নিগ্ধো বিষ্টম্ভী চামবর্দ্ধনঃ॥

পিয়াল, উহার মজ্জা চিরোঞ্জী।

পর্য্যায়। পিয়াল, খরস্কন্ধ, চার, বহুল বল্কল, রাজাদন, তাপসেষ্ট, সন্নকদ্রু ও ধনুষ্পট।

গুণ। পিত্ত, কফ ও রক্তদোষ নিবারণ করে, ইহার ফল মধুর, গুরু, স্নিগ্ধ ও সর, এই ফল ভক্ষণে বায়ু, পিত্ত, দাহ, জ্বর ও তৃষ্ণা নিবারণ হয়। পিয়ালের মজ্জা, মধুর, শুক্র বর্দ্ধক, বাত পিত্ত নাশক, হৃদ্য, অতিশয় দুর্জ্জর, স্নিগ্ধ, বিষ্টম্ভী ও আম বর্দ্ধক।

রাজাদনঃ।

রাজাদনঃ ফলাধ্যক্ষো রাজন্যা ক্ষীরিকাপি চ।
ক্ষীরিকায়াঃ ফলংবৃষ্যং বল্যং স্নিগ্ধং হিমংগুরু॥
তৃষ্ণামূর্চ্ছা মদভ্রান্তি ক্ষয়দোষত্রয়াস্রজিৎ।

ক্ষীরখেজুর ।

পর্য্যায় । রাজাদন, ফলাধ্যক্ষ, রাজন্যা ও ক্ষীরিকা ।

গুণ । ইহার ফল শুক্রজনক, বলকারক, স্নিগ্ধ, শীতল ও গুরু, ইহা তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, মদ, ভ্রম, ক্ষয়, রক্তদোষ ও ত্রিদোষ নাশ করে ।

বিকঙ্কতঃ

বিকঙ্কতঃ স্রুবাবৃক্ষো গ্রন্থিলঃ স্বাদুকণ্টকঃ ।
স এব যজ্ঞবৃক্ষশ্চ কণ্টকী ব্যাঘ্রপাদপি ॥
বিকঙ্কতফলং পক্বং মধুরং সর্ব্বদোষজিৎ ।

বঁইচি ।

পর্য্যায় । বিকঙ্কত, স্রুবাবৃক্ষ, গ্রন্থিল, স্বাদুকণ্টক, যজ্ঞবৃক্ষ, কণ্টকী ও ব্যাঘ্রপাৎ ।

গুণ । ইহার পক্কফল মধুর ও সর্ব্বদোষ নাশক ।

মধূকঃ ।

মধূকো গুড়পুষ্পঃ স্যাৎ মধুপুষ্পো মধুস্রবঃ ।
বানপ্রস্থো মধুষ্ঠীলো জলজেঽত্র মধূলকঃ ॥
মধূকপুষ্পং মধুরং শীতলং গুরু বৃংহণম্ ।
বলশুক্রকরং প্রোক্তং বাতপিত্তবিনাশনম্ ॥
ফলং শীতং গুরু স্বাদু শুক্রলং বাতপিত্তনুৎ ।
অহৃদ্যং হন্তি তৃষ্ণাস্র দাহ শ্বাস ক্ষত ক্ষয়ান্ ॥

মৌল, মহুয়া; জলমৌল ।

পর্য্যায় । মধূক, গুড়পুষ্প, মধুপুষ্প, মধুস্রব, বানপ্রস্থ ও মধুষ্ঠিল এই গুলি মৌলের নাম । এই জাতীয় আর এক প্রকার বৃক্ষ আছে তাহা জলে উৎপন্ন হইয়া থাকে, উহার নাম মধূলক ।

গুণ । ইহার পুষ্প মধুর, শীতল, গুরু, পুষ্টিকারক বলকর, শুক্রজনক ও বাতপিত্ত নাশক । ইহার ফল শীতল, গুরু, স্বাদু, শুক্রজনক, বায়ু পিত্ত নাশক ও অহৃদ্য । ইহা তৃষ্ণা, রক্তদোষ, দাহ, শ্বাস, ক্ষত ও ক্ষয় রোগ নিবারণ করে ।

পারূষকম্ ।

পারূষকং পরূষঞ্চ অল্পাস্থি চ পরাপরম্ ।
পারূষকং কষায়াম্লং আমং পিত্তকরং লঘু ॥
তৎ পক্বং মধুরং পাকে শীতং বিষ্টম্ভি বৃংহণম্ ।
হৃদ্যন্তু পিত্তদাহাস্র জ্বরক্ষয় সমীরহৃৎ ॥

ফালসা ।

পর্য্যায় । পারূষক, পরূষ, অল্পাস্থি ও পরাপর ।

গুণ । অপক্ক অবস্থায় কষায়, অম্ল, পিত্তকর ও লঘু । পক্কাবস্থায় মধুর, শীতল, পুষ্টিকারক, বিষ্টম্ভী ও হৃদ্য । ইহা পিত্ত জন্য দাহ, রক্তদোষ, জ্বর, ক্ষয়রোগ ও বায়ু নাশ করে ।

তুঙ্গঃ ।

তুঙ্গঃ স্থূলশ্চ পূগশ্চ ক্রমুকো ব্রহ্মদারু চ ।
তুঙ্গং পক্বং গুরুস্বাদু হিমং পিত্তানিলাপহম্ ।
তদেবামং গুরু সরং মদোষ্ণং রক্তপিত্তকৃৎ ।

তুঁত ।

পর্য্যায় । তুঙ্গ, স্থূল, পূগ, ক্রমুক ও ব্রহ্মদারু ।

গুণ । পক্ক তুঙ্গ গুরু, স্বাদু, শীতল, বায়ু পিত্তনাশক, অপক্ক অবস্থায় গুরু, সর, অম্ল, উষ্ণ ও রক্তপিত্ত শান্তিকর ।

এই গুলি ক্ষুদ্র খর্জ্জুর অর্থাৎ দেশী খর্জ্জুরের নাম, পিণ্ডখর্জ্জুর পশ্চিমদেশে জন্মে, ছোহারা নামক এক প্রকার খর্জ্জুর আছে, তাহার আকৃতি গোস্তনে ন্যায় উহা পাশ্চাত্য দ্বীপ অর্থাৎ আরব প্রভৃতি দেশ হইতে আনীত হয়।

গুণ। এই তিন প্রকার খর্জ্জুর শীতল, মধুর, স্নিগ্ধ, রুচিকারক, হৃদ্য, গুরু, তৃপ্তিকর, পুষ্টিকারক, বিষ্টম্ভী, শুক্রজনক, বলকারক, বমন নিবারক ও বাতশ্লেষ্ম নাশক। ইহা ক্ষত, ক্ষয়, রক্তপিত্ত, কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু, জ্বরাতিসার, কাস, শ্বাস, মদ, মূর্চ্ছা, মদ্যপান জনিত রোগ এবং ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিবারণ করে বৃহৎ খর্জ্জুর দ্বয় অপেক্ষা, ক্ষুদ্র খর্জ্জুরের গুণ অল্প।

খর্জ্জুরী তোয় (খেজুর রস) মাদক, পিত্তকর, বাতশ্লেষ্ম নাশক, রোচক, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক ও শুক্রজনক।

সুলেমানী (পিণ্ডখর্জ্জূরী ভেদঃ)।

সুলেমানী তু মৃদুলা দলহীনফলা চ সা।
সুলেমানী শ্রমভ্রান্তি দাহমূর্চ্ছাস্র পিত্তহৃৎ॥

সুলেমানী (পিণ্ডখর্জ্জুর বিশেষ)।

পর্য্যায়। সুলেমানী, মৃদুলা ও দলহীন ফলা।

গুণ। সুলেমানী শ্রম, ভ্রান্তি দাহ, মূর্চ্ছা ও রক্তপিত্ত রোগ নিবারণ করে।

দ্রাক্ষা।

দ্রাক্ষা স্বাদুফলা প্রোক্তা তথা মধুরসাপি চ।
মৃদ্বীকা হারহূরা চ গোস্তনী চাপি কীর্ত্তিতা॥

দ্রাক্ষা পক্বা সরা শীতা চক্ষুষ্যা বৃংহণী গুরুঃ।
স্বাদুপাকরসা স্বর্য্যা তুবরা সৃষ্টমূত্রবিট্॥
কোষ্ঠে মারুতকৃদ্‌বৃষ্যা কফপুষ্টি রুচিপ্রদা।
হন্তি তৃষ্ণা জ্বরশ্বাস বাত বাতাস্র কামলাঃ॥
কৃচ্ছ্রাস্র পিত্তসম্মোহ দাহ শোষ মদাত্যয়ান্।
আমা স্বল্পগুণা গুর্ব্বী সৈবাম্লা রক্তপিত্তকৃৎ॥
বৃষ্যা স্যাদ্ গোস্তনীদ্রাক্ষা গুর্ব্বী চ কফপিত্তনুৎ।
অবীজাস্যাৎ স্বল্পতরা গোস্তনী সদৃশী গুণৈঃ॥
দ্রাক্ষা পর্ব্বতজা স্বাদ্বী তাদৃশী করমর্দ্দিকা।

গোস্তনী মুনক্কা ইতি লোকে। অবীজা জৈবীজা কিসমিস ইতি লোকে। পর্ব্বতজা মহারী ইতি লোকে। করমর্দ্দিকা করৌন্দী ইতি লোকে।

কিস্‌মিস্, মনক্কা।

পর্য্যায়। স্বাদুফলা, দ্রাক্ষা, মধুরসা, মৃদ্বীকা, হারহুরা ও গোস্তনী।

গুণ। পক্ব দ্রাক্ষা, শীতল, সর, চক্ষের হিতকর, পুষ্টিকারক, গুরু, পাকে স্বাদু, স্বর বিশুদ্ধ কারক, কষায়, বৃষ্য, ভেদক, মূত্র কারক, কফ বর্দ্ধক, পুষ্টিকর, রোচক, কোষ্ঠে বায়ুৎপাদক, ইহা তৃষ্ণা জ্বর, শ্বাস, বায়ু প্রধান বাতরক্ত, কামলা, কঠিন রক্তপিত্ত, মেহ, দাহ, শোষ ও মদাত্যয় রোগ নষ্ট করে। অপক্ব দ্রাক্ষা অল্প শক্তি বিশিষ্ট, ইহা গুরু, অম্ল, রক্তপিত্ত রোগোৎপাদক। গোস্তনী দ্রাক্ষা অর্থাৎ মনেক্কা, শুক্রজনক গুরু ও কফপিত্ত নাশক। ক্ষুদ্র বীজ বিশিষ্ট দ্রাক্ষা (কিস্‌মিস্) মনেক্কার ন্যায় কার্য্য করে। পর্ব্বতজা দ্রাক্ষার (মহাবীর) গুণ করমর্দ্দিকা (করৌন্দীর) ন্যায়। ইহা কিস্‌মিস্ হইতে হীন গুণ বিশিষ্ট।

অমৃতফলম্।

যৎ বদক্সান কাবিল প্রভৃতিষু দেশেষু নাস-
পাতীতি প্রসিদ্ধঃ।

অমৃতফলং লঘু বৃষ্যং সুস্বাদু ত্রীন্ হরেৎদোষান্
দেশেষু খুরাসানেষু বহুলং তল্লভ্যতে লোকৈঃ।

নাসপাতি।

অমৃত ফল লঘু, বৃষ্য, সুস্বাদু, ত্রিদোষ নাশক খোরাসান দেশে বহু পরিমাণে পাওয়া যায়।

সেবম্।

মুষ্টিপ্রমাণং বদরং সেবং সিবিতিকা ফলম্।
সেবং সমীর পিত্তঘ্নং বৃংহণং কফকৃদ্ গুরু॥
রসে পাকে চ মধুরং শিশিরং রুচি শুক্রকৃৎ।

সেউ হিন্দী সেব।

পর্য্যায়। মুষ্টিপ্রমাণ, বদর, সেব ও সিবিতিকা ফল।

গুণ। বায়ু পিত্ত নাশক, পুষ্টিকারক, কফ জনক, গুরু, আস্বাদ ও পাকে মধুর, শীতল, রুচি কারক ও শুক্র জনক।

প্রাচীনামলকম্।

প্রাচীনামলকং লোকে পানীয়ামলকং স্মৃতম্।
প্রাচীনামলকং দোষত্রয়জিদ্ জ্বরঘাতি চ॥

পানিআমলা।

পর্য্যায়। প্রাচীনামলক ও পানীয়াম-লক।

গুণ। ইহা ত্রিদোষ নাশক ও জ্বরঘ্ন।

বাতাদঃ।

বাতাদো বাতবৈরী স্যান্নেত্রোপমফলস্তথা।
বাতাদ উষ্ণঃ সুস্নিগ্ধো বাতঘ্নঃ শুক্রকৃদ্ গুরুঃ॥
বাতাদমজ্জা মধুরো বৃষ্যঃ পিত্তানিলাপহঃ।
স্নিগ্ধোষ্ণঃ কফকৃন্নেষ্টো রক্তপিত্তবিকারিণাম্॥

মিষ্ট বাদাম।

পর্য্যায়। বাতাদ, বাতবৈরী ও নেত্রোপম ফল।

গুণ। বাদাম উষ্ণ, সুস্নিগ্ধ, বাতঘ্ন, শুক্রজনক ও গুরু। ইহার মজ্জা মধুর বৃষ্য, বায়ুপিত্ত নাশক, স্নিগ্ধোষ্ণ ও কফ বৰ্দ্ধক; রক্তপিত্তরোগীর পক্ষে ইহা নিষিদ্ধ।

পীলুঃ।

পীলুস্তু গুড়ফলঃ স্রংসী তথা শীতফলোঽপি চ।
পীলুঃ শ্লেষ্ম সমীরঘ্নং পিত্তলং ভেদি গুল্মনুৎ॥
স্বাদু তিক্তঞ্চ যৎপীলু তন্নাত্যুষ্ণং ত্রিদোষহৃৎ।

পিলু।

কোকন দেশজাত আকরট জাতীয় এক প্রকার বৃক্ষ।

পর্য্যায়। পীলু, গুড়ফল, স্রংসী ও শীতফল।

গুণ। বাতশ্লেষ্ম নাশক, পিত্ত জনক, ভেদক ও গুল্ম নাশক। যে পীলুর আস্বাদ স্বাদু ও তিক্ত তাহা ত্রিদোষ নাশক এবং অধিক উষ্ণ নহে।

অক্ষোটঃ।

পীলুঃ শৈলভবোঽক্ষোটঃ কর্পরালশ্চ কীর্তিতঃ।
অক্ষোট কোঽপি বাতাদ সদৃশঃ কফপিত্তকৃৎ॥

আখরোট।

পর্য্যায়। শৈলভব পীলু, অক্ষোট, ও কর্পরাল। ইহার গুণ বাদামের ন্যায়, ইহা কফপিত্ত বর্দ্ধক।

নিম্বু।

নিম্বূস্ত্রী নিম্বুকং ক্লীবে নিম্বূকমপি কীর্ত্তিতম।
নিম্বূকমম্লং বাতঘ্নং দীপনং পাচনং লঘু॥
অন্যচ্চ। নিম্বূকং ক্রিমি সংমূহ নাশনং
তীক্ষ্ণমম্ল মুদরগ্রহাপহম্।
বাতপিত্ত কফ শূলিনে হিতং
কষ্ট নষ্ট রুচি রোচনং পরম্॥
ত্রিদোষ বহ্নিক্ষয় বাতরোগ
নিপীড়িতানাং বিষবিহ্বলানাম্।
মন্দানলে বদ্ধগুদে প্রদেয়ং
বিসূচিকায়াং মুনয়ো বদন্তি॥

পাতিলেবু।

পর্য্যায়। নিম্ব,নিম্বূক ও নিম্বূক।

গুণ। অম্ল, বাতঘ্ন, অগ্নিদীপক, পাচক ও লঘু।

অপিচ। নিম্বূক ক্রিমি নাশক, তীক্ষ্ণ অম্ল, উদর বেদনা নিবারক, নিতান্ত অরুচি থাকিলেও ইহার দ্বারা উপকার সম্ভাবনা, ইহা শূলাদি রোগে উপকারক। অতিশয় মন্দাগ্নি, ক্ষয়রোগ, বাতব্যাধি, বিষবিকার, কোষ্ঠরোধ ও বিসূচিকা রোগে ইহা ব্যবস্থেয়।

মিষ্টনিম্বু।

মিষ্টনিম্বূ ফলং স্বাদু গুরুমারুত পিত্তনুৎ।
গরব্রোগ বিষধ্বংসি কফোৎক্লেশি চ রক্ত হৃৎ॥
শোষারুচি তৃষাচ্ছর্দ্দি হরণ বল্যক বৃংহণম্।

কমলালেবু।

ইহা স্বাদু, গুরু, বাতপিত্ত নাশক, বিষরোগ নাশক, বিষঘ্ন, কফনিঃসারক, রক্তদোস নাশক, বল কারক ও পুষ্টিকর। ইহার দ্বারা শোষ, অরুচি, তৃষ্ণা ও বমি নিবারণ হয়।

বীজপূরঃ।

বীজপূরো মাতুলঙ্গো রুচকঃ ফলপূরকঃ।
বীজপূর ফলং স্বাদু রসেঽম্লং দীপনং লঘু॥
রক্তপিত্ত হরং কণ্ঠ জিহ্বা হৃদয় শোধনম্।
শ্বাস কাসারুচি হরং হৃদ্যং তৃষ্ণাহরং স্মৃতম্॥

টাবালেবু।

পর্য্যায়। বীজপূর, মাতুলুঙ্গ, রুচক ও ফলপূরক।

গুণ। এই ফল স্বাদু, অম্ল, অগ্নি দীপ্তি কারক, লঘু, হৃদ্য ও তৃষ্ণা নাশক। ইহার দ্বারা শ্বাস, কাস, অরুচি ও রক্তপিত্ত রোগ উপশমিত এবং কণ্ঠ, জিহ্বা ও হৃদয় বিশুদ্ধ হয়।

মধুকর্কটিকা।

(বীজপূরভেদ মধুকাকড়ি)

বীজপূরোঽপরঃ প্রোক্তো মধুরো মধুকর্কটী।
মধুকর্কটিকা স্বাদ্বী রোচনী শীতলা গুরু॥
রক্তপিত্ত ক্ষয়শ্বাস কাস হিক্কা ভ্রমাপহা।

বাতাবিলেবু।

মধুকর্কটী ইহাও এক প্রকার বীজপূরক।

পর্য্যায়। মধুর ও মধুকর্কটী।

গুণ। স্বাদু, রোচক শীতল ও গুরু, ইহা রক্তপিত্ত ক্ষয়রোগ, শ্বাস, কাস, হিক্কা ও ভ্রম রোগ উপশম করে।

জম্বীর দ্বয়ম্।

স্যাজ্জম্বীরো দন্তশঠো জম্ভজম্ভীর জম্ভলাঃ।
জম্বীর মুষ্ণং গুর্ব্বম্লং বাতশ্লেষ্ম বিবন্ধনুৎ॥
শূলকাস কফোৎক্লেশ চ্ছর্দ্দি তৃষ্ণামদোষ জিৎ।
আস্যবৈরস্য হৃৎপীড়া বহ্নিমান্দ্য ক্রিমীন্
হরেৎ॥
স্বল্পা জম্বীরিকা তদ্বৎ তৃষ্ণাচ্ছর্দ্দিনিবারণী।

গোঁড়ালেবু ও কাগজীলেবু।

পর্য্যায়। জম্বীর, দন্তশঠ, জম্ভ, জম্ভীর ও জম্ভল।

গুণ। উষ্ণ, গুরু, অম্ল, বাতশ্লেষ্ম নাশক ও বিবন্ধ নিবারক। ইহা শূল, কাস, কফ, উপস্থিত বমন, বমি, তৃষ্ণা আমদোষ, মুখবৈরস্য, হৃৎপীড়া, অগ্নিমান্দ্য ও ক্রিমি নষ্ট করে। এইরূপ ক্ষুদ্র জম্বীরিকা অর্থাৎ কাগজিলেবু তৃষ্ণা ও বমন নিবারণ করে।

বৃক্ষাম্লম্।

বৃক্ষাম্লং তিন্তিড়ীকঞ্চ চুক্রং স্যাদম্লবৃক্ষকম্।
বৃক্ষাম্ল মামমম্লোষ্ণং বাতঘ্নং কফপিত্তলম্॥
পক্বন্তু গুরু সংগ্রাহি কটুকষায়ং লঘু।
অম্লোষ্ণং রোচনং রুক্ষং দীপনং কফবাত নুৎ॥
তৃষ্ণার্শো গ্রহণী গুল্ম শূল হৃদ্রোগ জন্তুজিৎ।

হিন্দী মহাদা।

পর্য্যায়। বৃক্ষাম্ল, তিন্তিড়ীক, চুক্র ও অম্লবৃক্ষক।

গুণ। অপক্বাবস্থায় ইহা অম্ল, উষ্ণ, বাতঘ্ন ও কফপিত্ত বর্দ্ধক; পক্বাবস্থায় গুরু, সংগ্রাহী, কটু, কষায়, লঘু, অম্ল, উষ্ণ, রোচক, রুক্ষ, অগ্নিকারক ও বাতশ্লেষ্ম জনক। ইহা ভক্ষণ করিলে তৃষ্ণা, অর্শঃ, গ্রহণী, গুল্ম, শূল, হৃদ্রোগ ও কীটাদি বিনষ্ট করে।

অম্লবেতসঃ।

স্যাদম্লবেতসশ্চুক্রং শতবেধি সহস্রনুৎ।
অম্লবেতস মত্যম্লং ভেদনং লঘুদীপনম্॥
হৃদ্রোগ শূলগুল্মঘ্নং পিত্তলং লোমহর্ষণম্।
রুক্ষং বিণ্মূত্র দোষঘ্নং প্লীহোদাবর্ত্ত নাশনম্॥
হিক্কানাহারুচি শ্বাস কাসাজীর্ণ বমি প্রণুৎ।
কফবাতাময় ধ্বংসি ছাগমাংস দ্রবত্বকৃৎ॥
চণকাম্ল এবং জ্ঞেয়ং লোহসূচী দ্রবত্বকৃৎ।

অম্লবেতস, হিন্দী থৈকল।

পর্য্যায়। অম্লবেতস, চুক্র, শতবেধি ও সহস্রনুৎ।

গুণ। অতিশয় অম্ল, ভেদক, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তজনক, রোমাঞ্চ কারক ও রুক্ষ। ইহা সেবনে হৃদ্রোগ, শূল, গুল্ম, মূত্রদোষ, মলদোষ, প্লীহা, উদাবর্ত্ত, হিক্কা, আনাহ, অরুচি, শ্বাস, কাস, অজীর্ণ, বমি, কফজরোগ ও বাতব্যাধি নিবারিত হয়। ইহার দ্বারা ছাগ মাংস দ্রবীভূত হয় এবং যে রূপ চণকাম্ল দ্বারা লৌহ সূচী দ্রব হয়, ইহার দ্বারাও সেই রূপ হইয়া থাকে।

চতুরম্ল পঞ্চাম্লয়োর্লক্ষণম্।

অম্লবেতস বৃক্ষাম্ল বৃহজ্জম্বীর নিম্বুকৈঃ।
চতুরম্লংহি পঞ্চাম্লং বীজপূর যুতৈস্তবেৎ॥

চতুরম্ল ও পঞ্চাম্ল।

অম্লবেতস, বৃক্ষাম্ল, বৃহৎ জম্বীর ও নিম্বুক এই চারিটীকে একত্রে চতুরম্ল

বলে, উহার সহিত বীজপূরক মিলিত হইলে পঞ্চাম্ল কহা যায়।

তিন্তিড়ী।

অম্লিকা চুক্রিকাম্লী চ চুক্রা দন্তশঠাপি চ।
অম্লা চ বিচিকা চিঞ্চা তিন্তিড়ীকা চ তিন্তিড়ী॥
অম্লিকাম্লা গুরুর্বাতহরী পিত্তকফাস্রকৃৎ।
পক্বা তু দীপনী রুক্ষা সরোষ্ণা কফবাতনুৎ॥

তেঁতুল।

পর্য্যায়। অম্লিকা, চুক্রিকা, অম্লী, চুক্রা, দন্তশঠা, অম্লা, বিচিকা, চিঞ্চা, তিন্তিড়ীকা ও তিন্তিড়ী।

গুণ। অম্ল, গুরু, বাত নাশক, পিত্ত জনক, কফ বর্দ্ধক ও রক্তদোষ বিবারক। ইহা পক্কাবস্থায় অগ্নি দীপ্তি কারক, রুক্ষ, সর, উষ্ণ ও বাতশ্লেষ্ম নাশক।

কর্ম্মরঙ্গম্।

কর্ম্মরঙ্গং হিমং গ্রাহি স্বাদ্বম্লং কফবাতকৃৎ।

কামরাঙ্গা।

ইহা শীতল, গ্রাহী, স্বাদু, অম্ল ও বাত শ্লেষ্ম কারক।

ষড়্বিংশতিতমোধ্যায়ঃ।

শাকবর্গঃ।

শাকম্।

পত্রং পুষ্পং ফলং নালং কন্দং সংস্বেদজং তথা।
শাকং ষড়্বিধমুদ্দিষ্টং গুরু বিদ্যাদ্যথোত্তরম্॥
প্রায় শাকানি সর্ব্বাণি বিষ্টম্ভীনি গুরূণি চ।
রুক্ষাণি বহুবর্চ্চাংসি সৃষ্টবিণ্মারুতানি চ॥
শাকং ভিনত্তি বপুরস্থি নিহন্তি নেত্রম্।
বর্ণং বিনাশয়তি রক্তমথাপি শুক্রম্॥
প্রজ্ঞাক্ষয়ঞ্চ কুরুতে পলিতঞ্চ নূনম্।
হন্তি স্মৃতিং গতিমিতি প্রবদন্তি তজ্জ্ঞাঃ॥

শাকেষু সর্ব্বেষু বসন্তি রোগা-
স্তে হেতবো দেহ বিনাশনায়।
তস্মাদ্ বুধঃ শাকবিবর্জ্জনন্তু
কুর্য্যাত্তথাম্লেষু স এব দোষঃ॥

এতানি শাকনিন্দকানি বচনানি সামান্যানি।
অথ শাকেষু বিশিষ্টানি বচনানি॥

শাক।

পত্র, পুষ্প, ফল, নাল, কন্দ ও সংস্বেদজ এই ছয় প্রকার শাক, ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্বটী অপেক্ষা পর পরটী গুরুতর। প্রায় সমস্ত শাকই বিষ্টম্ভী, গুরু, রুক্ষ, বহুমল জনক এবং পুরীষ ও বায়ু নিঃসারক। শাক ভোজনে দেহ, অস্থি, নেত্র, বর্ণ, রক্ত, শুক্র, প্রজ্ঞা, স্মৃতি ও গতি এই সমুদায়ই নষ্ট হয় এবং কেশাদি পক্ক হয়। শাক সমুদায় রোগের আবাস স্থান, শাক দেহ ধ্বংসের হেতুভূত অতএব শাক ভোজন পরিত্যাগ করিবে, অম্ল ভোজনেও এইরূপ দোষ জানিবে।

সামান্যতঃ শাকের এই সমুদায় দোষ বর্ণিত হইল, কিন্তু বিশেষ বিশেষ শাকের বিশেষ বিশেষ গুণ আছে জানিবে। নিম্নে তদ্বিষয় লিখিত হইতেছে।

পত্রশাকানি।

বাস্তুক দ্বয়ম্।

বাস্তুকং বাস্তুকশ্চ স্যাৎ ক্ষারপত্রঞ্চ শাকরাট্।
তদেবতু বৃহৎ পত্রং রক্তং স্যাৎ গৌড়বাস্তুকম্॥
প্রায়শো যবমধ্যে স্যাদ্যবশাক মতঃ স্মৃতম্।
বাস্তুকং দ্বিতয়ং স্বাদু ক্ষারং পাকে কটূদিতম্॥
দীপনং পাচনং রুচ্যং লঘু শুক্র বলপ্রদম্।
সরং প্লীহাস্র পিত্তার্শঃ কৃমি দোষত্রয়াপহম্॥

বেতুয়া ও শ্বেত বেতুয়া শাক।

বাস্তূক, বাস্তুক, ক্ষারপত্র ও শাকরাট এই গুলি ইহার পর্য্যায়। যে বাস্তূক রক্তবর্ণ ও বৃহৎ পত্র বিশিষ্ট তাহাকে গৌড় বাস্তূক কহে। বাস্তূক শাক প্রায় যবের মধ্যে হইয়া থাকে এই নিমিত্ত ইহাকে যবশাকও বলে।

গুণ। বাস্তূক দ্বয় স্বাদু, ক্ষার, পাকে কটু, অগ্নিদীপ্তি কারক, পাচক, রোচক, লঘু, শুক্র জনক, বলকর, সর ও ত্রিদোষ নাশক, ইহা ভক্ষণ করিলে প্লীহা, পৈত্তিক অর্শঃ ও ক্রিমি নষ্ট হয়।

পোতকী।

পোতক্যুপোদিকা সাতু মালবামৃতবল্লরী।
পোতকী শীতলা স্নিগ্ধা শ্লেষ্মলা বাতপিত্তনুৎ॥
অকণ্ঠ্যা পিচ্ছিলা নিদ্রা শুক্রদা রক্তপিত্তজিৎ।
বলদা রুচিকৃৎ পথ্যা বৃংহণী তৃপ্তিকারিণী॥

পুঁইশাক।

পোতকী, উপোদিকা, মালবা ও অমৃতবল্লরী এই গুলি ইহার পর্য্যায়।

গুণ। ইহা শীতল, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্ম জনক, বায়ুপিত্ত নাশক, কণ্ঠের পক্ষে অপকারক, পিচ্ছিল, নিদ্রাকারক, শুক্র জনক, রক্তপিত্ত শান্তিকর, বলকারক, রোচক, পথ্য, পুষ্টিকর ও তৃপ্তিকারী।

মারিষঃ।

মারিষো বাস্পকো মার্ষঃ শ্বেতো রক্তশ্চ সম্মতঃ।
মারিষো মধুরঃ শীতো বিষ্টম্ভী পিত্তনুৎ গুরুঃ॥
বাতশ্লেষ্মকরো রক্তপিত্তনুৎ বিষমাগ্নিজিৎ।
রক্তমার্ষো গুরুর্নাতি সক্ষারো মধুরঃ সরঃ।
শ্লেষ্মলঃ কটুকঃ পাকে স্বল্পদোষ উদীরিতঃ।

শ্বেত কাঁটানটে ও লাল কাঁটানটে।

মারিষ, বাস্পক ও মার্ষ এই গুলি ইহার পর্য্যায়। শ্বেত ও লোহিত এই দুই বর্ণের মারিষ দৃষ্ট হয়।

গুণ। শ্বেত কাঁটানটে মধুর, শীতল, বিষ্টম্ভী, পিত্ত নাশক, গুরু, বাত শ্লেষ্মকারী, রক্তপিত্ত নিবারক ও অগ্নি বৈষম্য নাশক। লাল কাঁটানটে অধিক গুরু নহে, ইহা ক্ষার গুণ বিশিষ্ট, মধুর, সর, কফ জনক, পাকে কটু ও স্বল্প দোষ বিশিষ্ট।

তণ্ডুলীয়ঃ।

তণ্ডুলীয়ো মেঘনাদঃ কাণ্ডেরস্তণ্ডুলেরকঃ।
ভণ্ডীরস্তণ্ডুলী বীজো বিষঘ্নশ্চাল্পমারিষঃ॥
তণ্ডুলীয়ো লঘুঃ শীতো রুক্ষঃ পিত্তকফাস্রজিৎ।
সৃষ্টমূত্রমলো রুচ্যো দীপনো বিষহারকঃ॥

নটেশাক।

তণ্ডুলীয়, মেঘনাদ, কাণ্ডের, তণ্ডুলেরক, ভণ্ডীর, তণ্ডুলী বীজ, বিষঘ্ন ও অল্প মারিষ এই গুলি ইহার পর্য্যায়।

গুণ। ইহা লঘু শীতল রুক্ষ, পিত্ত শ্লেষ্ম নাশক, রক্তদোষ নিবারক, মল মূত্র নিঃসারক, রোচক, অগ্নি কারক ও বিষঘ্ন।

পলক্যা।

পলক্যা বাস্তুকাকারা ক্ষুরিকা চীরিতচ্ছদা।
পলক্যা বাতলা শীতা শ্লেষ্মলা ভেদিনী গুরুঃ॥
বিষ্টম্ভিনী মদশ্বাস পিত্তরক্ত কফাপহাঃ।

পালঙ্কশাক।

ইহা দেখিতে বাস্তূক শাকের ন্যায়, ইহার অপর নাম ক্ষুরিকা ও চীরিতচ্ছদা।

গুণ। বায়ুজনক শীতল, কফবর্দ্ধক, ভেদক, গুরু ও বিষ্টম্ভী। ইহা মদরোগ, শ্বাস, রক্তপিত্ত ও কফনাশ করে।

নাড়িকম্।

নাড়িকং কালশাকঞ্চ শ্রাদ্ধশাকঞ্চ কালকম্।
কালশাকং সরং রুচ্যং বাতকৃৎ কফশোথ হৃৎ॥
বল্যং রুচিকরং মেধ্যং রক্তপিত্ত হরং হিমম্।

নালিতা শাক। তিক্ত পাটশাক।

নাড়িক, কালশাক, শ্রাদ্ধশাক ও কালক এই গুলি ইহার পর্য্যায়।

গুণ। ইহা সর, রুচ্য, বায়ুজনক, কফজ শোথ নাশক, বলকর, রুচিকারক, স্মরণশক্তিবর্দ্ধক, রক্তপিত্ত নাশক ও শীতল।

পট্টশাকঃ।

পটশাকস্তু নাড়ীকো নাড়ীশাকশ্চ সম্মতঃ।
নাড়িকো রক্তপিত্তঘ্নো বিষ্টম্ভী বাতকোপনঃ॥

মিষ্ট পাটশাক।

পট্টশাক, নাড়ীক ও নাড়ীশাক এই গুলি ইহার পর্য্যায়।

গুণ। ইহা রক্তপিত্ত নাশক বিষ্টম্ভী ও বায়ু প্রকোপক।

কলম্বী।

কলম্বী শতপর্ব্বী চ কথ্যতে তদ্গুণা অথ।
কলম্বী স্তন্যদা প্রোক্তা মধুরা শুক্রকারিণী॥

কলমী শাক।

ইহার অপর নাম শতপর্ব্বী।

গুণ। স্তনে দুগ্ধোৎপাদক মধুর ও শুক্রজনক।

লোণি বৃহল্লোণী।

লোণা লোণী চ কথিতা বৃহল্লোণী তু ঘোটিকা।
লোণী রুক্ষা স্মৃতা গুর্ব্বী বাতশ্লেষ্মহরী পটুঃ॥
অর্শোঘ্নী দীপনী চাম্লা মন্দাগ্নি বিষনাশিনী।
ঘোটিকাম্লা সরা চোষ্ণা বাতকৃৎ কফপিত্ত হৃৎ॥
বাগ্দোষ ব্রণ গুল্মঘ্নী শ্বাস কাস প্রমেহনুৎ।
শোথে লোচন রোগে চ হিতা তজ্জ্ঞৈ রুদাহৃতা॥

হিন্দী আবর্ত্তী, বড় আবর্ত্তা।

লোণীর অপর নাম লোনা, বৃহৎ লোণি ও ঘোটিকা কহে।

গুণ। রুক্ষ, গুরু, বাতশ্লেষ্ম নাশক, লবণাস্বাদ, অর্শোঘ্ন, অগ্নিকারক অম্ল, অগ্নিমান্দ্য নিবারক ও বিষঘ্ন। ঘোটিকা (বৃহৎলোণি) অম্লরস, সর, উষ্ণ, বায়ুজনক ও কফ পিত্তনাশক। ইহা বাক্য দোষ, ব্রণ, গুল্ম, শ্বাস, কাস, প্রমেহ শোথ ও চক্ষুরোগ নিবারণ করে।

চুক্রিকা।

চুক্রিকাম্ল্যাং তু পত্রাম্লা রোচিনী শতবেধিনী।
চুক্রা স্বল্প তরা বাতী বাতঘ্নী কফপিত্তকৃৎ॥
রুচ্যা লঘুতরা পাকে কটুশ্চ নাতি রোচনী।

চুকাপালম।

চুক্রিকা, পত্রাম্ল, রোচিনী ও শত বেধিনী এই গুলি ইহার সংস্কৃত নাম।

গুণ। ইহা অতিশয় অম্ল, স্বাদু, বায়ু নাশক, কফপিত্তকারক, রুচ্য, অতিশয় লঘু ও পাকে কটু ইহা অধিক রোচক নহে।

চিঞ্চা। নাড়ীচ বৎ।

চিঞ্চা চঞ্চুশ্চঞ্চুকী চ দীর্ঘপত্রা সতিক্তকা।
চুঞ্চুঃ শীতা সরঃ রুচ্যা স্বাদ্বী দোষত্রয়াপহা॥
ধাতু পুষ্টিকরী বল্যা মেধ্যা পিচ্ছিলকা চ সা।

হিন্দী চেঞ্চুনা।

চিঞ্চা, চঞ্চু, চঞ্চুকী, দীর্ঘপত্রা ও সতিক্তকা এই গুলি ইহার পর্য্যায়।

গুণ। ইহা শীতল, সর, রুচ্য, স্বাদু, ত্রিদোষ নাশক ধাতু পুষ্টিকারক, বল কর, মেধা বর্দ্ধক ও পিচ্ছিল।

হিলমোচিকা।

ব্রাহ্মী শঙ্খধরা চারী ব্রাহ্মী চ হিলমোচিকা।
শোথং কুষ্ঠং কফং পিত্তং হরতে হিলমোচিকা॥

হিঞ্চাশাক।

ব্রাহ্মী, শঙ্খধরা, চারী, ব্রাহ্মী ও হিলমোচিকা এইগুলি ইহার পর্য্যায়।

গুণ। ইহা শোথ, কুষ্ঠ, কফ ও পিত্ত নাশকরে।

শিতিবারঃ।

শিতিবারঃ শিতিবর স্বস্তিকঃ সুনিষণ্ণকঃ।
শ্রীবারকঃ সূচিপত্রঃ পর্ণক কুক্কুটশিখী।
চাঙ্গেরী সদৃশ পত্রশ্চতুর্দ্দল ইতীরিতঃ।
শাকোজলান্বিতে দেশে চতুষ্পত্রীতি চোচ্যতে॥
সুনিষণ্ণো হিমোগ্রাহী মোহ দোষত্রয়া পহঃ।
অবিদাহী লঘুঃ স্বাদুঃ কষায়ো রুক্ষদীপনঃ॥
বৃষ্যো রুচ্যো জ্বর শ্বাস মেহকুষ্ঠভ্রম প্রণুৎ।

শুশুনি শাক।

শিতিবার, শিতিবর, স্বস্তিক, সুনিষণ্ণক, শ্রীবারক, সূচিপত্র, পর্ণক, কুক্কুটশিখী, চতুর্দ্দল ও চতুঃপত্রী এই গুলি শুশুনির সংস্কৃত নাম। ইহা সজল ভূমিতে জন্মিয়া থাকে। ইহার পত্র আমরুল শাকের পত্রের ন্যায়।

গুণ। ইহা শীতল, গ্রাহী, মোহনাশক, ত্রিদোষঘ্ন, অবিদাহী, লঘু, স্বাদু, কষায়, রুক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক, বৃষ্য ও রোচক। ইহা জ্বর, শ্বাস, মেহ, কুষ্ঠ ও ভ্রমরোগ নিবারণ করে।

মূলক পত্রম্।

পাচনং লঘু রুচ্যোষ্ণং পত্রং মূলকজং নবম্।
স্নেহ সিদ্ধং ত্রিদোষঘ্ন মসিদ্ধং কফপিত্ত কৃৎ॥

মূলার শাক।

নূতন মূলক শাক পাচক, লঘু, রুচ্য ও উষ্ণ, ইহা স্নেহ অর্থাৎ তৈলাদির সহিত সিদ্ধ হইলে ত্রিদোষ নাশক হয়, অসিদ্ধ অবস্থায় কফপিত্ত কারক।

দ্রোণপুষ্পী পত্রম্।

দ্রোণপুষ্পীদলং স্বাদু রুক্ষং গুরু চ পিত্তকৃৎ।
ভেদনং কামলা শোথ মেহজ্বর হরং কটু॥

ঘলঘসিয়া শাক।

ইহা স্বাদু, রুক্ষ, গুরু, পিত্তকারক কটু ও ভেদক, কামলা, শোথ, মেহ ও জ্বররোগে ইহা ব্যবস্থেয়।

যবানী পত্রম্।

যবানী শাক মাগ্নেয়ং রুচ্যং বাতকফপ্রণুৎ।
উষ্ণং কটু চ তিক্তঞ্চ পিত্তলং লঘু শূলহৃৎ॥

গোয়ালের পত্র।

যবানীশাক আগ্নেয়, রুচ্য, বাতশ্লেষ্ম-নাশক, উষ্ণ, কটু, তিক্ত, পিত্তকারক, লঘু ও শূলরোগ নিবারক।

চক্রমর্দ্দঃ।

চক্রমর্দ্দপত্রং দোষঘ্নং মধবাতকফাপহম্।
কণ্ডূকাস ক্রিমি শ্বাস দদ্রু কুষ্ঠ প্রণুৎপরম্॥

চাকুন্দার পত্র।

চকুন্দার পত্র দোষঘ্ন, অম্ল, লঘু ও বাতশ্লেষ্ম নাশক ইহা কণ্ডু, কাস, ক্রিমি, শ্বাস, দদ্রু ও কুষ্ঠরোগ নাশকরে।

সেহুণ্ডা।

সেহুণ্ডা দলং তীক্ষ্ণং দীপনং রোচনং হরেৎ।
আধ্মানাষ্ঠীলিকা গুল্ম শূল শোথোদরাণি চ॥

মনসাসিজের পত্র।

সেহুণ্ডপত্র তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক ও রোচক। ইহা আধ্মান, অষ্ঠীলিকা, গুল্ম, শূল, শোথ ও উদর রোগ শান্তিকরে।

পর্প্পটঃ।

পর্প্পটো হন্তি পিত্তাস্র জ্বর তৃষ্ণা কফভ্রমান্।
সংগ্রাহী শীতল স্তিক্তো দাহনুদ্বাতলো লঘুঃ॥

ক্ষেতপাপড়া শাক।

ইহা সংগ্রাহী শীতল, তিক্ত, দাহ নাশক, বায়ুজনক ও লঘু; রক্তপিত্ত, জ্বর, তৃষ্ণা, কফ ও ভ্রমরোগে ইহা প্রয়োজ্য।

গোজিহ্বা।

গোজিহ্বা কুষ্ঠ মেহাস্র কৃচ্ছ্র জ্বর হরীলঘুঃ।

হিন্দী গোজিয়া শাক।

গোজিহ্বা শাক লঘু ইহা কুষ্ঠ, মেহ, রক্তদোষ ও কঠিন জ্বর নিবারণ করে।

পটোলপত্রম্।

পটোলপত্রং পিত্তঘ্নং দীপনং পাচনংলঘু।
স্নিগ্ধং বৃষ্যং তথোষ্ণঞ্চ জ্বর কাস ক্রিমিপ্রণুৎ॥

পটোল পত্র, পলতা।

পটোলের পত্র পিত্তঘ্ন, অগ্নিকারক, পাচক, লঘু, স্নিগ্ধ, শুক্রজনক, উষ্ণ, জ্বরঘ্ন, কাসনিবারক ও ক্রিমি নাশক।

গুড়ূচীপত্রম্।

গুড়ূচী পত্র মাগ্নেয়ং সর্ব্বজ্বর হরং লঘু।
কষায়ং কটুতিক্তঞ্চ স্বাদুপাকং রসায়নম্॥
বল্যমুষ্ণঞ্চ সংগ্রাহি হন্যাৎদোষত্রয়ংতৃষাম্।
দাহপ্রমেহ বাতাসৃক্ কামলা কুষ্ঠ পাণ্ডুতাম্॥

গুলঞ্চর পাতা।

গুড়ূচীপত্র আগ্নেয় সর্ব্বজ্বর নাশক, লঘু, কষায়, কটু, তিক্ত, রসায়ণ, পাকে স্বাদু, বলকারক, উষ্ণ, সংগ্রাহী, তৃষ্ণা নিবারক ও ত্রিদোষঘ্ন। ইহা দাহ, প্রমেহ, বাতরক্ত, কামলা, কুষ্ঠ ও পাণ্ডু-রোগ শান্তি করে।

কাসমর্দ্দঃ।

কাসমর্দ্দোঽরিমর্দ্দশ্চ কাসারিঃ কর্কশ স্তথা।
কাসমর্দ্দদলং রুচ্যং বৃষ্যং কাস বিষাস্রনুৎ॥
মধুরং কফবাতঘ্নং পাচনং কণ্ঠশোধনম্।
বিশেষতঃ কাসহরং পিত্তঘ্নং গ্রাহকং লঘু॥

কাল কাসুন্দের পাতা।

কাসমর্দ্দ, অরিমর্দ্দ, কাসারি ও কর্কশ এই গুলি কাল কাসুন্দের সংস্কৃত নাম।

ইহার পত্র রোচক, বলকারক, বিষঘ্ন, রক্তদোষ নিবারক, মধুর, বাতশ্লেষ্ম নাশক, পাচক, কণ্ঠ বিশোধক, পিত্তঘ্ন, গ্রাহক, লঘু ও উৎকৃষ্ট কাসঘ্ন।

চনকপত্রম্।

রুচ্যং চণক শাকং স্যাদ্ দুর্জ্জরং কফবাতকৃৎ।
অম্লং বিষ্টম্ভজনকং পিত্তনুদ্ দন্তশোথহৃৎ॥

ছোলার শাক।

ইহা রুচ্য, সহজে জীর্ণ হয়না, বাত-শ্লেষ্ম বর্দ্ধক, অম্ল, বিষ্টম্ভী, পিত্ত নাশক ও দন্তশোথ নিবারক।

কলায় পত্রম্।

কলায় শাকং ভেদি স্যাল্লঘু তিক্তং ত্রিদোষহৃৎ।

মটর শাক।

মটর শাক ভেদক, লঘু, তিক্ত ও ত্রিদোষ নাশক।

সর্ষপপত্রম্।

কটুকং সার্ষপং শাকং বহুমূত্র মলং গুরু।
অম্লপাকং বিদাহি স্যাদুষ্ণং রুক্ষং ত্রিদোষকৃৎ॥
সক্ষারং লবণং তীক্ষ্ণং স্বাদু শাকেষু নিন্দিতম্।

সরিষাশাক।

সর্ষপশাক কটু, বহু পরিমাণে মল মূত্র নিঃসারক, গুরু, পাকে অম্ল, বিদাহী, উষ্ণ, রুক্ষ, ত্রিদোষ নাশক, ক্ষার গুণযুক্ত, লবণাস্বাদ, তীক্ষ্ণ ও স্বাদু। শাকের মধ্যে ইহা নিকৃষ্ট।

অথ পুষ্পশাকানি।

অগস্তিপুষ্পম্।

অগস্তি কুসুমং শীতং চাতুর্থকনিবারণম্।
নক্তান্ধ্যনাশনং তিক্তং কষায়ং কটুপাকি চ॥
পীনস শ্লেষ্ম পিত্তঘ্নং বাতঘ্নং মুনিভির্মতম্।

বকফুল।

বকফুল শীতল, চাতুর্থক জ্বর নিবারক, রাত্র্যান্ধ্য নিবারক, তিক্ত, কষায় ও পাকে কটু। ইহা পীনস, শ্লেষ্মা, পিত্ত ও বায়ু নাশকরে।

কদলীপুষ্পম্।

কদল্যা কুসুমং স্নিগ্ধং মধুরং তুবরং গুরু।
বাতপিত্ত হরং শীতং রক্তপিত্তক্ষয় প্রণুৎ॥
বহুমূত্রাপহং হৃদ্যং শুক্রকৃদ্ বলবর্দ্ধনম্।

মোচা।

ইহা স্নিগ্ধ, মধুর, কষায়, গুরু, শীতল, শুক্রজনক, বলকারক ও হৃদ্য। ইহার দ্বারা বায়ু, পিত্ত, রক্তপিত্ত, ক্ষয় রোগ ও বহুমূত্র উপশমিত হয়।

শোভাঞ্জন পুষ্পম্।

শিগ্রোঃ পুষ্পন্তু কটুকং তীক্ষ্ণোষ্ণং স্নায়ু-শোথহৃৎ।
ক্রিমিহৃৎ কফবাতঘ্নং বিদ্রধি প্লীহগুল্মজিৎ॥
মধুশিগ্রোশ্চক্ষুষ্যং রক্তপিত্ত প্রসাদনম্।

সজিনাফুল।

শোভাঞ্জন পুষ্প কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, ক্রিমিঘ্ন ও বাতশ্লেষ্ম নাশক। ইহা স্নায়ু-শোথ, বিদ্রধি, প্লীহা ও গুল্ম রোগ দমন করে। মধুশিগ্রু পুষ্প চক্ষের স্বাস্থ্যকর ও রক্তপিত্ত নিবারক।

অথ ফলশাকানি।

কুষ্মাণ্ডম্।

কুষ্মাণ্ডং স্যাৎপুষ্পফলং পীতপুষ্পং বৃহৎফলম্।
কুষ্মাণ্ডং বৃংহণং বৃষ্যং গুরু পিত্তাস্রবাতনুৎ॥
বালং পিত্তাপহং শীতং মধ্যমং কফকারকম্।
বৃদ্ধং নাতিহিমং স্বাদু সক্ষারং দীপনং লঘু॥
বস্তিশুদ্ধিকরং চেতোরোগহৃৎ সর্ব্বদোষজিৎ।

কুষ্মাণ্ড, গাচি কুমুড়া।

পর্য্যায়। কুষ্মাণ্ড, পুষ্পফল, পীতপুষ্প ও বৃহৎ ফল।

গুণ। কুষ্মাণ্ড পুষ্টিকারক, বৃষ্য, গুরু পৈত্তিক বাতরক্ত নাশক। কচিকুমড় শীতল ও পিত্ত নাশক, মধ্যমাবস্থায় কফ বর্দ্ধক, পক্বকুষ্মাণ্ড অধিক শীতল নহে, স্বাদু, ক্ষারগুণ বিশিষ্ট, অগ্নিবর্দ্ধক, লঘু ও বস্তি শুদ্ধি কারক, মানসিক রোগ নাশক ও সর্ব্বদোষঘ্ন।

কুষ্মাণ্ডী।

কুষ্মাণ্ডী তু ভৃশং লঘ্বী কর্কারুরপি কীর্ত্তিতা।
কর্কারু গ্রাহিণী শীতা রক্তপিত্তহরা গুরুঃ॥
পক্বা তিক্তাগ্নিজননী সক্ষারা কফবাতনুৎ।

গোল গাছিকুমড়া।

কুষ্মাণ্ডীর অপর নাম কর্কারু।

গুণ। ইহা অতিশয় লঘু, গ্রাহী, শীতল, রক্তপিত্ত শান্তিকর ও গুরু, পক্বাবস্থায় তিক্ত, অগ্নিকারক, ক্ষারগুণ বিশিষ্ট ও বাতশ্লেষ্ম নাশক।

পীতকুষ্মাণ্ডম্।

অপরং পীতকুষ্মাণ্ডং গুরু পিত্তকরং পরম্।
অগ্নিমান্দ্যকরং স্বাদু শ্লেষ্মঘ্নং বাতকোপনম্॥

বিলাতিকুমড়া।

অপর প্রকার কুষ্মাণ্ড অর্থাৎ বিলাতি কুষ্মাণ্ড গুরু, স্বাদু, পিত্ত ও অগ্নিমান্দ্য-কারক, শ্লেষ্ম নাশক ও বায়ু প্রকোপক।

অলাবুঃ।

অলাবুঃ কথিতা তুম্বী দ্বিধা দীর্ঘা চ বর্ত্তুলা।
মিষ্টতুম্বী ফলং হৃদ্যং পিত্তশ্লেষ্মাপহং গুরু॥
বৃষ্যং রুচিকরং প্রোক্তং ধাতুপুষ্টি বিবর্দ্ধনম্।

লাউ।

ইহার সংস্কৃত নাম অলাবু ও তুম্বী। ইহা দুই প্রকার দীর্ঘ ও বর্ত্তুল। মিষ্ট অলাবু, হৃদ্য, পিত্তশ্লেষ্ম নাশক, গুরু, বৃষ্য, রুচিকারক, ধাতুপোষক ও পুষ্টিকর।

ইক্ষ্বাকুঃ।

ইক্ষ্বাকুঃ কটুতুম্বী স্যাৎ সাতুম্বী চ মহাফলা।
কটুতুম্বী হিমা হৃদ্যা পিত্তকাস বিষাপহা॥
তিক্তা কটুর্বিপাকে চ বাতপিত্ত জ্বরান্তকৃৎ।

তিতলাউ।

ইহার সংস্কৃত নাম ইক্ষ্বাকু ও কটু-তুম্বী, ইহার ফল অতি বৃহৎ।

তিতলাউ শীতল, হৃদ্য, বিষঘ্ন, তিক্ত ও পাকে কটু। ইহা পৈত্তিক কাস ও বাত পৈত্তিক জ্বর দমন করে।

এর্ব্বারুঃ।

এর্ব্বারুঃ কর্কটী প্রোক্তা কথ্যন্তে তদ্গুণা অথ।
কর্কটী শীতলা রুক্ষা গ্রাহিণী মধুরা গুরুঃ॥
রুচ্যা পিত্তহরা সামা পক্বা তৃষ্ণাগ্নি পিত্তকৃৎ।

কাঁকুড়।

কাঁকুড়ের সংস্কৃত নাম এর্ব্বারু ও কর্কটী।

গুণ। অপক্ক কাঁকুড় শীতল, রুক্ষ, গ্রাহী, মধুর, গুরু, রুচ্য ও পিত্তঘ্ন, পকাবস্থায় তৃষ্ণা, অগ্নি ও পিত্তবর্দ্ধন করে।

চিচিণ্ডঃ।

চিচিণ্ডঃ শ্বেতরাজিঃ স্যাৎ সুদীর্ঘো গৃহকূলকঃ।
চিচিণ্ডো বাতপিত্তঘ্নো বল্যঃ পথ্যো রুচিপ্রদঃ॥
শোষিণোঽতি হিতঃ কিঞ্চিদ্ গুণৈ ন্যূনঃ পটোলতঃ।

চিচিঙ্গা।

পর্য্যায়। চিচিণ্ড শ্বেতরাজি, সুদীর্ঘ ও গৃহকূলক।

গুণ। চিচিণ্ড বায়ু পিত্ত নাশক, বলকারক, পথ্য ও রুচিপ্রদ, ইহা শোষ রোগীর পক্ষে অতিশয় উপকারক, পটোল অপেক্ষা ইহার গুণ কিঞ্চিৎ অল্প।

কারবেল্লং কারবেল্লী চ।

কারবেল্লং কঠিল্লং স্যাৎ কারবেল্লী ততো লঘুঃ।
কারবেল্লং হিমং ভেদি লঘু তিক্তমবাতলম্॥
জ্বরপিত্তকফাস্রঘ্নং পাণ্ডুমেহ ক্রিমীন্ হরেৎ।
তদ্গুণা কারবেল্লী স্যাদ্বিশেষাদ্দীপনী লঘুঃ॥

কারবেল্ল করোলা ও কারবেল্লী উচ্ছা।

কারবেল্লের অপর নাম কঠিল্ল ইহা অপেক্ষা কারবেল্লী ক্ষুদ্র।

গুণ। কারবেল্ল শীতল, ভেদক, লঘু, তিক্ত, বায়ু বর্দ্ধক নহে, ইহা জ্বর, পিত্ত, কফ, রক্তদোষ, পাণ্ডু, মেহ ও ক্রিমি নাশ করে। কারবেল্লী অর্থাৎ উচ্ছার গুণও ঐ রূপ, অধিকন্তু উহা অগ্নিবর্দ্ধক ও লঘু।

মহাকোষাতকী।

মহাকোষাতকী প্রোক্তা হস্তিঘোষা মহাফলা।
ধামার্গবো ঘোষকশ্চ হস্তিপর্ণশ্চ স স্মৃতঃ॥
মহাকোষাতকী স্নিগ্ধা রক্তপিত্তানিলাপহা।

ধুঁধুল।

পর্য্যায়। মহাকোষাতকী, হস্তিঘোষা, মহাফলা, ধামার্গব, ঘোষক ও হস্তিপর্ণ।

গুণ। মহাকোষাতকী স্নিগ্ধ, রক্ত পিত্ত শান্তিকর ও বায়ু নাশক।

রাজকোষাতকী।

ধামার্গবঃ পীতপুষ্পী জালিনী কৃতবেধনা।
রাজকোষাতকী চেতি তথোক্তা রাজিমৎফলা॥
রাজকোষাতকী শীতা মধুরা কফবাতলা।
পিত্তঘ্নী দীপনী শ্বাস জ্বরকাস ক্রিমি প্রণুৎ॥

ঝিঙ্গা।

পর্য্যায়। ধামার্গব, পীতপুষ্প, জালিনী, কৃতবেধনা, রাজকোষাতকী ও রাজিমৎফলা।

গুণ। রাজকোষাতকী শীতল, মধুর, বাতশ্লেষ্ম বর্দ্ধক, পিত্তঘ্ন ও অগ্নিদীপ্তি কারক, ইহা শ্বাস, জ্বর, কাস ও ক্রিমি নিবারণ করে।

পটোলঃ।

পটোলঃ কুলকস্তিক্তঃ পাণ্ডুকঃ কর্কশচ্ছদঃ।
রাজীফলঃ পাণ্ডুফলো রাজেয়শ্চামৃতাফলঃ॥
বীজগর্ভঃ প্রতীকশ্চ কুষ্ঠহা কাসভঞ্জনঃ।

পটোলং পাচনং হৃদ্যং বৃষ্যং লঘ্বগ্নিদীপনম্ ॥
স্নিগ্ধোষ্ণং হন্তি কাসাস্র জ্বর দোষত্রয় ক্রিমীন্।
পটোলস্য ভবেন্মূলং বিরেচন করং সখাৎ ॥
নালং শ্লেষ্ম হরং পত্রং পিত্তহারি ফলং পুনঃ।
দোষত্রয় হরং প্রোক্তং তদ্বত্তিক্তা পটোলিকা।

পটোল।

পর্য্যায়। পটোল, কুলক, তিক্ত, পাণ্ডুক, কর্কশচ্ছদ, রাজীফল, পাণ্ডুফল, রাজেয়, অমৃতাফল, বীজগর্ভ, প্রতীক, কুষ্ঠহা ও কাসভঞ্জন।

গুণ। পটোল পাচক, হৃদ্য, বৃষ্য, লঘু, অগ্নিদীপ্তিকারক, স্নিগ্ধ ও উষ্ণ। ইহা কাস, রক্তদোষ, জ্বর, ক্রিমি ও ত্রিদোষ নষ্ট করে। পটোলের মূল উৎকৃষ্ট বিরেচক, নাল (ডাঁটা) কফঘ্ন, পত্র পিত্তনাশক, তিক্ত পটোলিকাও এই রূপ।

বিম্বী।

বিম্বী রক্তফলা তুণ্ডী তুণ্ডিকেরী চ বিম্বিকা।
ওষ্ঠোপমাফলা প্রোক্তা পীলুপর্ণী চ কথ্যতে ॥
বিম্বীফলং স্বাদু শীতং গুরু পিত্তাস্র বাত জিৎ।
স্তম্ভনং লেখনং রুচ্যং বিবন্ধাধ্মানকারকম্ ॥

তুণ্ডরুকা।

পর্য্যায়। বিম্বী, রক্তফলা, তুণ্ডী, তুণ্ডিকেরী, বিম্বিকা, ওষ্ঠোপম ফলা ও পীলুপর্ণী।

গুণ। বিম্বীফল স্বাদু, শীতল, গুরু, রক্তপিত্ত শান্তিকর, বায়ুনাশক, স্তম্ভন, লেখন, রুচ্য এবং বিবন্ধ ও আধ্মান কারক।

শিম্বীদ্বয়ম্।

শিম্বিঃ শিম্বী পুত্রশিম্বীতথা পুস্তকশিম্বিকা।
শিম্বী দ্বয়ঞ্চ মধুরং রসে পাকে হিমং গুরু ॥
বল্যং দাহকরং প্রোক্তং শ্লেষ্মলং বাতপিত্তজিৎ ॥

শ্বেতশিম ও মোগলাই শিম।

শিম্বী দুই প্রকার পুত্রশিম্বী ও পুস্তক শিম্বিকা।

গুণ। শিম্বাদ্বয় আস্বাদে ও পাকে মধুর, শীতল, গুরু, বলকারক, দাহকর, কফজনক ও বায়ুপিত্ত নাশক।

কোলশিম্বিঃ।

কোল শিম্বিঃ কৃষ্ণফলা তথা পর্য্যঙ্কপট্টিকা।
কোলশিম্বিঃ সমীরঘ্নী গুর্ব্বুষ্ণা কফপিত্তকৃৎ ॥
শুক্রাগ্নি সাদকৃৎ বৃষ্যা রুচিকৃৎ বদ্ধবিড্‌গুরুঃ।

কৃষ্ণশিম। হিন্দী সুবরঃশেম্বী।

পর্য্যায়। কোলশিম্বি, কৃষ্ণফলা ও পর্য্যঙ্কপট্টিকা।

গুণ। কোলশিম্বি বায়ুনাশক, গুরু, উষ্ণ, কফপিত্ত কারক, শুক্রহ্রাসকারী, অগ্নিমান্দ্য কারক, বৃষ্য, রুচি কারক, মলরোধক ও গুরু।

শোভাঞ্জনফলম্।

শোভাঞ্জন ফলং স্বাদু কষায়ং কফশুক্রনুৎ।
শূল কুষ্ঠক্ষয় শ্বাস গুল্ম হৃদ্দীপনং পরম্ ॥

সজিনার ডাঁটা।

ইহা স্বাদু, কষায়, পিত্তশ্লেষ্ম নাশক ও অতিশয় অগ্নিদীপ্তি কারক, শূল, কুষ্ঠ, ক্ষয়রোগ, শ্বাস ও গুল্মরোগে ইহা প্রয়োজ্য।

বার্ত্তাকুঃ।

বৃন্তাকং স্ত্রী তু বার্ত্তাকুর্ভণ্টাকী ভাণ্টিকাপি চ।
বৃন্তাকং স্বাদু তীক্ষ্ণোষ্ণং কটুপাকমপিত্তলম্॥
জ্বরবাতবলাসঘ্নং দীপনং শুক্রলং লঘু।
তদ্বালং কফপিত্তঘ্নং বৃদ্ধং পিত্তকরং লঘু॥
বৃন্তাকং পিত্তলং কিঞ্চিদঙ্গারপরিপাচিতম্।
কফমেদোঽনিলামঘ্নমত্যর্থং লঘু দীপনম্॥
তদেব হি গুরু স্নিগ্ধং সতৈলং লবণান্বিতম্।
অপরং শ্বেত বৃন্তাকং কুক্কুটাণ্ড সমং ভবেৎ॥
তদর্শঃসু বিশেষেণ হিতং হীনঞ্চ পূর্ব্বতঃ।

বার্ত্তাকু, বেগুন।

বৃন্তাক, বার্ত্তাকু, ভণ্টাকী ও ভণ্টিকা এই গুলি ইহার সংস্কৃত নাম।

গুণ। স্বাদু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, পাকে কটু, জ্বরঘ্ন, বায়ু নাশক, কফঘ্ন, অগ্নিদীপ্তিকারক, শুক্রজনক ও লঘু, ইহা পিত্ত জনক নহে। কচি বেগুন কফপিত্তনাশক, পক্বাবস্থায় পিত্তকারক ও লঘু, দগ্ধ করিলে কিঞ্চিৎ পিত্তকর, কফঘ্ন, মেদোহ্রাস কারক, বায়ু ও আম নাশক, অতিশয় লঘু ও অগ্নি বর্দ্ধক হয়। দগ্ধবার্ত্তাকু লবণ তৈলের সহিত সংযুক্ত করিলে গুরু ও স্নিগ্ধ হয়। অপর একপ্রকার বেগুন আছে তাহা শ্বেত বর্ণ ও কুক্কুটের অণ্ডের ন্যায়, ঐ বেগুন অর্শো রোগে বিশেষ উপকারক, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত বার্ত্তাকু হইতে হীন গুণ।

ডিণ্ডিশঃ।

ডিণ্ডিশো রোমশ ফলো মুনিনির্ম্মিত ইত্যপি।
ডিণ্ডিশো রুচিকৃদ্ভেদী পিত্তশ্লেষ্মাপহঃ স্মৃতঃ॥
সুশীতো বাতলো রূক্ষো মূত্রলশ্চাশ্মরীহরঃ।

ঢেঁড়োশ বিশেষ।

পর্য্যায়: ডিণ্ডিশ, রোমশফল ও মুনিনির্ম্মিত।

গুণ। ইহা রুচিকারক, ভেদক, কফ-পিত্ত নাশক, সুশীতল, বায়ু জনক, রূক্ষ, মূত্রল ও অশ্মরী নাশক।

পিণ্ডারম্।

(বন শাক বিশেষঃ।)

পিণ্ডারং শীতলং বল্যং পিত্তঘ্নং রুচিকারকম্।
পাকে লঘু বিশেষেণ বিষ্টম্ভি কফং স্মৃতম্॥

পিণ্ডার।

ইহা শীতল, বলকারক, পিত্তনাশক, রুচি কারক, লঘুপাক ও অতিশয় পিত্তঘ্ন।

কর্কোটিকা।

কর্কোটিকা পীতপুষ্পা মহাজালীতি চোচ্যতে।
কর্কোটী মলহৃৎ কুষ্ঠহৃল্লাসারুচিনাশিনী॥
শ্বাস কাস জ্বরান্ হন্তি কটুপাকা চ দীপনী।

কাকরোল্।

পর্য্যায়। কর্কোটিকা, পীতপুষ্পা ও মহাজালী।

গুণ। ইহা মলনাশক, পাকে কটু ও অগ্নিদীপ্তি কারক। ইহা কুষ্ঠ, হৃল্লাস, অরুচি, শ্বাস, কাস ও জ্বর নিবারণ করে।

ঢোণ্ডিকা।

ডোণ্ডিকা বিষমুষ্টিশ্চ ডোডীত্যপি সুমুষ্টিকা।
ডোণ্ডিকা পুষ্টিদা বৃষ্যা রুচ্যা বহ্নিপ্রদা লঘুঃ॥
হন্তি পিত্ত কফার্শাংসি ক্রিমি গুল্ম বিষাময়ান্।

হিন্দী বিষদোড়ি, করেরুয়া।

পর্য্যায়। ডোড়িকা, বিষমুষ্টি, ডোডী ও সুমুষ্টিকা।

গুণ। ডোড়িকা পুষ্টিকারক, বলপ্রদ, রোচক, অগ্নিবর্দ্ধক ও লঘু। ইহা পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক অর্শঃ, ক্রিমি, গুল্ম ও বিষজ পীড়া নিবারণ করে।

কণ্টকারী ফলম্।

কণ্টকারী ফলং তিক্তং কটুকং দীপনং লঘু।
রুক্ষোষ্ণং শ্বাসকাসঘ্নং জ্বরানিল কফাপহম্॥

কণ্টকারীর ফল।

কণ্টকারী ফল তিক্ত, কটু, অগ্নিকারক, লঘু, রুক্ষ ও উষ্ণ। ইহা শ্বাস, কাস, জ্বর, বায়ু ও কফ দমন করে।

অথ নালী শাকানি।

সর্ষপনালম্।

তীক্ষ্ণোষ্ণং সার্ষপং নালং বাতশ্লেষ্ম ব্রণাপহম্।
কণ্ডূঘ্নি হরং দদ্রু কুষ্ঠঘ্নং রুচিকারকম্॥

সরিষার ডাঁটা।

সর্ষপ নাল তীক্ষ্ণোষ্ণ, বমন নিবারক ও রুচিকারক। ইহা বায়ু, শ্লেষ্মা, ব্রণ, কণ্ডু, দদ্রু ও কুষ্ঠ রোগ নাশ করে।

কন্দশাকানি।

সূরণঃ।

সূরণঃ কন্দ ওলশ্চ কন্দলোঽর্শোঘ্ন ইত্যপি।
সূরণো দীপনো রুক্ষঃ কষায়ঃ কণ্ডূকৃৎ কটুঃ।
বিষ্টম্ভী বিশদো রুচ্যঃ কফার্শঃ কৃন্তনো লঘুঃ।
বিশেষাদর্শসে পথ্যঃ প্লীহ গুল্ম বিনাশনঃ॥
সর্ব্বেষাং কন্দশাকানাং সূরণঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে।
দদ্রুণাং রক্তপিত্তানাং কুষ্ঠিনাং ন হিতো হি সঃ॥
সন্ধান যোগং সম্প্রাপ্তঃ সূরণো গুণবত্তরঃ।

ওল।

পর্য্যায়। শূরণ, কন্দ, ওল, কন্দল ও অর্শোঘ্ন।

গুণ। সূরণ অগ্নিদীপ্তিকারক, রুক্ষ, কষায়, কণ্ডূকারক, কটু, বিষ্টম্ভী, বিশদ, রোচক, কফার্শোনাশক, লঘু, অর্শোরোগীর অতি সুপথ্য এবং প্লীহা ও গুল্ম নাশক। সমুদায় কন্দশাকের মধ্যে সূরণ শ্রেষ্ঠ, সন্ধিত সূরণ অধিক গুণ কর। দদ্রু, রক্তপিত্ত ও কুষ্ঠ রোগ সত্ত্বে সূরণ ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

আলুকম্।

(আলুকমপ্যালুকং তৎ কথিতম্।)

কাষ্ঠালুক শঙ্খালুক হস্ত্যালুকানি কথ্যন্তে।
পিণ্ডালুক সপ্তালুক রক্তালুকানি চোক্তানি॥
আলুকং শীতলং সর্ব্বং বিষ্টম্ভি মধুরং গুরু।
সৃষ্টমূত্র মলং রুক্ষং দুর্জ্জরং রক্তপিত্তনুৎ॥
কফানিল করং বল্যং বৃষ্যং স্বল্পাগ্নিবর্দ্ধনম্।

আলু।

আলুর সংস্কৃত নাম আলুক ও আলুক। আলু ছয় প্রকার যথা কাষ্ঠালুক, শঙ্খালুক, হস্ত্যালুক, পিণ্ডালুক, সপ্তালুক ও রক্তালুক।

কাষ্ঠালুক (কাঠ আলু হিন্দী কঠালু) কঠিন শঙ্খালুক (শাঁখ আলু হিন্দী শঙ্খালু) শ্বেতবর্ণ, হস্ত্যালুক দীর্ঘ ও স্থূল, পিণ্ডালুক গোলাকার, সপ্তালুক,

মিষ্ট ও রোম বিশিষ্ট এবং রক্তালু (লাল-আলু) লালবর্ণ।

গুণ। সমুদায় আলু শীতল, বিষ্টম্ভী মধুর, গুরু, মলমূত্র নিঃসারক, রুক্ষ, দুর্জ্জর, রক্তপিত্ত শান্তিকর, বাতশ্লেষ্ম বর্দ্ধক বলকারক, শুক্র জনক ও কিঞ্চিৎ অগ্নি বর্দ্ধক।

আলুশী।

রক্তালুক ভেদে পাটিকা তন্বী চ প্রনিতালকী।
আলুকং বলকৃৎ স্নিগ্ধা গুর্ব্বী হৃৎকফনাশিনী॥
বিষ্টম্ভকারিণী তৈলে পাকিতাতি রুচিপ্রদা।

লাল আলু বিশেষ। হিন্দী অরুই।

ইহার অন্য নাম পাটিয়া ও তন্বী।

গুণ। ইহা বলকারক, স্নিগ্ধ, গুরু ও বক্ষঃস্থলের কফনাশক ও বিষ্টম্ভী, ইহা তৈলের সহিত পাক করিলে অতিশয় রুচিকারক হয়।

লশুনঃ।

লশুনস্তু রসোনঃ স্যাদুগ্রগন্ধো মহৌষধম্।
অরিষ্টো ম্লেচ্ছকন্দশ্চ যবনেষ্টো রসোনকঃ॥
পঞ্চভিশ্চ রসৈর্যুক্তো রসেনাম্লেন বর্জ্জিতঃ।
তস্মাদ্রসোন ইত্যুক্তো দ্রব্যানাং গুণবেদিভিঃ॥
কটুকশ্চাপি মূলেষু তিক্তঃ পত্রেষু সংস্থিতঃ।
নালে কষায় উদ্দিষ্টো নালাগ্রে লবণঃস্মৃতঃ॥
বীজেতু মধুরঃ প্রোক্তো রসস্তদ্‌গুণ বেদিভিঃ।
রসোনো বৃংহণো বৃষ্যঃ স্নিগ্ধোষ্ণঃ পাচনঃ সরঃ॥
রসে পাকে চ কটুক স্তীক্ষ্ণো মধুরকো মতঃ।
ভগ্নসন্ধান কৃৎকণ্ঠ্যো গুরুঃ পিত্তাস্র বৃদ্ধিদঃ॥
বলবর্ণকরো মেধা হিতো নেত্র্যো রসায়নঃ।
হৃদ্রোগ জীর্ণজ্বর কুক্ষিশূল
বিবন্ধ গুল্মারুচি কাস শোফান্।
দুর্নাম কুষ্ঠানলসাদ জন্তু
সমীরণ শ্বাস কফাংশ্চ হন্তি॥
মদ্যং মাংসং তথাম্লঞ্চ হিতং লশুন সেবিনাম্।
ব্যায়ামাতপং রোষ মতিনীরং পয়ো গুড়ম্॥
রসোন মশ্নন্ পুরুষ স্ত্যজেদেতান্নিরন্তরম্।

রশুন।

লশুন, রসোন, উগ্রগন্ধ, মহৌষধ, অরিষ্ট, ম্লেচ্ছকন্দ, যবনেষ্ট ও রসোনক এইগুলি ইহার পর্য্যায়। ইহাতে ছয় রসের মধ্যে পাঁচ রস অবস্থিত আছে। কেবল একমাত্র অম্লরস নাই এইজন্য ইহাকে রসোন (একেন রসেন উনঃ) কহে। ইহার মূলে কটুরস, পত্রে তিক্ত রস, নালে কষায়, নালাগ্রে লবণ ও বীজে মধুর রস বিদ্যমান আছে। রশুন পুষ্টিকারক, শুক্র জনক, স্নিগ্ধোষ্ণ, পাচক, সর (কোষ্ঠস্থ বায়ু ও মলাদির নিঃসারক), তীক্ষ্ণ কটু রস বিশিষ্ট, পাকে মধুর, ভগ্ন স্থানের সংযোজক, কণ্ঠ পরিষ্কার কারক, বর্ণের উৎ-উৎকর্ষ সাধক, স্মরণ শক্তি বর্দ্ধক ও ও চক্ষুর হিতকর। রশুন ভক্ষণ করিলে হৃদ্রোগ, জীর্ণ জ্বর, কুক্ষিশূল, বিবন্ধ (মলাদি বদ্ধ হইয়া থাকা), গুল্ম, অরুচি, কাশ, শোথ, অর্শঃ, কুষ্ঠ, অগ্নি-মান্দ্য, ক্রিমি প্রভৃতি জন্তু, বায়ু, শ্বাস ও কফ নষ্ট হয়। যাহারা রশুন সেবন করে, তাহাদের পক্ষে মদ্যমাংস ও অম্ল পথ্য। ব্যায়াম, রৌদ্রসেবা, ক্রোধ, অধিক জল-পান, দুগ্ধ গুড় এই গুলি রসোন ভোজী-দিগের একবারে বর্জ্জনীয়।

পলাণ্ডুঃ।

পলাণ্ডু র্যবনেষ্টশ্চ দুর্গন্ধো মুখদূষকঃ।
পলাণ্ডুস্তু গুণৈর্জ্ঞেয়ো রসোন সদৃশো গুণৈঃ॥

স্বাদুঃপাকে রসেঃনুষ্ণঃ কফকৃন্নাতি পিত্তলঃ।
হৃদ্যে কেবলং বাতং বলবীর্য্য করো গুরুঃ॥

পেঁয়াজ।

পলাণ্ডু, যবনেষ্ট, দুর্গন্ধ ও মুখদূষক এই গুলি পলাণ্ডুর পর্য্যায়। পলাণ্ডু রসুনের ন্যায় গুণবিশিষ্ট, পাকে মিষ্ট, কফবর্দ্ধক, অধিক পিত্তজনক নহে, গুরু, বলকারক, বীর্য্যোৎপাদক ও বায়ু নাশক।

মূলকম্।

মূলকং দ্বিবিধং প্রোক্তং তত্রৈকং লঘু মূলকম্।
শালমর্কটকং বিস্রং শালেয়ং মরুসম্ভবম্॥
চাণক্যামূলকং তীক্ষ্ণং তথা মূলক পোতিকা।
নেপাল মূলকং চান্যৎ তদ্দন্তবৎ গজদন্তবৎ॥
লঘুমূলং কটুষ্ণং স্যাদ্রুচ্যং লঘু চ পাচনম্।
দোষত্রয় হরং স্বর্য্যং জ্বর শ্বাস বিনাশনম্॥
নাসিকা কণ্ঠরোগঘ্নং নয়নাময় নাশনম্।
মহত্তদেব রুক্ষোষ্ণং গুরু দোষত্রয় প্রদম্॥
স্নেহ সিদ্ধং তদেব স্যাদ্ দোষত্রয় বিনাশনম্।

মূলা।

মূলক দুই প্রকার তন্মধ্যে প্রথম প্রকারের পর্য্যায় এই গুলি যথা লঘুমূলক, শালমর্কটক, বিস্র, শালেয়, মরুসম্ভব, চাণক্যমূলক, তীক্ষ্ণ ও মূলকপোতিকা অপর জাতীয় মুলককে নেপাল মূলক কহে তাহার আকৃতি হস্তিদন্তের ন্যায়।

গুণ। লঘু মূলক কটু, উষ্ণ, রোচক, লঘু, পাচক, ত্রিদোষ নাশক ও স্বর বিশোধক, ইহা জ্বর, শ্বাস, নাসিকা রোগ, কণ্ঠ পীড়া ও চক্ষুরোগ নাশ করে। বৃহৎমূলক রুক্ষ, উষ্ণ, গুরু ও ত্রিদোষ জনক। তৈলাদিতে সিদ্ধ করিলে ইহা ত্রিদোষ নষ্ট করে।

গাজরম্।

গাজরং গৃঞ্জনং প্রোক্তং তথানারঙ্গ বর্ণকম্।
গাজরং মধুরং তীক্ষ্ণং তিক্তোষ্ণং দীপনং লঘু॥
সংগ্রাহি রক্তপিত্তার্শো গ্রহণী কফবাতজিৎ।

গাজর।

পর্য্যায়। গাজর, গৃঞ্জন ও নারঙ্গবর্ণক।

গুণ। গাজর মধুর, তীক্ষ্ণ, তিক্ত, উষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক, লঘু ও সংগ্রাহী। ইহা রক্তপিত্ত, অর্শঃ, গ্রহণী ও বাতশ্লেষ্মা নাশ করে।

কদলীকন্দঃ।

শীতলঃ কদলী কন্দো বল্যঃ কেশ্যোঽম্লপিত্তজিৎ।
বহ্নিকৃদ্দাহ হারী চ মধুরো রুচিকারকঃ।

কলারমূল (এটে)।

কদলীকন্দ শীতল, বলকারক, কেশের সৌষ্ঠব কারক, অম্লপিত্ত নাশক, অগ্নি দীপ্তিকর, দাহ নাশক, মধুর ও রুচিকারক।

মানকঃ।

মানকঃ স্যান্মহাপত্রঃ কথ্যন্তে তদ্গুণা অথ।
মানকঃ শোথহৃচ্ছীতঃ পিত্তরক্ত হরো লঘুঃ॥

মানকচু।

ইহার পর্য্যায় মানক ও মহাপত্র।

গুণ। শোথ নাশক, শীতল, রক্তপিত্ত শান্তিকর ও লঘু।

বারাহীকন্দঃ।

বারাহী পিত্তলা বল্যা কটুী তিক্তা রসায়নী।
আয়ুঃ শুক্রাগ্নি কৃন্মেহ কফ কুষ্ঠানিলাপহা॥

চুবড়ি আলু।

গুণ। ইহা পিত্তজনক, বলকর, কটু, তিক্ত, রসায়ন, আয়ুষ্কর, শুক্রজনক ও অগ্নিবর্দ্ধক। ইহা মেহ, কফ, কুষ্ঠ ও বায়ু নাশ করে।

হস্তিকর্ণা।

গজকর্ণাতু তীক্ষ্ণোষ্ণা তথা বাতকফাপহেৎ।
শীতজ্বরহরী স্বাদুঃ পাকে তস্যাস্তু কন্দকঃ॥
পাণ্ডুশোথ ক্রিমি প্লীহ গুল্মানাহোদরাপহঃ।
গ্রহণ্যর্শো বিকারঘ্নী বনসূরণ কন্দবৎ॥

ভাষার্থ।

গজকর্ণা তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, বাতশ্লেষ্ম নাশক, শীত জ্বর নিবারক ও পাকে স্বাদু, ইহার কন্দ পাণ্ডু, শোথ, ক্রিমি, প্লীহা, গুল্ম, আনাহ, উদর রোগ, গ্রহণী ও অর্শোরোগ দমন করে। বন্য ওলের কন্দের গুণও এই প্রকার।

কেমুকম্।

কেমুকং কটুকং পাকে তিক্তং গ্রাহি হিমং লঘু।
দীপনং পাচনং হৃদ্যং কফপিত্ত জ্বরাপহম্॥
কুষ্ঠকাস প্রমেহাস্র নাশনং বাতলং কটু।

কেঁউমূল।

কেমুক পাকে কটু, তিক্ত, গ্রাহী, শীতল, লঘু, অগ্নিদীপ্তি কারক, পাচক, হৃদ্য, বায়ুজনক ও কটু। ইহা পিত্ত-শ্লৈষ্মিক জ্বর, কুষ্ঠ, কাস, প্রমেহ ও রক্ত-দোষ নিবারণ করে।

কসেরুদ্বয়ম্।

কসেরু দ্বিবিধং তত্তু মহদ্রাজকসেরুকম্।
মুস্তাকৃতি লঘু স্যাদ্যত্তচ্চিচোড় মিতি স্মৃতম্॥
কসেরুকদ্বয়ং শীতং মধুরং তুবরং গুরু।
পিত্তশোণিত দাহঘ্নং নয়নামর নাশনম্॥
গ্রাহি শুক্রানিল শ্লেষ্মরুচিস্তন্যকরং স্মৃতম্।

দুই প্রকার কেশুর।

কসেরু দুই প্রকার যথা রাজ কসেরু ও চিচোড় কসেরু, বৃহৎ কসেরুকে রাজ কসেরু বলে, আর যাহার আকার মুস্তার ন্যায় ও যাহা লঘু তাহার নাম চিচোড়।

গুণ। কসেরুদ্বয় শীতল, মধুর, কষায়, গুরু, গ্রাহী, শুক্রোৎপাদক, বাতশ্লেষ্ম কারক, রোচক ও স্তনে দুগ্ধোৎ-পাদক। ইহা রক্তপিত্ত, দাহ ও নেত্র-রোগ বিনাশ করে।

পদ্মাদিকন্দঃ।

পদ্মাদিকন্দঃ শালূকং করহাটশ্চ কথ্যতে।
মৃণাল মূলং ভিস্যাণ্ডং শালূকং তৎ প্রকথ্যতে॥
শালূকং শীতলং বৃষ্যং পিত্ত দাহাস্রনুদ্ গুরু।
দুর্জ্জরং স্বাদু পাকঞ্চ স্তন্যানিল কফপ্রদম্॥
সংগ্রাহি মধুরং রুক্ষং ভিস্যাণ্ড মপি তদ্গুণম্।
বালং হ্যনার্ত্তবং জীর্ণং ব্যাধিতং ক্রিমি ভক্ষিতম্॥
কন্দং বিবর্জ্জয়েৎ সর্ব্বং যদ্বাপ্যগ্নাদি দূষিতম্।
অতিজীর্ণ মকালোত্থং রুক্ষং সিদ্ধমদেশজম্॥
কর্কশং কোমলং চাতি শীত ব্যালাদি দূষিতম্।
সংশুষ্কং সকলং শাকং নাশ্নীয়ান্মূলকং বিনা॥

পদ্ম ও উৎপলাদির মূল।

পদ্ম প্রভৃতির কন্দকে শালূক ও করহাট বলে। মৃণাল মূলের নাম ভিস্যাণ্ড ও শালূক।

গুণ। মৃণাল শীতল, বৃষ্য, পৈত্তিক দাহ নিবারক, রক্ত দোষ নাশক, গুরু, দুর্জ্জর, স্বাদু পাক, স্তনে দুগ্ধোৎ পাদক, বায়ুজনক, কফবর্দ্ধক, সংগ্রাহী, মধুর ও রুক্ষ। মৃণালের মূলেরও এই রূপ গুণ জানিবে। অতি কোমল, অসময়োৎপন্ন, জীর্ণ, কীটাদি দ্বারা ভক্ষিত এবং অগ্নি দগ্ধ মৃণাল ভক্ষণ রোগীর পক্ষে অকর্ত্তব্য।

অতিশয় জীর্ণ, অকালোৎপন্ন, রুক্ষসিদ্ধ (যাহা তৈলাদি দ্বারা সিদ্ধ নহে) কুৎসিত স্থানে উৎপন্ন, কর্কশ, অতিকোমল, শীতবিকৃত, ব্যালাদি (সর্পাদি) দ্বারা দূষিত শাকভোজন নিষিদ্ধ এবং মূলক ব্যতীত আর কোন শাক শুষ্ক ভক্ষণ করিবেনা, শুষ্ক মূলক উপকারী।

সংস্বেদজম্।

উক্তং সংস্বেদজং শাকং ভূমিচ্ছত্রং শিলীন্ধ্রকম্।
ক্ষিতি গোময় কাষ্ঠেষু বৃক্ষাদিষু তদুদ্ভবেৎ॥
সর্ব্বে সংস্বেদজাঃ শীতা দোষলাঃ পিচ্ছিলাশ্চ তে
গুরবশ্ছর্দ্দ্যতীসার জ্বরশ্লেষ্মাময়প্রদাঃ॥
শ্বেতাঃ শুদ্ধস্থলী কাষ্ঠবংশগোব্রজ সম্ভবাঃ।
নাতিদোষ করা স্তেস্যুঃ শেষাস্তেভ্যো বিগর্হিতাঃ॥

কোঁড়কছাতা, ব্যাঙের ছাতা।

ইহাকে ভূমিচ্ছত্র ও শিলীন্ধ্রক কহে, মৃত্তিকা, গোময়, কাষ্ঠ ও বৃক্ষাদিতে ইহা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

গুণ। সংস্বেদজ শাক মাত্রেই শীতল, দোষ জনক, পিচ্ছিল ও গুরু, ভক্ষণ করিলে বমি, অতিসার, জ্বর ও শ্লৈষ্মিক রোগ উৎপন্ন হয়। যে সকল ছত্র শ্বেতবর্ণ ও যাহারা পরিষ্কৃত স্থানে, কাষ্ঠে বাঁশে বা গোচরণ স্থানে উৎপন্ন হয়, তাহারা অধিক দোষাবহ নহে, কিন্তু অন্য ছত্র অতি জঘন্য।

সপ্তবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

ধান্যবর্গঃ।

তত্র ধান্যানাং ভেদাঃ।

শালিধান্যং ব্রীহিধান্যং শূকধান্যং তৃতীয়কম্।
শিম্বীধান্যং ক্ষুদ্রধান্যমিত্যুক্তং ধান্যপঞ্চকম্॥
শালয়ো রক্তশাল্যাদ্যা ব্রীহয়ঃ ষষ্টিকাদয়ঃ।
যবাদিকং শূকধান্যং মুদ্গাদ্যং শিম্বিধান্যকম্॥
কঙ্গ্বাদিকং ক্ষুদ্রধান্যং তৃণধান্যঞ্চ তৎ স্মৃতম্।

ধান্য।

ধান্য পাঁচ প্রকার যথা শালিধান্য, ব্রীহিধান্য, শূকধান্য, শিম্বিধান্য ও ক্ষুদ্রধান্য। তন্মধ্যে রক্তশালি প্রভৃতিকে শালিধান্য, ষষ্টিক প্রভৃতিকে ব্রীহিধান্য, যবাদিকে শূকধান্য, মুগ প্রভৃতিকে শিম্বিধান্য ও কঙ্গু প্রভৃতিকে ক্ষুদ্রধান্য বা তৃণধান্য বলে।

তত্র শালিধান্যস্য লক্ষণং গুণাশ্চ।

কণ্ডনেন বিনা শুক্লা হৈমন্তাঃ শালয়ঃ স্মৃতাঃ।

তত্র শালীনাং নামানি।

রক্তশালিঃ সকলমঃ পাণ্ডুকঃ শকুনাহৃতঃ।
সুগন্ধকঃ কর্দ্দমকো মহাশালিশ্চ দূষকঃ॥
পুষ্পাণ্ডকঃ পুণ্ডরীকস্তথা মহিষমস্তকঃ।
দীর্ঘশূকঃ কাঞ্চনকো হায়নো লোধ্রপুষ্পকঃ॥
ইত্যাদ্যাঃ শালয়ঃ সন্তি বহবো বহুদেশজাঃ।
গ্রন্থ বিস্তর ভীতেস্তে সমস্তা নাত্র ভাষিতাঃ॥

শালিধান্য।

কণ্ডন (কাঁড়া) ব্যতিরেকেও যাহা শুক্লবর্ণ হয়, তাহাকে শালি বা হৈমন্তিক

ধান্য বলে। রক্তশালি, কলম, পাণ্ডুক, শকুনাহৃত, সুগন্ধক, কর্দ্দমক, মহাশালি, দূষক, পুষ্পাণ্ডক, পুণ্ডরীক, মহিষ মস্তক দীর্ঘশূক, কাঞ্চনক, হায়ন ও লোধ্র-পুষ্পক ইত্যাদি নানাবিধ শালি ধান্য নানা দেশে জন্মিয়া থাকে, গ্রন্থ বিস্তার ভয়ে সমুদায় উল্লিখিত হইল না।

তেষাং গুণাঃ।

শালয়ো মধুরাঃ স্নিগ্ধা বল্যা বদ্ধাল্পবর্চ্চসঃ।
কষায়া লঘবো রুচ্যাঃ স্বর্য্যা বৃষ্যাশ্চ বৃংহণাঃ॥
অল্পানিল কফাঃ শীতাঃ পিত্তঘ্না মূত্রলাস্তথা।
শালয়ো দগ্ধ মৃজ্জাতাঃ কষায়া লঘুপাকিনঃ॥
সৃষ্টমূত্র পুরীষাশ্চ রুক্ষা শ্লেষ্মাপকর্ষণাঃ।
কৈদারা (১) বাতপিত্তঘ্না গুরবঃ কফশুক্রলাঃ॥
কষায়া অল্পবর্চ্চস্কা মেধ্যাশ্চৈব বলাবহাঃ।
স্থলজাঃ (২) স্বাদবঃ পিত্ত কফঘ্না বাতপিত্তদাঃ॥
কিঞ্চিৎ তিক্তা কষায়াশ্চ বিপাকে কটুকা অপি।
বাপিতা মধুরা বৃষ্যা বল্যাঃ পিত্তপ্রণাশনাঃ॥
শ্লেষ্মলাশ্চাল্প বর্চ্চস্কাঃ কষায়া গুরবো হিমাঃ।
বাপিতেভ্যো (৩) গুণৈঃ কিঞ্চিদ্ধীনাঃ প্রোক্তা
অবাপিতাঃ॥

রোপিতাস্তু নবা বৃষ্যাঃ পুরাণা লঘবঃ স্মৃতাঃ।
তেভ্যস্তু রোপিতা ভূয়ঃ শীঘ্রপাকা গুণাধিকাঃ॥
ছিন্নরূঢ়া হিমা রুক্ষা বল্যাঃ পিত্তকফাপহাঃ।
বদ্ধবিট্কাঃ কষায়াশ্চ লঘবশ্চাল্প তিক্তকাঃ॥

(১) কৈদারাঃ কৃষ্টক্ষেত্রে উপ্তাঃ।
(২) বাপিতাঃ কৃষ্টক্ষেত্রে অকৃষ্টক্ষেত্রে চ।
(৩) কৃষ্টক্ষেত্রে অকৃষ্ট ক্ষেত্রে বা।

গুণ।

শালিধান্য মধুর, স্নিগ্ধ, বলকারক, অল্পপরিমাণে বদ্ধমল নিঃসারক, কষায়, লঘু, রোচক, স্বর বিশুদ্ধিকারক, শুক্রজনক, পুষ্টিকারক, অল্প বাতশ্লেষ্ম জনক। যে ধান্য কৃষ্ট (চসা) ভূমিতে উৎপন্ন হয়, তাহা বায়ুপিত্ত নাশক, গুরু, কফবর্দ্ধক, শুক্রজনক, কষায় অল্পমল নিঃসারক, স্মরণশক্তি বর্দ্ধক ও বলকর। যে ধান্য অকৃষ্ট ভূমিতে স্বয়ং উৎপন্ন হয় তাহা স্বাদু, পিত্তশ্লেষ্ম নাশক, বায়ুপিত্ত বর্দ্ধক, কিঞ্চিৎ তিক্তস্বাদ, কষায় ও পাকে কটু। কৃষ্ট বা অকৃষ্ট ক্ষেত্রে বাপিত ধান্য মধুর, বৃষ্য, বলকারক, পিত্তনাশক, কফবর্দ্ধক, অল্পমল নিঃসারক, কষায়, গুরু ও শীতল। বপন করা ধান্য অপেক্ষা অবাপিত ধান্যের গুণ অল্প। রোপিত নূতন ধান্য শুক্রজনক, পুরাতন হইলে লঘু হয়। অন্যান্য ধান্য অপেক্ষা রোপিত ধান্য গুণকর ও শীঘ্র জীর্ণ হয়, ছিন্নরূঢ় ধান্য শীতল, রুক্ষ, বলকারক, পিত্তশ্লেষ্ম-নাশক, মল রোধক, কষায়, লঘু ও অল্প তিক্ত।

রক্তশালিঃ।

রক্তশালির্বরস্তেষু বল্যো বর্ণ্যস্ত্রিদোষজিৎ।
চক্ষুষ্যো মূত্রলঃ স্বর্য্যঃ শুক্রলস্তৃড়্জ্বরাপহঃ॥
বিষব্রণ শ্বাস কাস দাহনুদ্ বহ্নি পুষ্টিদঃ।
তস্মাদল্পান্তর গুণাঃ শালয়ো মহদাদয়ঃ॥
রক্তশালিঃ দাউদখানি ইতি লোকে
মগধ দেশে প্রসিদ্ধঃ।

(দাউদখানি)

সমস্ত ধান্যের মধ্যে রক্তশালি শ্রেষ্ঠ, ইহা বলকারক, লাবণ্য জনক, ত্রিদোষ নাশক, চক্ষের স্বাস্থ্যরক্ষক, মূত্রকারক, স্বর বিশুদ্ধি কারক, শুক্রজনক, তৃষ্ণানাশক, অগ্নিবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক ও জ্বরঘ্ন। ইহা বিষ, ব্রণ, শ্বাস, কাস ও দাহ নিবারণ করে। মহাশালি প্রভৃতির গুণ ইহা অপেক্ষা অল্প।

ব্রীহি ধান্যম্।

বার্ষিকাঃ কণ্ডিতাঃ শুক্লা ব্রীহয়শ্চিরপাকিনঃ।
কৃষ্ণব্রীহিঃ পাটলশ্চ কুক্কুটাণ্ডক ইত্যপি॥
শালামুখো জতুমুখ ইত্যাদ্যা ব্রীহয়ঃ স্মৃতাঃ।
কৃষ্ণব্রীহিঃ স বিজ্ঞেয়ো যঃ কৃষ্ণতুষতণ্ডুলঃ॥
পাটলঃ পাটলাপুষ্পবর্ণকো ব্রীহিরুচ্যতে।
কুক্কুটাণ্ডাকৃতিব্রীহিঃ কুক্কুটাণ্ডক উচ্যতে॥
শালামুখঃ কৃষ্ণশূকঃ কৃষ্ণতণ্ডুল উচ্যতে।
লাক্ষাবর্ণং মুখং যস্য জ্ঞেয়ো জতুমুখশ্চ সঃ॥
ব্রীহয়ঃ কথিতাঃ পাকে মধুরা বীর্য্যতো হিমাঃ।
অল্পাভিষ্যন্দিনো বদ্ধমলাঃ ষষ্টিকৈঃ সমাঃ॥
কৃষ্ণব্রীহির্বরস্তেষাং তস্মাদল্পগুণাঃ পরে।

ব্রীহিধান্য।

ব্রীহিধান্য বর্ষাকালে পরিপক্ক হইয়া থাকে, এই ধান্য কণ্ডিত (কাঁড়া) হইলে শুক্লবর্ণ হয়। ব্রীহিধান্য অনেক প্রকার যথা কৃষ্ণব্রীহি, পাটল, কুক্কুটাণ্ডক, শালামুখ ও জতুমুখ ইত্যাদি। যাহার তুষ ও তণ্ডুল কৃষ্ণবর্ণ, তাহার নাম কৃষ্ণব্রীহি, যাহার বর্ণ পাটলা পুষ্পের ন্যায় তাহাকে পাটলব্রীহি, যাহার আকার কুক্কুটের ডিম্বের ন্যায় তাহাকে কুক্কুটাণ্ড, যাহার শূক (শুঁয়া) ও তণ্ডুল কৃষ্ণবর্ণ তাহাকে শালামুখ ও যাহার মুখের বর্ণ লাক্ষার ন্যায় তাহাকে জতুমুখ ব্রীহি কহে। ব্রীহি সকল জীর্ণ হইয়া মধুরস্বাদ ও হিতকারক হয়। ব্রীহি ধান্য অল্প অভিষ্যন্দী ও মল রোধক, ব্রীহি ধান্যের মধ্যে কৃষ্ণ ব্রীহি উৎকৃষ্ট, অন্যান্য ব্রীহি সমস্ত অল্প গুণ বিশিষ্ট।

ষষ্টিকা।

গর্ভস্থা এব যে পাকং যান্তি তে ষষ্টিকা মতাঃ।
ষষ্টিকাঃ শতপুষ্পশ্চ প্রমোদক মুকুন্দকৌ॥
মহাষষ্টিক ইত্যাদ্যাঃ ষষ্টিকাঃ সমুদাহৃতাঃ।
এতেঽপি ব্রীহয়ঃ প্রোক্তা ব্রীহিলক্ষণদর্শনাৎ॥
ষষ্টিকা মধুরাঃ শীতা লঘবো বদ্ধবর্চসঃ।
বাতপিত্তপ্রশমনাঃ শালিভিঃ সদৃশা গুণৈঃ॥
ষষ্টিকা প্রবরা তেষাং লঘ্বী স্নিগ্ধা ত্রিদোষজিৎ।
স্বাদ্বী মৃদ্বী গ্রাহিণী চ বলদা জ্বরহারিণী॥
রক্তশালিগুণৈস্তুল্যা ততঃ স্বল্পগুণাঃ পরে।
ষষ্টিকা ষাটী ইতি লোকে।

আশুধান্য।

গর্ভস্থ অবস্থাতেই যে ধান্য পক্ক হয়, তাহাকে ষষ্টিক কহে। শতপুষ্প, প্রমোদক, মুকুন্দক, মহাষষ্টিক ইত্যাদি নানাবিধ ষষ্টিক আছে। ব্রীহির লক্ষণ থাকাতে উল্লিখিত ধান্য সকলকে ব্রীহি শ্রেণীভুক্ত বলিয়া গণ্য করা যায়। ষষ্টিকা ধান্য সকল মধুর, শীতল, লঘু, মল রোধক, বায়ু পিত্ত শান্তিকারক, সমুদায় ব্রীহি ধান্যের মধ্যে ষষ্টিকা শ্রেষ্ঠ, ইহা লঘু, স্নিগ্ধ, ত্রিদোষক নাশক স্বাদু, মৃদু, গ্রাহী, বলকারক ও জ্বরঘ্ন, ইহার গুণ রক্তশালির ন্যায়। অন্যান্য ধান্য ইহা অপেক্ষা শক্তিহীন।

ক্ষুদ্রধান্যম্।

ক্ষুদ্রধান্যং কুধান্যঞ্চ তৃণধান্যমিতি স্মৃতম্।
ক্ষুদ্রধান্যমনুষ্ণং স্যাৎ কষায়ং লঘু লেখনম্॥
মধুরং কটুকং পাকে রুক্ষঞ্চ ক্লেদশোষকম্।
বাতকৃদ্ বদ্ধবিট্‌কঞ্চ পিত্তরক্তকফাপহম্॥

ক্ষুদ্র ধান্য, কুধান্য ও তৃণধান্য এই গুলি ইহার পর্য্যায়।

গুণ। ক্ষুদ্র ধান্য সকল মধুর, পাকে কটু, রুক্ষ, ক্লেদ শোষক, বায়ু জনক, মলরোধক, রক্তপিত্ত শান্তিকর ও কফঘ্ন।

বিশেষ বিশেষ ক্ষুদ্র ধান্যের বিষয় লিখিত হইতেছে।

কঙ্গুঃ।

স্ত্রিয়াং কঙ্গু প্রিয়ঙ্গু দ্বে কৃষ্ণা রক্তা সিতা তথা।
পীতা চতুর্ব্বিধা কঙ্গু স্তাসাং পীতা বরা স্মৃতা॥
কঙ্গুস্তু ভগ্নসন্ধান বাতকৃদ্ বৃংহণী গুরুঃ।
রুক্ষা শ্লেষ্মহরাতীব বাজিনাং গুণকৃদ্ভৃশম্॥

হিন্দী কঙ্গুনী।

কঙ্গু ও প্রিয়ঙ্গু এই দুইটী শব্দ ইহার পর্য্যায়। কঙ্গু চারি প্রকার যথা কৃষ্ণ, রক্ত, শুভ্র ও পীত। তন্মধ্যে পীতবর্ণ কঙ্গু শ্রেষ্ঠ।

গুণ। কঙ্গু ভগ্ন স্থানের সংযোগ কারক, বায়ুজনক, পুষ্টিকর, গুরু, রুক্ষ, অতিশয় কফঘ্ন ও অশ্বগণের পক্ষে বিশেষ উপকারক।

চীনকঃ।

চীনাকঃ কঙ্গুভেদোঽস্তি স জ্ঞেয়ঃ কঙ্গুবদ্‌গুণৈঃ।

হিন্দী চীনা।

ইহা এক প্রকার কঙ্গু, ইহার গুণ কঙ্গুর ন্যায়।

শ্যামাকঃ।

শ্যামাকঃ শোষণো রুক্ষো বাতলঃ কফপিত্তহৃৎ।

শ্যামা ধানের বীজ।

শ্যামাক শোষক, রুক্ষ, বায়ুজনক ও কফ পিত্ত নাশক।

কোদ্রবঃ।

কোদ্রবঃ কোরদূষঃ স্যাদুদ্দালো বনকোদ্রবঃ।
কোদ্রবো বাতলো গ্রাহী হিমঃ পিত্তকফাপহঃ॥
উদ্দালস্তু ভবেদুষ্ণো গ্রাহী বাতকরো ভৃশম্।

কোদ ধানা।

কোদ্রবের অপর নাম কোরদূষ, বনজ কোদ্রবকে উদ্দাল কহে।

গুণ। কোদ্রব বায়ুজনক, গ্রাহী, শীতল, পিত্তনাশক ও কফঘ্ন। উদ্দাল উষ্ণ, গ্রাহী ও অতিশয় বায়ুজনক।

চারুকঃ।

চারুকঃ শরবীজং স্যাৎ কথ্যতে তদ্‌গুণা অথ।
চারুকো মধুরো রুক্ষো রক্তপিত্ত কফাপহঃ॥
শীতলো লঘুবৃষ্যশ্চ কষায়ো বাতকোপনঃ।

শরবীজ।

চারুক ও শরবীজ এই দুইটী ইহার পর্য্যায়।

গুণ। চারুক মধুর, রুক্ষ, রক্তপিত্ত শান্তিকর, কফঘ্ন, শীতল, লঘু, শুক্রজনক, কষায় ও বায়ু প্রকোপক।

বংশবীজম্।

যবা বংশভবা রুক্ষাঃ কষায়াঃ কটুপাকিনঃ।
বদ্ধমূত্রাঃ কফঘ্নাশ্চ বাতপিত্তকরাঃ সরাঃ॥

ইহাকে বংশযবও কহিয়া থাকে।

গুণ। ইহা রুক্ষ, কষায়, পাকে কটু, মূত্ররোধক, কফঘ্ন, বায়ুপিত্ত বর্দ্ধক ও সর।

(শূক ধান্য।)

যবঃ।

যবস্তু সিতশূকঃ স্যান্নিঃশূকোঽতিযবঃ স্মৃতঃ।
তোক্যস্তদ্বৎ সহরিতস্তথা স্বল্পশ্চ কীর্ত্তিতঃ॥
যবঃ কষায়ো মধুরঃ শীতলো লেখনো মৃদুঃ।
ব্রণেষু তিলবৎ পথ্যো রুক্ষো মেধাগ্নি বর্দ্ধনঃ॥
কটুপাকোঽনভিষ্যন্দী স্বর্য্যো বলকরো গুরুঃ।
বহুবাতমলো বর্ণ্যঃ স্থৈর্য্যকারী চ পিচ্ছিলঃ॥
কণ্ঠত্বগাময় শ্লেষ্ম পিত্তমেদঃ প্রণাশনঃ।
পীনস শ্বাসকাসোরুস্তম্ভলোহিত তৃট্ প্রণুৎ॥
অস্মাদতিযবো ন্যূনস্তোক্যো ন্যূনতরস্ততঃ।

যবঃ।

যাহার শূক (শুঁয়া) শুক্লবর্ণ, তাহার নাম যব, শূক শূন্য যবকে অতিযব বলে, হরিত বর্ণ যবকে তোকা ও সামান্য যবকে স্বল্পযব বলা যায়।

গুণ। কষায়, মধুর, শীতল, লেখন, মৃদু, ব্রণরোগে তিলের ন্যায় উপকারক, রুক্ষ, মেধাবর্দ্ধক, অগ্নিকারক, পাকে কটু, শ্লেষ্মাপসারক, স্বর বিশোধক, বলকর, গুরু, লাবণ্য জনক, ধাতুর সম্যক্ রক্ষক, বহুপরিমাণে বায়ু ও মুত্র নিঃসারক ও পিচ্ছিল। ইহার দ্বারা কণ্ঠরোগ, ত্বকের পীড়া, শ্লেষ্মা, পিত্ত, মেদ, পীনস, শ্বাস, কাস, উরুস্তম্ভ, রক্তদোষ ও তৃষ্ণা নিবারণ হয়। ইহা অপেক্ষা অতিযবের গুণ অল্প, তোক্যের গুণ তাহা অপেক্ষাও স্বল্প।

(শূক ধান্য।)

গোধূমঃ সুমনোঽপি স্যাৎ ত্রিবিধঃ স চ কীর্ত্তিতঃ।
মহাগোধূম ইত্যাখ্যঃ পশ্চাদ্দেশাৎ সমাগতঃ॥
মধূলী তু ততঃ কিঞ্চিদল্পা সা মধ্যদেশজা।
নিঃশূকো দীর্ঘগোধূমঃ ক্বচিন্নান্দীমুখাভিধঃ॥
গোধূমো মধুরঃ শীতো বাতপিত্ত হরো গুরুঃ।
কফ শুক্রপ্রদো বল্যঃ স্নিগ্ধঃ সন্ধানকৃৎ সরঃ।
জীবনো বৃংহণো বর্ণ্যো ব্রণ্যো রুচ্যঃ স্থিরত্বকৃৎ।

কফপ্রদো নবীনো নতু পুরাণঃ পুরাণ যব-গোধূম ক্ষৌদ্র জাঙ্গল শূল্যভুগিতি বাগ্ভটেন বসন্তে গৃহীতত্বাৎ।

মধূলী শীতলা স্নিগ্ধা পিত্তঘ্নী মধুরা লঘুঃ।
শুক্রলা বৃংহণী পথ্যা তদ্বন্নান্দীমুখঃ স্মৃতঃ॥

গোধূম।

গোধূমের অপর নাম সুমন। গোধূম তিন প্রকার যথা মহাগোধূম, মধূলী ও দীর্ঘগোধূম। মহাগোধূম পশ্চিম প্রদেশ হইতে আনীত হয়, মধূলী গোধূম তাহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র, মধ্য প্রদেশে জন্মে, দীর্ঘ গোধূম শূক বিহীন, ইহা কোথাও কোথাও নন্দীমুখ বলিয়া উক্ত হয়।

গুণ। গোধূম মধুর, শীতল, বায়ু পিত্তনাশক, গুরু, কফবর্দ্ধক, শুক্র জনক, বলকারক, স্নিগ্ধ, ভগ্নস্থানাদি সংযোগ কারক, সর, জীবনী শক্তি প্রদ, পুষ্টি কারক, লাবণ্য জনক, ব্রণরোগে হিত কারক, রোচক ও স্থৈর্য্য কারক। কফ বর্দ্ধন গুণ নূতন গোধূমেই জানিবে, পুরাতন গোধূম কফ-বর্দ্ধক নহে, যে হেতু বাগ্ভট বসন্ত কালে পুরাতন যব, পুরাতন গোধূম ও শূল্য জাঙ্গল মাংস ভক্ষণের বিধি লিখিয়াছেন।

মধূলী গোধূম শীতল, স্নিগ্ধ, পিত্ত নাশক, মধুর, লঘু, শুক্র জনক, পুষ্টিকর ও সুপথ্য; নন্দীমুখ গোধূমের গুণও ইহার ন্যায় জানিবে।

শিম্বীধান্যম্।

শমীজাঃ শিম্বিজাঃ শিম্বীভবাঃ সূপ্যাশ্চ বৈদলাঃ।
বৈদলা মধুরা রুক্ষাঃ কষায়াঃ কটুপাকিনঃ॥

বাতলাঃ কফপিত্তঘ্না বদ্ধমূত্রমলা হিমাঃ।
এতে মুদ্গমসূরাভ্যামন্যে ত্বাধ্মানকারিণঃ॥

মুদ্গ মসূরয়োরাধ্মান কারিত্ব মন্য বৈদলাপেক্ষয়া অল্প সর্ব্বদা এতয়োরপি কিঞ্চিদাধ্মান কারিত্বাৎ।

শমীজা, শিম্বজ, শিম্বীভব, সূপ্য ও বৈদল এই গুলি ইহার পর্য্যায়।

গুণ। মধুর, রুক্ষ, কষায়, পাকে কটু, বায়ুবর্দ্ধক, কফপিত্ত নাশক, মলমূত্র রোধক, শীতল ও আধ্মানকারী। ইহাদিগের মধ্যে মুদ্গ ও মসূরের আধ্মান কারিতা শক্তি অতি সামান্য।

মুদ্গঃ।

মুদ্গো রুক্ষো লঘুর্গ্রাহী কফপিত্তহরো হিমঃ।
স্বাদুরল্পানিলো নেত্র্যো জ্বরঘ্নো বনজস্তথা॥
মুদ্গো বহুবিধঃ শ্যামো হরিতঃ পীতকস্তথা।
শ্বেতো রক্তশ্চ তেষান্তু পূর্ব্বঃ পূর্ব্বো লঘুঃ স্মৃতঃ॥
সুশ্রুতেন পুনঃ প্রোক্তো হরিতঃ প্রবরো গুণৈঃ।
চরকাদিভিরপ্যুক্ত এষ এব গুণাধিকঃ॥

মুগ।

মুদ্গ রুক্ষ, লঘু, গ্রাহী, কফপিত্ত নাশক, শীতল, স্বাদু, অল্পবায়ু জনক, চক্ষের স্বাস্থ্যকর ও জ্বরঘ্ন, বনজ মুদ্গের গুণও এই প্রকার। মুদ্গ বহুবিধ যথা শ্যাম মুদ্গ, হরিত মুদ্গ, পীতমুদ্গ, শ্বেত মুদ্গ ও লোহিত মুদ্গ, ইহাদের পর পর টী হইতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব টী লঘু। সুশ্রুত হরিত মুদ্গকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন, চরকাদি ঋষিগণও এই রূপ বলেন।

মাষঃ।

মাষো গুরুঃ স্বাদুপাকঃ স্নিগ্ধো রুচ্যোঽনিলাপহঃ।
স্রংসনস্তর্পণো বল্যঃ শুক্রলো বৃংহণঃ পরঃ॥
ভিন্নমূত্রমলস্তন্যো মেদঃপিত্তকফপ্রদঃ।
গুদকীলার্দ্দিত শ্বাস পংক্তিশূলানি নাশয়েৎ॥
কফপিত্তকরা মাষাঃ কফপিত্তকরং দধি।
কফপিত্তকরা মৎস্যা বৃন্তাকং কফপিত্তকৃৎ॥

মাষকলাই।

মাষ গুরু, জীর্ণ হইলে স্বাদুরস হয়, স্নিগ্ধ, রোচক, বায়ুনাশক, স্রংসন, তৃপ্তিজনক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, অতিশয় পুষ্টিকর, মূত্র, মল ও স্তন্য নিঃসারক, মেদ, পিত্ত ও কফবর্দ্ধক, ইহা অর্শঃ, অর্দ্দিত, বাতব্যাধি, শ্বাস ও পরিণাম শূল নাশ করে। মাষ, দধি, মৎস্য ও বৃন্তাক (বেগুণ) কফপিত্ত বর্দ্ধক।

রাজমাষঃ।

(বৌড়া যস্য চ বৈরাভরা লোবিয়া ইত্যাদয়ো ভেদাঃ।)

রাজমাষো মহামাষশ্চপলশ্চবলঃ স্মৃতঃ।
রাজমাষো গুরুঃ স্বাদুস্তুবরস্তর্পণঃ সরঃ॥
রুক্ষো বাতকরো রুচ্যঃ স্তন্যভূরিবলপ্রদঃ।
শ্বেতো রক্তস্তথা কৃষ্ণস্ত্রিবিধঃ স প্রকীর্ত্তিতঃ।
যো মহাংস্তেষু ভবতি স এবোক্তো গুণাধিকঃ।

রাজমাষ, মহামাষ, চপল ও চবল এই গুলি ইহার পর্য্যায়।

গুণ। রাজমাষ গুরু, স্বাদু, কষায়, তৃপ্তিকর, সর, রুক্ষ, বায়ুবর্দ্ধক, রোচক, স্তনে দুগ্ধোৎপাদক ও বলকারক। শ্বেত, লোহিত ও কৃষ্ণ এই তিন বর্ণের রাজমাষ দৃষ্ট হয়, ইহার মধ্যে বৃহৎমাষই অধিক গুণকর।

নিষ্পাবঃ ।

(সতুয়াল শিম্বী বীজং ভেটবাস্‌ ইতি লোকে ।)
নিষ্পাবো রাজশিম্বিঃ স্যাদ্ বল্লকঃ শ্বেত শিম্বিকঃ ।
নিষ্পাবো মধুরো রুক্ষো বিপাকেঽম্লো গুরুঃ সরঃ ॥
কষায়ঃ স্তন্য পিত্তাস্র মূত্রবাত বিবন্ধকৃৎ ।
বিদাহ্যুষ্ণো বিষশ্লেষ্ম শোথহৃচ্ছুক্রনাশনঃ ।

পর্য্যায । নিষ্পাব, রাজশিম্বী, বল্লক ও শ্বেত শিম্বিক এই গুলি ইহার নাম ।

গুণ । ইহা মধুর, রুক্ষ, পাকে অম্ল, গুরু, সর, কষায়, স্তন্য, পিত্ত, রক্ত, মূত্র ও বায়ুহ্রাস কারক, বিদাহী, উষ্ণ, বিষঘ্ন, শ্লেষ্মনাশক, শুক্রক্ষয় কারক ও শোথ নিবারক ।

মকুষ্টকঃ ।

মকুষ্টো বনমুদ্গঃ স্যান্মকুষ্টক মুকুষ্টকৌ ।
মকুষ্টো বাতলো গ্রাহী কফপিত্ত হরো লঘুঃ ॥
বহ্নিজিন্মধুরঃ পাকে কৃমিকৃজ্জ্বরনাশনঃ ।
তথা কষায়ত্বং রক্তপিত্ত হরত্বং পথ্যত্বমপ্যস্য গুণাঃ ॥

বনমুগ । হিন্দীমে ঠ ।

মকুষ্ঠ, বনমুদ্গ, মকুষ্টক ও মুকুষ্টক এই গুলি ইহার নাম ।

গুণ । বায়ুজনক, গ্রাহী, কফপিত্ত নাশক, লঘু, অগ্নিমান্দ্যকর, পাকে মধুর, ক্রিমিনাশক, জ্বরঘ্ন, কষায়, রক্তপিত্ত-নাশক ও পথ্য ।

মসূরঃ ।

মঙ্গল্যকো মসূরঃ স্যান্মঙ্গল্যা চ মসূরিকা ।
মসূরো মধুরঃ পাকে সংগ্রাহী শীতলো লঘুঃ ॥
কফপিত্তাস্রজিদ্রুক্ষো বাতলো জ্বরনাশনঃ ।

হিন্দী মসূরী ।

মঙ্গল্যক, মসূর, মঙ্গল্যা, ও মসূরিকা এইগুলি ইহার পর্য্যায় ।

গুণ । ইহা পাকে মধুর, সংগ্রাহী, শীতল, লঘু, কফপিত্ত নিবারক, রক্ত দোষ নাশক, রুক্ষ, বায়ুজনক ও জ্বরঘ্ন ।

আঢ়কী ।

আঢ়কী তুবরী চাপি সা প্রোক্তা শণপুষ্পিকা ।
আঢ়কী তুবরা রুক্ষা মধুরা শীতলা লঘুঃ ॥
গ্রাহিণী বাতজননী বর্ণ্যা পিত্তকফাস্রজিৎ ।

হিন্দী রহরী ।

আঢ়কী, তুবরী ও শণপুষ্পিকা এই গুলি ইহার নাম ।

গুণ । কষায়, রুক্ষ, মধুর, শীতল, লঘু, গ্রাহী, বায়ুজনক, বর্ণকারক, পিত্ত-নাশক, কফঘ্ন ও রক্তদোষ নিবারক ।

চণকো হরিমন্থঃ স্যাৎ সকল প্রিয় ইত্যপি ।
চণকঃ শীতলো রুক্ষঃ পিত্তরক্ত কফাপহঃ ॥
লঘুঃ কষায়ো বিষ্টম্ভী বাতলো জ্বর নাশনঃ ।
স চাঙ্গারেণ সংভৃষ্ট স্তৈলভৃষ্টশ্চ তদ্‌গুণঃ ॥
আর্দ্র ভৃষ্টো বলকরো রোচনশ্চ প্রকীর্ত্তিতঃ ।
শুষ্কভৃষ্টোঽতি রুক্ষশ্চ বাতকুষ্ঠ প্রকোপণঃ ।
সিদ্ধঃ পিত্তকফং হন্যাৎ সূপঃ ক্ষোভ করো মতঃ ।
আর্দ্রোঽতি কোমলো রুচ্যঃ পিত্তশুক্র হরো হিমঃ ॥
কষায়ো বাতলো গ্রাহী কফপিত্ত হরো লঘুঃ ।

চণকঃ ।

চণক, হরিমন্থ ও সকল প্রিয় এই গুলি ছোলার নাম ।

গুণ । চণক শীতল, রুক্ষ, রক্তপিত্ত নাশক, কফঘ্ন, লঘু, কষায়, বিষ্টম্ভী, বায়ু

জনক ও জ্বরঘ্ন। ছোলা অঙ্গারে ভাজিলে অথবা তৈলের সহিত ভাজিলে উক্তরূপ গুণ হয়। আর্দ্র করিয়া ভাজিলে বলকারক ও রোচক হয়, শুষ্ক অবস্থায় ভাজিলে রুক্ষ ও বাত কুষ্ঠ প্রকোপক হয়, সিদ্ধ ছোলা কফপিত্ত নাশক, ইহার সূপ ক্ষোভকারক, ভিজা ছোলা অতি কোমল, রোচক, পিত্ত নাশক, শুক্র ক্ষয় কারক, শীতল, কষায়, বায়ু বর্দ্ধক, গ্রাহী, কফপিত্ত নাশক ও লঘু।

কলায়ঃ।

কলায়ো বর্ত্তুলঃ প্রোক্তঃ সতিলশ্চ হরেণুকঃ।
কলায়ো মধুরঃ স্বাদুঃ পাকে রুক্ষশ্চ শীতলঃ।

মটর।

কলায়, বর্ত্তুল, তিল ও হরেণুক এই গুলি ইহার পর্য্যায়।

গুণ। ইহা মধুর, পাকে স্বাদু, রুক্ষ ও শীতল।

ত্রিপুটঃ।

ত্রিপুটঃ খণ্ডিকোঽপি স্যাৎ কথ্যন্তে তদ্গুণা অথ।
ত্রিপুটো মধুর তিক্ত স্তুবরো রুক্ষণো ভৃশম্॥
কফপিত্ত হরো রুচ্যো গ্রাহকঃ শীতল স্তথা।
কিন্তু খঞ্জত্ব পঙ্গুত্বকারী বাতাতি কোপনঃ॥

তেওড়া, খেসারি।

ত্রিপুট ও খণ্ডিক এই দুইটী, খেসারির সংস্কৃত নাম।

গুণ। ইহা মধুর, তিক্ত, কষায়, অতিশয় রুক্ষণ, কফ পিত্ত নাশক, রোচক, গ্রাহী ও শীতল, কিন্তু ইহা অতিশয় বায়ু প্রকুপিত করে। অধিক কাল ভক্ষণে খঞ্জ ও পঙ্গু হইবার সম্ভাবনা।

কুলত্থ।

কুলত্থিকা কুলত্থশ্চ কথ্যন্তে তদ্গুণা অথ।
কুলত্থঃ কটুকঃ পাকে কষায়ঃ পিত্তরক্তকৃৎ॥
লঘুর্বিদাহী বীর্য্যোষ্ণঃ শ্বাসকাস কফানিলান্।
হন্তি হিক্কাশ্মরী শুক্র দাহানাহান্ সপীনসান্॥
স্বেদ সংগ্রাহকো মেদো জ্বর ক্রিমিহরঃ পরঃ।

কুলত্থ কলাই।

কুলত্থিকা, কুলত্থ এই দুইটি ইহার পর্য্যায়।

গুণ। কষায়, পাকে কটু, রক্তপিত্ত জনক, লঘু, বিদাহী, উষ্ণবীর্য্য ও স্বেদ প্রতিরোধক। ইহা শ্বাস, কাস, কফ, বায়ু, হিক্কা, অশ্মরী, শুক্র, দাহ, আনাহ, পীনস, মেদ, জ্বর ও ক্রিমি নষ্ট করে।

কুসুম্ভবীজম্।

কুসুম্ভ বীজং বরটা সৈব প্রোক্তা বরাট্টিকা।
বরটা মধুরা স্নিগ্ধা রক্তপিত্ত কফাপহা॥
কষায়া শীতলা গুর্ব্বী স্যাদবৃষ্যানিলাপহা॥

কুসুমবীজ।

কুসুম্ভবীজ, বরটা ও বরাট্টিকা এই গুলি ইহার পর্য্যায়।

গুণ। মধুর, স্নিগ্ধ, রক্তপিত্ত শান্তিকর, কফঘ্ন, কষায়, শীতল, গুরু, বলনাশক ও বাতঘ্ন।

গবেধুকা।

গবেধুকা তু বিবুধৈর্গবেধুঃ কথিতা স্ত্রিয়াম্।
গবেধুঃ কটুকা স্বাদ্বী কার্শ্যকৃৎ কফনাশিনী॥

হিন্দী গরহেড়ুয়া।

গবেধুকা ও গবেধু এই দুইটী শব্দ ইহার পর্য্যায়।

গুণ। ইহা কটু, স্বাদু, কৃশতা কারক ও কফঘ্ন

তিলঃ।

তিলঃ কৃষ্ণঃ সিতো রক্তঃ সবর্ণ্যোঽল্পস্তিলঃ স্মৃতঃ।
তিলো রসে কটুস্তিক্তো মধুরস্তুবরো গুরুঃ॥
বিপাকে কটুকঃ স্বাদুঃ স্নিগ্ধোষ্ণঃ কফপিত্তনুৎ।
বল্যঃ কেশ্যো হিমস্পর্শস্ত্বচ্যঃ স্তন্যো ব্রণে হিতঃ॥
দন্ত্যোঽল্পমূত্রকৃদ্গ্রাহী বাতঘ্নোঽগ্নিমতিপ্রদঃ।
কৃষ্ণঃ শ্রেষ্ঠতমস্তেষু শুক্রলো মধ্যমঃ সিতঃ॥
অন্যে হীনতরাঃ প্রোক্তাস্তজ্জ্ঞৈ রক্তাদয়স্তিলাঃ॥

তিল।

কৃষ্ণ, শুভ্র ও লোহিত এই তিন বর্ণের তিল আছে, ক্ষুদ্র তিলকে সবর্ণ্য কহে।

গুণ। তিল কটু, তিক্ত, মধুর, কষায়, গুরু, পাকে কটু, মধুর, স্নিগ্ধোষ্ণ, কফ পিত্ত নাশক, বলকারক, কেশের পক্ষে হিত কারক, স্পর্শে শীতল, ত্বকের স্বাস্থ্যরক্ষক, স্তনে দুগ্ধোৎপাদক, ব্রণের পক্ষে উপকারক, দন্তের স্বাস্থ্যরক্ষক, অল্প মূত্রকারক, গ্রাহী, বায়ু নাশক, অগ্নিকারক, মতিপ্রদ। তিলের মধ্যে কৃষ্ণ তিল শ্রেষ্ঠ, শুভ্র তিল মধ্যম উহা শুক্র জনক। অন্যান্য তিল হীনগুণ।

অতসী।

অতসী নীলপুষ্পী চ পার্ব্বতী স্যাদুমা ক্ষুমা।
অতসী মধুরা তিক্তা স্নিগ্ধা পাকে কটুর্গুরুঃ॥
উষ্ণা দৃক্শুক্রবাতঘ্নী কফপিত্তবিনাশিনী।

মসিনা, তিসী।

পর্য্যায়। অতসী, নীলপুষ্পী, পার্ব্বতী, উমা ও ক্ষুমা এই গুলি তিসীর সংস্কৃত নাম।

গুণ। ইহা মধুর, তিক্ত, স্নিগ্ধ, পাকে কটু, গুরু, উষ্ণ, দৃষ্টিশক্তির খর্ব্বতা কারক, শুক্র ও বাত নাশক এবং কফ পিত্তঘ্ন।

সর্ষপঃ।

সর্ষপঃ কটুকস্নেহস্তুন্তুভশ্চ কদম্বকঃ।
গৌরস্তু সর্ষপঃ প্রাজ্ঞৈঃ সিদ্ধার্থ ইতি কথ্যতে॥
সর্ষপস্তু রসে পাকে কটুঃ স্নিগ্ধঃ সতিক্তকঃ।
তীক্ষ্ণোষ্ণঃ কফবাতঘ্নো রক্তপিত্তাগ্নিবর্দ্ধনঃ।
রুক্ষো হরেদ্‌ব্রণং কণ্ডূং কুষ্ঠকোষ্ঠক্রিমিগ্রহান্।
যথা রক্তস্তথা গৌরঃ কিন্তু গৌরো বরো মতঃ॥

দুই প্রকার শ্বেত সর্ষপ।

সর্ষপ, কটুকস্নেহ, তুন্তুভ ও কদম্বক এই গুলি ইহার পর্য্যায়। গৌর (শুভ্র) সর্ষপকে সিদ্ধার্থ কহে।

গুণ। সর্ষপ আস্বাদে ও পাকে কটু, স্নিগ্ধ, তিক্ত, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, বাতশ্লেষ্ম নাশক, রক্তপিত্ত বর্দ্ধক, অগ্নিকারক ও রুক্ষ। ইহা ব্রণ, কণ্ডূ, কুষ্ঠ, কোষ্ঠস্থ ক্রিমি ও গ্রহাদি শান্তি করে। রক্ত সর্ষপ ও গৌর সর্ষপ উভয়ের গুণ এক প্রকার, কিন্তু গৌর সর্ষপই উৎকৃষ্ট।

রাজিকা।

রাজী তু রাজিকা তীক্ষ্ণগন্ধা কুঞ্জনিকাসুরী।
ক্ষবঃ ক্ষুতাভিজনকঃ ক্রিমিঘ্নঃ কৃষ্ণ সর্ষপঃ॥
রাজিকা কফ পিত্তঘ্নী তীক্ষ্ণোষ্ণা রক্তপিত্তকৃৎ।
কিঞ্চিদ্রুক্ষাগ্নিদা কণ্ডূকুষ্ঠ কোঠ ক্রিমীন্ হরেৎ॥
অতিতীক্ষ্ণা বিশেষেণ তদ্বৎ কৃষ্ণাপি রাজিকা।

দুই প্রকার কৃষ্ণ সরিষা।

পর্য্যায়। রাজী, রাজিকা, তীক্ষ্ণগন্ধা, কুঞ্জনিকা, আসুরী, ক্ষব, ক্ষুতাভি জনক, ক্রিমিঘ্ন ও কৃষ্ণ সর্ষপ।

গুণ। রাই সর্ষপ কফপিত্ত নাশক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, রক্তপিত্ত জনক, কিঞ্চিৎ রূক্ষ ও অগ্নিবর্দ্ধক। ইহা কণ্ডু, কুষ্ঠ, কোঠ (গাত্রে চক্রাকার চিহ্ন) ও ক্রিমি নষ্ট করে। কৃষ্ণ (কাজলা) সর্ষপের গুণ ও এইরূপ, অধিকন্তু উহা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ।

নূতন পুরাতন ধান্যানাং গুণাঃ।

ধান্যং সর্ব্বং নবং স্বাদু গুরু শ্লেষ্মকরং স্মৃতম্।
তত্তু বর্ষোষিতং পথ্যং যতো লঘুতরং হি তৎ॥
বর্ষোষিতং সর্ব্বধান্যং গৌরবং পরিমুঞ্চতি।
নতু ত্যজতি বীর্য্যং স্বং ক্রমান্মুঞ্চত্যতঃ পরম্॥
এতেষু যব গোধূম তিলমাষা নবা হিতাঃ।
পুরাণা বিরসা রুক্ষা ন তথা গুণ কারিণঃ॥
পুরাণা বর্ষদ্বয়াদুপরিস্থিতাঃ।
যবাদয়ো নবাঃ স্বস্থান্ প্রতি হিতাঃ।
পথ্যাশিনাস্তু পুরাণা হিতাঃ।

নূতন ধান্য, স্বাদু, গুরু ও কফজনক। একবৎসরের পুরাতন ধান্য লঘু ও পথ্য। একবৎসরের পুরাতন ধান্যের গুরুতা নষ্ট হয়, কিন্তু বীর্য্য নষ্ট হয় না, ইহার পরে যত অধিক দিন যায় ততই ধান্যের বীর্য্য হ্রাস হইয়া থাকে।

ধান্য সকলের মধ্যে যব, গোধূম, তিল ও মাষ নূতন অবস্থায় উপকারী, দুই বৎসরের অধিক কালের পুরাতন হইলে রুক্ষ ও গুণহীন হয়। কিন্তু পথ্যভোক্তার পক্ষে ইহারাও পুরাতন ব্যবহেয়।

নীবারঃ।

প্রসাধিকা তু নীবার স্তৃণান্ন মিতি চ স্মৃতম্।
নীবারঃ শীতলো গ্রাহী পিত্তঘ্নঃ কফবাতকৃৎ॥

হিন্দী তীনী।

প্রসাধিকা, নীবার ও তৃণান্ন এই গুলি ইহার পর্য্যায়।

গুণ। শীতল, গ্রাহী, পিত্তঘ্ন ও বাত শ্লেষ্ম বর্দ্ধক।

পবনালঃ।

পবনালো হিমঃ স্বাদু র্লোহিতঃ শ্লেষ্ম পিত্তজিৎ।
অবৃষ্য স্তুবরো রুক্ষঃ ক্লেদকৃৎ কথিতো লঘুঃ॥

হিন্দী পুনেরা।

ইহা শীতল স্বাদু, লোহিত বর্ণ, পিত্ত শ্লেষ্ম নাশক, কষায়, রুক্ষ, বলনাশক, ক্লেদকারী ও লঘু।

লাজাঃ।

যেষাংস্যু স্তণ্ডুলা স্তানি ধান্যানি সতুষাণি চ।
ভৃষ্টানি স্ফুটিতান্যাহু র্লাজানিতি মনীষিণঃ॥
লাজাঃস্যু র্মধুরাঃ শীতা লঘবো দীপনাশ্চ তে।
স্বল্পমূত্র মলা রুক্ষা বল্যা পিত্তকফচ্ছিদঃ॥
ছর্দ্দ্যতীসার দাহাস্র মেহ মেদ তৃষা পহাঃ।

খই।

যে সকল ধান্যের তণ্ডুল হয়, সেই সকল ধান্য সতুষ ভর্জ্জন করিলে স্ফুটিত

হইয়া লাজ প্রস্তুত হয়। লাজ মধুর, শীতল, লঘু, দীপন, অল্প মলমূত্রকারক, রুক্ষ, বলকর, পিত্ত নাশক ও কফঘ্ন। লাজ ভক্ষণে বমি, অতিসার, দাহ, রক্ত দোষ, মেহ, মেদোরোগ ও তৃষ্ণা নিবারণ করে।

চিপিটকঃ।

শালয়ঃ সতুষা আর্দ্রা ভৃষ্টা অস্ফুটিতাশ্চ তৎ।
কুট্টিতা চিপিটাঃ প্রোক্তাস্তে স্মৃতাঃ পৃথুকা অপি॥
পৃথুকা গুরবো বাতনাশনাঃ শ্লেষ্মলা অপি।
সক্ষীরা বৃংহণা বৃষ্যা বল্যাঃ সংগ্রাহিণশ্চ তে॥

চিঁড়া।

তুষ সহিত শালি ধান্য জলে ভিজাইয়া এরূপে ভর্জ্জন করিবে যেন স্ফুটিত না হয়, অনন্তর উহা কুট্টিত করিলেই চিপিট প্রস্তুত হয়, চিপিটের অপর নাম পৃথুক।

চিপিট গুরু, বায়ু নাশক ও কফজনক, দুগ্ধ সংযুক্ত চিপিট বৃংহণ, বৃষ্য, বলকর ও মল রোধক।

অষ্টাবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

মাংসবর্গঃ।

মাংসন্তু পিশিতং ক্রব্যমামিষং পললং পলম্।
মাংসং বাতহরং সর্ব্বং বৃংহণং বলপুষ্টিকৃৎ॥
প্রীণনং গুরু হৃদ্যঞ্চ মধুরং রসপাকয়োঃ।

পর্য্যায়। মাংস, পিশিত, ক্রব্য, আমিষ, পলল ও পল।

গুণ। মাংস মাত্রেই বাত নাশক, বৃংহণ, বলপ্রদ, পুষ্টিকর, তৃপ্তিকারক, গুরু, হৃদ্য এবং আস্বাদে ও পাকে মধুর।

অথ তদ্ভেদাঃ।

মাংসবর্গো দ্বিধা জ্ঞেয়ো জাঙ্গলানূপ ভেদতঃ।

মাংস সকল দুই প্রকার, জাঙ্গল ও আনুপ।

জাঙ্গলাঃ।

মাংসবর্গোঽত্র জাঙ্গলা বিলস্থাশ্চ গুহাশয়াঃ।
তথা পর্ণমৃগা জ্ঞেয়া বিষ্কিরা প্রতুদোঽপি চ॥
প্রসহা অথ চ গ্রাম্যা অষ্টৌ জাঙ্গল জাতয়ঃ।
জাঙ্গলা মধুরা রূক্ষা কষায়া লঘবস্তথা॥
বল্যাস্তে বৃংহণা বৃষ্যা দীপনা দোষহারিণঃ।
মূকত্বং মিন্মিনত্বং চ গদ্গদত্বার্দ্দিতে তথা॥
বাধির্য্যমরুচিচ্ছর্দ্দি প্রমেহং মুখজান্ গদান্।
শ্লীপদং গলগণ্ডঞ্চ নাশয়ন্ত্যনিলাময়ান্॥

জাঙ্গল।

জাঙ্গল জাতি আট প্রকার যথা জাঙ্গল, বিলস্থ, গুহাশয়, পর্ণমৃগ, বিষ্কির, প্রতুদ, প্রসহ ও গ্রাম্য।

গুণ। জাঙ্গল মাংস মধুর, রূক্ষ, কষায়, লঘু, বলকারক, পুষ্টিকারক, শুক্র জনক, অগ্নি বর্দ্ধক ও দোষ নাশক। জাঙ্গল মাংস ভক্ষণ করিলে মূকত্ব, মিনমিন বচন, গদগদ বাক্য, অর্দ্দিতাখ্য বাত ব্যাধি, বধিরতা, অরুচি, বমি প্রমেহ, মুখরোগ, শ্লীপদ, গলগণ্ড ও বাত ব্যাধি নিবারণ করে।

আনূপাঃ।

কূলেচরাঃ প্লবাশ্চাপি কোষস্থাঃ পাদিনস্তথা।
মৎস্যা এতে সমাখ্যাতাঃ পঞ্চধানূপ জাতয়ঃ॥
আনূপা মধুরাঃ স্নিগ্ধা গুরবো বহ্নিসাদনাঃ।

ক্লেদলাঃ পিচ্ছিলাশ্চাপি মাংসপুষ্টিপ্রদা ভৃশম্।
অভিষ্যন্দিন এতে হি প্রায়শঃপথ্যতমাঃ স্মৃতাঃ।

আনূপ মাংস।

কূলেচর, প্লব, কোষস্থ, পাদী ও মৎস্য এই পাঁচ প্রকার অনূপ জাতি।

আনুপ মাংস মধুর, স্নিগ্ধ, গুরু, অগ্নিমান্দ্যকর কফজনক, পিচ্ছিল, অতিশয় মাংস বর্দ্ধক, অত্যন্ত পুষ্টিকারক, অভিষ্যন্দী ও সুপথ্য।

জাঙ্গলাঃ।

হরিণৈণকুরঙ্গর্ষ্যপৃষতন্যঙ্কুশম্বরাঃ।
রাজীবোঽপি চ মুণ্ডী চেত্যাদ্যা জাঙ্গল
সংজ্ঞকাঃ॥
হরিণস্তাম্রবর্ণঃ স্যাদেণঃ কৃষ্ণঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
কুরঙ্গ এব তাম্রঃ স্যাদেণতুল্যাকৃতির্মহান্॥
ঋষ্যো নীলাণ্ডকো লোকে সরোজহেতি কীর্ত্তিতঃ;
পৃষতশ্চন্দ্রবিন্দুঃ স্যাদ্ধরিণাৎ কিঞ্চিদল্পকঃ॥
ন্যঙ্কুর্বহুবিষাণোহত্র শম্বরো গবয়াকৃতিঃ।
রাজীবস্তু মৃগো জ্ঞেয়ো রাজিভিঃ পরিতোবৃতঃ॥
যো মৃগঃ শৃঙ্গহীনঃ স্যাৎ স মুণ্ডীতি নিগদ্যতে।
জাঙ্গলাঃ প্রায়শঃ সর্ব্বে পিত্তশ্লেষ্মহরাঃ স্মৃতাঃ॥
কিঞ্চিদ্ বাতকরাশ্চাপি লঘবো বলবর্দ্ধনাঃ।

জাঙ্গল।

হরিণ, এণ, কুরঙ্গ, ঋষ্য, পৃষত, ন্যঙ্কু, সম্বর, রাজীব ও মুণ্ডী ইত্যাদিকে জাঙ্গল কহে।

হরিণ তাম্রবর্ণ, এণ কৃষ্ণবর্ণ, কুরঙ্গ ঈষৎ তাম্রবর্ণ ও বৃহৎ ইহার আকৃতি এণের ন্যায়, ঋষ্য ইহার অপর নাম নীলাণ্ড, ইহা রোজ বলিয়া প্রসিদ্ধ, পৃষত হরিণ অপেক্ষা কিছু ক্ষুদ্র, ইহার অপর নাম চন্দ্রবিন্দু, ন্যঙ্কু বহু শৃঙ্গ বিশিষ্ট, সম্বর দেখিতে গবয়ের (গবয় শব্দে গো সদৃশ পশু বিশেষ) ন্যায়, রাজীবাখ্য মৃগের গাত্রে ডোরা ডোরা চিহ্ন আছে এবং মুণ্ডী শৃঙ্গহীন। জাঙ্গল মাংস প্রায় পিত্ত শ্লেষ্ম নাশক, কিঞ্চিৎ বায়ুবর্দ্ধক, লঘু ও বলকারক।

বিলেশয়াঃ।

গোধা শশ ভুজঙ্গাখু শল্লক্যাদ্যা বিলেশয়াঃ।
বিলেশয়া বাতহরা মধুরা রস পাকয়োঃ॥
বৃংহণা বদ্ধবিণ্মূত্রা বীর্য্যোষ্ণাশ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

বিলেশয়।

গোধা, শশ, সর্প, মূষিক ও শল্লকী প্রভৃতিকে বিলেশয় কহে অর্থাৎ যাহারা গর্ত্তেবাস করে তাহাদিগকে বিলেশয় বলে।

ইহাদের মাংস বায়ুনাশক, আস্বাদে ও পাকে মধুর পুষ্টিকারক, মলমূত্র রোধক ও উষ্ণবীর্য্য।

গুহাশয়াঃ।

সিংহব্যাঘ্রবৃকা ঋক্ষতরক্ষুদ্বীপিনস্তথা।
বভ্রুর্জম্বুক মার্জ্জারা ইত্যাদ্যাঃ স্যুর্গুহাশয়াঃ॥
স্থূল পুচ্ছো রক্তনেত্রো বভ্রুর্জ্ঞেয়ঃ শশাকুলঃ।
গুহাশয়া বাতহরা গুরূষ্ণা মধুরাশ্চ তে॥
স্নিগ্ধা বল্যা হিতা নিত্যং নেত্রগুহ্যবিকারিণাম্।

গুহাশয়।

সিংহ, ব্যাঘ্র, বৃক, ঋক্ষ, তরক্ষু, দ্বীপী, বভ্রু, জম্বুক ও মার্জ্জার ইত্যাদিকে গুহাশয় কহে। (তরক্ষু অর্থাৎ মৃগভোজী, দ্বীপী চিতাবাঘ, যাহাদের পুচ্ছ স্থূল,

চক্ষু রক্তবর্ণ তাহাদিগকে বভ্র কহে, যেমন নকুল।

ইহাদের মাংস বায়ু নাশক, গুরু, উষ্ণ, মধুর, স্নিগ্ধ, বলকর এবং নেত্ররোগী ও গুহ্য রোগীর পক্ষে উপকারক।

পর্ণমৃগাঃ।

বনৌকো বৃক্ষ মার্জার বৃক্ষমর্কটিকাদয়ঃ।
এতে পর্ণমৃগাঃ প্রোক্তাঃ সুশ্রুতাদ্যৈর্মহর্ষিভিঃ॥
স্মৃতাঃপর্ণ মৃগা বৃষ্যা শ্চক্ষুষ্যাঃ শোষিণে হিতাঃ।
শ্বাসার্শঃ কাস শমনাঃ সৃষ্টমূত্র পুরীষকাঃ॥

পূর্ণমৃগ।

বানর, বনবিড়াল ও বৃক্ষমর্কটিকা প্রভৃতিকে পর্ণ মৃগ কহে।

ইহাদের মাংস শুক্রজনক, চক্ষুর উপকারক ও শোষ রোগীর পথ্য। এই মাংস শ্বাস, অর্শঃ ও কাস নিবারণ এবং মলমূত্র নিঃসারণ করে।

বিষ্কিরাঃ।

বর্ত্তকালাব বর্ত্তীর কপিঞ্জলক তিত্তিরাঃ।
কুলিঙ্গ কুক্কুটাদ্যাশ্চ বিষ্কিরাঃ সমুদাহৃতাঃ॥
বিকীর্য্য ভক্ষয়ন্ত্যেতে যস্মাত্তস্মাদ্বি বিষ্কিরাঃ।
কপিঞ্জল ইতি প্রাজ্ঞৈঃ কথিতো গৌর তিত্তিরিঃ।
বিষ্কিরা মধুরাঃ শীতাঃ কষায়াঃ কটুপাকিনঃ।
বল্যা বৃষ্যাস্ত্রিদোষঘ্নাঃ পথ্যাস্তে লঘবঃ স্মৃতাঃ॥

বিষ্কির।

বর্ত্তকা, লাব, বর্ত্তীর, কপিঞ্জলক, তিত্তির, কলিঙ্গ ও কুক্কুটাদি পক্ষী সকল বিকীর্ণ করিয়া ভক্ষণ করে বলিয়া ইহা দিগকে বিষ্কির কহে। কপিঞ্জলের অন্য নাম গৌর তিত্তিরি, কুলিঙ্গ গবরৈয়া

ইহাদের মাংস মধুর শীতল, কষায়, পাকে কটু, বলকারক, বৃষ্য, ত্রিদোষঘ্ন, পথ্য ও লঘু।

প্রতুদাঃ।

হারীতো ধবলঃ পাণ্ডু শ্চিত্র পক্ষো বৃহচ্ছুকঃ।
পারাবতঃ খঞ্জরীটঃ পিকাদ্যাঃ প্রতুদাঃ স্মৃতাঃ॥
প্রতুদ্য ভক্ষয়ন্ত্যেতে তুণ্ডেন প্রতুদা ততঃ।
প্রতুদা মধুরাঃ পিত্তকফঘ্নাস্তুবরা হিমাঃ॥
লঘবো বদ্ধবর্চ্চস্কা কিঞ্চিদ্বাত করাঃ স্মৃতাঃ॥

প্রতুদ।

হারিত, ধবল, পাণ্ডু, চিত্রপক্ষ, বৃহৎ শুক, পারাবত, খঞ্জরীট ও কোকিল প্রভৃতিকে প্রতুদ কহে। ইহারা অগ্রে তুণ্ডদ্বারা খাদ্য বস্তু প্রতুদিত অর্থাৎ ভগ্ন করিয়া পরে ভক্ষণ করে।

ইহাদের মাংস মধুর, কফপিত্ত নাশক, সুশীতল, লঘু, মল রোধক ও কিঞ্চিৎ বায়ু জনক।

প্রসহাঃ।

কাকো গৃধ্র উলূকশ্চ চিল্লশ্চ শশঘাতকঃ।
চাসো ভাসশ্চ কুরর ইত্যাদ্যাঃ প্রসহাঃ স্মৃতাঃ॥
প্রসহাঃ কীর্ত্তিতা এতে প্রসহ্যাচ্ছিদ্য ভক্ষণাৎ।
প্রসহাঃ খলু বীর্য্যোষ্ণা স্তন্মাংসং ভক্ষয়ন্তি যে॥
তে শোষ ভস্মকোন্মাদ শুক্রক্ষীণা ভবন্তি হি।

প্রসহ।

কাক, গৃধ, পেচক, চিল, শশঘাতক (বাজ), চাষ, ভাস, (গৃধ বিশেষ) ও কুরর প্রভৃতিকে প্রসহ বলে। প্রসহ শব্দের অর্থ যাহারা বলপূর্ব্বক ছিঁনিয়া লইয়া ভক্ষণ করে। (প্রসহ্য আচ্ছিদ্য ভক্ষয়ন্তি যে।)

গ্রাম্যাঃ।

ছাগমেষ বৃষাশ্চাশ্বা গ্রাম্যাঃ প্রোক্তা মহর্ষিভিঃ।
গ্রাম্যা বাতহরাঃ সর্ব্বে দীপনা কফপিত্তলাঃ॥
মধুরা রস পাকাভ্যাং বৃংহণা বলবর্দ্ধনাঃ।

গ্রাম্য।

ছাগ, মেষ, বৃষ ও অশ্বাদি গ্রাম্য জন্তু। গ্রাম্য মাংস বাত নাশক, অগ্নি দীপ্তিকারক, কফপিত্তজনক রসে ও পাকে মধুর, পুষ্টিকর ও বলবর্দ্ধক।

কূলেচরাঃ।

সৃমরঃ গবয় বারাহ চমরী বারণাদয়ঃ।
এতে কূলচরাঃ প্রোক্তাঃ যতঃ কূলে চরন্ত্যপাম্॥
কূলেচরা মরুৎ পিত্ত হরা বৃষ্যা বলাবহাঃ।
মধুরাঃ শীতলাঃ স্নিগ্ধা মূত্রলাঃ শ্লেষ্মবর্দ্ধনাঃ॥

কূলেচর।

মহিষ, গণ্ডার, বরাহ, চমরী ও হস্তী প্রভৃতি জন্তু সকল কূলে বিচরণ করে বলিয়া ইহাদিগকে কূলেচর কহে।

ইহাদের মাংস বায়ু পিত্তনাশক, বৃষ্য, বলকারক মধুর, শীতল, স্নিগ্ধ, মূত্রকারক ও কফবর্দ্ধক।

প্লবাঃ।

হংস সারস কারণ্ড বকক্রৌঞ্চ শরারিকাঃ।
নন্দীমুখী সকাদম্বা বলাকাদ্যাঃ প্লবাঃ স্মৃতাঃ॥
প্লবন্তি সলিলে যস্মাদেতে তস্মাৎ প্লবাঃ স্মৃতাঃ।
স্থূলা কঠোর বৃত্তা চ যস্যাশ্চঞ্চু পরিস্থিতা॥
গুটিকা জম্বু সদৃশী প্রোক্তা নন্দীমুখীতি সা।
প্লবাঃ পিত্তহরা স্নিগ্ধা মধুরা গুরবো হিমাঃ॥
বাতশ্লেষ্ম প্রদাশ্চাপি বলশুক্রকরাঃ সরাঃ।

প্লব।

হংস, সারস, কারণ্ড, বক, ক্রৌঞ্চ (কোচবক), শরারিকা, নন্দীমুখী, কলহংস ও বলাকা প্রভৃতি পক্ষীকে প্লব কহে। প্লবন অর্থাৎ সন্তরণ করে বলিয়া ইহাদের নাম প্লব। যাহার চঞ্চুর উপর স্থূল, কঠোর, গোলাকার ও জম্বু ফলের ন্যায় গুটিকা থাকে, তাহার নাম নন্দীমুখী।

ইহাদের মাংস পিত্তনাশক, স্নিগ্ধ, মধুর, গুরু, শীতল, বাতশ্লেষ্ম বর্দ্ধক ও সর।

কোষস্থাঃ।

শঙ্খঃ শঙ্খনখ শ্চাপি শুক্তি শম্বুক কর্কটাঃ।
জীবা এবংবিধা শ্চান্যে কোষস্থাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥
কোষস্থা মধুরাঃ স্নিগ্ধা বাতপিত্ত হরা হিমাঃ।
বৃংহণা বহুবর্চ্চস্কা বৃষ্যাশ্চ বলবর্দ্ধনাঃ॥

কোষস্থ।

শঙ্খ, শঙ্খনখ (ক্ষুদ্র শঙ্খ), শুক্তি (ঝিনুক), শম্বুক (শামুক) ও কর্কট প্রভৃতি জীবকে কোষস্থ কহে।

ইহাদিগের মাংস মধুর, স্নিগ্ধ, বায়ু পিত্তনাশক, শীতল, পুষ্টিকারক, বহু পরিমাণে মল নিঃসারক, শুক্রজনক ও বলবর্দ্ধক।

পাদিনঃ।

কুম্ভীর কূর্ম্মনক্রাশ্চ গোধা মকর শঙ্কবঃ।
ঘণ্টিকঃ শিশুমারশ্চেত্যাদয়ঃ পাদিনঃ স্মৃতাঃ॥
পাদিনোঽপি চ যে তেতু কোষস্থানাং গুণৈঃ
সমাঃ।

পাদী।

কুম্ভীর, কূর্ম্ম, নক্র, গোধা, মকর, শঙ্কু, ঘণ্টিক (ঘড়িয়াল) ও শিশুমার (শুশুক) প্রভৃতিকে পাদী কহে।

ইহাদের মাংসের গুণ কোষস্থ দিগের ন্যায়।

মৎস্যঃ।

মৎস্যো মীনো বিসারশ্চ ঝষো বৈসারিণোঽণ্ডজঃ।
শকুলো পৃথুরোমা চ স সুদর্শন ইত্যপি॥
রোহিতাদ্যাস্তু যে মীনাস্তে মৎস্যাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
মৎস্যাঃ স্নিগ্ধোষ্ণ মধুরা গুরবঃ কফপিত্তলাঃ॥
বাতঘ্না বৃংহণা বৃষ্যা রোচকা বলবর্দ্ধনাঃ।
মদ্য ব্যবায় সক্তানাং দীপ্তাগ্নীনাঞ্চ পূজিতাঃ॥

মৎস্য।

মৎস্য, মীন, বিসার, ঝষ, বৈসারিণ, অণ্ডজ, শকুল, পৃথুলোমা ও সুদর্শন এইগুলি ইহার পর্য্যায়। রোহিত প্রভৃতি নানা প্রকার মৎস্য আছে।

গুণ। মৎস্য সকল স্নিগ্ধ, উষ্ণ, মধুর, গুরু, কফ পিত্তজনক, বাতঘ্ন, পুষ্টিকর, বৃষ্য, রোচক ও বলবর্দ্ধক। মদ্যপায়ী ও সতত স্ত্রীপ্রসঙ্গীদিগের এবং দীপ্তাগ্নি লোকদিগের পক্ষে মৎস্য অতিশয় উপকারক।

অথ জাঙ্গলাদীনাং নামানি গুণাশ্চ।

হরিণঃ।

হরিণঃ শীতলো বদ্ধবিণ্মূত্রো দীপনো লঘুঃ।
রসে পাকে চ মধুরঃ সুগন্ধিঃ সন্নিপাতহা॥

হরিণ।

হরিণ মাংস শীতল, মলমূত্র রোধক, অগ্নিকারক, লঘু, রসে ও পাকে মধুর। সুগন্ধি ও সন্নিপাত নাশক।

এণঃ।

এণঃ কষায়ো মধুরঃ পিত্তাসৃক্কফবাতহৃৎ।
সংগ্রাহী রোচনো বল্যো জ্বর প্রশমনঃ স্মৃতঃ॥

এণ। হিন্দীকরাসাইল হরিণ।

এণ মাংস কষায়, মধুর, রক্তপিত্ত শান্তিকর, বাতশ্লেষ্ম নাশক, সংগ্রাহী, রোচক, বলকর ও জ্বর নাশক।

কুরঙ্গঃ।

কুরঙ্গো বৃংহণো বল্যঃ শীতলঃ পিত্তহৃদ্ গুরুঃ।
মধুরো বাতহৃদ্ গ্রাহী কিঞ্চিৎ কফকরঃ স্মৃতঃ॥

কুরঙ্গ।

কুরঙ্গমাংস বৃংহণ, বলকারক, শীতল, পিত্ত নাশক, গুরু, মধুর, বায়ুনাশক, গ্রাহী ও কিঞ্চিৎ কফজনক।

ঋষ্যঃ।

ঋষ্যো নীলাণ্ডকশ্চাপি গবয়ো রোহ ইত্যপি।
গবয়ো মধুরো বল্যঃ স্নিগ্ধোষ্ণঃ কফপিত্তলঃ॥

হিন্দী রোজ।

নীলাণ্ডক, গবয় ও রোউ ইহার পর্য্যায়। ইহার মাংস মধুর, বলকারক, স্নিগ্ধ, উষ্ণ ও কফপিত্তজনক।

পৃষতঃ ।

পৃষতস্য ভবেৎ স্বাদু গ্রাহকঃ শীতলো লঘুঃ ।
দীপনো রোচনঃ শ্বাস জ্বরদোষ ত্রয়াস্রজিৎ ॥

হিন্দী চিত্তরি ।

পৃষত স্বাদু, গ্রাহক, শীতল, লঘু, দীপন, রোচক, শ্বাস নিবারক, জ্বরঘ্ন, ত্রিদোষ শান্তিকর ও রক্তদোষ নাশক ।

ন্যঙ্কুঃ ।

ন্যঙ্কুঃ স্বাদুর্লঘুর্বল্যো বৃষ্যো দোষত্রয়াপহঃ ।

হিন্দী বারাহশিঙ্গা ।

ইহা স্বাদু লঘু, বলকারক, বৃষ্য ও ত্রিদোষ নাশক ।

সাম্বরম্ ।

সাম্বরং পললং স্নিগ্ধং শীতলং গুরু চ স্মৃতম্ ।
রসে পাকে চ মধুরং কফদং রক্তপিত্তহৃৎ ॥

সাম্বর ।

সাম্বর মাংস স্নিগ্ধ, শীতল, গুরু, রসে ও পাকে মধুর, কফজনক ও রক্তপিত্ত নাশক ।

রাজীবঃ ।

রাজীবস্য গুণৈর্জ্ঞেয়ঃ পৃষতেন সমো বুধৈঃ ।

ইহার গুণ পৃষতের ন্যায় ।

মুণ্ডী ।

মুণ্ডী তু জ্বর কাসাস্রক্ষয় শ্বাসাপহো হিমঃ ।

মুণ্ডী । হিন্দীপাটী ।

মুণ্ডী শীতল, ইহা জ্বর, কাস, রক্তক্ষয় ও শ্বাস রোগ নিবারণ করে ।

বিলেশয়াঃ ।

শশঃ ।

লম্বকর্ণঃ শশঃ শূলী লোমকর্ণো বিলেশয়ঃ ।
শশঃ শীতো লঘু গ্রাহী রুক্ষঃ স্বাদুঃ সদাহিতঃ ॥
বহ্নিকৃৎ কফ পিত্তঘ্নো বাত সাধারণঃ স্মৃতঃ ।
জ্বরাতি সার শোষাস্র শ্বাসাময় হরশ্চ সঃ ॥

খরগস ।

লম্বকর্ণ, শশ, শূলী, লোমকর্ণ ও বিলেশয় এই গুলি ইহার পর্য্যায় ।

গুণ । শশকমাংস শীতল, লঘু, গ্রাহী, রুক্ষ, স্বাদু, সতত স্বাস্থ্যরক্ষক, অগ্নিকারক, পিত্তশ্লেষ্ম নাশক ও বায়ু সাম্যকারক । ইহা জ্বর, অতিসার, রক্তদোষ ও শ্বাস রোগ নিবারণ করে ।

শল্যকঃ ।

সেধা তু শল্যকঃ শ্বাবিৎ কথ্যতে তদ্গুণা অথ ।
শল্যকঃ শ্বাস কাসাস্র শোষদোষ ত্রয়াপহঃ ॥

শল্যক । হিন্দীসাহী ।

সেধা, শল্লক ও শ্বাবিৎ এইগুলি ইহার পর্য্যায় । ইহা শ্বাস, কাস, রক্ত দোষ, শোষরোগ ও ত্রিদোষ নষ্ট করে ।

অথ পক্ষিণাং মাংসাদি গুণাঃ ।

পক্ষী খগো বিহঙ্গশ্চ বিহগশ্চ বিহঙ্গমঃ ।
শকুনির্বিঃ পতত্রী চ বিষ্কিরো বিষ্কিরোঽণ্ডজঃ ॥
ধাম্য ক্ষেত্রচরা যেচত্র তেষাং মাংসং লঘূত্তমম্ ।
আয়ুষ্যং বলকৃন্মাংসং স্নিগ্ধং গুরুতরং স্মৃতম্ ॥

পক্ষী ।

পর্য্যায় । পক্ষী, খগ, বিহঙ্গ, বিহগ, বিহঙ্গম, শকুনি, বি, পতত্রী, বিষ্কির, বিষ্কির ও অণ্ডজ এই গুলি ইহার পর্য্যায় ।

ধান্যক্ষেত্র চারী পক্ষীর মাংস লঘু ও সুপথ্য এবং আনূপ পক্ষীর মাংস বলকারক, স্নিগ্ধ ও গুরুতর।

বর্ত্তকঃ।

বর্ত্তীকো বর্ত্তক শ্চিত্র স্ততোঽল্পা বর্ত্তিকা স্মৃতা।
বর্ত্তকোঽগ্নিকরঃ শীতো জ্বর দোষত্রয়াপহঃ ॥
সুরুচ্যঃ শুক্রদো বল্যো বর্ত্তিকাল্প গুণা ততঃ।

বর্ত্তক।

ইহার অন্য নাম বর্ত্তীক, ক্ষুদ্র জাতীয় বর্ত্তককে বর্ত্তিকা কহে।

গুণ। বর্ত্তক অগ্নিকারক, শীতল, জ্বরঘ্ন, ত্রিদোষ নাশক, উত্তম রোচক, শুক্রবর্দ্ধক ও বলকারক। বর্ত্তিকার গুণ ইহা অপেক্ষা অল্প।

লাবাঃ।

লাবা বিষ্কির বর্গেষু তে চতুর্ধা মতা বুধৈঃ।
পাংশুলো গৌরকোঽন্যশ্চ পৌণ্ড্রকো দর্ভরস্তথা ॥
লাবা বহ্নিকরাঃ স্নিগ্ধা লঘবো গ্রাহিকা হিতাঃ।
গৌরো লঘুতরো রুক্ষো বহ্নিকারী ত্রিদোষজিৎ ॥
পৌণ্ড্রকঃ পিত্তকৃৎ কিঞ্চিল্লঘু বাত কফাপহঃ।
দর্ভরো রক্তপিত্তঘ্নো হৃদাময় হরো হিমঃ ॥

লাব।

বিষ্কির বর্গের মধ্যে লাব চারি প্রকার যথা পাংশুল, গৌরক, পৌণ্ড্রক ও দর্ভর।

লাব পক্ষীর মাংস অগ্নিকারক, স্নিগ্ধ বিষঘ্ন, গ্রাহী ও সুপথ্য। পাংশুল লাবের মাংস শ্লেষ্মজনক, উষ্ণবীর্য্য ও বায়ুনাশক। গৌরলাবের মাংস অতিশয় লঘু, রুক্ষ, অগ্নিকারক ও ত্রিদোষঘ্ন। পৌণ্ড্রকের মাংস পিত্তকারক কিঞ্চিৎ লঘু ও বাত-শ্লেষ্ম নাশক। দর্ভর মাংস রক্তপিত্ত শান্তিকর, হৃদ্রোগ নাশক ও শীতল।

বর্ত্তিচটকঃ।

বার্ত্তীকো বর্ত্তিচটকো বার্ত্তীকশ্চৈব স স্মৃতঃ।
বার্ত্তীকো মধুরঃ শীতো রুক্ষশ্চ কফপিত্তনুৎ ॥

হিন্দীবগেরী।

বার্ত্তীক, বর্ত্তিচটক, ও বর্ত্তীক এই গুলি ইহার পর্য্যায়।

গুণ। মধুর শীতল, রুক্ষ, কফঘ্ন ও পিত্তনাশক।

কৃষ্ণতিত্তিরি, গৌরতিত্তিরী।

তিত্তিরিঃ কৃষ্ণবর্ণঃ স্যাচ্চিত্রোঽন্যো গৌর তিত্তিরিঃ।
তিত্তিরির্বলদো গ্রাহী হিক্কা দোষত্রয়াপহঃ ॥
শ্বাস কাসজ্বরহর স্তস্মাদ্‌গৌরোঽধিকো গুণৈঃ।

কৃষ্ণ তিত্তির ও শ্বেত তিত্তির।

কৃষ্ণ ও শুভ্র এই দুই বর্ণের তিত্তিরি আছে, তন্মধ্যে গৌর তিত্তিরিকে চিত্র কহে।

তিত্তিরি বলকারক, গ্রাহী ও ত্রিদোষ নাশক। ইহা হিক্কা, শ্বাস, কাস ও জ্বর নাশ করে। গৌর তিত্তিরির মাংস ইহা অপেক্ষা গুণকর।

চটকঃ।

চটকঃ কলবিঙ্কঃ স্যাৎ কুলিঙ্গঃ কালকণ্ঠকঃ।
কুলিঙ্গঃ শীতলঃ স্নিগ্ধঃ স্বাদু শুক্রকফপ্রদঃ ॥
সন্নিপাত হরো বেশ্ম চটকশ্চাপি শুক্রলঃ।

চড়ুই।

চটক, কলবিঙ্ক, কুলিঙ্গ ও কালকণ্ঠক এইগুলি ইহার পর্য্যায়।

গুণ। চটকমাংস শীতল, স্নিগ্ধ, স্বাদু, শুক্রজনক, কফপ্রদ ও সন্নিপাত নাশক, গৃহ চটক অতিশয় শুক্রজনক।

কুক্কুট বনকুক্কুটৌ।

কুক্কুটঃ কৃকবাকুঃ স্যাৎ কলাধশ্চরণায়ুধঃ।
তাম্রচূড়স্তথা দক্ষঃ প্রাতর্ণাদী শিখণ্ডিকঃ॥
কুক্কুটো বৃংহণঃ স্নিগ্ধো বীর্য্যোষ্ণোঽনিলহৃদ্গুরুঃ।
চক্ষুষ্যঃ শুক্রকফকৃদ্ বল্যো বৃষ্যঃ কষায়কঃ॥
আরণ্যকুক্কুটঃ স্নিগ্ধো বৃংহণঃ শ্লেষ্মলো গুরুঃ।
বাতপিত্তক্ষয় বমি বিষম জ্বর নাশনঃ॥

কুক্কুট ও বনকুক্কুট।

কুক্কুট, কৃকবাকু, কলাধ, চরণায়ুধ, তাম্রচূড়, দক্ষ, প্রাতর্ণাদী ও শিখণ্ডিক এইগুলি ইহার পর্য্যায়।

গুণ। কুক্কুটমাংস বৃংহণ, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, বায়ুনাশক, গুরু, চক্ষুষ্য, শুক্রোৎপাদক, কফবর্দ্ধক, বলকারক, বৃষ্য ও কষায়। বন্য কুক্কুটের মাংস স্নিগ্ধ, বৃংহণ, শ্লেষ্মকর ও গুরু, ইহা ভক্ষণে বায়ুপিত্ত ক্ষয়রোগ, বমি ও বিষম জ্বর নিবারণ হয়।

প্রতুদশঃ।

হারীতঃ।

হারীতো রক্তকণ্ঠঃ স্যাদ্ হরিতোঽপি স কথ্যতে।
হারীতো রুক্ষ উষ্ণশ্চ রক্তপিত্তকফাপহঃ॥
স্বেদস্বরকরঃ প্রোক্ত ঈষদ্ বাতকরশ্চ সঃ।

হিন্দী হারীল্।

হারীত, রক্তকণ্ঠ ও হরিত এইগুলি ইহার পর্য্যায়।

ইহার মাংস রুক্ষ, উষ্ণ, রক্তপিত্ত শান্তিকর, কফঘ্ন, ঘর্ম্মকারক, স্বর বিশুদ্ধি কারক ও কিঞ্চিৎ বায়ুজনক।

পাণ্ডু ধবলপাণ্ডু।

পাণ্ডুস্তু দ্বিবিধো জ্ঞেয়শ্চিত্রপক্ষঃ কলধ্বনিঃ।
দ্বিতীয়ো ধবলঃ প্রোক্তঃ স কপোতঃ স্ফুটস্বনঃ॥
চিত্রপক্ষঃ কফহরো বাতঘ্নো গ্রহণীপ্রণুৎ।
ধবলঃ পাণ্ডু র্ক্ষন্তৌ রক্তপিত্তহরো হিমঃ॥

পাণ্ডু ও ধবলপাণ্ডু।

পাণ্ডু দুই প্রকার এক প্রকারকে চিত্রপক্ষ (হিং, পিণ্ডরোষা) ও কলধ্বনি কহে, অপর প্রকারকে ধবলপাণ্ডু বা কপোত বলে। চিত্রপক্ষ কফঘ্ন, বায়ুনাশক ও গ্রহণীরোগ নিবারক। কপোত মাংস শীতল ও রক্তপিত্ত নাশক।

ময়ূরঃ।

ময়ূরশ্চন্দ্রকী কেকী মেঘরাবী ভুজঙ্গভুক্।
শিখী শিখাবলো বর্হী শিখণ্ডী নীলকণ্ঠকঃ॥
শুক্রাপাঙ্গঃ কলাপী চ মেঘনাদানুলাস্যপি।
রসে পাকে চ মধুরঃ সংগ্রাহী বাতশান্তিকৃৎ॥

ময়ূর।

ময়ূর, চন্দ্রকী, কেকী, মেঘরাবী, ভুজঙ্গভুক্, শিখী, শিখাবল, বর্হী, শিখণ্ডী, নীলকণ্ঠক, শুক্রাপাঙ্গ, কলাপী ও মেঘনাদানুলাসী এই সমুদায় ইহার পর্য্যায়।

ময়ূর মাংস আস্বাদ ও পাকে মধুর, সংগ্রাহী ও বায়ু দমন কারক।

পারাবতঃ ।

পারাবতঃ কলরবঃ কপোতো রক্তবর্দ্ধনঃ ।
পারাবতো গুরুঃ স্নিগ্ধো রক্তপিত্তানিলাপহঃ ॥
সংগ্রাহী শীতলস্তজ্জ্ঞৈঃ কথিতো বীর্য্যবর্দ্ধনঃ ।

পায়রা ।

পারাবত, কলরব, কপোত ও রক্ত বর্দ্ধন এই গুলি ইহার পর্য্যায় ।

গুণ । পায়রার মাংস গুরু, স্নিগ্ধ, রক্তপিত্ত শান্তিকারক, বায়ুনাশক, সংগ্রাহী, শীতল ও বীর্য্য বর্দ্ধক ।

পক্ষ্যণ্ডস্য গুণাঃ ।

নাতি স্নিগ্ধানি বৃষ্যাণি স্বাদুপাক রসানি চ ।
বাতঘ্নান্যতি শুক্রাণি গুরূণ্যণ্ডানি পক্ষিণাম্ ॥

পক্ষীর ডিম্ব ।

পক্ষীর ডিম্ব অধিক স্নিগ্ধ নহে, পাকে মিষ্টরস হয়, ইহা বৃষ্য, বায়ুনাশক, অতিশয় শুক্রজনক ও গুরু ।

গ্রাম্যাঃ ।

ছাগঃ ।

ছাগলো বর্কর শ্ছাগো বস্তোঽজশ্ছেলকঃ স্তভঃ ।
অজা ছাগী স্তভা চাপি ছেলিকা চ গলস্তনী ॥
ছাগমাংসং লঘু স্নিগ্ধং স্বাদুপাকং ত্রিদোষনুৎ ।
নাতিশীত মদাহি স্যাৎ স্বাদু পীনস নাশনম্ ॥
পরং বলকরং রুচ্যং বৃংহণং বীর্য্যবর্দ্ধনম্ ।
অজায়া অপ্রসূতায়া মাংসং পীনস নাশনম্ ॥
শুষ্ককাসেঽরুচৌ শোষে হিতমগ্নেশ্চ দীপনম্ ।
অজাসুতস্য বালস্য মাংসং লঘুতরং মতম্ ॥
হৃদ্যং জ্বরহরং শ্রেষ্ঠং সুখদং বলদং ভৃশম্ ।
মাংসং নিষ্কাশিতাণ্ডস্য ছাগস্য কফকৃদ্গুরু ॥
স্রোতসাং শুদ্ধিকরং বল্যং মাংসদং বাতপিত্তনুৎ ।
বৃদ্ধস্য বাতলং রূক্ষং তথা ব্যাধি মৃতস্য চ ।
ঊর্দ্ধজত্রু বিকারঘ্নং ছাগমুণ্ডং রুচি প্রদম্ ।
শুক্রলা বৃক্ককোষাঃ স্যু র্বক্ষ্যন্মেহহিতং যকৃৎ ॥

ছাগমাংসের গুণ ।

পর্য্যায় । ছাগল, বর্কর, ছাগ, বস্ত, অজ, ছেলক ও স্তভ এই গুলি ছাগলের পর্য্যায় এবং অজা, ছাগী, স্তভা, ছেলিকা ও গলস্তনী এই নাম সকল ছাগীবাচক ।

ছাগমাংস লঘু, স্নিগ্ধ, স্বাদু পাক, ত্রিদোষঘ্ন, অনতি শীতল, অবিদাহী, স্বাদু, পীনস নাশক, অতিশয় বলকর, রোচক, বৃংহণ ও বীর্য্যোৎপাদক ।

অপ্রসূত ছাগীর মাংস অগ্নিদীপ্তি কারক, ইহা পীনস, শুষ্ককাস, অরুচি ও শোষ রোগে উপকারক ।

ছাগ শিশুর মাংস অতিশয় লঘু, হৃদ্য, উত্তম জ্বরঘ্ন, স্বাস্থ্যপ্রদ ও অতিশয় বলকারক ।

নিষ্কাশিতাণ্ড (খাসী) ছাগলের মাংস কফজনক, গুরু, স্রোতঃ শোধক, বলকর, মাংস বর্দ্ধক, বায়ুনাশক ও পিত্তঘ্ন ।

বৃদ্ধ অথবা কোন রোগে মৃত ছাগলের মাংস বায়ুজনক ও রূক্ষ । ছাগমুণ্ড ঊর্দ্ধজত্রুরোগ নাশক ও রুচিপ্রদ । ইহাদিগের মূত্রগ্রন্থি ও অণ্ডকোষ শুক্রবর্দ্ধক এবং যকৃৎ বা মেটিলী চক্ষুর জ্যোতি বর্দ্ধক ।

মেষঃ ।

মেঢ্রো মেষো হুড়ো মেষ ঊরণোর্ণায়ুরেড়ক-
কোহর্ণিশ্চ ।
অবির্বৃষ্ণি রথোর্ণায়ুঃ কম্বলে তদ্বদা অধ ॥
মেষস্য মাংসং পুষ্টং স্যাৎ পিত্তশ্লেষ্মকরং গুরু ।
অবৈস্যাণ্ড বিহীনস্য মাংসং কিঞ্চিল্লঘু স্মৃতম্ ॥

মেষ।

মেঢ্র, মেঢ়্র, হুড়, মেষ, উরণ, এড়ক, অবি, বৃষ্ণি ও উর্ণায়ু এই গুলি ইহার পর্য্যায়।

মেষমাংস পুষ্টিকর, পিত্তশ্লেষ্ম জনক ও গুরু। অণ্ডবিহীন (খাসী) মেষের মাংস কিঞ্চিৎ লঘু।

এড়কঃ।

এড়কঃ পৃথুশৃঙ্গঃ স্যান্মেষঃ পুচ্ছে তু দুম্বকঃ।
এড়কস্য পলং জ্ঞেয়ং মেষামিষসমং গুণৈঃ॥
মেদঃপুচ্ছোদ্ভবং মাংসং হৃদ্যং বৃষ্যং
শ্রমাপহম্।
পিত্ত শ্লেষ্মকরং কিঞ্চিদ্বাত ব্যাধি বিনাশনম্॥

হিন্দী দুম্বা।

এড়কের অপর নাম পৃথুশৃঙ্গ, মেদঃপুচ্ছ মেষকে দুম্বক কহে।

এড়ক মাংসের গুণ মেষ মাংসের ন্যায়। দুম্ব মেষের মাংস হৃদ্য, বৃষ্য, শ্রম শান্তিকর, কিঞ্চিৎপিত্তশ্লেষ্মজনক ও বাতব্যাধিনাশক।

বলীবর্দ্দঃ।

বলীবর্দ্দস্তু বৃষভ ঋষভশ্চ তথা বৃষঃ।
অনড্বান্ সৌরভেয়শ্চ গৌরুক্ষা ভদ্র ইত্যপি॥
সুরভিঃ সৌরভেয়ী চ মাহেয়ী গৌশ্চ রোহিণী।
গোমাংসন্তু গুরুস্নিগ্ধং পিত্ত শ্লেষ্ম বিবর্দ্ধনম্॥
বৃংহণং বাতহৃদ্ বল্যমপথ্যং পীনস প্রণুৎ।

বৃষ।

বলীবর্দ্দ, বৃষভ, বৃষ, অনড্বান্, সৌরভেয়, গো, উক্ষা ও ভদ্র এইগুলি ইহার পর্য্যায়। এবং সুরভি, সৌরভেয়ী, মাহেয়ী ও গো এই গুলি গাভির নাম।

গোমাংস গুরু, স্নিগ্ধ, কফপিত্ত বর্দ্ধক, বৃংহণ, বায়ুনাশক, বলকর, অপথ্য ও পীনস নাশক।

ঘোটকঃ।

ঘোটকো বীতিতুরগ তুরঙ্গাশ্ব তুরঙ্গমাঃ।
বাজিবাহার্ব্ব গন্ধর্ব্ব হয় সৈন্ধব সপ্তয়ঃ॥
অশ্ব মাংসন্তু তুবরং বহ্নিকৃৎ কফ পিত্তলম্।
বাতঘ্নং বৃংহণং বল্যং চক্ষুষ্যং মধুরং লঘু॥

অশ্ব।

ঘোটক, বীতি, তুরগ, তুরঙ্গ, তুরঙ্গম, বাজি, বাহ, অর্ব্বা, গন্ধর্ব্ব, হয়, সৈন্ধব ও সপ্তি এই সমুদায় ইহার নাম।

অশ্বমাংস কষায়, অগ্নিকারক, কফপিত্ত জনক, বায়ুনাশক, বৃংহণ, বলকারক, চক্ষের স্বাস্থ্যকর, মধুর ও লঘু।

কূলেচর বর্গঃ।

মহিষঃ।

মহিষো ঘোটকারিঃ স্যাৎ কাসরশ্চ রজস্বলঃ।
পীনস্কন্ধঃ কৃষ্ণকায়ো লুলাপো যম বাহনঃ॥
মহিষস্যামিষং স্বাদু স্নিগ্ধোষ্ণং বাতনাশনম্।
নিদ্রাশুক্র প্রদং বল্যং দুগ্ধার্দ্ধ্য করং গুরু॥
বৃষ্যঞ্চ মূর্ত্তিবৃংহণং বাতপিত্তাস্র নাশনম্।

মহিষ।

পর্য্যায়। মহিষ, ঘোটকারি, কাসর, রজস্বল, পীনস্কন্ধ, কৃষ্ণকায়, লুলাপ ও যমবাহন এইগুলি ইহার পর্য্যায়।

গুণ। মহিষ মাংস স্বাদু, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, বায়ুনাশক, নিদ্রাকারক, শুক্রোৎপাদক,

বলকর, শরীরের দৃঢ়তাকারক, গুরু, বৃষ্য, মলমূত্র নিঃসারক, বাতঘ্ন ও রক্তপিত্ত নাশক।

মণ্ডূকঃ।

মণ্ডূকঃ প্লবগো ভেকো বর্ষাভূর্দর্দুরো হরিঃ।
মণ্ডূকঃ শ্লেষ্মলো নাতি পিত্তলো বলকারকঃ।

ভেক।

পর্য্যায়। মণ্ডূক, প্লবগ, ভেক, বর্ষাভূ, দর্দ্দুর ও হরি।

গুণ। কফজনক ও বলকারক, ইহা অধিক পিত্তজনক নহে।

কচ্ছপঃ।

কচ্ছপো গূঢ়পাৎ কূর্ম্মঃ কমঠো দৃঢ়পৃষ্ঠকঃ।
কচ্ছপো বলদো বাতপিত্তনুৎ পুংস্ত্বকারকঃ॥

কচ্ছপ।

কচ্ছপ, গূঢ়পাৎ, কূর্ম্ম, কমঠ ও দৃঢ় পৃষ্ঠক এইগুলি ইহার পর্য্যায়। কচ্ছপ মাংস বলকারক, বায়ুপিত্ত নাশক ও ধ্বজভঙ্গ নিবারক।

সদ্যোহতস্য মাংসম্।

সদ্যোহতস্য মাংসং স্যাৎ ব্যাধিঘাতি যথামৃতম্।
বয়স্যং বৃংহণং সাত্ম্যং পথ্যং তদ্ বিবর্জ্জয়েৎ॥

সদ্যো মারিত জীবের মাংস অমৃত সদৃশ, ব্যাধিনাশক, বয়ঃ স্থাপক, বৃংহণ ও পথ্য। অন্যবিধ মাংস পরিত্যাজ্য।

স্বয়ংমৃতস্য মাংসম্।

স্বয়ং মৃতস্য চাবল্যং অতীসারকরং গুরু।

স্বয়ং মৃত জীবের মাংস বল হ্রাসক, গুরু ও অতীসার রোগ জনক।

বৃদ্ধবাল মাংসম্।

বৃদ্ধানাং রোগদং মাংসং বালানাং বলদং লঘু।

বৃদ্ধজীবের মাংস ভোজন করা অবিধেয়, কারণ তাহা রোগোৎপাদক। বাল জীবের মাংস লঘু ও বলকারক।

বিষাদি মৃতস্য মাংসম্।

সর্প দষ্টস্য মাংসঞ্চ শুষ্ক মাংসং ত্রিদোষ কৃৎ।
ব্যাল দষ্টঞ্চ দুষ্টঞ্চ শুষ্কং শূলকরং পরম্॥
বিষাদ্ রুক্ত মৃতস্যৈতন্ মৃত্যু দোষ রুজাকরম্।
ক্লিন্নমুৎক্লেশ জনকং কৃশং বাত প্রকোপনম্॥
তোয় পূর্ণশিরা জালং মৃতমপ্সু ত্রিদোষ কৃৎ।

সর্পদষ্ট জীবের মাংস ও শুষ্ক মাংস ভোজন করিলে বাতাদি দোষ ত্রয় প্রকুপিত হয়, হিংস্র জন্তুদষ্ট মাংস, অতিশয় দোষাবহ, শুষ্ক মাংস ভোজনে শূলরোগ উৎপন্ন হইতে পারে। বিষ ও রোগদ্বারা অথবা জল মধ্যে মৃত জীবের মাংস ভোজন করিলে দোষত্রয়ের প্রকোপ, নানাবিধ রোগ অথবা মৃত্যুপর্য্যন্তও হইতে পারে। পচা মাংস ভোজন করিলে বমনের বেগ হয়, শীর্ণ মাংস বায়ু প্রকোপক। জলমধ্যে মরিলে এবং উহার শিরা সকল জলে পরিপূর্ণ হইলে ঐ মাংস ভক্ষণে ত্রিদোষ কুপিত হয়।

বিহঙ্গেষু পুমান্ শ্রেষ্ঠঃ স্ত্রী চতুষ্পাদজাতিষু।
পরার্দ্ধং লঘু পুংসাং স্যাৎ স্ত্রীণাং পূর্ব্বার্দ্ধ
মাদিশেৎ॥
দেহমধ্যং গুরুপ্রায়ং সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং স্মৃতম্।
পক্ষোৎক্ষেপাদ্ বিহঙ্গানাং তদেব লঘু কথ্যতে॥
গুরুণ্যাণি সর্ব্বেষাং গুর্ব্বী গ্রীবা চ পক্ষিণাম্।
উরঃ স্কন্ধোদরং কুক্ষী পাদৌ পাণী কটী তথা॥
পৃষ্ঠং ত্বক্ যকৃদন্ত্রাণি গুরূণীহ যথোত্তরম্।
লঘু বাতকরং মাংসং অশানাং ধান্যচারিণাম্॥
মৎস্যাশিনাং পিত্তকরং বাতঘ্নং গুরু কীর্ত্তিতম্।
ফলাশিনাং শ্লেষ্মকরং লঘু রুক্ষ মুদীরিতম্॥
বৃংহণং গুরু বাতঘ্নং তেষামেব ফলাশিনাম্।
তুল্য জাতিষু যে দেহা মহা দেহেষু পূজিতাঃ॥
অল্পদেহেষু শস্যন্তে তথৈব স্থূল দেহিনঃ।

পক্ষিগণের মধ্যে পুরুষ জাতির মাংস শ্রেষ্ঠ, চতুষ্পাদ প্রাণীদিগের মধ্যে স্ত্রী জাতির মাংসই প্রশস্ত। পুরুষ জাতির দেহের নিম্নার্দ্ধ লঘু এবং স্ত্রী জাতির ঊর্দ্ধাংশ লঘু, প্রায় সমুদায় প্রাণীর দেহের মধ্যভাগ গুরু, কিন্তু বিহঙ্গগণের দেহের ঐ অংশ সর্ব্বদা পক্ষ প্রক্ষেপ হেতু লঘু হইয়া থাকে। পক্ষিগণের অণ্ড ও গ্রীবা গুরু। প্রাণীদিগের বক্ষঃস্থল, স্কন্ধ, উদর, কুক্ষি, পাদ, হস্ত, কটী, পৃষ্ঠ, ত্বক্, যকৃৎ ও অন্ত্র এইগুলি ক্রমশঃ অধিক গুরু। ধান্য ভোজী পক্ষীদিগের মাংস লঘু ও বায়ু জনক, মৎস্য ভোজী পক্ষীর মাংস পিত্তকারক, বায়ু নাশক ও গুরু, ফলভোজী পক্ষীর মাংস কফ জনক, লঘু ও রুক্ষ, মাংসাশী পক্ষীর মাংস বৃংহণ, গুরু ও বাতঘ্ন। বৃহৎকায় প্রাণী সকলের মধ্যে তজ্জাতীয় লঘু দেহ প্রাণীর মাংস হিতকর এবং লঘু দেহ জীবগণের মধ্যে যেটী স্থূলকায়, তাহার মাংস প্রশস্ত।

মৎস্যবর্গঃ।

রোহিতঃ।

রক্তোদরো রক্তমুখো রক্তাক্ষো রক্তপক্ষতিঃ।
কৃষ্ণপুচ্ছো ঝষশ্রেষ্ঠো রোহিতঃ কথিতো বুধৈঃ॥
রোহিতঃ সর্ব্বমৎস্যানাং বরো বৃষ্যোঽর্দ্দি-
তার্ত্তিজিৎ।
কষায়ানু রসঃ স্বাদু র্বাতঘ্নো নাতিপিত্তকৃৎ॥
ঊর্দ্ধজত্রুগতান্ রোগান্ হন্যাদ্রোহিত মুণ্ডকম্।

রোহিতমৎস্য।

রোহিত মৎস্যের উদর, মুখ, চক্ষুঃ ও পক্ষ রক্তবর্ণ এবং পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ। মৎস্যের মধ্যে রোহিতই শ্রেষ্ঠ, ইহা অধিক পিত্ত-জনক নহে, রোহিত মৎস্য ঈষৎ কষায়, স্বাদু, বৃষ্য, বাত নাশক ও অর্দ্দিতাখ্য বাত ব্যাধি শান্তিকর, ইহার মস্তক ভক্ষণে ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগ নিবারিত হয়।

শিলীন্দ্র।

শিলীন্দ্রঃ শ্লেষ্মলো বল্যো বিপাকে মধুরো গুরুঃ।
বাতপিত্তহরো হৃদ্য আমবাত করশ্চ সঃ॥

শালমৎস্য।

শিলীন্দ্র, মৎস্য কফবর্দ্ধক, বলকারক বায়ু পিত্ত নাশক, হৃদ্য ও আমবাত রোগোৎপাদক। ইহা ভক্ষণ করিলে উদরস্থ হইয়া মধুরাস্বাদ হয়।

ভকুর মৎস্য।

ভকুরো মধুরঃ শীতো বৃষ্যঃ শ্লেষ্ম করো গুরুঃ।
বিষ্টম্ভ জনক শ্চাপি রক্তপিত্তহরঃ স্মৃতঃ॥

বেলিয়া মৎস্য।

ভকুরমৎস্য মধুর, শীতল, বৃষ্য, কফ-জনক, গুরু, বিষ্টম্ভী ও রক্তপিত্ত নাশক।

মোচিকা।

মোচিকা বাতহৃদ্বল্যা বৃংহণী মধুরা গুরুঃ।
পিত্তহৃৎ কফকৃদ্রুচ্যা বৃষ্যা দীপ্তাগ্নয়ে হিতা॥

কাকলা।

মোচিকামৎস্য বায়ুনাশক, বলকর, বৃংহণ, মধুর, গুরু, পিত্ত নাশক, শ্লেষ্ম বর্দ্ধক, রোচক, বৃষ্য ও দীপ্তাগ্নি ব্যক্তির পক্ষে হিতকারক।

পাঠীনঃ।

পাঠীনঃ শ্লেষ্মলো বল্যো নিদ্রালুঃ পিশিতাশনঃ।
দূষয়েদ্রক্তপিত্তং কুষ্ঠরোগং করোতি চ॥

বোয়ালমৎস্য।

পর্য্যায়। পাঠীন, শ্লেষ্মল, বল্য, নিদ্রালু ও পিশিতাশন এই গুলি বোয়াল মাছের সংস্কৃত নাম। ইহা ভক্ষণ করিলে রক্ত বিকৃত হইয়া পৈত্তিক কুষ্ঠরোগ প্রকাশ পাইতে পারে।

শৃঙ্গী।

শৃঙ্গী তু বাত শমনী স্নিগ্ধা শ্লেষ্ম প্রকোপণী।
রসে তিক্তা কষায়া চ লঘ্বী রুচ্যা স্মৃতা বুধৈঃ॥

শৃঙ্গীমৎস্য।

শৃঙ্গী মৎস্য বায়ু শান্তিকর, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্ম প্রকোপক, তিক্ত, কষায়াস্বাদ, লঘু ও রুচ্য।

ইল্লিশঃ।

ইল্লিশো মধুরঃ স্নিগ্ধো রোচনো বলবর্দ্ধনঃ।
কফপিত্তকরো বৃষ্যো দুর্জর কৃমিনাশনঃ।

ইলিশ মৎস্য মধুর, স্নিগ্ধ, রোচক, বলবর্দ্ধক, পিত্ত শ্লেষ্ম জনক, বৃষ্য, দুষ-পাচ্য ও বায়ুনাশক।

শকুলী।

শকুলী গ্রাহিণী হৃদ্যা মধুরা তুবরা স্মৃতা।

শকুর মৎস্য।

গ্রাহী, হৃদ্য, মধুর ও কষায়াস্বাদ।

গর্গরঃ।

গর্গরঃ পিত্তলঃ কিঞ্চিদ্বাত ধ্বংসকফকোপনঃ।

ঘর্ঘরা।

গর্গর মৎস্য কিঞ্চিৎ পিত্তজনক, বায়ু নাশক ও কফবর্দ্ধক।

কবিকা।

কবিকা মধুরা স্নিগ্ধা কফঘ্নী রুচিকারিণী।
কিঞ্চিৎ পিত্তকরী বাতনাশিনী বহ্নিবর্দ্ধিনী॥

কই।

মধুর, স্নিগ্ধ, কফঘ্ন, রুচিকারক, কিঞ্চিৎপিত্তজনক বায়ুনাশক ও অগ্নিবর্দ্ধক।

বর্ম্ম মৎস্যঃ।

বর্ম্মিমৎস্যো হরেদ্বাতং পিত্তং রুচিকরো লঘুঃ।

চিঙড়ী।

ইহা বায়ুপিত্ত নাশক, রুচিকর ও লঘু।

মদ্গুমৎস্য।

মদ্গু মৎস্যো রসে তিক্তঃ পিত্তরক্তং কফং হরেৎ।
বাত সাধারণঃ প্রোক্তঃ শুক্রলো বলবর্দ্ধনঃ॥

বানমৎস্য।

ইহা তিক্তস্বাদ, রক্তপিত্ত শান্তিকর, কফঘ্ন, বায়ুর অবিরোধী, শুক্রজনক ও বলবর্দ্ধক।

এরঙ্গঃ ।

এরঙ্গো মধুরঃ স্নিগ্ধো বিষ্টম্ভী শীতলো লঘুঃ ।

চেঙ্গমৎস্য ।

এরঙ্গ মৎস্য মধুর স্নিগ্ধ, বিষ্টম্ভী শীতল ও লঘু ।

মহাশফরী ।

মহাশফর সংজ্ঞস্তু পিত্তকফাপহঃ ।
শিশিরো মধুরো রুচ্যো মাংসল ধারণঃ স্মৃতঃ ॥

সরল পুঁটি

ইহা তিক্ত, পিত্তনাশক, কফঘ্ন, শীতল, মধুর রুচ্য ও মলমূত্র কারিণী ।

গর্গরঃ ।

গর্গরো মধুরস্তিক্তস্তুবরো বাতপিত্তজিৎ ।
কফঘ্নো রুচিকৃদ্ দীপনো বলবর্দ্ধনঃ ॥

ইহা মধুর, তিক্ত, কষায়, তুবর, পিত্ত নাশক, কফঘ্ন রুচিকারক, লঘু, অগ্নি দীপ্তিকারক ও বলবীর্য্যোৎপাদক ।

মদ্গুরঃ ।

মদ্গুরো বাতজিদ্ বল্যো বৃষ্যঃ কফকরো লঘুঃ ।

মদ্গুর বায়ুনাশক, বলকারক, বৃষ্য, কফজনক ও লঘু ।

সপাদমৎস্যঃ ।

সপাদ মৎস্যো মেধাকৃন্ মেদঃ ক্ষয়করশ্চ সঃ ।
বাতপিত্তকরশ্চাপি রুচিকৃৎ পরমো মতঃ ॥

টেংরা ।

ইহাকে সংস্কৃত ভাষায় সপাদ মৎস্য বলে ।

ইহা মেধাকারক, মেদঃ ক্ষয়কর, বায়ু পিত্তজনক ও বিলক্ষণ রুচিকারক ।

শফরী ।

প্রোষ্ঠী তিক্তা কটুঃ স্বাদুঃ শুক্রঘ্নী কফবাতজিৎ ।
স্নিগ্ধাংসা কণ্ঠরুগ্ঘ্নী রোচনী চ লঘুঃ স্মৃতঃ ॥

পুঁটিমৎস্য ।

ইহার সংস্কৃত নাম শফরী ও প্রোষ্ঠী । ইহা তিক্ত, কটু স্বাদু, শুক্রনাশক, বাতশ্লেষ্ম নিবারক, স্নিগ্ধ, রোচক, লঘু এবং মুখরোগ ও কণ্ঠরোগ নাশক ।

ক্ষুদ্রমৎস্যাঃ ।

ক্ষুদ্রা মৎস্যাঃ স্বাদুরসা দোষত্রয়বিনাশনাঃ ।
লঘুপাকা রুচিকরা বলদাস্তে হিতা মতাঃ ॥

ক্ষুদ্রমৎস্য ।

ক্ষুদ্রমৎস্য স্বাদুরস, ত্রিদোষ নাশক, লঘু পাক, রুচিকারক, বলপ্রদ ও সুপথ্য ।

অতি ক্ষুদ্রমৎস্যাঃ ।

অতিসূক্ষ্মাঃ পুংস্ত্বহরা রুচ্যাঃ কাসানিলাপহাঃ ।

অতি ক্ষুদ্রমৎস্য ।

অতিশয় ক্ষুদ্রমৎস্য সকল পুংস্ত্ব-নাশক, রুচ্য, কাস শান্তিকর ও বায়ু নাশক ।

মৎস্যাণ্ডঃ।

মৎস্যাণ্ডো ভৃশং বৃষ্যঃ স্নিগ্ধঃ পুষ্টিকরো লঘুঃ।
কফমেদঃপ্রদো বল্যো গ্লানিকৃন্মেহনাশনঃ॥

মৎস্যের ডিম্ব।

মৎস্য ডিম্ব অতিশয় বৃষ্য, স্নিগ্ধকর, লঘু, কফজনক, মেদোবৰ্দ্ধক, বলকারক, গ্লানিকর ও মেহ নাশক।

শুষ্ক মৎস্যাঃ।

শুষ্কমৎস্যা হিতা ন স্যুঃ দুর্জরা বিষ্টম্ভিনঃ।

শুষ্ক মৎস্য উপকারক নহে, ইহা দুর্জ্জর ও মলরোধক।

দগ্ধ মৎস্যঃ।

দগ্ধমৎস্যো গুণৈঃ শ্রেষ্ঠঃ পুষ্টিকৃদ্বলবৰ্দ্ধনঃ।

দগ্ধ মৎস্য বিশেষ গুণকর, ইহা বল প্রদ ও পুষ্টিকারক।

কূপজাদি মৎস্যগুণাঃ।

কৌপমৎস্যাঃ শুক্রমূত্রকুষ্ঠশ্লেষ্মবিবৰ্দ্ধনাঃ।
সরোজা মধুরাঃ স্নিগ্ধা বল্যা বাতবিনাশনাঃ॥
নাদেয়া বৃংহণা মৎস্যা গুরবোঽনিলনাশনাঃ।
রক্তপিত্তকরা বৃষ্যাঃ স্নিগ্ধোষ্ণাঃ স্বল্পবর্চসঃ॥
চৌড্যাঃ পিত্তকরাঃ স্নিগ্ধা মধুরা লঘবো হিমাঃ।
তাড়াগা গুরবো বৃষ্যাঃ শীতলা বলমূত্রদাঃ॥
তাড়াগবদ্ধি নৈর্ঝরা বলায়ুর্বুদ্ধিদৃক্করাঃ।

কূপজ প্রভৃতি মৎস্য।

কূপজাত মৎস্য ভক্ষণ করিলে শুক্র, মূত্র, কুষ্ঠ ও শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হয়। পুষ্করিণী-জাত মৎস্য মধুর, স্নিগ্ধ, বলকারক ও বায়ু নাশক। নদী জাত মৎস্য বৃংহণ, গুরু, বায়ু নাশক, রক্তপিত্ত জনক, বৃষ্য, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, অল্প পুরীষ জনক। চৌড্য মৎস্য পিত্তকারক, স্নিগ্ধ, মধুর, লঘু ও শীতল। তড়াগ জাত মৎস্য গুরু, বৃষ্য, শীতল, বলপ্রদ ও মূত্রকারক। নির্ঝর জাত মৎস্য সকল তড়াগ জাত মৎস্যের ন্যায় গুণ বিশিষ্ট, অধিকন্তু ইহারা বল, আয়ু, বুদ্ধি ও দৃষ্টি শক্তি বৰ্দ্ধন করে।

ঋতুবিশেষে মৎস্য বিশেষঃ।

হেমন্তে কূপজা মৎস্যাঃ শিশিরে সারসা হিতাঃ।
বসন্তে তে তু নাদেয়া গ্রীষ্মে চৌড্যসমুদ্ভবাঃ॥
তড়াগজাতা বর্ষাসু তাম্রপর্ণ্যা নদীভবাঃ।
নৈর্ঝরাঃ শরদি শ্রেষ্ঠা বিশেষোঽয়মুদাহৃতঃ॥

হেমন্ত কালে কূপজাত মৎস্য, শীত কালে সরোবর জাত, বসন্ত কালে নদী-জাত, গ্রীষ্মে চৌড্যজাত, বর্ষা কালে তড়াগ জাত ও শরৎকালে নির্ঝর জাত মৎস্য উপকারী, বর্ষাকালে নদীজাত মৎস্য ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

ঊনত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

দুগ্ধবর্গঃ।

দুগ্ধং ক্ষীরং পয়ঃ স্তন্যং বালজীবনমিত্যপি।
দুগ্ধং সুমধুরং স্নিগ্ধং বাতপিত্তহরং সরম্॥
সদ্যঃ শুক্রকরং শীতং সাত্ম্যং সর্বশরীরিণাম্।
জীবনং বৃংহণং বল্যং মেধ্যং বাজীকরং পরম্॥
বয়ঃস্থাপনমায়ুষ্যং সন্ধিকারি রসায়নম্।
বিরেকবান্তিবস্তীনাং তুল্যমোজোবিবৰ্দ্ধনম্॥
জীর্ণজ্বরে মনোরোগে শোষমূর্চ্ছাভ্রমেষু চ।
গ্রহণ্যাং পাণ্ডুরোগে চ দাহে তৃষি হৃদাময়ে॥
শূলোদাবর্ত্ত রোগেষু বস্তিরোগে গুদাঙ্কুরে।
রক্তপিত্তেঽতিসারে চ যোনিরোগে শ্রমে ক্লমে॥
গর্ভস্রাবে চ সততং হিতং মুনিবরৈঃ স্মৃতম্।

বালবৃদ্ধ ক্ষত ক্ষীণাঃ ক্ষুদ্ব্যবায় কৃশাশ্চ যে।
তেভ্যঃ সদাতিশয়িতং হিতমেতদুদাহৃতম্ ॥

দুগ্ধ, ক্ষীর, পয়ঃ, স্তন্য ও বালজীবন এই গুলি দুগ্ধের নাম।

দুগ্ধ সুমধুর, স্নিগ্ধ, বায়ু পিত্ত নাশক, সর, সদ্যঃ শুক্রজনক, শীতল, সকল প্রাণীর সাত্ম্য, জীবনী শক্তি প্রদ, বৃংহণ, বলকারক, মেধাবর্দ্ধক, উৎকৃষ্ট বাজীকরণ, বয়স্থাপক, আয়ুষ্য, দেহস্থ পদার্থ সকলের সংশ্লেষ কারক ও রসায়ন। ইহা বিরেচন, বমন ও বস্তি ক্রিয়ার উপযোগী ও ওজোবর্দ্ধক। জীর্ণজ্বর, মানসিকরোগ, শোষ, মূর্চ্ছা, ভ্রম, গ্রহণী, পাণ্ডুরোগ দাহ, তৃষ্ণা, হৃদ্রোগ, শূল, উদাবর্ত্ত, গুল্ম, বস্তিরোগ, অর্শঃ, রক্তপিত্ত, অতিসার, যোনিরোগ, শ্রম, ক্লম, গর্ভস্রাব এই সকল স্থলে দুগ্ধ সতত হিতজনক। বালক, বৃদ্ধ, ক্ষত, ক্ষীণ, ক্ষুধাহেতু অথবা স্ত্রী সম্ভোগ প্রযুক্ত কৃশ ইহাদের পক্ষে দুগ্ধ অতিশয় উপকারক।

গোদুগ্ধস্য গুণাঃ।

গব্যং দুগ্ধং বিশেষেণ মধুরং রস পাকয়োঃ।
শীতলং স্তন্যকৃৎ স্নিগ্ধং বাতপিত্তাস্র নাশনম্ ॥
দোষধাতু মল স্রোতঃ কিঞ্চিৎ ক্লেদ করং গুরু।
জরা সমস্ত রোগাণাং শান্তিকৃৎ সেবিনাং সদা ॥

গোদুগ্ধ।

গব্যদুগ্ধ সুমধুর, শীতল, স্তন্যবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, বায়ুপ্রশমক, রক্ত পিত্তনাশক, দোষ, ধাতু ও মল সম্বন্ধীয় স্রোতে কিঞ্চিৎ ক্লেদ কারক, গুরু, জরা নিবারক ও সমস্ত রোগের শান্তিকারক।

বর্ণ বিশেষেণ গুণ বিশেষাঃ।

কৃষ্ণায়া গোর্দুগ্ধং বাতহারি গুণাধিকম্।
পীতায়া হরতে পিত্তং তথা বাতহরং ভবেৎ ॥
শ্লেষ্মলং গুরু শুক্লায়া রক্ত পিত্তাস্র বাতজিৎ।

গাভী॰ বর্ণ বিশেষে দুগ্ধের গুণ বিশেষ।

কৃষ্ণবর্ণ গাভীর দুগ্ধ বায়ুনাশক ও বিশেষ গুণকারক, পীতবর্ণ গাভীর দুগ্ধ বায়ু পিত্তনাশক, শুক্লবর্ণ গাভীর দুগ্ধ গুরু, কফজনক এবং রক্তপিত্ত ও বাতরক্ত রোগে উপকারক।

ধেনোর্বালবৎসায়া বিবৎসায়াশ্চ গুণাঃ।

বালবৎসা বিবৎসানাং গবাং দুগ্ধং ত্রিদোষকৃৎ।

বালবৎসা ও বিবৎসা গাভীর দুগ্ধ।

বালবৎসা ও বিবৎসা গাভীর দুগ্ধ ত্রিদোষ জনক।

বষ্কয়িনী।

বষ্কয়িন্যা ত্রিদোষঘ্নং তর্পণং বলকৃৎ পয়ঃ।

বষ্কয় শব্দের অর্থ বকনা বাছুর, এক বৎসরের বাছুর। যাহার বাছুরের বয়ঃক্রম এক বৎসর তাহাকে বষ্কয়িনী গো কহে।
বষ্কয়িনী গাভীর দুগ্ধ ত্রিদোষ নাশক, তৃপ্তি জনক ও বলকারক।

দেশ বিশেষ চরণাদ্ গুণ বিশেষঃ।

জঙ্গল নূপ শৈলেষু চরন্তীনাং যথোত্তরম্।
পয়ো গুরুতরং স্নেহো যথাহারং প্রবর্ত্ততে ॥

দেশ বিশেষে দুগ্ধের গুণ ভেদ।

জঙ্গল, আনূপ ও শৈলে বিচরণ কারিণী গাভী সকলের দুগ্ধ যথো-

ত্তর অধিক গুরু জানিবে, ইহার কারণ তত্তৎ স্তনের আহারীয় বস্তুর গুণের তারতম্য।

আহার বিশেষেণ গুণ বিশেষঃ।

বুসপাম ভক্ষণাজ্জাতং ক্ষীরং গুরু কফপ্রদম্।
তত্ত্বল্যং পরং বৃষ্যং স্বস্থানাং গুণদায়কম্॥
পলাল তৃণকার্পাস বীজজাতং গুণৈর্হিতম্।

গাভীর আহার বিশেষে গুণ বিশেষ।

স্বল্পাহার জাত দুগ্ধ গুরু ও কফজনক ঐ দুগ্ধ বলকারক, অত্যন্ত রুগ্ন ও সুস্থ ব্যক্তির বিশেষ উপকারক। খড়, তৃণ ও কার্পাসবীজ প্রভৃতি ভক্ষণে যে দুগ্ধ উৎপন্ন হয় তাহা সুপথ্য।

মহিষী দুগ্ধম্।

মাহিষং মধুরং গব্যাৎ স্নিগ্ধং শুক্রকরং গুরু।
নিদ্রাকর মভিষ্যন্দি ক্ষুধাধিক্য করং হিমম্॥

মহিষী দুগ্ধ।

মহিষী দুগ্ধ গব্য দুগ্ধ অপেক্ষা মধুর, স্নিগ্ধ, শুক্রকারক, গুরু, নিদ্রাকারক, অভিষ্যন্দী, ক্ষুধাবৃদ্ধিকারক ও শীতল।

ছাগী দুগ্ধম্।

ছাগং কষায়ং মধুরং শীতং গ্রাহি তথা লঘু।
রক্তপিত্তাতিসারঘ্নং ক্ষয়কাস জ্বরাপহম্।
অজানাং লঘু কায়ত্বাৎ কটুতিক্ত নিষেবণাৎ।
স্তোকাম্বু পানাদ্ ব্যায়ামাৎ সর্ব্বরোগাপহং পয়ঃ॥

ছাগ দুগ্ধ।

ছাগদুগ্ধ কষায, মধুর, শীতল, গ্রাহক ও লঘু। ইহা রক্তপিত্ত, অতীসার, ক্ষয়কাস ও জ্বররোগে পথ্য। ছাগলের দেহ ক্ষুদ্র ও ইহারা কটু ও তিক্ত বস্তু আহার করে ও অল্প জল পান ও ব্যায়াম করে বলিয়া ইহাদের দুগ্ধ সর্ব্বরোগ নাশক।

মৃগী দুগ্ধম্।

মৃগীণাং জঙ্গলোত্থানাং ক্ষীরং গুণং পয়ঃ।

মৃগীর দুগ্ধ।

জঙ্গলোৎপন্ন মৃগীর দুগ্ধ ছাগ দুগ্ধের ন্যায় গুণ বিশিষ্ট।

মেষী দুগ্ধম্।

আবিকং লবণং স্বাদু স্নিগ্ধোষ্ণকাশ্মরী প্রণুৎ।
অহৃদ্যং তর্পণং বৃষ্যং শুক্রপিত্ত কফপ্রদম্॥
গুরু ক মেহনিলে দদ্ভুতে কেবলে চানিলে বরম্।

মেষ দুগ্ধ।

মেষদুগ্ধ লবণাস্বাদ, স্বাদু, স্নিগ্ধোষ্ণ, অশ্মরী রোগ নাশক, অহৃদ্য, তৃপ্তিজনক, বৃষ্য, শুক্রজনক, পিত্তবর্দ্ধক, শ্লেষ্মোৎপাদক, গুরু, বায়ু শান্তিকর ও বাতজ কাস রোগে উপকারক।

ঘোটকী দুগ্ধম্।

রুক্ষোষ্ণং বড়বাক্ষীরং বল্যং শোষানিলাপহম্।
অম্লং পটু লঘু স্বাদু সর্ব্বমেকশফং তথা॥

ঘোটকী দুগ্ধ।

ঘোটক দুগ্ধ রুক্ষ, উষ্ণ, বলকারক, শোষ রোগ শান্তিকর, বায়ু নাশক, অম্ল, লবণাস্বাদ, লঘু ও স্বাদু। অখণ্ডিত ক্ষুর বিশিষ্ট সমুদায় প্রাণীর দুগ্ধ এই রূপ।

উষ্ট্রীদুগ্ধম্।

ঔষ্ট্রং দুগ্ধং লঘু স্বাদু লবণং দীপনং তথা।
ক্রিমি কুষ্ঠ কফানাহ শোথোদর হরং সরম্॥

উষ্ট্রীদুগ্ধ।

উষ্ট্রীদুগ্ধ লঘু, স্বাদু, লবণাস্বাদ ও দীপন। ইহা পান করিলে ক্রিমি, কুষ্ঠ, কফ, আনাহ, শোথ ও উদর রোগ নিবারিত হয়।

হস্তিনী দুগ্ধম্।

বৃংহণং হস্তিনী দুগ্ধং মধুরং তুবরং গুরু।
বৃষ্যং বল্যং হিমং স্নিগ্ধং চক্ষুষ্যং স্থিরকারকম্॥

হস্তিনী দুগ্ধ।

হস্তিনীদুগ্ধ বৃংহণ, মধুর, কষায়, গুরু, বৃষ্য, বলকারক, শীতল, স্নিগ্ধ, চক্ষের স্বাস্থ্য কর ও স্থৈর্য্যকারক।

নারীদুগ্ধম্।

নার্য্যা লঘু পয়ঃ শীতং দীপনং বাতপিত্তজিৎ।
চক্ষুঃ শূলাভিঘাতঘ্নং নস্যাশ্চ্যোতনয়োর্বরম্॥

নারীদুগ্ধ।

নারীদুগ্ধ লঘু, শীতল, দীপন, বায়ু পিত্ত নাশক এবং চক্ষুঃশূল ও অভিঘাত নাশক। ইহা নস্য ও আশ্চোতন ক্রিয়ায় শ্রেষ্ঠ উপযোগী।

ধারোষ্ণাদি দুগ্ধ গুণাঃ।

ধারোষ্ণং গোপয়ো বল্যং লঘু শীতং সুধাসমম্।
দীপনঞ্চ ত্রিদোষঘ্নং তদ্ধারাশিশিরং ত্যজেৎ॥
ধারোষ্ণং শস্যতে গব্যং ধারাশীতন্তু মাহিষম্।
শৃতোষ্ণমাবিকং পথ্যং শৃতশীতমজাপয়ঃ॥
আমং ক্ষীরমভিষ্যন্দি গুরু শ্লেষ্মামবর্দ্ধনম্।
জ্ঞেয়ং সর্ব্বমপথ্যন্তু গব্যমাহিষবর্জ্জিতম্॥
নারীক্ষীরন্ত্বামমেব হিতং নতু শৃতং হিতম্।
শৃতোষ্ণং কফবাতঘ্নং শৃতং শীতন্তু পিত্তনুৎ॥
অর্দ্ধোদকং ক্ষীরশিষ্টমামাল্লঘুতরং পয়ঃ।
জলেন রহিতং দুগ্ধমতিপক্বং যথা যথা॥
তথা তথা গুরু স্নিগ্ধং বৃষ্যং বলবিবর্দ্ধনম্।

ধারোষ্ণাদি দুগ্ধের গুণ।

ধারোষ্ণ গোদুগ্ধ বলকারক, লঘু, শীতল, অমৃততুল্য, দীপন ও ত্রিদোষ নাশক। ধারাশীতল দুগ্ধ (দোহনান্তে কিয়ৎ ক্ষণ থাকিয়া শীতলতা প্রাপ্ত) বর্জ্জনীয়।

গোদুগ্ধ ধারোষ্ণই প্রশস্ত, মাহিষদুগ্ধ ধারাশীতল উপকারী, মেষদুগ্ধ শৃতোষ্ণ (শৃতশব্দের অর্থ সিদ্ধ) ও ছাগদুগ্ধ শৃতশীতল প্রশস্ত। গব্য ও মাহিষ দুগ্ধ ভিন্ন অন্য সকল দুগ্ধ অপক্ব অবস্থায় অভিষ্যন্দী, গুরু, শ্লেষ্ম জনক, আমবর্দ্ধক ও অপথ্য। মনুষ্য দুগ্ধ কাঁচাই হিতকর, ইহা উত্তপ্ত করিলে অপকারক হয়।

শৃতোষ্ণ দুগ্ধ বাতশ্লেষ্ম নাশক, শৃত শীতল দুগ্ধ পিত্তনাশক, দুগ্ধ অর্দ্ধেক জল দিয়া অগ্নি সন্তাপে জলভাগ মারিয়া দুগ্ধ মাত্র অবশিষ্ট রাখিলে ঐ দুগ্ধ অপক্ব দুগ্ধাপেক্ষা লঘুতর হয়। নির্জ্জল দুগ্ধ জ্বাল দিয়া যত অধিক ঘন করিবে, উহা ততই গুরুতর, স্নিগ্ধ, বৃষ্য ও বলবর্দ্ধক হইবে।

পেয়ূষ বিলাট ক্ষীরশাক তক্রপিণ্ড মোরটানাং লক্ষণানি গুণাশ্চ।

ক্ষীরং তৎকাল সূতায়া ঘনং পেয়ূষমুচ্যতে।
নষ্টদুগ্ধস্য পক্বস্য পিণ্ডঃ প্রোক্তঃ কিলাটকঃ॥

অপক্কমেব যন্নষ্টং ক্ষীরশাকং হি তৎ পয়ঃ ।
দধ্না তক্রেণ বা নষ্টং দুগ্ধং বদ্ধং সুবাসসা ॥
দ্রবভাগেন রহিতং তক্রপিণ্ডঃ স উচ্যতে ।
নষ্টদুগ্ধভবন্নীরং মোরটং জেজ্জটোঽব্রবীৎ ॥
পেয়ূষঞ্চ কিলাটশ্চ ক্ষীরশাকং তথৈব চ ।
তক্রপিণ্ড ইমে বৃষ্যা বৃংহণা বলবর্দ্ধনাঃ ॥
গুরবঃ শ্লেষ্মলা হৃদ্যা বাতপিত্ত বিনাশনাঃ ।
দীপ্তাগ্নীনাং বিনিদ্রাণাং বিদগ্ধে চাতি পূজিতাঃ ॥
মুখশোষ তৃষাদাহ রক্তপিত্ত জ্বর প্রণুৎ ।
লঘুর্বলকরো রুচ্যো মোরটঃ স্যাৎসিতাযুতঃ ॥

পেয়ূষ, কিলাট, ক্ষীরশাক, তক্রপিণ্ড ও মোরট ।

অচির প্রসূত গাভীর ঘন দুগ্ধকে পেয়ূষ বলে । নষ্ট দুগ্ধ জ্বাল দিয়া পিণ্ড করিলে তাহাকে কিলাট কহে । অপক্ক নষ্ট দুগ্ধের নাম ক্ষীরশাক । দধি বা তক্র দ্বারা বিকৃত দুগ্ধ বস্ত্রে বদ্ধ করিয়া তাহার দ্রব ভাগ নির্গত হইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে তক্রপিণ্ড বলে । নষ্ট দুগ্ধোৎপন্ন জলীয় ভাগকে মোরট বলে । পেয়ূষ, কিলাট, ক্ষীরশাক ও তক্রপিণ্ড এই সকল দ্রব্য বৃষ্য, বৃংহণ, বলবর্দ্ধক, গুরু, শ্লেষ্ম জনক, হৃদ্য ও বায়ুপিত্ত নাশক । এই সকল দ্রব্য দীপ্তাগ্নি ও নিদ্রাহীন ব্যক্তির পক্ষে এবং বিদগ্ধ রোগে বিশেষ উপকারক । চিনি সংযুক্ত মোরট লঘু, বলকারক ও রুচ্য । ইহা ভোজনে মুখশোষ, তৃষ্ণা, দাহ, রক্তপিত্ত ও জ্বর নিবারণ হয় ।

সন্তানিকা ।

সন্তানিকা গুরুঃ শীতা বৃষ্যা পিত্তাস্র বাতনুৎ ।
তর্পণী বৃংহণী স্নিগ্ধা বলাস বল বর্দ্ধনী ॥

সর ।

সন্তানিকা অর্থাৎ সর গুরু, শীতল, বৃষ্য, তৃপ্তিজনক, বৃংহণ, স্নিগ্ধ, বলকারক, কফজনক, শুক্রোৎপাদক, বায়ুপ্রশমক ও রক্তপিত্ত নাশক ।

খণ্ডাদি যুক্ত দুগ্ধ গুণাঃ ।

খণ্ডেন সহিতং দুগ্ধং কফকৃৎ পবনাপহম্ ।
সিতা সিতোপলাযুক্তং শুক্রলং ত্রিদোষাপহম্ ॥
সগুড়ং মূত্রকৃচ্ছ্রঘ্নং পিত্তশ্লেষ্ম করং পরম্ ।

খণ্ডাদিযুক্ত দুগ্ধের গুণ ।

খণ্ডের (খাঁড়ের) সহিত দুগ্ধ পান করিলে কফ বৃদ্ধি ও বায়ু নাশ হয় । চিনি বা মিছরি সংযুক্ত দুগ্ধ শুক্রজনক ও ত্রিদোষ নাশক । গুড়ের সহিত পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ নিবারণ ও পিত্ত-শ্লেষ্মার বৃদ্ধি হয় ।

প্রভাতাদিভবং দুগ্ধম্ ।

রাত্রৌ চন্দ্র গুণাধিক্যাদ্ ব্যায়ামাকরণাত্তথা ।
প্রাভাতিকং তদা প্রায়ঃ প্রাদোষাদ্ গুরু শীতলম্ ॥
দিনকর করাঘাতাৎ ব্যায়ামানিল সেবনাৎ ।
প্রাভাতিকাত্তু প্রাদোষং লঘুবাত কফাপহম্ ॥

সময় বিশেষে দুগ্ধের গুণ ভেদ ।

রাত্রিকালে স্নিগ্ধতা হেতু ও শারীরিক শ্রমাদি বর্জ্জনহেতু প্রাতঃকালীন দুগ্ধ সন্ধ্যাকালের দুগ্ধ অপেক্ষা গুরু ও শীতল এবং সূর্য্য কিরণ ও ব্যায়াম সেবনাদি হেতু প্রদোষ কালের দুগ্ধ প্রাভাতিক দুগ্ধ অপেক্ষা লঘু ও বাত শ্লেষ্ম নাশক ।

দুগ্ধ সেবন সময় বিশেষেণ গুণমাহ।

বৃষ্যং বৃংহণমগ্নিদীপনকরং পূর্ব্বাহ্নকালে পয়ো
মধ্যাহ্নে তু বলাবহং কফহরং পিত্তাপহং দীপনম্।
বাল্যে বৃদ্ধিকরং ক্ষয়ক্ষয়করং বৃদ্ধেষু রেতোবহং
রাত্রৌ পথ্যমনেক দোষ শমনং ক্ষীরং সদা সেব্যতে॥

বদন্তি পেয়ং নিশি কেবলং পয়ো
ভোজ্যং ন তেনেহ সহৌদনাদিকম্।
ভবত্যজীর্ণে ন শয়ীত সর্ব্বথা
ক্ষীরস্য পীতস্য ন শেষ মুৎসৃজেৎ॥

বিদাহীন্যন্নপানানি দিবা ভুংক্তে হি যন্নরঃ।
তদ্বিদাহ প্রশান্ত্যর্থং রাত্রৌ ক্ষীরং সদা পিবেৎ॥
দীপ্তেঽনলে কৃশে পুংসি বালে বৃদ্ধে পয়ঃপ্রিয়ে।
মতং হিততমং পথ্যং সদ্যঃ শুক্রকরং যতঃ॥

সময় বিশেষে দুগ্ধ সেবনের গুণ।

প্রাতঃকালীন দুগ্ধ বৃষ্য, বৃংহণ ও অগ্নিদীপ্তিকর, মধ্যাহ্নে বলকারক, কফ পিত্ত নাশক ও দীপন, রাত্রি কালের দুগ্ধ পথ্য ও অনেক দোষ নিবারক। দুগ্ধ বালকের দেহ বৃদ্ধি, বৃদ্ধের শুক্র বৃদ্ধি ও ক্ষয়রোগ শান্তি করে।

অনেকে বলেন রাত্রিতে কেবল মাত্র দুগ্ধ পান করিবে, দুগ্ধের সহিত ভোজ্য দ্রব্য আহার করিবে না, অজীর্ণ হইলে কিয়ৎক্ষণ শয়ন করিবে না। দুগ্ধ পান করিয়া তাহার অবশিষ্ট রাখা উচিত নহে। দিবসে যে সকল বিদাহী অন্ন-পান সেবন করা যায়, তাহাদের বিদাহ শান্তির নিমিত্ত রাত্রিতে দুগ্ধ পান করা উচিত। দীপ্তাগ্নি, কৃশ, বালক, বৃদ্ধ ও দুগ্ধ প্রিয় ব্যক্তির পক্ষে দুগ্ধ অতি হিতকারী পথ্য, কারণ ইহা সদ্যঃ শুক্র-জনক।

মথিতস্য দুগ্ধস্য গুণাঃ।

ক্ষীরং গব্যমথাজং বা কোষ্ণং দণ্ডাহতং পিবেৎ।
লঘু বৃষ্যং জ্বরহরং বাত পিত্ত কফাপহম্॥

মথিত দুগ্ধের গুণ।

মথিত ঈষদুষ্ণ গোদুগ্ধ বা ছাগ দুগ্ধ লঘু, বৃষ্য ও ত্রিদোষ নাশক।

দুগ্ধফেনগুণাঃ।

গোদুগ্ধ প্রভবং কিংবা ছাগীদুগ্ধসমুদ্ভবম্।
ভবেৎ ফেনং ত্রিদোষঘ্নং রোচনং বলবর্দ্ধনম্॥
বহ্নিবৃদ্ধিকরং বৃষ্যং সদ্যস্তৃপ্তিকরং লঘু।
অতীসারেঽগ্নিমান্দ্যে চ জ্বরে জীর্ণে প্রশস্যতে॥

দুগ্ধফেন।

গোদুগ্ধ বা ছাগদুগ্ধের ফেন ত্রিদোষঘ্ন, রোচক, বলবর্দ্ধক, অগ্নিবৃদ্ধি কারক, বৃষ্য, সদ্যঃ তৃপ্তিকর ও লঘু। দুগ্ধফেন অতিসার, অগ্নিমান্দ্য ও জীর্ণ-জ্বরে বিশেষ উপকারক।

নিন্দিতং দুগ্ধম্।

বিবর্ণং বিরসং চাম্লং দুর্গন্ধং গ্রথিতং পয়ঃ।
বর্জ্জয়েদম্ললবণ যুক্তং বুদ্ধ্যাদিহৃদ্যতঃ॥

নিন্দিত দুগ্ধ।

বিবর্ণ, বিরস, অম্ল, দুর্গন্ধ, গ্রথিত (ছেঁড়া) ও অম্ল লবণযুক্ত দুগ্ধ বর্জ্জনীয়, কারণ উহা পান করিলে বুদ্ধি প্রভৃতি নষ্ট হয়।

ত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

দধিবর্গঃ।

দধ্নো গুণাঃ।

রুচ্যুষ্ণং দীপনং স্নিগ্ধং কষায়ানুরসং গুরু।
পাকেঽম্লং শ্বাস পিত্তাস্র শোথ মেদঃ কফপ্রদম্।

মূত্রকৃচ্ছ্রে প্রতিশ্যায়ে শীতগে বিষমে জ্বরে।
অতিসারেঽরুচৌ কার্শ্যে শস্যতে বলশুক্রকৃৎ॥

দধি।

দধি উষ্ণ, দীপন, স্নিগ্ধ, ঈষৎ কষায় রস, গুরু ও পাকে অম্ল। দধি ভোজনে শ্বাস, রক্তপিত্ত, শোথ, মেদঃ ও কফ জন্মিয়া থাকে। কিন্তু মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রতিশ্যায়, শীতসংযুক্ত বিষমজ্বর, অতিসার, অরুচি ও কার্শ্য রোগে দধি বলকারক ও শুক্র জনক হইয়া উপকার করে।

দধিভেদাঃ।

আদৌ মন্দং ততঃ স্বাদু স্বাদ্বম্লঞ্চ ততঃ পরম্।
অম্লং চতুর্থমত্যম্লং পঞ্চমং দধি পঞ্চধা॥

দধিভেদ।

মন্দ, স্বাদু, স্বাদ্বম্ল, অম্ল ও অত্যম্ল এই পাঁচ প্রকার দধি।

মন্দাদীনাং লক্ষণানি গুণাশ্চ।

মন্দং দুগ্ধবদব্যক্তরসং কিঞ্চিদ্ঘনং ভবেৎ।
মন্দং স্যাৎ সৃষ্টবিণ্মূত্রং দোষত্রয় বিদাহকৃৎ॥
যৎ সম্যগ্ঘনতাং যাতং ব্যক্তস্বাদুরসং ভবেৎ।
অব্যক্তাম্লরসং তত্তু স্বাদু বিজ্ঞেয়দাক্ষকম্॥
স্বাদু স্যাদত্যভিষ্যন্দি বৃষ্যং মেদঃ কফাবহম্।
বাতঘ্নং মধুরং পাকে রক্তপিত্ত প্রসাদনম্॥
স্বাদ্বম্লং সান্দ্র মধুরং কষায়ানুরসং ভবেৎ।
স্বাদ্বম্লস্য গুণা জ্ঞেয়াঃ সামান্য দধিবজ্জনৈঃ॥
যত্তিরোহিত মাধুর্য্যং ব্যক্তাম্লত্বং তদম্লকম্।
অম্লন্তু দীপনং পিত্তরক্ত শ্লেষ্ম বিবর্দ্ধনম্॥
তদত্যম্লং দন্ত রোমহর্ষ কণ্ঠাদি দাহকৃৎ।
অত্যম্লং দীপনং রক্তবাতপিত্ত করং পরম্॥

মন্দদধি প্রভৃতির গুণ।

মন্দদধি দেখিতে প্রায় দুগ্ধের ন্যায়, অব্যক্তস্বাদ ও কিঞ্চিৎ ঘন। মন্দ দধি মলমূত্র প্রবর্ত্তক, ত্রিদোষ জনক ও বিদাহী।

যাহা সম্যক রূপে ঘন হইয়াছে, স্পষ্ট স্বাদুরস উৎপন্ন হইয়াছে ও অম্লরস বিশেষ বোঝা যায় না তাহাকে স্বাদুদধি কহে। স্বাদু দধি অতিশয় অভিষ্যন্দী, বৃষ্য, মেদোবর্দ্ধক, কফজনক, বায়ুনাশক, পাকে মধুর ও রক্তপিত্ত শান্তিকর।

স্বাদ্বম্ল দধি ঘন, মধুর, ঈষৎ কষায় রস, ইহার গুণ সাধারণ দধির ন্যায় জানিবে। যাহার মিষ্টরস তিরোহিত হইয়াছে ও ব্যক্তরূপ অম্লরস উৎপন্ন হইয়াছে তাহাকে অম্ল দধি কহে। অম্ল দধি দীপন, রক্তপিত্ত বর্দ্ধক ও কফবৃদ্ধি কারক। অত্যম্ল দধি ভোজন করিলে দন্তহর্ষ, রোমাঞ্চ ও কণ্ঠাদিতে দাহ উপস্থিত হয়। এই রূপ দধি দীপন, অতিশয় রক্তপিত্ত জনক ও বাত রক্তোৎপাদক।

গোদধি গুণাঃ।

গব্যং দধি বিশেষেণ স্বাদ্বম্লঞ্চ রুচিপ্রদম্।
পবিত্রং দীপনং হৃদ্যং পুষ্টিকৃৎ পবনাপহম্॥
উক্তং দধ্না মশেষাণাং মধ্যে গব্যং গুণাধিকম্।

গোদধি।

গব্য দধি উত্তম স্বাদু, অম্ল, রুচিপ্রদ, পবিত্র, দীপন, হৃদ্য, পুষ্টিকারক ও বায়ুনাশক। সকল প্রকার দধির মধ্যে গব্য দধি উৎকৃষ্ট।

মাহিষদধি গুণাঃ।

মাহিষং দধি সুস্নিগ্ধং শ্লেষ্মলং বাতপিত্তকৃৎ।
স্বাদু পাক মভিষ্যন্দি বৃষ্যং গুর্ব্বস্র দূষকম্॥

মাহিষ দধি ।

মাহিষ দধি সুস্নিগ্ধ, কফজনক, বায়ু-পিত্ত নাশক, স্বাদু পাক, অভিষ্যন্দী, বৃষ্য, গুরু ও রক্তদূষক ।

ছাগীদধি ।

আজং দধ্যুত্তমং গ্রাহি লঘু দোষত্রয়াপহম্ ।
শস্যতে শ্বাস কাসার্শঃ ক্ষয়কার্শ্যেষু দীপনম্ ॥

ছাগদধি ।

ছাগদধি উত্তম গ্রাহী, লঘু, দীপন ও ত্রিদোষ নাশক । শ্বাস, কাস, অর্শঃ, ক্ষয়রোগ ও কার্শ্যরোগে ইহা প্রশস্ত ।

পক্বদুগ্ধদধি ।

পক্ব দুগ্ধভবং রুচ্যং দধিস্নিগ্ধং গুণোত্তমম্ ।
পিত্তানিলাপহং সর্ব্ব ধাত্বগ্নি বলবর্দ্ধনম্ ॥

পক্বদুগ্ধের দধি ।

পক্বদুগ্ধ জাত দধি রুচ্য, স্নিগ্ধ, উৎকৃষ্ট গুণবিশিষ্ট, বায়ুপিত্তনাশক সমুদায় ধাতু পুষ্টিকর, অগ্নিকারক ও বলবর্দ্ধক ।

নিঃসর দুগ্ধ দধি ।

অসারং দধি সংগ্রাহি শীতলং বাতলং লঘু ।
বিষ্টম্ভি দীপনং রুচ্যং গ্রহণী রোগনাশনম্ ॥

সরহীন দুগ্ধের দধি ।

নিঃসর দধি সংগ্রাহী, শীতল, বায়ু-জনক, লঘু, বিষ্টম্ভী, দীপন, রুচ্য ও গ্রহণী রোগ নাশক ।

গালিত দধি ।

গালিতং দধি সুস্নিগ্ধং বাতঘ্নং কফকৃদ্ গুরু ।
বলপুষ্টিকরং রুচ্যং মধুরং নাতি পিত্ত কৃৎ ॥

গালিত দধি ।

গালিত দধি সুস্নিগ্ধ, বাতঘ্ন, কফ-কারক, গুরু, বলকারক পুষ্টিকর, রুচ্য ও মধুর ইহা অধিক পিত্ত জনক নহে ।

শর্করাদি সহিত দধি ।

সশর্করং দধি শ্রেষ্ঠং তৃষ্ণা পিত্তাস্র দাহজিৎ ।
সগুড়ং বাতনুৎ বৃষ্যং বৃংহণং তর্পণং গুরু ॥

শর্করাদি সংযুক্ত দধি ।

চিনির সহিত দধি সেবনে তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত ও দাহ নিবারণ হয় । গুড় সংযুক্ত দধি বায়ুনাশক, বৃষ্য, বৃংহণ, তৃপ্তিকর ও গুরু ।

রাত্রৌ দধিভোজন নিষেধ ।

ন নক্তং দধিভুঞ্জীত নচাপ্য ঘৃতশর্করম্ ।
নামুদ্গযূষং নাক্ষৌদ্রং নোষ্ণং নামলকৈর্ব্বিনা ॥
তথা চ । শস্যতে দধিনো রাত্রৌ শস্তঞ্চাম্বু ঘৃতান্বিতম্ ।
রক্তপিত্ত কফোত্থেষু বিকারেষু তু নৈবতৎ ॥

রাত্রিতে দধি ভোজন করিবেনা যদি ভোজন করিতে হয় তাহা হইলে মুদ্গ যূষ, মধু বা আমলকের সহিত ভোজন করিবে, উষ্ণ করিয়া ভোজন করা নিষিদ্ধ ।

অন্যস্থলেও এই রূপ উক্ত আছে, যথা রাত্রিতে দধি ভোজন নিষিদ্ধ, কিন্ত জল ও ঘৃত সংযুক্ত করিয়া ভোজন

করিলে দোষাবহ হয় না। রক্তপিত্ত ও কফজ রোগ থাকিলে দধি একেবারে নিষিদ্ধ।

ঋতু বিশেষেণ বিধি নিষেধৌ।

হেমন্তে শিশিরে চাপি বর্ষাসু দধিশস্যতে।
শরদ্গ্রীষ্মবসন্তেষু প্রায়শস্তদ্বিগর্হিতম্॥

ঋতু বিশেষে বিধি নিষেধ।

হেমন্ত, শীত ও বর্ষাকালে দধি ভোজন প্রশস্ত এবং শরৎ, গ্রীষ্ম ও বসন্ত কালে দধি ভোজন প্রায় নিষিদ্ধ।

অবিধিনা দধি সেবনে দোষমাহ।

জ্বরাসৃক্পিত্তবীসর্পকুষ্ঠপাণ্ড্বাময়ভ্রমান্।
প্রাপ্নুয়াৎ কামলাঞ্চোগ্রাং বিধিং হিত্বা দধিপ্রিয়ঃ॥

বিধি লঙ্ঘন করিয়া দধি
ভোজনের ফল।

অবিধি মতে দধি ভোজন করিলে, জ্বর, রক্তপিত্ত, বীসর্প, কুষ্ঠ, পাণ্ডুরোগ, ভ্রম ও উৎকট কামলা রোগ উপস্থিত হয়।

সর মস্তু।

দধ্নস্তূপরি যো ভাগো ঘনঃ স্নেহসমন্বিতঃ।
স লোকে সর ইত্যুক্তো দধ্নো মণ্ডস্তু মস্তু চ॥
সরঃ স্বাদুর্গুরুর্বৃষ্যো বাতবহ্নিপ্রণাশন।
সাম্লো বস্তিপ্রশমনঃ পিত্তশ্লেষ্মবিবর্দ্ধনঃ॥
মস্তু ক্লমহরং বল্যং লঘুভক্তাভিলাষকৃৎ।
স্রোতোবিশোধনং হ্লাদি কফতৃষ্ণানিলাপহম্॥
অবৃষ্যং প্রীণনং শীঘ্রং ভিনত্তি মলসঞ্চয়ম্।

সর ও মস্তু।

দধির উপরিভাগে ঘন ও স্নেহ পদার্থ সংযুক্ত যে অংশ থাকে তাহাকে দধির সর এবং মণ্ডকে মস্তু বলে।

দধির সর স্বাদু, গুরু, বৃষ্য, বায়ুনাশক অগ্নিমান্দ্যকারক, অম্লরস বিশিষ্ট, বস্তি শোধক ও কফ পিত্তবর্দ্ধক। দধির মস্তু (মাত) ক্লান্তি নাশক, বলকর, লঘু, অন্নে রুচি প্রদ, স্রোতোবিশোধক, আহ্লাদ জনক, কফনাশক, তৃষ্ণানিবারক, বায়ুনাশক, বলহ্রাসকারী ও তৃপ্তি জনক। ইহা শীঘ্র মল সংঘাত ভেদ করে।

একত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

তক্রবর্গঃ।

তক্রম্।

ঘোলন্তু মথিতং তক্রমুদশ্বিচ্ছচ্ছিকাপি চ।
সসরং নির্জ্জলং ঘোলং মথিতং ত্বসরোদকম্॥
তক্রং পাদজলং প্রোক্তমুদশ্বিদর্দ্ধবারিকম্।
ছচ্ছিকা সারহীনা স্যাৎ স্বচ্ছা প্রচুরবারিকা॥
ঘোলন্তু শর্করাযুক্তং গুণৈর্জ্ঞেয়ং রসালবৎ।
বাতপিত্তহরং হ্লাদি মথিতং কফপিত্তনুৎ॥
তক্রং গ্রাহি কষায়াম্লং স্বাদুপাকরসং লঘুঃ।
বীর্য্যোষ্ণং দীপনং বৃষ্যং প্রীণনং বাতনাশনম্॥
গ্রহণ্যাদিমতাং পথ্যং ভবেৎ সংগ্রাহি লাঘবাৎ।
কিঞ্চ স্বাদুবিপাকিত্বাচ্চ পিত্তপ্রকোপনম্॥
কষায়োষ্ণবিপাকিত্বা রৌক্ষ্যাচ্চাপি কফাপহম্

ন তক্রসেবী ব্যথতে কদাচিৎ
ন তক্রদগ্ধাঃ প্রভবন্তি রোগাঃ।
যথা সুরাণামমৃতং সুখায়
তথা নরাণাং ভুবি তক্রমাহুঃ॥

উদশ্বিৎ কফকৃদ্বল্যং আমঘ্নং পরমং মতম্।
ছচ্ছিকা শীতলা লঘ্বী পিত্তশ্রমতৃষাপহা॥
বাতনুৎ কফকৃৎ সা তু দীপনী লবণান্বিতা।
সমুদ্ধৃতঘৃতং তক্রং পথ্যং লঘু বিশেষতঃ॥

স্তোকোদ্ধৃতঘৃতং তস্মাদ্ গুরু বৃষ্যং কফাবহম্।
অনুদ্ধৃতঘৃতং সান্দ্রং গুরু পুষ্টি কফপ্রদম্॥
বাতেঽম্লং শস্যতে তক্রং শুণ্ঠীসৈন্ধব সংযুতম্।
পিত্তে স্বাদু সিতাযুক্তং সব্যোষং সংধকে কফে॥
হিঙ্গুজীরযুতং ঘোলং সৈন্ধবেনচ সংযুতম্।
তক্রসারং কফং কোষ্ঠে হন্তি কণ্ঠে করোতি চ॥
পীনসে শ্বাস কাসাদৌ পক্বমেব প্রযুজ্যতে।
ভবেদতীব বাতঘ্নমর্শোঽতীসারহৃৎ পরম্॥
রুচ্যং পুষ্টিদং বল্যং বস্তিশূল বিনাশনম্।
মূত্রকৃচ্ছ্রে তু সগুড়ং পাণ্ডুরোগে সচিত্রকম্॥

ঘোল।

ঘোল, মথিত, তক্র, উদশ্বিৎ ও ছচ্ছিকা এই গুলি ইহার পর্য্যায়। সর সংযুক্ত নির্জ্জল দধির নাম ঘোল, সরহীন নির্জ্জল দধির নাম মথিত, চতুর্থাংশ জলসংযুক্ত দধির নাম তক্র, অর্দ্ধেক জল বিশিষ্ট দধির নাম উদশ্বিৎ, সারহীন দধির নাম ছচ্ছিকা এবং প্রচুর জল সংযুক্ত দধির নাম স্বাচ্ছা। শর্করা মিশ্রিত ঘোল রসালবৎ গুণকারী ও বায়ু পিত্ত নাশক ও আহ্লাদ জনক। মথিত কফ পিত্ত নাশক। তক্রগ্রাহী কষায় ও অম্লরস, জীর্ণ হইয়া স্বাদু রস হয়, ইহা লঘু, উষ্ণবীর্য্য, দীপন বৃষ্য, প্রীতিজনক বায়ু নাশক, গ্রহণী প্রভৃতি রোগে পথ্য লঘুত্ব হেতু সংগ্রাহী, জীর্ণ হইয়া স্বাদু কষায় ও উষ্ণ হয় বলিয়া এবং রুক্ষতা হেতু পিত্ত প্রকুপিত করে না এবং কফ নিবারণ করে।

তক্র সেবী ব্যক্তি কখন ব্যথিত হয় না, তক্র সেবনে রোগ সকল প্রবল হইতে পারেনা, অমৃত যে রূপ দেবতাগণের সুখ জনক, পৃথিবীতে তক্রও সেই রূপ মনুষ্য দিগের উপকারী।

উদশ্বিৎ কফকারক, বলকর ও উত্তম আমঘ্ন। ছচ্ছিকা শীতল, লঘু, পিত্তশ্রান্তি নাশক, তৃষ্ণা নিবারক, বায়ু নাশক ও কফ জনক। লবণ মিশ্রিত করিয়া তক্র সেবন করিলে অগ্নি দীপ্তি হয়।

তক্র হইতে সম্পূর্ণরূপ ঘৃত উদ্ধৃত করিয়া লইলে তাহা অতিশয় লঘু ও সুপথ্য হয়, অল্প পরিমাণে উদ্ধৃত করিলে উহা গুরু, বৃষ্য ও কফ জনক হয় এবং ঘৃত উদ্ধার না করিলে ঘন গুরু পুষ্টিকর ও শ্লেষ্ম বর্দ্ধক হয়।

বায়ু বৃদ্ধি হইলে শুণ্ঠী ও সৈন্ধব লবণের সহিত তক্র সেবন উপকারী, পিত্ত প্রবল হইলে স্বাদু চিনির সহিত এবং কফাধিক্যে শুণ্ঠী, পিপুল ও মরিচ চূর্ণের সহিত তক্র সুপথ্য। হিঙ্গু, জীরক ও সৈন্ধব সংযুক্ত ঘোল রুচি কারক, পুষ্টিকর, বলবর্দ্ধক, অতিশয় বাতঘ্ন এবং বস্তিশূল অর্শঃ ও অতিসার রোগে সুপথ্য। মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে গুড়ের সহিত ও পাণ্ডুরোগে চিতার মূলের সহিত সেবনীয়।

অপক্ক তক্র কোষ্ঠের কফনাশ ও কণ্ঠে কফসঞ্চয় করে। পীনস, শ্বাস ও কাসাদি রোগে পক্ক তক্র প্রশস্ত।

তক্রসেবন বিধিঃ।

শীতকালেঽগ্নিমান্দ্যে চ কফোত্থামাময়েষু চ।
অরুচৌ স্রোতসাং রোধে তক্রং স্যাদমৃতোপমম্॥
তত্তু হন্তি গরচ্ছর্দি প্রসেক বিষমজ্বরান্।
পাণ্ডুমেদো গ্রহণ্যর্শো মূত্রগ্রহ ভগন্দরান্॥
মেহং গুল্মমতীসারং শূল প্লীহোদরারুচী।
শ্বিত্রকোষ্ঠগতব্যাধীন্ কুষ্ঠশোথ তৃষাক্রিমীন্॥

নৈবতক্রং ক্ষতে দদ্যান্নোষ্ণকালে ন দুর্ব্বলে।
নমূর্চ্ছা ভ্রমদাহেষু ন রোগে রক্তপিত্তজে॥
বাতশ্লেষ্মাদি দধীন্যষ্টৌ তদ্বদ্গুণং তক্রমাদিশেৎ।

তক্র সেবন বিধি।

শীতকালে, মন্দাগ্নিতে বাতরোগে, অরুচিতে ও স্রোতঃ রুদ্ধ হইলে তক্র অমৃতের ন্যায় হিতকারী। তক্র সেবনে বিষ, বমি, প্রসেক, বিষমজ্বর, পাণ্ডু, মেদো রোগ, গ্রহণী, অর্শঃ, মূত্রগ্রহ, ভগন্দর, মেহ, গুল্ম, অতিসার, শূল, প্লীহা, উদর রোগ, অরুচি, শ্বিত্র, কোষ্ঠ গত ব্যাধি, কুষ্ঠ, শোথ, তৃষ্ণা ও ক্রিমি রোগ নিবারিত হয়। ক্ষত, দৌর্ব্বল্য, মূর্চ্ছা, ভ্রম, দাহ ও রক্তপিত্ত বিকারে এবং উষ্ণকালে তক্র অব্যবস্থেয়। যে রূপ গব্যাদি অষ্ট প্রকার দধি লিখিত হইয়াছে তাহাদের তংক্রেরও সেই সেই গুণ জানিবে।

দ্বাত্রিংশত্তমোঽধ্যায়।

নবনীতবর্গঃ।

নবনীতম্।

সুক্ষণং সরজং হৈয়ঙ্গবীনং নবনীতকম্।
নবনীতং হিতং গব্যং বৃষ্যং বর্ণবলাগ্নিকৃৎ॥
সংগ্রাহি বাতপিত্তাসৃক্ ক্ষয়ার্শোঽর্দ্দিত কাসহৃৎ।
তদ্ধিতং বালকে বৃদ্ধে বিশেষাদমৃতং শিশোঃ॥

গব্যনবনীত।

সুক্ষণ, সরজ, হৈয়ঙ্গবীন ও নবনীত এই গুলি ইহার পর্য্যায়।

গব্য নবনীত হিতজনক, বৃষ্য, লাবণ্যোৎপাদক, বলকারক, অগ্নিকর ও সংগ্রাহী। নবনীত ভক্ষণে বাতিক রক্তপিত্ত, ক্ষয়রোগ, অর্শঃ, অর্দ্দিত ও কাস রোগে উপকার দর্শে, ইহা বালক ও বৃদ্ধের পক্ষে উপকারক, বিশেষতঃ শিশুর পক্ষে অমৃত সদৃশ।

মাহিষ নবনীতকম্।

নবনীতং মহিষ্যাস্তু বাতশ্লেষ্মকরং গুরু।
দাহপিত্ত শ্রমহরং মেদঃ শুক্র বিবর্দ্ধনম্॥

মাহিষ নবনীত।

মাহিষ নবনীত বাতশ্লেষ্ম জনক ও গুরু। ইহা ভক্ষণ করিলে দাহ, পিত্ত ও শ্রম নিবারিত এবং মেদঃ ও শুক্র বর্দ্ধিত হয়।

পয়সোনবনীতকম্।

দুগ্ধোত্থং নবনীতং তু চক্ষুষ্যং রক্তপিত্তনুৎ।
বৃষ্যং বল্যমতি স্নিগ্ধং মধুরং গ্রাহি শীতলম্॥

দুগ্ধোৎপন্ন নবনীত।

দুগ্ধোত্থ নবনীত চক্ষুর স্বাস্থ্যকর, রক্তপিত্ত নাশক, বৃষ্য, বলকারক, অতিশয় স্নিগ্ধ, মধুর, গ্রাহী ও শীতল।

সদ্যঃসমুদ্ধৃত নবনীকম্।

নবনীতন্তু সদ্যস্কং স্বাদুগ্রাহি হিমং লঘু।
মেধ্যং কিঞ্চিৎ কষায়াম্ল মীষত্তক্রাংশ সংক্রমাৎ॥

সদ্য উদ্ধৃত নবনীত।

সদ্যোজাত নবনীত স্বাদু, গ্রাহী, শীতল, লঘু, স্মরণশক্তি বর্দ্ধক এবং অল্প পরিমাণে তক্র সংযোগ হেতু কিঞ্চিৎ অম্ল ও কষায়াস্বাদ।

চিরন্তন নবনীতম্।

নবনীত কটুকাম্লা স্যর্শোগ্নী কুষ্ঠকারকম্।
শ্লেষ্মলং গুরুমেদস্যং নবনীতং চিরন্তনম্।

চিরন্তন নবনীত।

অধিক দিবসের নবনীত শ্লেষ্ম জনক, গুরু, মেদো বর্দ্ধক এবং উহাতে ক্ষারগুণ কটু ও অম্লরস থাকাতে, সেবন করিলে বমি, অর্শ ও কুষ্ঠরোগ উৎপন্ন হইতে পারে।

ত্রয়স্ত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

ঘৃত বর্গঃ।

ঘৃতম্।

ঘৃত মাজ্যং হবিঃ সর্পিঃ কথ্যন্তে তদ্গুণা অথ।
ঘৃতং রসায়নং স্বাদু চক্ষুষ্যং বহ্নি দীপনম্।
শীতবীর্য্যং বিষালক্ষ্মী পাপপিত্তানিলাপহম্।
অল্পাভিষ্যন্দি কান্ত্যোজঃ তেজো লাবণ্য
বৃদ্ধিকৃৎ॥
স্বরস্মৃতিকরং মেধ্য মায়ুষ্যং বলকৃদ্গুরু।
উদাবর্ত্ত জ্বরোন্মাদ শূলানাহ ব্রণান্ হরেৎ।
স্নিগ্ধং কফকরং রুক্ষঃ ক্ষয় বীসর্প রক্তনুৎ।

ঘৃত।

ঘৃত, আজ্য, হবিঃ ও সর্পিঃ এই গুলি ইহার পর্য্যায়।

ঘৃত রসায়ন, স্বাদু, চক্ষুষ্য, অগ্নি-দীপ্তিকারক, শীতল বীর্য্য, বিষঘ্ন, দারিদ্র নাশক, পাপধ্বংসী, পিত্ত নাশক, বায়ু শান্তি কারক, অল্প অভিষ্যন্দী, লাবণ্য জনক, ওজোবর্দ্ধক, তেজস্কর, কান্তি কারক, বুদ্ধিউৎপাদক, স্বর বিশোধক, স্মরণশক্তি বর্দ্ধক, বায়ু বৃদ্ধিকর, বলকারক, গুরু, স্নিগ্ধ ও শ্লেষ্ম জনক, ঘৃত পান করিলে উদাবর্ত্ত, জ্বর, উন্মাদ, শূল, আনাহ, ব্রণ, উরঃক্ষত, বীসর্প ও রক্তদোষ উপশমিত হয়।

গব্য ঘৃতম্।

গব্যং ঘৃতং বিশেষেণ চক্ষুষ্যং বৃষ্য মগ্নিকৃৎ।
স্বাদুপাক রসং শীতং বাতপিত্ত কফাপহম্।
মেধা লাবণ্যকান্ত্যোজস্তেজো বৃদ্ধিকরং পরম্।
অলক্ষ্মী পাপরক্ষোঘ্নং বয়সঃ স্থাপকং গুরু।
বল্যং পবিত্র মায়ুষ্যং সুমঙ্গল্যং রসায়নম্।
সুগন্ধং রোচনং চারু সর্ব্বাজ্যেষু গুণাধিকম্।

গব্যঘৃত।

গব্যঘৃত চক্ষুর বিশেষ উপকারক, বৃষ্য, অগ্নিকারক, স্বাদুপাক, শীতল ও ত্রিদোষনাশক। ইহা মেধা, লাবণ্য, কান্তি, ওজঃ ও তেজঃ বর্দ্ধন করে, অলক্ষ্মী, পাপ ও রাক্ষস ভয় নিবারণ করে, গব্য ঘৃত বয়ঃস্থাপক, গুরু, বলকারক, পবিত্র, আয়ুষ্য, সুমঙ্গল জনক, রসায়ন, সুগন্ধ, রোচক ও মনোহর। গব্যঘৃত সকল ঘৃত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

মাহিষ ঘৃতম্।

মাহিষন্তু ঘৃতং স্বাদু পিত্তরক্তানিলাপহম্।
শীতলং শ্লেষ্মলং বৃষ্যং গুরুস্বাদু বিপচ্যতে।

মাহিষ ঘৃত।

মাহিষ ঘৃত স্বাদু, রক্তপিত্ত শান্তিকর, বায়ুনাশক, শীতল শ্লেষ্মকারক, বৃষ্য ও গুরু, ইহা জীর্ণ হইলে স্বাদু হয়।

ছাগী ঘৃতম্ ।

আজমাজ্যং করোত্যগ্নিং চক্ষুষ্যং বলবর্দ্ধনম্ ।
কাসে শ্বাসে ক্ষয়ে চাপি হিতং পাকে ভবেৎকটু ॥

ছাগঘৃত ।

ছাগদধি উত্তম গ্রাহী, লঘু, দীপন ও ত্রিদোষ নাশক । শ্বাস, কাস, অর্শঃ ক্ষয়রোগ ও কার্শ্য রোগে ইহা প্রশস্ত ।

উষ্ট্রী ঘৃতম্ ।

উষ্ট্রং কটু ঘৃতং পাকে শোষক্রিমি বিষাপহম্ ।
দীপনং কফবাতঘ্নং কুষ্ঠগুল্মোদরাপহম্ ॥

উষ্ট্রী ঘৃত ।

উষ্ট্রী ঘৃত দীপন ও বাতশ্লেষ্ম নাশক [illegible] হইয়া কটুরস প্রাপ্ত হয়, ইহা পান করিলে শোষ, ক্রিমি, বিষ, কুষ্ঠ, গুল্ম ও উদররোগ নষ্ট হয় ।

আবিক ঘৃতম্ ।

পাকে লঘ্বাবিকং সর্পি সর্ব্বরোগ নিবারণম ।
বৃদ্ধিং করোতি চাস্থ্নামশ্মরী শর্করাপহম্ ॥
চক্ষুষ্যমগ্নিধুক্ষণং বাতদোষ নিবারণম ।

মেষ ঘৃত ।

মেষ ঘৃত লঘু পাক, সর্ব্বরোগ নাশক, অস্থিবর্দ্ধক, চক্ষুষ্য ও অগ্নিবর্দ্ধক । মেষ ঘৃত পান করিলে, অশ্মরী, শর্করা ও বাত দোষ নিবারণ হয় ।

নারী ঘৃতম্ ।

পাকেহনিলে যোনিদোষে পিত্তে রক্তে চ তদ্ধিতম্ ।
চক্ষুষ্যমাজ্যং স্ত্রীণাং যা সর্পিঃ স্যাদমৃতোপমম্ ॥

নারী ঘৃত ।

কফাধিক্য, বায়ুবৃদ্ধি, যোনিদোষ, পিত্ত প্রকোপ ও রক্তদোষে মনুষ্য ঘৃত বিশেষ উপকারক । ইহা চক্ষুষ্য ও অমৃত সদৃশ; অন্য ঘৃতও এই সকল স্থলে উপকারক ।

অশ্বী ঘৃতম্ ।

বৃদ্ধিং করোতি দেহাগ্নের্লঘু পাকে বিষাপহম্ ।
তর্পণং নেত্ররোগঘ্নং দাহনুদ্ বড়বা ঘৃতম্ ॥

অশ্বী ঘৃত ।

অশ্বঘৃত লঘুপাক, দেহ পুষ্টিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, বিষঘ্ন, তৃপ্তি জনক, চক্ষুরোগ নাশক ও দাহ নিবারক ।

দুগ্ধ ঘৃতম্ ।

ঘৃতং দুগ্ধভবং গ্রাহি শীতলং নেত্ররোগহৃৎ ।
নিহন্তি পিত্তদাহাস্র মদমূর্চ্ছা ভ্রমানিলান্ ॥

দুগ্ধভব ঘৃত ।

দুগ্ধজাত ঘৃত গ্রাহী ও শীতল, পান-করিলে নেত্ররোগ, পৈত্তিক দাহ, রক্ত-দোষ মদ মূর্চ্ছা, ভ্রমরোগ ও বায়ু নষ্ট হয় ।

হ্যাস্তন দধিজ ঘৃতম্ ।

হ্যস্তনদুগ্ধোত্থং তৎস্যাদ্ধৈয়ঙ্গবীনকম্ ।
হৈয়ঙ্গবীনং চক্ষুষ্যং দীপনং রুচিকৃৎ পরম্ ॥
বলকৃদ্বৃংহণং বৃষ্যং বিশেষাৎ জ্বরনাশনম্ ।

পূর্ব্ব দিবসীয় দধিজাত অর্থাৎ সদ্যোজাত ঘৃত ।

সদ্যোজাত ঘৃতকে হৈয়ঙ্গবীন বলে । হৈয়ঙ্গবীন চক্ষুষ্য, দীপন, অতিশয় রুচি-কারক, বলকারক, বৃংহণ, বৃষ্য ও বিশেষ জ্বরঘ্ন ।

পুরাণ ঘৃতম্।

বর্ষাদূর্দ্ধং ভবেদাজ্যং পুরাণং ত্রিদোষনুৎ।
মূর্চ্ছাকুষ্ঠ বিষোন্মাদাপস্মার তিমিরা পহম্॥
যথা যথাঽখিলং সর্পিঃ পুরাণ মধিকং ভবেৎ।
তথা তথা গুণৈঃ স্বৈঃ স্বৈ রধিকং তদুদাহৃতম্॥

পুরাতন ঘৃত।

প্রস্তুত হইবার পর একবৎসর অতীত হইলেই ঘৃতকে পুরাতন কহা যায়। পুরাতন ঘৃত ত্রিদোষ নাশক। ইহা ব্যবহার করিলে মূর্চ্ছা, কুষ্ঠ, বিষ, উন্মাদ, অপস্মার ও ভ্রমরোগ নষ্ট হয়। ঘৃত সমুদায় যত পুরাতন হইবে, ততই তাহাদের গুণ বৃদ্ধি হয়।

নূতন ঘৃতস্য বিষয়াঃ।

যোজ্যমেব নবাজ্যং ভোজনে তর্পণে শ্রমে।
বলক্ষয়ে পাণ্ডুরোগে কামলানেত্ররোগয়োঃ॥

নূতন ঘৃত সেবন স্থল।

ভোজন বা শৈত্য করণার্থ এবং শ্রম, বলক্ষয়, পাণ্ডুরোগ, কামলা ও চক্ষুরোগে নূতন ঘৃত ব্যবস্থেয়।

ঘৃত প্রয়োগস্য বিষয়াঃ।

রাজযক্ষ্মণি বালে চ বৃদ্ধে শ্লেষ্মকৃতে গদে।
রোগে সামে বিসূচ্যাঞ্চ বিবন্ধে চ মদাত্যয়ে॥
জ্বরে চ দহনে মন্দে ন সর্পির্বহুমন্যতে।

ঘৃত প্রয়োগের বিষয়।

রাজযক্ষ্মা রোগে, বালক বা বৃদ্ধের পক্ষে, কফজ রোগে, তরুণ রোগে, বিসূচীতে, মলাদি রোধে, মদাত্যয় রোগে, জ্বরে ও অগ্নি মান্দ্যে ঘৃত প্রশস্ত নহে।

চতুস্ত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

ইক্ষুবর্গঃ।

ইক্ষুঃ।

ইক্ষু দীর্ঘচ্ছদঃ প্রোক্ত স্তথা ভূমি রসোঽপি চ।
গুড় মূলোঽসিপত্রশ্চ তথা মধুতৃণঃ স্মৃতঃ॥
ইক্ষবো রক্তপিত্তঘ্না বল্যা বৃষ্যা কফপ্রদাঃ।
স্বাদু পাক রসাঃ স্নিগ্ধা গুরবো মূত্রলা হিমাঃ।

ইক্ষু।

পর্য্যায়। ইক্ষু, দীর্ঘচ্ছদ, ভূমিরস, গুড়মূল, অসিপত্র ও মধুতৃণ।

গুণ। ইক্ষু রক্তপিত্ত নাশক, বলকারক, বৃষ্য, কফজনক, স্বাদু পাক, স্নিগ্ধ, গুরু, মূত্রকারক ও শীতল।

ইক্ষুভেদঃ।

পৌণ্ড্রকো ভীরুকশ্চাপি বংশকঃ শতপোরকঃ।
কান্তার স্তাপসেক্ষুশ্চ কাষ্ঠেক্ষুঃ সূচিপত্রকঃ॥
নৈপালো দীর্ঘপত্রশ্চ নীলপোরোঽথ কোশকঃ।
ইত্যেতা জাতয়ঃ স্বাং কথয়ামি গুণানপি॥

ইক্ষুভেদ।

পৌণ্ড্রক, ভীরুক, বংশক, শতপোর কান্তার, তাপসেক্ষু, কাষ্ঠেক্ষু, সূচিপত্রক, নৈপাল, দীর্ঘপত্র, নীলপোর ও কোশক এই কয়েক জাতীয় ইক্ষু আছে।

পৌণ্ড্রক ভীরুকশ্চ।

বাতপিত্ত প্রশমনো মধুরো রস পাকয়োঃ।
সুশীতো বৃংহণো বল্যঃ পৌণ্ড্রকো ভীরুকস্তথা॥

শ্যামসাড়া ও সাচি ইক্ষু।

পৌণ্ড্রক ও ভীরুক এই উভয় বিধ

ইক্ষু মধুরাস্বাদ স্বাদুপাক, বায়ু পিত্ত শান্তিকর, সুশীতল, বৃংহণ ও বলকারক।

কোশকারঃ।

কোশকারো গুরু শীতো রক্তপিত্ত ক্ষয়াপহঃ।

কুশুই।

কোশকার ইক্ষু, গুরু, শীতল, রক্তপিত্ত নাশক ও ক্ষয় রোগ শান্তিকর।

কান্তার।

কান্তারেক্ষু গুরু র্বৃষ্যঃ শ্লেষ্মলো বৃংহণঃ সরঃ॥

কৃষ্ণইক্ষু।

কান্তারেক্ষু, গুরু, বৃষ্য, শ্লেষ্মল, বৃংহণ ও সর।

দীর্ঘপোর বংশকশ্চ।

দীর্ঘপোরঃ সুকঠিনঃ সক্ষারো বংশকঃ স্মৃতঃ।

দীর্ঘপোর ও বংশক।

দীর্ঘপোর সুকঠিন ও বংশক ইক্ষু ক্ষার বিশিষ্ট। ইহাদিগকে বম্বাই ইক্ষু কহে।

শতপোরঃ।

শতপর্ব্বা ভবেৎ কিঞ্চিৎ কোশকার গুণান্বিতঃ।
বিশেষাৎ কিঞ্চি দুষ্ণশ্চ সক্ষারঃ পবনাপহঃ॥

শতপোরক।

শতপোরক অল্প পরিমাণে কোষকার ইক্ষুর ন্যায় গুণ বিশিষ্ট অধিকন্তু ইহা কিঞ্চিৎ উষ্ণ, ক্ষার বিশিষ্ট ও বায়ু নাশক।

তাপসেক্ষু।

তাপসেক্ষু ভবেন্মৃদ্বী মধুরা শ্লেষ্মকোপনী।
তর্পণী রুচিকৃচ্চাপি বৃষ্যা চ বলকারিণী॥

চিনেরবোম্বাই।

তাপসেক্ষু মৃদু, মধুর, শ্লেষ্ম প্রকোপক, তৃপ্তিকারক রুচিপ্রদ, বৃষ্য ও বলকারক।

কাণ্ডেক্ষু।

এবং গুণৈস্তু কাণ্ডেক্ষুঃ সতু বাতপ্রকোপনঃ।

কাণ্ডেক্ষু।

কাণ্ডের গুণ তাপসেক্ষুর ন্যায় কিন্তু ইহা বায়ুপ্রকোপক।

সূচীপত্রনৈপাল দীর্ঘপত্র নীল পোরকাণাং গুণাঃ।

সূচীপত্রো নীলপোরো নৈপালো দীর্ঘপত্রকঃ॥
বাতলাঃ কফপিত্তঘ্নাঃ সকষায়া বিদাহিনঃ।

সূচীপত্র, নৈপাল, দীর্ঘপত্র, নীলপোরক ইক্ষু।

ইহারা বায়ু জনক, পিত্তশ্লেষ্ম নাশক, কষায় ও বিদাহী।

মনোগুপ্তা।

মনোগুপ্তা বাতহরী তৃষ্ণাদয় বিনাশিনী।
সুশীতা মধুরাতীব রক্তপিত্ত প্রণাশিনী॥

মনোগুপ্তা ইক্ষু।

মনোগুপ্তা, বায়ু নাশক, তৃষ্ণারোগ নাশক, সুশীতল, অতি মধুর ও রক্ত পিত্ত নিবারক।

বাল যুবা বৃদ্ধেক্ষু গুণাঃ।

বাল ইক্ষুঃ কফং কুর্য্যান্মেদোমেহকরশ্চ সঃ।
যুবা তু বাতহৃৎ স্বাদুরীষত্তীক্ষ্ণশ্চ পিত্তনুৎ ॥
রক্তপিত্তহরো বৃদ্ধঃ ক্ষতহৃদ্বলবীর্য্যকৃৎ।

অবস্থাভেদে ইক্ষুর গুণ।

বাল ইক্ষু শ্লেষ্মোৎপাদক, মেদোবর্দ্ধক ও মেহ রোগ জনক। যুবা ইক্ষু বায়ু নাশক, স্বাদু, ঈষৎ তীক্ষ্ণ ও পিত্তঘ্ন। বৃদ্ধ ইক্ষু রক্ত নাশক, ক্ষত নিবারক, বলপ্রদ ও বীর্য্যোৎপাদক।

অঙ্গভেদেন ভেদঃ।

মূলেতু মধুরোঽত্যর্থং মধ্যেঽপি মধুরঃ স্মৃতঃ।
অগ্রে গ্রন্থিষু বিজ্ঞেয় ইক্ষুঃ পটুরসো জনৈঃ ॥

অঙ্গভেদে গুণ।

ইক্ষুর মূলে অতিশয় মধুর রস, মধ্যে মধুর ও অগ্রস্থিত গ্রন্থিতে লবণ রস বিদ্যমান থাকে।

দন্তপীড়িতেক্ষু রসস্য গুণাঃ।

দন্তনিষ্পীড়িতস্যেক্ষো রসঃ পিত্তাস্রনাশনঃ।
শর্করাসমবীর্য্যঃ স্যাদবিদাহী কফপ্রদঃ ॥

দন্তনিপীড়িত ইক্ষু রস।

দন্ত চর্ব্বিত ইক্ষুর রস রক্তপিত্ত নাশক, শর্করার ন্যায় বীর্য্য বিশিষ্ট, অবিদাহী ও শ্লেষ্ম জনক।

যন্ত্রনিষ্পীড়িতেক্ষুরসস্য গুণাঃ।

মূলাগ্রজন্তুজগ্ধাদি পীড়নান্মলসঙ্করাৎ।
কিঞ্চিৎ কালবিধৃত্যা চ বিকৃতিং যাতি যান্ত্রিকঃ।
তস্মাদ্বিদাহী বিষ্টম্ভী গুরুঃ স্যাদ্ যান্ত্রিকো রসঃ।

যন্ত্র নিষ্পীড়িত ইক্ষুর রস।

ইক্ষুর মূল ও অগ্রস্থিত জন্তু এবং গ্রন্থি সকল নিষ্পেষিত হওয়াতে ও মলাদি মিশ্রিত থাকাতে এবং কিছু ক্ষণ কাল রাখিলে অবস্থিত থাকাতে যান্ত্রিক রস বিকৃত হইয়া উঠে। সেই হেতু উক্ত রূপ রস বিদাহী, বিষ্টম্ভী ও গুরু।

পর্য্যুষিতেক্ষু রসস্য গুণাঃ।

রসঃ পর্য্যুষিতো নেষ্টোঽম্লো বাতাপহো গুরুঃ।
কফপিত্তকরঃ শোষী ভেদনশ্চাতিমূত্রলঃ ॥

পর্য্যুষিত (বাসি) ইক্ষুরস।

বাসি হইলে ইক্ষুরস বিকৃত হইয়া উঠে, তাদৃশ রস অম্লাস্বাদ, বায়ুনাশক গুরু, পিত্তশ্লেষ্মকারক, শোষক, ভেদক ও অতিশয় মূত্রকারক।

পাক্যস্যেক্ষুরসস্যগুণাঃ।

পক্বো রসো গুরুঃ স্নিগ্ধঃ সুতীক্ষ্ণঃ কফবাতনুৎ।
গুল্মানাহপ্রশমনঃ কিঞ্চিৎ পিত্তকরঃ স্মৃতঃ ॥

পক্ক ইক্ষুরস।

ইক্ষুরস অগ্নিতে পাক করিলে গুরু, স্নিগ্ধ, সুতীক্ষ্ণ, বাতশ্লেষ্ম নাশক, গুল্ম নাশক ও কিঞ্চিৎ পিত্তকর হয়।

ইক্ষুরসস্য বিকারাণাং গুণাঃ।

ইক্ষোর্বিকারাস্তৃড়্দাহমূর্চ্ছাপিত্তাস্রনাশনাঃ।
গুরবো মধুরা বল্যাঃ স্নিগ্ধা বাতহরাঃ সরাঃ ॥
বৃষ্যা মোহহরাঃ শীতা বৃংহণা বিষহারিণঃ।

ইক্ষুরসের বিকারের অর্থাৎ
গুড়াদির গুণ ।

ইক্ষু বিকার গুরু, মধুর, বলকারক, স্নিগ্ধ, বায়ু নাশক, সর, বৃষ্য, মোহনাশক শীতল, বৃংহণ ও বিষঘ্ন, সেবন করিলে তৃষ্ণা, দাহ, মূর্চ্ছা ও রক্তপিত্ত রোগ নিবারিত হয় ।

ফাণিতঃ

ইক্ষোঃ রসস্তু যঃ পক্কঃ কিঞ্চিদ্গাঢ়ো বহুদ্রবঃ ।
স এবেক্ষুবিকারেষু খ্যাতঃ ফাণিতসংজ্ঞয়া ॥
ফাণিতং গুর্ব্বভিষ্যন্দি বৃংহণং কফশুক্রকৃৎ ।
বাতপিত্তশ্রমান্ হন্তি মূত্রবস্তিবিশোধনম্ ॥

ফাণি (ইক্ষু বিকার বিশেষ) ।

কিঞ্চিৎ গাঢ় ও বহুদ্রব বিশিষ্ট পক্ক ইক্ষুরসকে ফাণিত বলে ।

ফাণিত গুরু, অভিষ্যন্দী বৃংহণ, কফজনক ও শুক্রোৎপাদক । ইহা বায়ু, পিত্ত, শ্রম, মূত্রবিরক্তি ও বস্তিদোষ নিবারণ করে ।

মৎস্যণ্ডী

ইক্ষোরসো যঃ সম্পক্বো ঘনঃ কিঞ্চিদ্দ্রবান্বিতঃ ।
মন্দং স্যন্দতে তস্মাৎ স মৎস্যণ্ডী নিগদ্যতে ॥
মৎস্যণ্ডী ভেদিনী বল্যা লঘ্বী পিত্তানিলাপহা ।
মধুরা বৃংহণী বৃষ্যা রক্তদোষাপহা স্মৃতা ॥

মৎস্যণ্ডিকা (মিছরি) ।

কিঞ্চিৎদ্রব বিশিষ্ট পক্ক ঘন ইক্ষুরসের নাম মৎস্যণ্ডী (মিছরি), মন্দ স্যন্দন কারণ হেতু ইহার নাম মৎস্যণ্ডী ।

মৎস্যণ্ডী ভেদক বলকর, লঘু, বায়ু পিত্ত নাশক, মধুর, বৃংহণ, বৃষ্য ও রক্তদোষ নিবারক ।

গুড়ঃ ।

ইক্ষোরসো যঃ সম্পক্বো জায়তে লোষ্ট্রবদ্দৃঢ়ঃ ।
স গুড়ো গৌড়দেশে তু মৎস্যণ্ড্যেব গুড়োমতঃ ॥
গুড়ো বৃষ্যো গুরুঃ স্নিগ্ধো বাতঘ্নো মূত্রশোধনঃ ।
নাতিপিত্তহরো মেদঃ কফকৃমিবলপ্রদঃ ॥

গুড় ।

ইক্ষুরস পাক করিয়া লোষ্টের ন্যায় দৃঢ় করিলে তাহাকে গুড় বলা যায় গৌড় দেশে মৎস্যণ্ডী অর্থাৎ মিছরিকে গুড় বলে ।

গুড় বৃষ্য, গুরু, স্নিগ্ধ, বাতঘ্ন, মূত্র বিশুদ্ধিকারক, মেদোবর্দ্ধক শ্লেষ্মকারক, ক্রিমিজনক ও বলকর, ইহা বিশেষ পিত্তঘ্ন নহে ।

পুরাতন গুড়ঃ ।

গুড়ো জীর্ণো লঘুঃ পথ্যোঽনভিষ্যন্দ্যগ্নিপুষ্টিকৃৎ ।
পিত্তঘ্নো মধুরো বৃষ্যো বাতঘ্নোঽসৃক্প্রসাদনঃ ॥

পুরাতন গুড় ।

জীর্ণ গুড় লঘু পথ্য, অনভিষ্যন্দী, অগ্নিকারক পুষ্টিকর, পিত্তঘ্ন, মধুর, বৃষ্য, বায়ু নাশক ও রক্ত প্রসন্নতা কারক ।

নবীন গুড়ঃ ।

গুড়োনবঃ কফশ্বাস ক্রিমিকরোঽগ্নিকৃৎ ।
শ্লেষ্মাণ মাশু বিনিহন্তি সদার্দ্রকেণ
পিত্তং নিহন্তি চ তদেব হরীতকীভিঃ ।
শুণ্ঠ্যা সমং হরতি বাতমশেষমিত্থং
দোষত্রয়ক্ষয়করায় নমো গুড়ায় ॥

নূতন গুড়।

নূতন গুড় অগ্নিকারক ইহা ভক্ষণ করিলে কফ শ্বাস ও ক্রিমি উপস্থিত হয়।

নিত্য আর্দ্রকের সহিত গুড় ভক্ষণ করিলে শ্লেষ্মা নষ্ট হয়, হরীতকীর সহিত গুড় ভক্ষণে পিত্তনাশ ও শুণ্ঠীর সহিত ভক্ষণে অশেষ বাতরোগ নাশ হয়, অতএব হে ত্রিদোষঘ্ন গুড়! তোমাকে নমস্কার করি।

খণ্ডম্।

খণ্ডন্তু মধুরং বৃষ্যং চক্ষুষ্যং বৃংহণং হিমম্
বাতপিত্তহরং স্নিগ্ধং বল্যং বান্তিহরং পরম্॥

খাঁড়গুড়।

ইহা মধুর বৃষ্য, চক্ষুষ্য, বৃংহণ, শীতল, বায়ুপিত্ত নাশক, স্নিগ্ধ, বলকারক ও বমন নিবারক।

সিতা।

খণ্ডন্তু সিকতারূপং সুশ্বেতং শর্করা সিতা।
সিতা সুমধুরা রুচ্যা বাতপিত্তাস্রদাহহৃৎ॥
মূর্চ্ছাচ্ছর্দিজ্বরান্ হন্তি সুশীতা শুক্রকারিণী।

চিনি।

খণ্ডকে পাক দ্বারা নির্ম্মলীকৃত করিলে তাহাকে চিনি বলে চিনি সুন্দর শ্বেতবর্ণ চিনির সংস্কৃত নাম শর্করা ও সিতা।

চিনি সুমধুর, রুচ্য, বায়ুপিত্ত নাশক রক্তদোষ নিবারক, দাহ শান্তিকর, সুশীতল ও শুক্রজনক ইহা ভক্ষণ করিলে মূর্চ্ছা, বমন ও জ্বর নিবারণ হয়।

সিতোপলম্।

ভবেৎ পুষ্পসিতা শীতা রক্তপিত্তহরী লঘুঃ।
সিতোপলা সরা লঘ্বী বাতপিত্তহরী হিমা॥

চিনি ও মিছরি গুণ।

চিনি শীতল রক্ত পিত্ত নাশক ও লঘু মিছরি সর, লঘু, বায়ুপিত্ত নাশক ও শীতল।

মধুশর্করা।

মধুজা শর্করা রূক্ষা কফপিত্তহরী গুরুঃ।
ছর্দ্যতীসারতৃড়্দাহরক্তহৃৎ তুবরা হিমা॥

মধু হইতে প্রস্তুত শর্করা।

মধুজাত শর্করা রূক্ষ, পিত্তশ্লেষ্ম নাশক, গুরু, কষায় ও শীতল। ইহা ভক্ষণ করিলে বমি, অতীসার, তৃষ্ণা, দাহ ও রক্ত দোষ নিবারণ হয়।

যথা যথৈষাং নৈর্ম্মল্যং মধুরত্বং তথা তথা।
স্নেহলাঘবশৈত্যানি সরত্বঞ্চ তথা তথা॥

উল্লিখিত ইক্ষুবিকার সমস্ত যত নির্ম্মল হইবে ততই মধুর, স্নিগ্ধ, লঘু, শীতল ও সর হইবে।

পঞ্চত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

মধু বর্গঃ।

মধু

মধু মাক্ষিকমাক্ষৌকং ক্ষৌদ্রং সারঘমিত্যপি।
মক্ষিকাবরটীভৃঙ্গবান্তং পুষ্পরসোদ্ভবম্॥
মধু শীতং লঘু স্বাদু রূক্ষং গ্রাহি বিলেখনম্।
চক্ষুষ্যং দীপনং স্বর্য্যং ব্রণশোধনরোপণম্॥
সৌকুমার্য্যকরং সূক্ষ্মং পরং স্রোতো-
বিশোধনম্।

ক্ষৌদ্র মধু।

সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম কপিলবর্ণ মক্ষিকাকে ক্ষুদ্রাবলে, ক্ষুদ্রাদিগের সঞ্চিত মধুকে ক্ষৌদ্র বলে। ইহার বর্ণ কপিল।

ইহার গুণ মাক্ষিক মধুর ন্যায়, অধিকন্তু ইহা মেহ নাশক।

পৌত্তিকম্।

কৃষ্ণা যা মশকোপমা লঘুতরা প্রায়ো মহাপীড়কা
বৃক্ষাণাং কুহরান্তরেষু গতাঃ পুষ্পাসবং কুর্ব্বতে ॥
তাস্তজ্জৈরিহ পুত্তিকা নিগদিতা স্তাভিঃ কৃতং সাপধা
তুল্যং যৎ মধু বর্জ্জনেচর জনৈঃ সংকীর্ত্তিতং পৌত্তিকম্ ॥
পৌত্তিকং লঘু রুক্ষোষ্ণং পিত্তদাহাস্রবাতকৃৎ।
বিদাহী মেহকৃচ্ছ্রঘ্নং গ্রন্থিক্ষতশোষি চ ॥

পৌত্তিক মধু।

যে সকল মশক সদৃশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মক্ষিকা বৃক্ষ কোটরে মধু চক্র প্রস্তুত করিয়া মধু সঞ্চয় করে তাহাদিগকে পুত্তিকা কহে। ইহাদের কর্ত্তৃক সঞ্চিত ঘৃত সদৃশ মধুকে তদ্বনবাসি লোকে পৌত্তিক মধু বলে।

পৌত্তিক মধু রুক্ষ, উষ্ণ ও বিদাহী। ইহা পৈত্তিক দাহ, বাতরক্ত, মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, গ্রন্থি ও চর্ম্মের ক্ষত নিবারণ করে।

ছাত্রম্।

বরটাঃ কপিলাঃ পীতাঃ প্রায়ো হিমবতো বনে।
কুর্ব্বন্তি ছত্রকাকারাং তজ্জং ছাত্রং মধু স্মৃতম্ ॥
ছাত্রং কপিল পীতং স্যাৎ পিচ্ছিলং শীতলং গুরু।
স্বাদুপাকং ক্রিমিশ্বিত্রং রক্তপিত্ত প্রমেহ জিৎ ॥
ভ্রমতৃণ্মোহ বিষহৃৎ তর্পণঞ্চ গুণাধিকম্।

ছাত্র মধু।

কপিল ও পীতবর্ণ বরটা সকল প্রায় হিমালয় পর্ব্বতের বনে ছত্রাকার চক্র প্রস্তুত করে, তদুৎপন্ন মধুকে ছাত্র মধু কহে।

ছত্র মধু কপিল ও পীতবর্ণ পিচ্ছিল, শীতল, গুরু, স্বাদু পাক, ক্রিমি নাশক, তৃপ্তি জনক ও উৎকৃষ্ট গুণ বিশিষ্ট ইহা ব্যবহারে রক্তপিত্ত, প্রমেহ, ভ্রম, তৃষ্ণা মোহ ও বিষ নষ্ট হয়।

আর্ঘ্যম্।

মধূকবৃক্ষ নির্য্যাসং জরৎকারাশ্রমোদ্ভবম্।
স্রবত্যাহুস্তদার্ঘ্যং শ্বেতকং মালবে পুনঃ ॥
তীক্ষ্ণতুণ্ডাস্তু যাঃ পীতা মক্ষিকা ষট্পদোপমাঃ।
অর্ঘ্যাস্তাস্তৎকৃতং যত্তদার্ঘ্যমিত্যপরে জগুঃ ॥
আর্ঘ্যং মধ্বতিচক্ষুষ্যং কফপিত্তহরং পরম্।
কষায়ং কটুকং পাকে তিক্তঞ্চ বলপুষ্টিকৃৎ ॥

আর্ঘ্য মধু।

জরৎকারু মুনির আশ্রমোৎপন্ন মধূক বৃক্ষের (মউল গাছের) নির্য্যাসকে স্রবন্তী ও অর্ঘ্য কহে, মালব দেশে ইহা শ্বেতক নামে প্রসিদ্ধ। অপরে এই কথা বলেন যে তীক্ষ্ণ তুণ্ড বিশিষ্ট পীতবর্ণ ভ্রমর সদৃশ মক্ষিকা গণকে আর্ঘ্য ও তাহাদের সঞ্চিত মধুকে আর্ঘ্য মধু কহে।

এই মধু চক্ষের অতিশয় হিত কারী, শ্রেষ্ঠ কফপিত্ত নাশক, কষায়, কটু পাক, তিক্ত, বলপ্রদ ও পুষ্টি কর।

ঔদ্দালকম্ ।

প্রায়োবল্মীক মধ্যস্থাঃ কপিলাঃ স্বল্পকীটকাঃ ।
কুর্বন্তি কপিলং স্বল্পং তৎস্যাদৌদ্দালকং মধু ॥
ঔদ্দালকং রুচিকরং স্বর্য্যং কুষ্ঠ বিষাপহম্ ।
কষায়মুষ্ণ মম্লঞ্চ কটুপাকঞ্চ পিত্তকৃৎ ॥

উদ্দালক মধু ।

বল্মীক (উইএর মাটি স্থিত কপিল বর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট বিশেষে কপিল বর্ণ ও অল্প পরিমিত একপ্রকার মধু সঞ্চয় করে তাহার নাম ঔদ্দালক মধু ।

ঔদ্দালক মধু, রুচিকারক, স্বর পরিষ্কার কারক, কুষ্ঠ নিবারক বিষঘ্ন, কষায়, উষ্ণ, অম্লরস কটু পাক ও পিত্ত কারক ।

দালম্ ।

সংস্রুত্য পতিতং পুষ্পাদ্যত্তু পত্রোপরিস্থিতম্
মধুরাম্লকষায়ঞ্চ তদ্দালং মধুকীর্ত্তিতম্ ॥
দালং মধু লঘু প্রোক্তং দীপনীয়ং কফাপহম্
কষায়ানু রসং রুক্ষং রুচ্যং ছর্দ্দি প্রমেহজিৎ ॥
অধিকং মধুরং স্নিগ্ধং বৃংহণং গুরু ভারিকম্ ।

দাল মধু ।

যে মধু পুষ্প হইতে চোয়াইয়া পত্রোপরি সঞ্চিত হইয়া থাকে এবং যাহা কষায়, অম্ল ও মিষ্ট রস বিশিষ্ট তাহাকে দাল মধু কহে । দাল মধু লঘু পাক, দীপন, কফঘ্ন, ঈষৎ কষায় রস, রুক্ষ, রুচ্য বমণ নিবারক, প্রমেহ নাশক, অতিশয় সুমিষ্ট, স্নিগ্ধ, বৃংহণ ও গুরুভার ।

নবপুরাণ মধু গুণাঃ ।

নবংমধু ভবেৎ পুষ্ট্যৈ নাতি শ্লেষ্মহরং সরম্ ।
পুরাণং গ্রাহকং রুক্ষং মেদোঘ্ন মতি লেখনম্ ॥
মধুনঃ শর্করায়াশ্চ গুড়স্যাপি বিশেষতঃ ।
এক সম্বৎসরেহতীতে পুরাণত্বং স্মৃতং বুধৈঃ ॥

নূতন ও পুরাতন মধুর গুণ ।

নূতন মধু পুষ্টিকারক ও সর ইহা বিশেষ শ্লেষ্ম নাশক নহে । পুরাতন মধু গ্রাহক, রুক্ষ, মেদোঘ্ন ও অতিশয় লেখন । মধু, শর্করা ও গুড় এক বৎসর অতীত হইলেই পুরাণ বলাযায় ।

মধুনঃ শীতস্য গুণাধিক্য
যুক্ততায়াং নিষেধঃ ।

বিষপুষ্পাদপি রসং সবিষা ভ্রমরাদয়ঃ ।
গৃহীত্বা মধু কুর্ব্বন্তি তচ্ছীতং গুণবন্মধু ॥
বিষান্বয়াদ্ধ্রুষ্ণস্তু দ্রব্যে নোষ্ণেন বা সহ ।
উষ্ণার্ত্তস্যোষ্ণ কালে চ স্মৃতং বিষসমংমধু ॥

শীতল ও উষ্ণ মধুর গুণ ।

বিষ বিশিষ্ট ভ্রমরাদি বিষ পুষ্প হইতেও রস গ্রহণ করিয়া মধু প্রস্তুত করে অতএব মধু শীতল হইলেই হিতকর হয়, বিষাংশ থাকাতে উষ্ণ মধু অতি অপকারক এবং উষ্ণ কালে, অথবা উষ্ণ দ্রব্যের সহিত কিংবা উষ্ণার্ত্ত ব্যক্তির পক্ষে মধু বিষবৎ ।

মধুচ্ছিষ্টম্ ।

মধুচ্ছিষ্টং মধুশেষঞ্চ সিক্থকম্ ।
মদনং মৃদু সুস্নিগ্ধং ভূতঘ্নং ব্রণরোপণম্ ॥
ভগ্ন সন্ধানকৃদ্বাত কুষ্ঠ বীসর্প রক্তজিৎ ।

মধুচ্ছিষ্ট (মোম)

মদন, মধুচ্ছিষ্ট, মধুশেষ, সিক্থক, মক্ষাহার, মদনক ও মধূষিত এই গুলি মোমের সংস্কৃত নাম।

মধুচ্ছিষ্ট মৃদু, স্নিগ্ধ, ভূতঘ্ন, ব্রণরোপণ।

ষট্‌ত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

বারিবর্গঃ।

জলম্।

পানীয়ং সলিলং নীরং কীলালঞ্জলমম্বু চ।
আপো বার্ব্বারি কং তোয়ং পয়ঃ পাথস্তথোদকম্॥
জীবনং বনমম্ভোঽর্ণোঽমৃতং ঘনরসোঽপি চ।
পানীয়ং শ্রমনাশনং ক্লমহরং
মূর্চ্ছাপিপাসাপহম্।
তন্দ্রাচ্ছর্দ্দিবিবন্ধহৃদ্বলকরং
নিদ্রাহরং তর্পণম্॥
হৃদ্যং গুপ্তরসং হ্যজীর্ণশমকং
নিত্যং হিতং শীতলম্।
লঘ্বচ্ছং রসকারণং নিগদিতং
পীযূষবজ্জীবনম্॥

তস্য ভেদাঃ।

পানীয়ং মুনিভিঃ প্রোক্তং দিব্যং ভৌমমিতি দ্বিধা।
দিব্যং চতুর্ব্বিধং প্রোক্তং ধারজং করকাভবম্॥
তৌষারঞ্চ তথা হৈমং তেষু ধারং গুণাধিকম্।

জল।

পর্য্যায়। পানীয়, সলিল, তোয়, কীলাল, জল, অম্বু, অপ্‌, বার্‌, বারি, ক, তোয়, পয়ঃ পাথঃ উদক, জীবন, বন, অম্ভঃ অর্ণঃ, অমৃত ও ঘনরস।

জল শ্রম, ক্লম, মূর্চ্ছা, পিপাসা, তন্দ্রা, বমি, বিবন্ধ, নিদ্রা ও অজীর্ণ নিবারণ করে। ইহা বলকর, তৃপ্তি জনক, হৃদ্য, গুপ্তরস, সতত হিতকর, শীতল, লঘু, স্বচ্ছ, রসহেতু ও অমৃত সদৃশ জীবনী শক্তি সম্পন্ন।

জল দুই প্রকার দিব্য ও ভৌম, তন্মধ্যে দিব্যজল চারি প্রকার যথা ধারাজ, করকাভব, তৌষার ও হৈম ইহাদের মধ্যে ধারাজ জল সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ।

ধারজলম্।

ধারাভিঃ পতিতং তোয়ং গৃহীতং স্ফীতবাসসা।
শিলায়াং বা সুধায়াং বা ধৌতায়াং পতিতঞ্চ তৎ॥
সৌবর্ণে রাজতে তাম্রে স্ফাটিকে কাচনির্ম্মিতে।
ভাজনে মৃন্ময়ে বা সংস্থাপিতং ধারমুচ্যতে॥
ধারং নীরং ত্রিদোষঘ্নমনির্দ্দেশ্যরসং লঘু।
সৌম্যং রসায়নং বল্যং তর্পণং হ্লাদি জীবনম্॥
পাচনং মতিকৃন্মূর্চ্ছাতন্দ্রাদাহশ্রমক্লমান্।
তৃষ্ণাং হরতি তৎ পথ্যং বিশেষাৎ প্রাবৃষি স্মৃতম্॥

ধারজলস্য ভেদাঃ।

ধারাজলস্য দ্বিবিধং গাঙ্গং সামুদ্রভেদতঃ।

গাঙ্গসামুদ্রজলম্।

গাঙ্গমাশ্বযুজে মাসি প্রায়ো বর্ষতি বারিদঃ।
সর্ব্বথা তজ্জলং পেয়ং তদেব চ কেবলঃ॥
স্থাপিতং হৈমজে পাত্রে রাজতে মৃন্ময়েঽপি বা।
শাল্যন্নং যেন সংসিক্তং ভবেদক্লেদবর্ণবৎ॥
তদ্‌গাঙ্গং সর্ব্বদোষঘ্নং জ্ঞেয়ং সামুদ্রমন্যথা।
তত্তু সক্ষারলবণং শুক্রদৃষ্টিবলাপহম্।
বিস্রঞ্চ দোষলং তীক্ষ্ণং সর্ব্বকর্ম্মসু গর্হিতম্॥
সামুদ্রমাশ্বিনে মাসি গুণৈর্গাঙ্গবদাদিশেৎ।
যতোঽগস্ত্যস্য দিব্যর্ক্ষে হ্যুদয়াৎ সকলং জলম্॥
নির্ম্মলং নির্ব্বিষং স্বাদু শুক্রলং গতদোষকম্॥

আর্ণব জলম্।

অনার্ত্তবং প্রমুঞ্চন্তি বারি বারিধরাস্তু যৎ।
তৎ ত্রিদোষায় সর্ব্বেষাং দেহিনাং পরিকীর্ত্তিতম্॥
অনার্ত্তবং সে বারিমাসচতুষ্টয় বিবয়ম্।

ধারাজল।

বৃষ্টিকালে শিলা, ধৌত ইষ্টকাময় স্থান, স্বর্ণপাত্র, রৌপ্যপাত্র, তাম্রপাত্র, স্ফটিক পাত্র, কাচ নির্ম্মিত পাত্র অথবা মৃণ্ময় পাত্রের উপর শুভ্র বস্ত্র ধারণ করিলে ঐ বস্ত্র হইতে বিগলিত হইয়া যে জল নিম্নস্থ পাত্রে পতিত হয়, তাহাকে ধারাজল কহে।

ধারাজল ত্রিদোষঘ্ন অনির্দ্দেশ্য রস বিশিষ্ট, লঘু, সৌম্য, রসায়ন, বলকারক তৃপ্তিকারক, আহ্লাদ জনক, জীবনী শক্তি সম্পন্ন, পাচক ও বুদ্ধি প্রদ। ইহা মূর্চ্ছা, তন্দ্রা, দাহ শ্রম, ক্লান্তি ও তৃষ্ণা নিবারণ করে, বর্ষাকালে ধারাজল বিশেষ উপকারক।

ধারাজল দুই প্রকার যথা গাঙ্গ ও সামুদ্র, আশ্বিন মাসে যে বৃষ্টি হয়, সেই জল প্রায়ই গাঙ্গ, চরক বলিয়াছেন ঐ জল সর্ব্বথা ব্যবহার্য্য, সে জল স্বর্ণ, রৌপ্য অথবা মৃত্তিকার পাত্রে রাখিয়া তাহাতে শালি তণ্ডুলের অন্ন সংসিক্ত করিলে ক্লেদ বিশিষ্ট ও বিবর্ণ হয় না, সেই জল সর্ব্বদোষ নাশক, তাহার নাম গাঙ্গ, অন্যবিধ জলকে সামুদ্র বলে, সামুদ্র জল ক্ষার লবণ বিশিষ্ট, শুক্রনাশক, দৃষ্টি শক্তির দুর্ব্বলতা কারক, বলহ্রাস কারক, আমগন্ধি, দোষ জনক, তীক্ষ্ণ [illegible] কার্য্যে নিষিদ্ধ। আশ্বিনমাসে [illegible] জলের ন্যায় গুণ বিশিষ্ট হয়. কারণ তৎকালে অগস্ত্যোদয় হেতু সমুদায় জল, নির্ম্মল, স্বাদু, নির্ব্বিষ, শুক্রজনক ও দোষ রহিত হয়। বর্ষা-কালের জল বিষবৎ। অকালে অর্থাৎ পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে যে বৃষ্টি হয় সে জল সকল প্রাণীর পক্ষে অনিষ্ট কর তাহা ত্রিদোষ জনক।

করকাজলম্।

দিব্যবায্বগ্নিসংযোগাৎ সংহতাঃ খাৎপতন্তি যাঃ।
পাষাণখণ্ডবচ্চাপস্তাঃ কারক্যোঽমৃতোপমাঃ॥
করকাজ্জলং রুক্ষং বিশদং গুরু চ স্থিরম্।
দারুণং শীতলং সান্দ্রং পিত্তহৃৎ কফবাতকৃৎ॥

করকাজল।

আকাশ মণ্ডলে শীতল বায়ু ও বিদ্যু-দগ্নির সংযোগে জল সকল সংহত হইয়া প্রস্তর খণ্ডবৎ চাপ চাপ হইয়া ভূমিতে পতিত হয়। উহাকে করকা বা শিল বলে, করকা সকল অমৃত সদৃশ। করকা জাত জল রুক্ষ, বিশদ, গুরু, স্থির, দারুণ শীতল, ঘন, পিত্তনাশক ও বাতশ্লেষ্ম জনক। কৃত্রিম করকা অর্থাৎ বরফ জলের গুণও এই রূপ।

তৌষারজলম্।

অপিনদ্ধাঃ সমুদ্রান্তে বহিরাপ জন্তুবাঃ।
ধূমবদ্ব্যোম্নি লক্ষ্যন্তে যাস্তাঃ তুষারাখ্যাঃ স্মৃতাঃ॥
অপথ্যাঃ প্রাণিনাং প্রায়ঃ ভূরুহাণাং তু নাহিতাঃ।
তুষারাম্বু হিমং রুক্ষং স্যাদ্বাতলমপিত্তলম্॥
কফোরুস্তম্ভকণ্ঠাগ্নি মেহ গণ্ডাদি রোগনুৎ।

আপসদ্ধ্যাঃ সমুদ্রান্তে বহিন্নির্দ্দিষ্টা বায়ুনা সমুদ্রপর্য্যন্তে বহিরন্তে জন্তুবাঃ। বহিস্তা ধূমাবয়ব নির্মুক্তাঃ ধূমাংশ রহিতাঃ। আপস্তুষারাখ্যাঃ। শিশির ইতি লোকে। তুষার ইতি চ।

তৌষার জল।

কি নদী কি সমুদ্র সর্ব্বত্রই অগ্নি (তেজঃ পদার্থ) বিদ্যমান আছে, সেই অগ্নির তাপে উৎপন্ন ধূমাংশ রহিত জলীয়াংশকে (বাষ্পকে) তুষার বলে। তুষার প্রায় সমুদায় প্রাণীর অপকারক কেবল বৃক্ষাদির পক্ষে উপকারক।

তুষার জল শীতল, রুক্ষ ও বায়ুজনক পিত্তকারক নহে। ইহার দ্বারা কফ, উরুস্তম্ভ, কণ্ঠরোগ, অগ্নিদোষ, মেহ ও ও গণ্ডাদি রোগ নিবারিত হয়।

হৈম জলম্।

হিমবচ্ছিখরাদিভ্যো দ্রবীভূয়াভিবর্ষতি।
যত্তদেবং হিমং হৈমং জলমাহুর্মনীষিণঃ ॥
হিমাম্বু শীতং পিত্তঘ্নং গুরুবাত বিবর্দ্ধনম্।
হিমন্তু শীতলং রূক্ষং দারুণং সূক্ষ্ম মিত্যপি ॥
নতদ্দূষয়তে বাতং ন চ পিত্তং ন বা কফম্।

হৈমজল।

হিমালয় শৃঙ্গাদি হইতে হিম সকল দ্রবীভূত হইয়া জল কণার আকারে পতিত হয় তাহাকে হৈম জল কহে। ইহাকে কোয়াসা বলে। এই জল শীতল পিত্ত নাশক ও বায়ুবর্দ্ধক হিম, শীতল দারুণ রূক্ষ ও সূক্ষ্ম। ইহা বায়ু পিত্ত অথবা কফ কিছুই দূষিত করেনা।

ভৌমজলম্।

ভৌমমম্ভো নিগদিতং প্রবরং ত্রিবিধং বুধৈঃ।
জাঙ্গলং পয়সানূপকঞ্চ সাধারণং ক্রমাৎ ॥
অল্পোদকোঽল্পবৃক্ষশ্চ পিত্তরক্তাময়ান্বিতঃ।
জ্ঞাতব্যো জাঙ্গলো দেশস্তত্রত্যং জাঙ্গলং জলম্ ॥
বহ্বম্বুর্বহুবৃক্ষশ্চ বাতশ্লেষ্মাময়ান্বিতঃ।
দেশোঽনূপ ইতিখ্যাত আনূপং তদ্ভবং জলম্ ॥
মিশ্রচিহ্নস্তু যো দেশঃ স হি সাধারণঃ স্মৃতঃ।
তস্মিন্দেশে যদুদকং তত্তু সাধারণং স্মৃতম্ ॥
জাঙ্গলং সলিলং রূক্ষং লবণং লঘু উষ্ণকম্।
বহ্নিকৃৎ কফহৃৎ পথ্যং বিকারান্ হরতে বহূন্ ॥
আনূপং বার্য্যভিষ্যন্দি স্বাদু স্নিগ্ধং ঘনং গুরু।
বহ্নিকৃৎ কফকৃদ্ধৃদ্যং বিকারান্ হরতে বহূন্ ॥
সাধারণন্তু মধুরং দীপনং শীতলং লঘু।
তর্পণং রোচনং তৃষ্ণা দাহ দোষত্রয় প্রণুৎ ॥

ভৌমজল।

ভৌমজল প্রথমতঃ তিনপ্রকার, যথা জাঙ্গল, আনূপ ও সাধারণ।

যে দেশে অল্প জলাশয় ও অল্প বৃক্ষ বিশিষ্ট ও রক্তপিত্ত রোগোৎপাদক, তাহাকে জাঙ্গল দেশ এবং তত্রত্য জলকে জাঙ্গল জল বলে। যে দেশে অনেক জলাশয় অনেক বৃক্ষাদি আছে এবং সর্ব্বদা বাত শ্লৈষ্মিক রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহাকে আনূপ দেশ ও তত্রত্য জলকে আনূপ জল কহে।

যে দেশে জাঙ্গল ও আনূপ উভয় দেশের লক্ষণই বিদ্যমান থাকে, তাহাকে সাধারণ দেশ ও তত্রত্য জলকে সাধারণ জল বলে।

জাঙ্গল জল রুক্ষ লবণাস্বাদ, লঘু, পিত্তলা, অগ্নিকারক, কফ নাশক, পথ্য ও বহুরোগ জনক। আনূপ জল অভিষ্যন্দী, স্বাদু স্নিগ্ধ, ঘন, গুরু, অগ্নি কারক, কফ জনক, হৃদ্য ও বহুরোগ নাশক। সাধারণ জল মধুর, দীপন, শীতল, লঘু, [illegible] জনক, রোচক, তৃষ্ণা [illegible] দাহ নিবারক ও ত্রিদোষ [illegible]।

ভৌমানামেব নাদেয়াদীনাং

লক্ষণানি গুণাশ্চ ।

ভৌম জলের অন্তর্গত নাদেয় প্রভৃতি জলের গুণাদি লিখিত হইতেছে ।

নাদেয়ম্ ।

নদ্যা নদস্য বা নীরং নাদেয়মিতি কীর্ত্তিতম্ ।
নাদেয়মুদকং রুক্ষং বাতলং লঘু দীপনম্ ॥
অনভিষ্যন্দি বিশদং কটুকং কফপিত্তনুৎ ।
নদ্যঃ শীঘ্রবহা লঘ্ব্যঃ প্রোক্তা যাশ্চামলোদকাঃ ॥
গুর্ব্ব্যঃ শৈবলসংছন্না মন্দগাঃ কলুষাশ্চ যাঃ ।
হিমবৎপ্রভবাঃ সর্ব্বাঃ নদ্যোঽশ্মাহতপাথসঃ ॥
গঙ্গাশতদ্রুসরযূযমুনাদ্যা মনোরমাঃ ।
সহ্যশৈলভবা নদ্যো বেণা গোদাবরীমুখাঃ ॥
কুর্ব্বন্তি প্রায়শঃ কুষ্ঠমীষদ্বাতকফাবহাঃ ।
নদীসরস্তড়াগস্থে কূপপ্রস্রবণাদিজে ॥
উদকে দেশভেদেন গুণান্ দোষাংশ্চ লক্ষয়েৎ ।

নাদেয় জল ।

নদ নদীর জলকে নাদেয় কহে ।

নাদেয় জল রূক্ষ, বায়ু জনক, লঘু, দীপন অনভিষ্যন্দী, বিশদ, কটু ও পিত্ত শ্লেষ্ম নাশক যে সকল নদী দ্রুত গামিনী ও যাহাদের জল নির্ম্মল তাহারা লঘু এবং শৈবালাচ্ছন্ন মন্দ গামিনী ও কলুষিত নদীর জল গুরু। যে সকল নদী হিমালয় পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহাদের জল প্রস্তরে আহত হওয়াতে বিশেষ উপকারক, এই নিমিত্ত গঙ্গা শতদ্রু, সরযূ ও যমুনা প্রভৃতি নদীর জল উৎকৃষ্ট গুণ সম্পন্ন। বেণা গোদাবরী প্রভৃতি সহ্য পর্ব্বতোৎপন্ন নদীর জল পান করিলে প্রায় কুষ্ঠরোগ জন্মিয়া থাকে ঐ সকল নদীর জল কিঞ্চিৎ বাতশ্লেষ্ম জনক।

নদী, সরোবর, তড়াগ, কূপ ও প্রস্রবণাদির জলের দেশ ভেদে বিশেষ দোষ গুণ বিবেচনা করিবে।

ঔদ্ভিদ জলম্ ।

বিদার্য্য ভূমিং নিম্নাং যদ্ বহত্যা ধারয়া স্রবেৎ ।
তত্তোয়মৌদ্ভিদং নাম বদন্তীতি মহর্ষয়ঃ ॥
ঔদ্ভিদং বারি পিত্তঘ্নমবিদাহ্যতিশীতলম্ ।
প্রীণনং মধুরং বল্যমীষদ্বাতকরং লঘু ॥

ঔদ্ভিদ জল ।

নিম্নভূমি বিদীর্ণ করিয়া প্রবলবেগে যে জল ধারা উত্থিত হয় তাহাকে ঔদ্ভিদ জল বলে।

ঔদ্ভিদ জল পিত্তঘ্ন, অবিদাহী অতি শীতল, তৃপ্তিজনক, মধুর, বলকারক ঈষৎ বায়ুজনক ও লঘু।

নৈর্ঝর জলম্ ।

শৈলসানুস্রবদ্বারিপ্রবাহো নির্ঝরো ঝরঃ ।
স তু প্রস্রবণশ্চাপি তদ্ভবং নৈর্ঝরং জলম্ ॥
নৈর্ঝরং রুচিকৃদ্বারি কফঘ্নং দীপনং লঘু ।
মধুরং কটুপাকঞ্চ বাতলং নাতিপিত্তলম্ ॥

নির্ঝর জল ।

পর্ব্বতের সানুদেশ হইতে যে জল ধারা নিস্রুত হয় তাহাকে নির্ঝর কহে নির্ঝরের অপর নাম ঝর ও প্রস্রবণ।

নির্ঝরের জল রুচিকারক, কফঘ্ন, দীপন, লঘু, মধুর, পাকে কটু ও বায়ু জনক। ইহা পিত্ত জনক নহে।

সারস জলম্ ।

নদ্যাঃ শৈলাভিরুদ্ধায়া যত্র সংরুদ্ধা তিষ্ঠতি ।
তৎ সরো জলসম্পূর্ণং তদুক্তং সারসং জলম্ ॥
সারসং সলিলং বল্যং তৃষ্ণাঘ্নং মধুরং লঘু ।
রোচনং তুবরং রুক্ষং বদ্ধমূত্রমলং স্মৃতম্ ॥

সারস জল।

শৈলাদি রুদ্ধ নদী হইতে জল সংস্রুত হইয়া যে স্থলে সঞ্চিত থাকে তাহাকে সরঃ কহে উহার জলের নাম সারস জল।

সারস জল বলকারক, তৃষ্ণা নাশক, মধুর, লঘু, অতিশয় রোচক, রুক্ষ ও মলমূত্র রোধক।

তাড়াগ জলম্।

প্রশস্ত ভূমিভাগস্থো বহু সংবৎসরোষিতঃ।
জলাশয়স্তড়াগঃ স্যাত্তাড়াগং তজ্জলং স্মৃতম্॥
তাড়াগমুদকং স্বাদু কষায়ং কটু পাকতঃ।
বাতলং বদ্ধবিণ্মূত্রং রক্তপিত্তকফাপহম্॥

তাড়াগ জল।

প্রশস্ত ভূভাগস্থিত বহু বৎসরের জলাশয়কে তড়াগ কহে, তড়াগের জলকে তাড়াগ জল বলে। তড়াগের জল স্বাদু কষায়, পাকে কটু, বায়ু জনক, মলমূত্র রোধক, রক্ত পিত্ত শান্তি কর ও কফ নাশক।

বাপ্যজলম্।

পাষাণৈরিষ্টকাভির্বা বদ্ধকূপা বৃহত্তরা।
সসোপানা ভবেদ্বাপী তজ্জলং বাপ্যমুচ্যতে॥
বাপ্যং বারি যদি ক্ষারং পিত্তকৃৎ কফবাতজিৎ।
তদেব মিষ্টং কফকৃৎ বাতপিত্তহরং ভবেৎ॥

বাপ্যজল।

প্রস্তর বা ইষ্টকাদি বদ্ধ, সোপান বিশিষ্ট বৃহত্তর, কূপবৎ জলাশয়কে বাপী কহে বাপীর জলকে বাপ্য জল বলা যায়।

বাপীর জল ক্ষার গুণ বিশিষ্ট হইলে পিত্তকারক ও বাতশ্লেষ্মা নাশক হয় এবং মিষ্ট হইলে কফ জনক ও বায়ু পিত্ত নাশক হয়।

কৌপজলম্।

ভূমৌ খাতোঽল্পবিস্তারো গম্ভীরো মণ্ডলাকৃতিঃ।
বদ্ধোঽবদ্ধঃ স কূপঃ স্যাত্তদম্ভঃ কৌপমুচ্যতে॥
কৌপং পয়ো যদি স্বাদু ত্রিদোষঘ্নং হিতং লঘু।
তৎক্ষারং কফবাতঘ্নং দীপনং পিত্তকৃৎ পরম্॥

কৌপ জল।

অল্প বিস্তৃত মণ্ডলাকৃতি (গুণ্ডাকার) গম্ভীর খাত বদ্ধ বা অবদ্ধ হউক তাহাকে কূপ বলা যায়। কূপের জল স্বাদু হইলে ত্রিদোষঘ্ন, পথ্য ও লঘু হয় এবং ক্ষার বিশিষ্ট হইলে বাতশ্লেষ্ম নাশক, দীপন ও অতিশয় পিত্তকারক হয়।

চৌণ্ড্য জলম্।

শিলাকীর্ণং স্বয়ং শ্বভ্রং নীলাঞ্জনসমোদকম্।
লতাবিতানসংছন্নং চৌণ্ড্যমিত্যভিধীয়তে॥
অশ্মাদিভিরবদ্ধং যচ্চৌণ্ড্যমিতি চাপরে।
তত্রত্যমুদকং চৌণ্ড্যং মুনিভিঃ সমুদাহৃতম্॥
চৌণ্ড্যং বহ্নিকরং নীরং রুক্ষং কফহরং লঘু।
মধুরং পিত্তনুচ্চৌণ্ড্যং পাচনং বিশদং স্মৃতম্॥

চৌণ্ড্য জল।

লতাদি দ্বারা আচ্ছন্ন, নীলাঞ্জন সদৃশ জল বিশিষ্ট শিলাকীর্ণ অকৃত্রিম গহ্বরকে চৌণ্ড্য বলে কেহ কেহ বলেন যাহা প্রস্তর বাঁধ দ্বারা বদ্ধ নহে, তাহার নাম চৌণ্ড্য। তত্রত্য জলকে চৌণ্ড্য জল বলে।

চৌণ্ড্য জল [illegible], [illegible], [illegible] নাশক, লঘু, মধুর, [illegible], [illegible], পাচক ও বিশদ।

পাল্বল জলম্ ।

অল্পং সরঃ পল্বলং স্যাদ্ যত্র চন্দ্রার্কগে রবৌ ।
ন তিষ্ঠতি জলং কিঞ্চিদথবা বারি পাল্বলম্ ॥
পাল্বলং বার্য্যভিষ্যন্দি গুরু স্বাদু ত্রিদোষকৃৎ ।

পল্বল জল ।

যে ক্ষুদ্র জলাশয়ের অগ্রহায়ণ মাসেই জল শুষ্ক হইয়া যায় তাহার নাম পল্বল ।

পল্বলের জল অভিষ্যন্দী, গুরু, স্বাদু ও ত্রিদোষ জনক ।

বিকির জলম্ ।

নদ্যাদি নিকটে ভূমির্যা ভবেদ্বালুকাময়ী ।
উদ্ঘাত্যতে ততো যত্র তজ্জলং বিকিরং বিদুঃ ॥
বিকিরং শীতলং স্বচ্ছং নির্দোষং লঘু চ স্মৃতম্ ।
তুবরং স্বাদু পিত্তঘ্নং ক্ষারং তৎ পিত্তলং মনাক্ ॥

বিকির জল ।

নদী প্রভৃতির নিকটস্থ বালুকাময় ভুমিতে যে জল উদ্ধৃত হয় তাহার নাম বিকির ।

বিকির জল শীতল, স্বচ্ছ, নির্দ্দোষ, লঘু, কষায়, স্বাদু ও পিত্তঘ্ন ঐ জল সক্ষার হইলে কিঞ্চিৎ পিত্ত কারক হয় ।

কৈদার জলম্ ।

কেদারং ক্ষেত্র মুদ্দিষ্টং কৈদারং তজ্জলং স্মৃতম্ ।
কৈদারং বার্য্যভিষ্যন্দি মধুরং গুরু দোষকৃৎ ।

কৈদার জল ।

[illegible] কেদার ও তাহার জলকে [illegible] কহে ।

[illegible] অভিষ্যন্দী, মধুর, গুরু [illegible] জনক ।

বৃষ্টি জলম্ ।

বার্ষিকং তদহর্বৃষ্টং ভূমিস্থং মহিতং জলম্ ।
ত্রিরাত্র মুষিতং তত্তু প্রসন্ন মমৃতোপমম্ ॥

বৃষ্টি জল ।

বর্ষা ঋতুতে তদ্দিবসবৃষ্ট ভূমিস্থ জল অপকারক, ঐ জল তিন দিবস পরে নির্ম্মল হইয়া অমৃত সদৃশ হয় ।

হেমন্তাদি কাল বিশেষে বিহিত জল বিশেষঃ ।

হেমন্তে সারসং তোযং তাড়াগং বা হিতং স্মৃতম্ ।
হেমন্তে বিহিতং তোযং শিশিরেঽপি প্রশস্যতে ॥
বসন্ত গ্রীষ্মযোঃ কৌপং বাপ্যং বা নৈর্ঝরং
জলম্ ।
নাদেযং বারি নাদেয়ং বসন্ত গ্রীষ্মযো র্বুধৈঃ ॥
বিষবদ্বন বৃক্ষাণাং পত্রাদ্যৈ দূর্ষিতং যতঃ ।
ঔদ্ভিদং বান্তরীক্ষং বা কৌপং বা প্রাবৃষি স্মৃতম্ ॥
শস্তং শরদি নাদেয়ং নীরমংশূদকং পরম্ ।
দিবা রবিকরৈর্জুষ্টং নিশি শীত করাংশুভিঃ ॥
জ্ঞেয় মংশূদকমিতি স্নিগ্ধং দোষত্রয়াপহম্ ।
অনভিষ্যন্দি নির্দোষ মান্তরীক্ষ জলোপমম্ ॥
বল্যং রসায়নং মেধ্যং শীতং লঘু সুধাসমম্ ।
বৃদ্ধসুশ্রুতস্তু । পৌষে বারি সরোজাতং মাঘে
তত্তু তড়াগজম্ ।
ফাল্গুনে কূপসম্ভূতং চৈত্রে চৌণ্ড্যং হিতং মতম্ ॥
বৈশাখে নৈর্ঝরং নীরং জ্যৈষ্ঠে শস্তমথৌদ্ভিদম্ ।
আষাঢ়ে শস্যতে কৌপং শ্রাবণে দিব্য মেব চ ॥
ভাদ্রে কৌপং পয়ঃ শস্তং আশ্বিনে চৌণ্ড্য মেব চ ।
কার্ত্তিকে মার্গশীর্ষে চ জলমাত্রং প্রশস্যতে ॥

কাল বিশেষে ব্যবহার্য্য জল ।

হেমন্ত কালে সারস বা তাড়াগ জল ব্যবহার্য্য শীতকালেও ঐ জল হিতজনক ।

বসন্ত ও গ্রীষ্ম কালে কৌপ, বাপ্য ও নৈর্ঝর জল প্রশস্ত, তৎকালে নদীর জল

ব্যবহার্য্য নহে, কারণ ঐ সময়ে বন্য বৃক্ষাদির পত্র পতিত হওয়াতে নদীর জল দূষিত হইয়া বিষবৎ হয়। বর্ষাকালে উদ্ভিদ, আন্তরীক্ষ, কৌপ জল প্রশস্ত। শরৎকালে নদীর জল অথবা অংশূদক ব্যবহার্য্য, অংশূদক এই রূপে প্রস্তুত করিতে হয় যথা কোনপাত্রে জল রাখিয়া সমস্ত দিবস রৌদ্রে এবং সমস্ত রাত্রি চন্দ্র কিরণে রাখিতে হই (চন্দ্র পূর্ণিমা ভিন্ন কোন দিনেই সমস্ত রাত্রি উদিত থাকে না, কিন্তু অংশূদক প্রস্তুত করিবার জন্য জল সমস্ত রাত্রি শিশিরে রাখিলেই হইবে।) ইহার নাম অংশূদক। অংশূদক স্নিগ্ধ ত্রিদোষ নাশক, অনভিষ্যন্দী, নির্দোষ, আন্তরীক্ষ জল সদৃশ গুণকর, বলকারক, রসায়ন, মেধাবর্দ্ধক, শীতল, লঘু ও অমৃত তুল্য।

বৃদ্ধসুশ্রুত বলিয়াছেন যে পৌষ মাসে সরোবরের জল, মাঘ মাসে তড়াগের, ফাল্গুনে কুপের, চৈত্রে চৌড্যের, বৈশাখে নির্ঝরের, জ্যৈষ্ঠে উদ্ভিদএর, আষাঢ়ে কূপের, শ্রাবণে অন্তরীক্ষের, ভাদ্রে কূপের, এবং আশ্বিনে চৌড়োর জল প্রশস্ত, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে সমুদায় জলই ব্যবহার্য্য।

জল গ্রহণ কালঃ।

ভৌমানাং বক্ষ্যাং প্রায়ো গ্রহণং প্রাতরিষ্যতে।
শীতত্বং নির্ম্মলত্বঞ্চ যতস্তেষাং যতো গুণঃ॥

জল গ্রহণ কাল।

ভৌম জল প্রাতঃকালে তুলিয়া রাখা উচিত, কারণ তৎকালে জল শীতল ও নির্ম্মল থাকে।

জলস্য পান বিধিঃ।

অত্যম্বু পানান্ন বিপচ্যতেঽন্নং
নিরম্বু পানাচ্চ স এব দোষঃ।
তস্মান্নরো বহ্নি বিবর্দ্ধনায়
মুহুর্মুহু বারি পিবেদভূরি॥

জল পান বিধি।

অধিক জল পান করিলে আহার পরিপাক হয় না, একবারে জল পান পরিত্যাগ করিলেও ঐ দোষ জন্মিবে, অতএব অগ্নিবর্দ্ধনের নিমিত্ত মুহুর্মুহুঃ অল্প পরিমাণে জল পান করা উচিত।

শীতল জল পানস্থলম্।

মূর্চ্ছা পিত্তোষ্ণ দাহেষু বিষে রক্তে মদাত্যয়ে।
শ্রমে ভ্রমে বিদগ্ধেঽন্নে তমকে বমথৌ তথা॥
ঊর্দ্ধগে রক্তপিত্তে চ শীতমম্বু প্রশস্যতে।

শীতল জল পানেরস্থল।

মূর্চ্ছা, পিত্তপ্রকোপ, উষ্ণতা, দাহ, বিষ রক্ত দোষ মদাত্যয়, শ্রম, ভ্রম, অন্নের অসম্যক্ পরিপাক, তমক শ্বাস, বমন ও ঊর্দ্ধগ রক্ত পিত্ত এই সকল স্থলে শীতল জল পান প্রশস্ত।

শীতল জলস্য পান নিষেধঃ।

পার্শ্বশূলে প্রতিশ্যায়ে বাতরোগে গলগ্রহে।
আধ্মানে স্তিমিতে কোষ্ঠে সদ্যঃশুদ্ধৌ নবজ্বরে॥
অরুচি গ্রহণী গুল্ম শ্বাস কাসেষু বিদ্রধৌ।
হিক্কায়াং স্নেহ পানে চ শীতাম্বু [illegible]

শীতল জল পান নি[illegible]

পার্শ্বশূল, [illegible]
গলগ্রহ, আধ্মান, [illegible]
অরুচি, গ্রহণী, গুল্ম, [illegible]

হিক্কা এই সকল সত্ত্বে এবং সদ্যঃ বমন বা বিরেচনের পর কিম্বা স্নেহ পান করিলে শীতল জল পরিবর্জ্জনীয়।

অল্পজল পানস্য বিষয়াঃ ।

অরোচকে প্রতিশ্যায়ে মন্দেঽগ্নৌ শ্বয়থৌ ক্ষয়ে ।
মুখ প্রসেকে জঠরে কুষ্ঠে নেত্রামযে জ্বরে ॥
ব্রণে চ মধুমেহে চ পিবেৎ পানীয় মল্পকম্ ।

অল্প জল পানের স্থল ।

অরুচি, প্রতিশ্যায়, মন্দাগ্নি, শোথ, ক্ষয় রোগ, মুখ প্রসেক, জঠররোগ, কুষ্ঠ, চক্ষুরোগ, জ্বর, ব্রণ ও মধুমেহ এই সকল সত্ত্বে অল্প পরিমাণে জল পান করা বিহিত।

জলপানস্যাবশ্যকতা ।

জীবনং জীবিনাং জীবো জগৎ সর্ব্বন্তু তন্ময়ম্ ।
অতোঽত্যন্ত নিষেধেন ন কচিৎ বারি বার্য্যতে ॥
হারীত-চ — তৃষ্ণা গরীয়সী ঘোরা সদ্যঃ প্রাণ
বিনাশিনী ।
তস্মাদ্দেয়ং তৃষার্ত্তায় পানীয়ং প্রাণধারণম্ ।
তৃষিতো মোহমায়াতি মোহাৎ প্রাণান্ বিমুঞ্চতি ॥
অতঃ সর্ব্ব স্ববস্থাসু ন কচিদ্বারি বর্জ্জয়েৎ ।

জল পানের আবশ্যকতা ।

জল সমস্ত প্রাণীর জীবন, সমুদায় জগৎ জলাত্মক, অতএব কদাচ জলের সম্পূর্ণ নিষেধ করা কর্ত্তব্য নহে।

হারীত বলিয়াছেন তৃষ্ণা অতি গুরুতর ও ভয়ঙ্কর ইহার দ্বারা সদ্যঃ প্রাণ বিনষ্ট হইতে পারে, অতএব তৃষার্ত্ত [illegible] প্রাণ [illegible]োপযুক্ত জল পান [illegible] দেওয়া কর্ত্তব্য, তৃষিত হইলে [illegible] মোহহেতু প্রাণ নষ্ট হইতে পারে। অতএব কোন অবস্থাতেই জল নিষেধ করা বিধেয় নহে।

প্রশস্তং জলম্ ।

অগন্ধ মব্যক্ত রসং সুশীতং তৃষ্ণনাশনম্ ।
অচ্ছং লঘু চ হৃদ্যঞ্চ তোয়ং গুণবদুচ্যতে ॥

প্রশস্ত জল ।

গন্ধহীন, অব্যক্ত রস বিশিষ্ট, সুশীতল, তৃষ্ণা নাশক, স্বচ্ছ, লঘু ও হৃদ্য জল গুণ কর।

নিন্দিত জলম্ ।

পিচ্ছিলং ক্রিমিলং ক্লিন্নং পর্ণ শৈবাল কর্দ্দমৈঃ ।
বিবর্ণং বিরসং সান্দ্রং দুর্গন্ধং ন হিতং জলম্ ॥
কলুষং ছন্নমম্ভোজ পর্ণ নীলী তৃণাদিভিঃ ।
দুর্দর্শমসমং স্পৃষ্টং সৌর চান্দ্র মরীচিভিঃ ॥
অনার্ত্তবং বার্ষিকঞ্চ প্রথমং তচ্চ ভূমিগম্ ।
ব্যাপন্নং পরিহর্ত্তব্যং সর্ব্বদোষ প্রকোপনম্ ॥
তৎকৃত্যং স্নান পানাভ্যাং তৃষ্ণাধ্মানোদর জ্বরান্ ।
কাসাগ্নিমান্দ্যাভিষ্যন্দ কণ্ডু গণ্ডাদিকং তথা ॥

নিন্দিত জল ।

যে জল পিচ্ছিল যাহাতে কীট জন্মিয়াছে যাহা পত্র, শৈবাল ও কর্দ্দম দ্বারা ক্লেদ যুক্ত বিবর্ণ, বিরস, ঘন, দুর্গন্ধ, মলিন যাহা পদ্ম, পত্র, নীলকা ও তৃণাদির দ্বারা আচ্ছন্ন, যাহাতে চন্দ্র ও সূর্য্যের কিরণ পতিত হয় না যাহা স্পর্শ করিলে কষ্ট বোধ হয়, অসময়ের বৃষ্টির জল, বর্ষাকালের বৃষ্টির ভূমিস্থ প্রথম জল ও যে জল নষ্ট হইয়া গিয়াছে এই রূপ জল অতিশয় অপকারক, অভিষ্যন্দী ও ত্রিদোষ জনক, অতএব উহা পরিত্যাজ্য। ঐ জলে

স্নান বা তাহা পান করিলে তৃষ্ণা আধ্মান, উদর রোগ, জ্বর কাস অগ্নিমান্দ্য, কণ্ডূ ও গলগণ্ডাদি রোগ উৎপন্ন হয়।

দুষ্ট জলস্য নির্দ্দোষী করণোপায়।

নিন্দিতঞ্চাপি পানীয়ং ক্বথিতং সূর্য্যতাপিতম্।
সুবর্ণং রজতং লৌহং পাষাণং সিকতামপি॥
ভৃশং সন্তাপ্য নির্ব্বাপ্য সপ্তধা সাধিতং তথা।
কর্পূর জাতি পুন্নাগ পাটলাদি সুবাসিতম্॥
শুচি সান্দ্র পটস্রাবি ক্ষুদ্রজন্তু বিবর্জ্জিতম্।

দুষ্ট জলকে নির্দ্দোষ করিবার উপায়।

দূষিত জলকে প্রথমে অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে। অনন্তর স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, প্রস্তর ও বালুকা এই গুলি একে একে অতিতপ্ত করিয়া ঐ জলে ফেলিয়া নির্ব্বাণ করিবে এই রূপ ৭ বার কর্ত্তব্য পরে ঐ জলে কর্পূর, জাতি, পুন্নাগ ও পাটলাদি সুগন্ধি দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া পরিষ্কৃত ঘন বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে এই রূপ করিলে জল নির্দ্দোষ ও কীটাদি বর্জ্জিত হইবে।

পীতস্য জলস্য পাককালঃ।

আমং জলং জীর্য্যতি যামযুগ্মাদ্
যামৈক মাত্রাৎ শৃত শীতলঞ্চ।
তদর্দ্ধ মাত্রেণ শৃতং কদুষ্ণং
পয়ঃ প্রপাকে ত্রয় এব কালাঃ॥

পীত জলের পরিপাক কাল।

কাঁচা জল পরিপাক হইতে দুই প্রহর লাগে, শৃতশীত শীতল (সিদ্ধ করিয়া শীতলীকৃত) জল এক প্রহরে পরিপাক অর্দ্ধাবশিষ্ট হয়, সিদ্ধ জল ঈষৎউষ্ণ থাকিতে পান করিলে তাহা চারি দণ্ডের মধ্যেই পরিপাক পায়।

আধুনিক জল পরিষ্কার করণ প্রণালী।

১ ম। জলে কিঞ্চিৎ ফটকিরি ও নির্ম্মলী ফল ঘসিয়া থিতাইয়া লওয়া।

২ য়। একটী কাষ্ঠ নির্ম্মিত ত্রিপদের উপরে ক্রমশঃ ৩ টী মৃত্তিকার কলস স্থাপন করিবে উপরের ২ টী ছিদ্র যুক্ত নিম্নটী ছিদ্র রহিত, উপরের কলসটীতে জল দিবে তৎপরটিতে কাষ্ঠের অঙ্গার চূর্ণ এবং তাহার নিম্নের টি বালুকা বা প্রস্তর খণ্ড দ্বারা পূর্ণ করিবে। উপরের কলসীতে জল ঢালিয়া দিলে উহা কলসীর তলস্থ ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়া অল্পে অল্পে কয়লা ও বালীপূর্ণ কলসীর ভিতর দিয়া পরিষ্কৃত হইয়া তলস্থ কলসীতে পতিত হইবে তলস্থ কলসীর মুখে একখানি সূক্ষ্ম ও পরিষ্কার বস্ত্র খণ্ড বাঁধিয়া রাখিবে। অগ্রে জল সিদ্ধ করিয়া এই রূপ পরিষ্কার করিলে বিশেষ হিতকর হয়।

৩ য়। বকযন্ত্র দ্বারা চুয়াইয়া লওয়া। ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং ঔষধ প্রস্তুত করণার্থে ব্যবহার করিলে বিশেষ হিতকর হয়।

সপ্তত্রিংশত্তমোঽধ্যায়।

অথ তৈল বর্গঃ।

তৈলম্।

তিলাদি স্নিগ্ধ বস্তুনাং স্নেহ তৈল মুদাহৃতম্।
তত্তু বাতহরং সর্ব্বং বিশেষাৎ তিল সম্ভবম্॥

তৈল।

তিল সর্ষপ প্রভৃতি স্নিগ্ধ [illegible] পদার্থকে তৈল কহে। [illegible] বাত, নাশক বিশেষতঃ তিল [illegible] নাশকতা শক্তি অধিক।

তিল তৈলম্।

তিল তৈলং গুরু স্থৈর্য্য বলবর্ণ করং সরম্।
বৃষ্যং বিকাশি বিষদং মধুরং রস পাকয়োঃ॥
সূক্ষ্মং কষায়ানু রসং তিক্তং বাত কফাপহম্।
বীর্য্যোষ্ণং হিমং স্পর্শে বৃংহণং রক্তপিত্তকৃৎ॥
লেখনং বদ্ধবিণ্মূত্রং গর্ভাশয় বিশোধনম্।
দীপনং বুদ্ধিদং মেধ্যং ব্যবায়ি ব্রণমেহনুৎ॥
শ্রোত্র যোনি শিরঃশূল নাশনং লঘুতাকরম্।
ত্বচ্যং কেশ্যঞ্চ চক্ষুষ্য মভ্যঙ্গে ভোজনেঽন্যথা॥
ছিন্ন ভিন্ন চ্যুতোৎপিষ্ট মথিতং ক্ষত পিচ্চিতে।
ভগ্নস্ফুটিত বিদ্ধাগ্নি দগ্ধ বিশ্লিষ্ট দারিতে॥
তথাভিহত নির্ভুগ্নে মৃগব্যাঘ্রাদি বিক্ষতে।
বস্তৌ পানেহন্ন সংস্কারে নস্যে কর্ণাক্ষি পূরণে॥
সেকাভ্যঙ্গাবগাহেষু তিলতৈলং প্রশস্যতে।
ননু বৃংহণ লেখনয়োঃ সামানাধিকরণ্য মত্রাহুঃ॥
রুক্ষাদি দুষ্টঃ পবনঃ স্রোতঃ সঙ্কোচয়েদ্যদা।
রসোঽসম্যক্ বহন্ কার্শ্যং কুর্য্যাদ্রক্তাদ্য বর্দ্ধনম্॥
তেষু প্রবেষ্টুং সরতা সৌক্ষ্ম্য স্নিগ্ধত্বমার্দ্দবৈঃ।
তৈলং ক্ষমং রসং নেতুং কৃশানাং তেন বৃংহণম্॥
ব্যবায়ি সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণোষ্ণ সরত্বৈ র্মেদসঃ ক্ষয়ম্।
শনৈঃ প্রকুরুতে তৈলং তেন লেখন মীরিতম্॥
দ্রুতং পুরীষং বধ্নাতি স্খলিতং তৎ প্রবর্ত্তয়েৎ।
গ্রাহকং সারকঞ্চাপি তেন তৈল মুদীরিতম্॥

তিল তৈল।

তিল তৈল গুরু, স্থৈর্য্য কারক, বলকর, বর্ণের উৎকর্ষ সাধক, সর, বৃষ্য, বিকাশী, বিশদ, আস্বাদে ও পাকে মধুর, সূক্ষ্ম, ঈষৎ কষায় রস, তিক্ত, বাত শ্লেষ্ম নাশক, উষ্ণবীর্য্য, স্পর্শে শীতল, বৃংহণ, রক্তপিত্ত জনক, লেখন, মলমূত্র রোধক, গর্ভাশয় [illegible], দীপন, বুদ্ধি দায়ক, মেধাবর্দ্ধক, ব্যবায়ী, ব্রণ নাশক, মেহ নিবারক, কর্ণ [illegible] নাশক, দেহের লঘুতা কারক, [illegible] কারক, কেশের [illegible] ও চক্ষুষ্য। তিল তৈলের [illegible] এই নিমিত্ত তৈল দ্বারা মর্দ্দনে জন্মিবে, ভোজনে অন্য প্রকার হইয়া থাকে। ছিন্ন, ভিন্ন, চ্যুত, উৎপিষ্ট, মথিত, ক্ষত, পিচ্চিত, ভগ্ন, স্ফুটিত, বিদ্ধ, অগ্নি-দগ্ধ, বিশ্লিষ্ট, বিদারিতে অভিহত, নির্ভুগ্ন এবং মৃগ ব্যাঘ্রাদি কর্ত্তৃক বিক্ষত স্থানে, বস্তি ক্রিয়ায়, পানে, অন্নসংস্কারে, নস্য কর্ম্মে, কর্ণপূরণে, নেত্র পূরণে, সেচন ক্রিয়ায়, মর্দ্দনাদিতে ও অবগাহন কার্য্যে তিল তৈল প্রশস্ত।

বৃংহণ ও লেখন এই দুইটি গুণ পরস্পর বিরুদ্ধ, তবে কিরূপে একাধারে বিরোধি গুণদ্বয় অবস্থিত করিতে পারে ইহার মীমাংসা এই।

রুক্ষতাদি কারণে বায়ু দুষ্ট হইয়া যৎকালে দৈহিক স্রোতঃ সকলকে সঙ্কুচিত করে, তখন রস সম্যক প্রকারে প্রবাহিত হইতে না পরেতে রক্তাদি বর্দ্ধিত হয় না এই জন্য শরীর কৃশ হয়, সরতা, সূক্ষ্মতা, স্নিগ্ধত্ব ও মৃদুতা গুণ থাকাতে তৈল সমস্ত সঙ্কুচিত স্রোতঃপথে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়, তৈল প্রবিষ্ট হইলেই স্রোতঃ সকল স্ফীত হওয়াতে উহাতে রস প্রবিষ্ট হইয়া, কৃশতা দূর করে, অতএব তৈল বৃংহণ এবং ব্যবায়ী, সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, সর এই সকল গুণ থাকে ক্রমশঃ মেদঃ ক্ষয় করে, এই নিমিত্ত ইহা লেখন বলা যায় নিঃসরণশীল দ্রবীভূত পুরীষকে ঘন করে ও কঠিন পুরীষকে স্খলিত করিয়া নিঃসারিত করে এই নিমিত্ত ইহা গ্রাহক ও সারক।

সর্ষপ তৈলম্।

দীপনং সার্ষপং তৈলং কটুপাক রসং লঘু।
লেখনং স্পর্শ বীর্য্যোষ্ণং তীক্ষ্ণং পিত্তাস্র দূষকম্

কফমেদোঽনিলার্শোঘ্নং শিরঃ কর্ণাময়াপহম্।
কণ্ডূকুষ্ঠ ক্রিমি শ্বিত্র কোঠদুষ্ট ব্রণ প্রণুৎ॥
তদ্বদ্রাজিকয়ো তৈলং বিশেষান্মূত্রকৃচ্ছ্রকৃৎ।

সর্ষপ তৈল।

সর্ষপ তৈল দীপন, কটু পাক, লঘু, লেখন, উষ্ণ স্পর্শ, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ ও রক্ত পিত্ত দূষক। কফ, মেদ, বাতার্শঃ, শিরো-রোগ, কর্ণ রোগ, কণ্ডূ, কুষ্ঠ, ক্রিমি, শ্বিত্র, কোঠ ও দুষ্ট ব্রণ প্রভৃতিতে সর্ষপ তৈল প্রয়োজ্য।

কৃষ্ণরাই ও আরক্তরাই এই দুই প্রকার সর্ষপ তৈলের গুণও এই রূপ।

তুবরী তৈলম্।

তীক্ষ্ণোষ্ণং তুবরী তৈলং লঘু গ্রাহি কফাস্রজিৎ।
বহ্নিকৃদ্বিষহৃৎ কণ্ডূ কুষ্ঠ কোঠ ক্রিমিপ্রণুৎ॥
মেদো দোষাপহং চাপি ব্রণশোথহরং পরম্।

ঝিঙ্গার বাজের তৈল।

তুবরী তৈল তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, লঘু, গ্রাহী, কফঘ্ন, রক্তদোষ নিবারক, অগ্নিকারক ও বিষঘ্ন। ইহা ব্যবহারে কণ্ডূ, কুষ্ঠ, কোঠ ক্রিমি, মেদোদোষ, ব্রণ ও শোথ রোগ বিনষ্ট হয়।

অতসী তৈলম্।

অতসী তৈল মাগ্নেয়ং স্নিগ্ধোষ্ণং কফপিত্তকৃৎ।
কটুপাক মচক্ষুষ্যং বল্যং বাত হরং গুরু॥
মলকৃদ্রসতঃ স্বাদু গ্রাহি ত্বগ্‌দোষহৃদ্ ঘনম্।
বস্তৌ পানে তথাভ্যঙ্গে নস্যে কর্ণস্য পূরণে॥
অনুপান বিধৌ চাপি প্রয়োজ্যং বাতশান্তয়ে।

মসিনার তৈল।

মসিনার তৈল আগ্নেয়, স্নিগ্ধোষ্ণ, কফপিত্ত নাশক, কটুপাক চক্ষের অপ-কারক, বল কর, বায়ু নাশক, গুরু, মলোৎপাদক, স্বাদু রস, গ্রাহী, ত্বকের দোষ নাশক ও ঘন। বস্তি ক্রিয়ায়, পানে, মর্দ্দনে, নস্যার্থে, কর্ণ পূরণে, অনুপানে ও বাত শান্তির জন্য মসিনার তৈল ব্যবহৃত হয়।

কুসুম্ভ তৈলম্।

কুসুম্ভ তৈল মম্লং স্যাদুষ্ণং গুরু বিদাহি চ।
চক্ষুর্ভ্যামহিতং বল্যং রক্তপিত্ত কফপ্রদম্॥

কুসুমবীজের তৈল।

কুসুম্ভ তৈল অম্লাস্বাদ, উষ্ণ, গুরু, বিদাহী, চক্ষুর অনিষ্ট কারক, বলকর, রক্তপিত্ত জনক ও কফবর্দ্ধক।

খাখস বীজ তৈলম্।

তৈলং তু খসবীজানাং বল্যং বৃষ্যং গুরু স্মৃতম্।
বাতহৃৎ কফহৃচ্ছীতং স্বাদু পাক রসং চ তৎ॥

পোস্তার তৈল।

এই তৈল বলকারক, বৃষ্য, গুরু, বাত-নাশক, কফঘ্ন, শীতল ও স্বাদু পাক।

এরণ্ড তৈলম্।

এরণ্ড তৈলং তীক্ষ্ণোষ্ণং দীপনং [illegible]
বৃষ্যং ত্বচ্যং বয়স্থাপি মেধা কান্তি [illegible]
কষায়ানু [illegible] সূক্ষ্মং যোনি [illegible]
বিস্রং স্বাদু রসে পাকে [illegible]
বিষমজ্বর [illegible]
হন্তি বাতোদরা [illegible]
বাত শোণিত [illegible]
আমবাত [illegible]
এক [illegible]

এরণ্ড তৈল।

এরণ্ড তৈল তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, দীপন, পিচ্ছিল, গুরু, বৃষ্য, ত্বকের স্বাস্থ্য জনক বয়ঃস্থাপক, মেধাবর্দ্ধক, কান্তিপ্রদ, বলকারক, ঈষৎ কষায় রস, সূক্ষ্ম, যোনিবিশোধক, শুক্রদোষ নিবারক, আমগন্ধি, স্বাদুরস, স্বাদুপাক, তিক্ত, কটু ও ভেদক ইহা ব্যবহারে বিষম জ্বর, হৃদ্রোগ, পৃষ্ঠশূল, গুহ্য শূল, বাতোদর, অনাহ, গুল্ম অষ্ঠীলা, কটিবেদনা, আমবাত ও বাতরক্ত এরণ্ড তৈল দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে।

রাল তৈলম্।

তৈলং সর্জ্জ রসোদ্ভূতং বিস্ফোট ব্রণ নাশনম্।
কুষ্ঠপামা ক্রিমিহরং বাত শ্লেষ্মাময়াপহম্॥

ধুনার তৈল।

ধুনার তৈল মর্দ্দনে বিস্ফোটক, ব্রণ, কুষ্ঠ, পামা, ক্রিমি ও বাত শ্লৈষ্মিক রোগ নিবারণ হয়।

শীতাংশু তৈলম্।

কর্পূর তৈলং তৈক্ষ্ণ্যং সৌগন্ধিক মবৈলকম্।
শীতাংশু তৈলং পর্ব্বোক্তং শ্যাদ্তৈল যদি স্মৃতম্।
শীতাংশু তৈল বাক্ষেপ শমনং বায়ুনাশনম্।
[illegible] শূলকফোহং জ্বরঘ্নং কফঘ্নং পরম্।
[illegible] শিরঃকো গদে।
[illegible] তৈলং পরিযুজ্যতে।
[illegible] বিন্দবঃ।

[illegible] তৈল।

[illegible] তৈক্ষ্ণ্য, সৌগন্ধিক, [illegible] ও শ্যাব- [illegible] সংস্কৃত নাম। কাজুপুট তৈল আক্ষেপ নাশক, বায়ুশান্তি কর, স্বেদজনক, শূলপ্রশমক, উগ্রবীর্য্য, জ্বরঘ্ন ও কফনাশক। আমবাত, উদরাধ্মান, জ্বর, শিরঃপীড়া, দন্তরোগ ও ভগ্নরোগে প্রয়োজ্য।

মাত্রা ৩ বিন্দু।

সক্ষক্রম তৈলম্।

সক্ষক্রু তৈলং কণ্ডুঘ্নং কুষ্ঠাময় বিনাশনম্।
কফঘ্নং লেখনং কণ্ডুহরং জন্তু বিষাপহম্॥
অস্য মাত্রা ৮ বিন্দবঃ।

গর্জ্জন তৈল।

গর্জ্জন তৈলের সংস্কৃত নাম সক্ষক্রু তৈল বা সক্ষক্রম তৈল। ইহা কণ্ডুনাশক, কুষ্ঠঘ্ন, কফশান্তি কারক, লেখন, কণ্ডুঘ্ন ও কীটাদির বিষনাশক।

মাত্রা ৮ বিন্দু।

বাতাদ তৈলম্।

বাতাদ তৈলং মৃদু রেচনং স্যাদ্
বাজীকরং মূর্দ্ধগদ প্রহৃৎ।
পিত্তানিলঘ্নং খলু দাহনাশি
লাবণ্যদং দেহহরং সুশীতম্।

বাদামের তৈল।

ইহা মৃদুবিরেচক, বাজীকর, বায়ুপিত্ত প্রশমক, দাহ নিবারক, লাবণ্যজনক ও শীতবীর্য্য। মেহ ও শিরোরোগে সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মাত্রা ২ মাষা।

নারিকেল তৈলম্।

নারিকেল ফলোদ্ভূতং তৈলং বাজীকরং গুরু।
শোধনং কীবধাতুনাং বাতপিত্ত প্রণাশনম্॥

শুক্রে নষ্টে প্রমেহে চ শ্বাসে কাসে চ যক্ষ্মণি।
মেধা লোপে চ হিতদং ক্ষতাদ্যকরণং তথা॥

নারিকেল তৈল।

নারিকেল তৈল বাজীকর, গুরু, ক্ষীণতা প্রাপ্ত ধাতু সমূহের পোষক, বায়ুপিত্ত নাশক ও ক্ষত প্রশমক। ইহা শুক্রনাশ, প্রমেহ, শ্বাস, কাস, যক্ষ্মা ও স্মরণ শক্তিলোপে প্রয়োজ্য।

মাত্রা ২ মাষা।

করঞ্জ তৈলম্।

করঞ্জ তৈলং তীক্ষ্ণোষ্ণং ক্রিমিঘ্নমস্র পিত্তকৃৎ।
নয়নাময় বাতার্ত্তি কুষ্ঠকণ্ডু ব্রণ প্রণুৎ॥
বায়ুনুৎ পিত্তকৃৎ কিঞ্চিল্লেপনাচ্চর্ম্মদোষহৃৎ।

করঞ্জ তৈল।

ডহরকরঞ্জের তৈল তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, ক্রিমিনাশক, রক্তপিত্ত জনক, বায়ুনাশক ও কিঞ্চিৎ পিত্তবর্দ্ধক। নেত্ররোগ, বাত ব্যাধি, কুষ্ঠ, কণ্ডু, ক্ষত ও চর্ম্মদোষমাত্রে উপকারক। স্থলভেদে বিবেচনা মতে বাহ্য ও আভ্যন্তর প্রয়োগ কর্ত্তব্য।

মাত্রা ৫ বিন্দু।

পাটলী তৈলম্।

বামনং পাটলী তৈলং কুষ্ঠ কণ্ডু বিমর্দ্দনম্।
বলবহ্নিপ্রদং চর্ম্মদোষ ঘ্নং রসায়নম্॥

চাউলমুগ্‌রার তৈল।

চাউলমুগ্‌রার তৈল বমনকারক, কুষ্ঠ নিবারক, কণ্ডুঘ্ন, বলকর, আগ্নেয়, চর্ম্ম দোষ প্রশমক ও রসায়ন। মাত্রা ১০ বিন্দু।

জাতীফল তৈলম্।

তৈলং জাতীফলোদ্ভূতং মধুরেণ মধুরং।
জীর্ণাতিসার শমন বাধ্মানাক্ষেপ শূলহৃৎ।
আমবাত হরং বল্যং দন্তবেষ্টব্রণার্ত্তিনুৎ।

জায়ফলের তৈল।

ইহা মধুরেজক, অগ্নিকারক ও বল কারক। পুরাতন অতিসার, আধ্মান, আক্ষেপ ও আমবাত রোগে উপকার করে। দন্তবেষ্ট ক্ষতে ইহা লাগাইলে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণা নিবারণ হয়। মাত্রা ৫ বিন্দু।

লবঙ্গ তৈলম্।

দেবপুষ্প ভবং তৈল মগ্নিকৃদ্ বাতনাশনম্।
দন্তবেষ্ট ক্ষতার্ত্তিঘ্নং গর্ভিণ্যা বমনাপহম্॥

লবঙ্গ তৈল।

লবঙ্গ তৈল অগ্নিকারক ও বায়ুনাশক। গর্ভাবস্থায় বমন নিবারণার্থ ইহা বিশেষ উপযোগী। দন্তবেষ্টক্ষতে লাগাইলে শীঘ্র যন্ত্রণার নিবৃত্তি হয়। মাত্রা ৫ বিন্দু।

ত্বাচ তৈলম্।

বস্তিসাদানিলহর মাধ্মানাক্ষেপ নাশনম্।
বান্ত্যুৎক্লেশ প্রশমনং সংগ্রাহি দশনার্ত্তিহৃৎ।
ত্বাচং তৈলং রজঃস্রাবি রোগে কিঞ্চিৎ প্রিয়ঙ্কতি।

দারুচিনির তৈল।

দারুচিনির তৈল বায়ু [illegible] ও রজঃ প্রবর্ত্তক। [illegible] আক্ষেপ, বমি, [illegible] পীড়ায় দারুচিনির [illegible] তৈল [illegible] হইলে ডুবিয়া যায়। [illegible]

দীপ্যক তৈলম্।

দীপ্যকতৈলমাগ্নেয়ং শূলাক্ষেপানিলাপহৃৎ।
আধ্মানাজীর্ণ দুর্নাম গ্রহণী দোষনাশনম্॥

যমানীর তৈল।

যমানীর তৈল অগ্নিকারক ও বায়ু নাশক। শূল, আক্ষেপ, আধ্মান, অজীর্ণ অর্শঃ ও গ্রহণীদোষে ইহার প্রয়োগে উপকার দর্শে।

মিশি তৈলম্।

তৈলং মৈশেয়মাগ্নেয়ং শূলাধ্মানানিল প্রণুৎ।

মৌরীর তৈল।

মৌরীর তৈল অগ্নিকারক ও বায়ু-নাশক। শূল ও আধ্মান রোগে প্রয়োজ্য। মাত্রা ১ বিন্দু।

জীরক তৈলম্।

মিশি তৈলগুণং জ্ঞেয়ং তৈলং জীরক সম্ভবম্।

জীরার তৈল।

জীরার তৈলের গুণ মৌরীর তৈলের ন্যায়। মাত্রা ১ বিন্দু।

শৃগাল কণ্টক তৈলম্।

শৃগালকণ্টকোদ্ভূতং তৈলং ত্বগ্ব্রণাপহম্
আমবাত প্রশমনং নির্ঘাতোন্মাদি রোগহৃৎ।

শেয়ালকাঁটার তৈল।

শেয়াল কাঁটার বীজ হইতে এক প্রকার তৈল পাওয়া যায়। ইহা ত্বগ্দোষ, ক্ষত ও আমবাতে উপকারক শেয়াল কাঁটার আঠা চক্ষুর পীড়ায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

নিকুম্ভ তৈলম্।

তৈলং নিকুম্ভ বীজোত্থ মত্যুগ্রং রেচনং পরম্।
আনাহ মুদরং হন্তি সংন্যাসঞ্চ শিরোগদম্॥
ধনুঃ স্তম্ভং তথোন্মাদং পক্ষাঘাত সংজ্ঞকম্।
আমবাতঞ্চ শোথঞ্চ মর্দনাৎ কামনাশনম্॥
মাত্রা ১ বিন্দুঃ।

জয়পালবীজের তৈল।

জয়পালের বীজকে নিপীড়ন করিলে এই তৈল নির্গত হয়। ইহা অতিশয় উগ্রবীর্য্য ও অতি বিরেচক। আনাহ, উদরী, সংন্যাস, শিরঃপীড়া, ধনুষ্টঙ্কার, উন্মাদ, পক্ষাঘাত, আমবাত ও শোথ রোগে প্রয়োজ্য। কামরোগে ইহা বক্ষের উপর মর্দন করিলে কামের উগ্রতা নিবারণ হয়; ইহার দ্বারা বক্ষের চর্ম্ম আরক্তিম, উগ্রতাপন্ন ও পিড়কা ব্যাপ্ত হওয়াতে ঐ অন্যাভিমুখিনী ক্রিয়ার বলে কামের বেগের খর্ব্বতা হইয়া থাকে। মাত্রা ১ বিন্দু।

সর্ব্বতৈল গুণাঃ।

তৈলং স্বযোনি গুণকৃদ্ বাগ্‌ভটেনাখিলং মতম্।
অতঃ শেষস্য তৈলস্য গুণাঃ জ্ঞেয়া স্বযোনিবৎ॥

তৈল মাত্রের গুণ।

যে তৈল যে বীজ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহার গুণ সেই বীজের ন্যায়, ইহা বাগ্‌ভট লিখিয়াছেন। অতএব যে সকল তৈলের বিষয় উল্লিখিত হইল না তাহাদের গুণ তত্তৎ বীজের ন্যায় জানিবে।

অষ্টাত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

মূত্রবর্গঃ।

গোমূত্রম্।

গোমূত্রং কটুতীক্ষ্ণোষ্ণং ক্ষারং তিক্তং কষায়কম্।
লঘ্বগ্নি দীপনং মেধ্যং পিত্তকৃৎ কফ বাতহৃৎ।
শূল গুল্মোদরানাহ কণ্ডুক্ষি মুখ রোগজিৎ।
কিলাস গদ বাতাম বস্তিরুক্ কুষ্ঠ নাশনম্॥
কাস শ্বাসাপহং শোথ কামলা পাণ্ডু রোগহৃৎ।
অন্যচ্চ। কণ্ডূ কিলাস গদশূল মুখাক্ষি রোগান্
গুল্মাতিসার মরুদাময় মূত্ররোধান্।
কাসং সকুষ্ঠ জঠরক্রিমি পাণ্ডুরোগান্
গোমূত্র মেকমপি পীতমপাকরোতি।
সর্বেষ্বপি চ মূত্রেষু গোমূত্রং গুণতোঽধিকম্।
অতোঽবিশেষাৎ কথনে মূত্রং গোমূত্র মুচ্যতে॥
পুনরুক্তং। প্লীহোদর শ্বাসকাস শোথবর্চো
গ্রহাপহম্।
শূলগুল্ম রুজানাহ কামলা পাণ্ডুরোগহৃৎ।
কষায়ং তিক্ততীক্ষ্ণঞ্চ পূরণাৎ কর্ণশূলনুৎ।

গোমূত্র কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, ক্ষার গুণযুক্ত. তিক্ত, কষায়, লঘু, অগ্নিদীপ্তিকারক, স্মরণশক্তি বর্দ্ধক, পিত্তকর ও বাতশ্লেষ্ম নাশক। গোমূত্র ব্যবহারে শূল, গুল্ম, উদররোগ, আনাহ, কণ্ডু, নেত্ররোগ, মুখরোগ, কিলাস, আমবাত, বস্তিরোগ, কুষ্ঠ, কাস, শ্বাস আনাহ, শোথ, কামলা ও পাণ্ডুরোগ উপশমিত হয়।

অন্যত্র গোমূত্রের এই রূপ গুণ বর্ণিত আছে, যথা—পাণ্ডু, কিলাস রোগ, শূল, মুখরোগ, চক্ষুরোগ, গুল্ম, অতীসার, বাতব্যাধি, মূত্ররোগ, কাস, কুষ্ঠ, জঠররোগ, ক্রিমি ও পাণ্ডুরোগ এই সমস্ত ব্যাধি কেবল গোমূত্র পানেই উপশমিত হয়।

সকল মূত্র অপেক্ষা গোমূত্রের গুণ অধিক। অতএব বিশেষঃ উল্লেখ না থাকিলে মূত্র শব্দে গোমূত্রই বুঝিতে হইবে।

গোমূত্র সেবনে প্লীহা, উদররোগ, শ্বাস, কাস, শোথ, মলরোধ, শূল, গুল্ম, আনাহ, কামলা ও পাণ্ডুরোগ নিবারিত হয়। গোমূত্র কষায়, তিক্ত ও উষ্ণ। কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণশূল নিবারিত হয়।

মেষমূত্রম্।

আবিমূত্রং সতিক্তং স্যাৎ স্নিগ্ধং পিত্তাবিরোধি চ।

মেষমূত্র তিক্ত, স্নিগ্ধ ও পিত্তের অবিরোধী (অর্থাৎ পিত্তবর্দ্ধক নহে, পিত্তব্যাধিতেও প্রয়োগার্হ)।

ছাগমূত্রম্

আজং কষায় মধুরং পথ্যং দোষান্নিহন্তি চ।

ছাগমূত্র কষায়, মধুর, পথ্য ও ত্রিদোষঘ্ন।

মাহিষ মূত্রম্।

অর্শঃ শোথোদরঘ্নন্তু সক্ষারং মাহিষং সরম্।

মাহিষ মূত্র ক্ষারগুণ বিশিষ্ট ও ভেদক। ইহা অর্শঃ, শোথ ও উদররোগে প্রয়োজ্য।

[illegible]মূত্রম্।

হাস্তিকং লবণং মূত্রং [illegible]।
প্রশস্তং বদ্ধবিণ্মূত্র [illegible]।

হস্তিমূত্র লবণাস্বাদ। ইহা ক্রিমি, কুষ্ঠ, মলমূত্ররোধ, বিষজ পীড়া, শ্লৈষ্মিক ব্যাধি ও অর্শঃ রোগে হিতকর।

উষ্ট্রমূত্রম্।

সতিক্তং শ্বাস কাসঘ্নমর্শোঘ্নং চৌষ্ট্রমুচ্যতে।

উষ্ট্রমূত্র শ্বাস, কাস ও অর্শোরোগে উপকারক।

অশ্বমূত্রম্।

বাজিনাং তিক্তকটুকং কুষ্ঠব্রণ বিষাপহম্।

অশ্বমূত্র তিক্ত ও কটু। ইহা কুষ্ঠ, ব্রণ ও বিষজ ব্যাধিতে প্রয়োজ্য।

গর্দ্দভ মূত্রম্।

খরমূত্র মপস্মারোন্মাদ গ্রহ বিনাশনম্।

গর্দ্দভমূত্র অপস্মার, উন্মাদ ও গ্রহাময়ে হিতপ্রদ।

নর মূত্রম্।

নরমূত্রং গরং হন্তি সেবিতন্তু রসায়নম্।
রক্তপামা হরং তীক্ষ্ণং সক্ষার লবণং স্মৃতম্॥

মনুষ্য মূত্র।

নরমূত্র বিষঘ্ন, সেবন করিলে রসায়ন স্বরূপ হয়। ইহা তীক্ষ্ণ, ক্ষার, গুণযুক্ত, লবণাস্বাদ ও রক্তপামারোগ নিবারক।

গোজাবি মহিষীণাং তু স্ত্রীণাং মূত্রং প্রশস্যতে।
খরোষ্ট্রেভ নরাশ্বানাং পুংসাং মূত্রং হিতং
স্মৃতম্॥

গো, ছাগ, মেষ ও মহিষ এই সকল জাতীয় স্ত্রীজাতির মূত্র প্রশস্ত এবং গর্দ্দভ, উষ্ট্র, হস্তী, মনুষ্য ও অশ্ব ইহাদের পুরুষ জাতির মূত্র হিতকর।

চরক ও সুশ্রুত ঋষি নরমূত্র ত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট অষ্ট মূত্রের বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ ৮ টীকে অষ্ট মূত্র বলে।

ঊনচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

লবণ ক্ষার বর্গঃ।

সৈন্ধবম্।

সৈন্ধবোঽস্ত্রী শীত শিবং মাণিমন্থঞ্চ সিন্ধুজম্।
সৈন্ধবং লবণং স্বাদু দীপনং পাচনং লঘু॥
স্নিগ্ধং রুচ্যং হিমং বৃষ্যং সূক্ষ্মং নেত্র্যং
ত্রিদোষহৃৎ।

সৈন্ধবলবণ।

সৈন্ধব, শীতশিব, মাণিমন্থ ও সিন্ধুজ ইহার পর্য্যায়। সৈন্ধবলবণ স্বাদু, অগ্নি দীপক, পাচন, লঘু, স্নিগ্ধ, রোচক, শীতল, বলকারক, সূক্ষ্ম, চক্ষের উপকারক ও ত্রিদোষ নাশক। এই লবণ পঞ্জাব দেশের পার্ব্বতীয় খনিতে জন্মে।

সৌবর্চ্চলম্।

সৌবর্চ্চলং স্যাদ্রুচকং মন্থং পাক্যঞ্চ তন্মতম্।
রুচকং রোচনং ভেদি দীপনং পাচনং পরম্॥
সুস্নেহং বাতনুন্নাতি নোষ্ণং বিশদং লঘু।
উদ্গার শুদ্ধিদং সূক্ষ্মং বিবন্ধানাহ শূলজিৎ॥

সচল লবণ।

সৌবর্চ্চল, রুচক, অক্ষ ও পাক্য এই গুলি ইহার পর্য্যায়। এই লবণ রোচক, ভেদক, অগ্নিদীপ্তিকারক, উৎকৃষ্ট পাচক, স্নেহ বিশিষ্ট, বায়ু নাশক, বিশদ, লঘু, সূক্ষ্ম, উদ্গার শুদ্ধিকারক, অধিক পিত্ত বর্দ্ধক নহে এবং বিবন্ধ, আনাহ

ও শূল রোগে উপকার করে। হিমালয় প্রভৃতি পর্ব্বতের সক্ষার লবণোদক স্রাবী প্রস্রবণ সমূহের জল হইতে এই লবণ প্রস্তুত হয়।

বিড়ম্।

বিড়ংপাকঞ্চ কৃতকং তথা দ্রাবিড় মাসুরম্।
বিড়ং সক্ষার মূর্দ্ধাধঃ কফবাতানুলোমনম্॥
দীপনং লঘু তীক্ষ্ণোষ্ণং রুক্ষং রুচ্যং ব্যবায়ি চ।
বিবন্ধানাহ বিষ্টম্ভ হৃচ্ছূল গৌরব শূলনুৎ॥

বিট্‌লবণ।

বিড়, পাক, কৃতক, দ্রাবিড় ও আসুর এই গুলি বিট লবণের নাম। বিট লবণ ক্ষার গুণ বিশিষ্ট, দীপন, লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, রুক্ষ রেচক ও ব্যবায়ী। ইহা কফ ও বায়ুর অনুলোমন অর্থাৎ কফকে ঊর্দ্ধ দিকে ও বায়ুকে অধোদিকে নিঃসারণ করে এবং বিবন্ধ, আনাহ বিষ্টম্ভ, হৃদ্রোগ, শরীরের ভার নিবারণ করে।

সামুদ্রলবণম্।

সামুদ্রং যত্তু লবণং মক্ষিবং বশিরঞ্চ তৎ।
সমুদ্রজং সাগরজং লবণোদধি সম্ভবম্॥
সামুদ্রং মধুরংপাকে সতিক্তং মধুরং গুরু।
নাত্যুষ্ণং দীপনং ভেদি সক্ষারমবিদাহি চ॥
শ্লেষ্মলং বাতনুৎ তিক্ত মরুক্ষং নাতি শীতলম্।

করকচ লবণ।

সামুদ্রিক লবণের অন্যান্য নাম অক্ষিব বশির, সামুদ্রজ, সাগরজ ও লবণোদধি সম্ভব।

সামুদ্রিক লবণ পাকে মধুর অথবা ঈষৎ তিক্তরস বিশিষ্ট, অবিদাহী, কফ বর্দ্ধক বায়ু নাশক, তিক্ত, অরুক্ষ ও নাতি শীতোষ্ণ।

রৌমকম্।

শাকম্ভরীয়ং কথিতং গুড়াখ্যং রৌমকন্তথা।
গুড়াখ্যং লঘু বাতঘ্নমত্যুষ্ণং ভেদি পিত্তলম্॥
তীক্ষ্ণোষ্ণঞ্চাপি সূক্ষ্মঞ্চাভিষ্যন্দি কটুপাকি চ।

সাম্ভার লবণ।

শাকম্ভরীয়, রৌমক, ও গুড়াখ্য ইহার পর্য্যায়। সম্ভারী লবণ লঘু, বায়ুনাশক ও অতিশয় উষ্ণ, ভেদক, পিত্তজনক তীক্ষ্ণোষ্ণ, সূক্ষ্ম ও অভিষ্যন্দী, ইহা পাকে কটুরস হয়। এই লবণ রাজপুতানার অন্তর্গত সম্বর হ্রদ হইতে উৎপন্ন হয়।

ঔদ্ভিদম্।

ঔদ্ভিদং পাংশুলবণং যজ্জাতং ভূমিতঃ স্বয়ম্।
ক্ষারং গুরু কটু স্নিগ্ধং শীতলং বাতনাশনম্॥

পাংশু লবণ।

ইহা সমুদ্রতীরস্থ মৃত্তিকায় জন্মে। ইহা ক্ষার গুণবিশিষ্ট, গুরু, কটু, স্নিগ্ধ, শীতল ও বায়ু নাশক।

ক্ষারলবণম্।

সৈন্ধবং ক্ষার লবণং মূত্রলং মলভেদনম্।
হৃৎ শূলং অন্নং দাহং বিবন্ধানাহ নাশনম্॥

বাড়ীলবণ শৈত্যকারক, মূত্রকারক ও বিরেচক। শূল, অম্ল দাহ, [illegible] আধ্মান রোগে ইহার দ্বারা উপকার হয়।

সৈন্ধবং [illegible]
একবিংশতি [illegible]

উল্লিখিত লবণ সকলের মধ্যে সৈন্ধব সৌবর্চ্চল, বিট, সামুদ্র ও সাম্ভার এই পাঁচটীকে পঞ্চ লবণ বলাযায়। এক লবণ বলিলে সৈন্ধব, দ্বিলবণ বলিলে সৈন্ধব ও সচল, ত্রিলবণ বলিলে সৈন্ধব, সচল ও বিট, চতুর্লবণ বলিলে সৈন্ধব, সচল, বিট ও সামুদ্র ও পঞ্চলবণ বলিলে ঐ পাঁচটীকে বুঝিতে হইবে। চরক সাম্ভারকে পরিত্যাগ ও ঔদ্ভিদকে গ্রহণ করিয়া পঞ্চলবণ বর্ণন করিয়াছেন। যথা—সৌবর্চ্চলং সৈন্ধবঞ্চ বিড়মৌদ্ভিদমেবচ। সামুদ্রেণ সহৈতানি পঞ্চস্যুর্লবণানি চ ইতি।

চণকাম্লম্।

চণকাম্লক মত্যুষ্ণং দীপনং দন্ত হর্ষণম্
লবণানু রসং রুচ্যং শূলাজীর্ণ বিবন্ধনুৎ ॥

চণকলবণ। চণকলোনা।

ইহার অপর নাম চনকাম্ল। ইহা অতিশয় উষ্ণ অগ্নিদীপক ও দন্ত হর্ষণ। ইহার আস্বাদ অম্ল ও লবন। ইহা শূল অজীর্ণ ও বিবন্ধ দূর করে।

নবসারঃ।

উষ্ট্রং বা মাহিষং ধন্যং পুরীষং ভস্মতাং গতম্।
ক্ষারপাক বিধানেন মৃন্ময়ে নিষ্পচ্যতে।
[illegible]। [illegible] মৃন্ময়ে সংস্থাপ্য
[illegible] [illegible] পরিশোধয়েৎ।
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] নবসার উচ্যতে ॥
[illegible] [illegible] শীতলং [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥

নিশাদল।

উষ্ট্র, মহিষ অথবা গোজাতির বিষ্ঠা দগ্ধ করিয়া ঐ ভস্মকে ক্ষার পাকের নিয়মানুসারে পক্ব করিলে নিসাদল প্রস্তুত হয়।

প্রকারান্তর। পাতুরিয়া কয়লা হইতে আংক বাহির করিয়া লইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে লবণ দ্রাবকের সহিত মিশ্রিত ও শুষ্ক করিয়া উর্দ্ধপাতিত করিয়া লইলে নবসার অর্থাৎ নিশাদল প্রস্তুত হয়।

নিসাদল লবণাস্বাদ। ইহা নির্গমনশীল শারীরিক পদার্থ সমূহের (কফ, পিত্ত, মল, মূত্র, স্বেদ ও রজঃ প্রভৃতির) স্রাবক, শোথঘ্ন ও শীতল। যকৃদ্দোষ, জ্বর, প্লীহা, শিরঃশূল, অর্ব্বুদ প্রভৃতি, স্তন রোগ, রক্তপিত্ত, কাস, ভগ্নরোগ ও যোনিব্যাপৎ পীড়ায় নিসাদল হিতকর। শোথপার্শ্বে ইহার বাহ্যপ্রয়োগ ও অন্যত্র আভ্যন্তরিক প্রয়োগ কর্ত্তব্য।

যবক্ষারঃ।

যবশূকভবে ক্ষারে ক্ষিপ্তা প্রক্ষোভিতে জলম্।
দ্রোণমান যথাতত্বং সক্ষারং পৃথুপাত্রগম্ ॥
ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ বিস্রাব্য পচেৎ তীব্রেণ বহ্নিনা।
নিঃশেষে সলিলে ভস্ম যবক্ষারোঽবশিষ্যতে ॥

যবক্ষার।

যবের শূঁয়া সকল দগ্ধ করিয়া সেই ভস্ম ২ সের লইয়া উহাতে ৬৪ সের জল দিয়া মিশ্রিত করিবে এবং ঐ জল ২১ বার স্থূল বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া লইয়া অগ্নিতে চড়াইয়া তীব্র অগ্নিদ্বারা পাক

করিবে। সমুদায় জল নিঃশেষ হইলেই পাক পাত্রে যবক্ষার অবশিষ্ট থাকিবে।

সর্জ্জিকাক্ষারঃ ।

মরুাদি বিষয়ে জাতং সংছিদ্য ক্ষার বৃক্ষকান্ ।
দাপয়েদ্ বহ্নিনা সম ক তদধঃ স্থাপয়েদ্ ঘটান্ ॥
অধোদ্বারবটৈর্যুক্তান্ সূক্ষ্মচ্ছিদ্র সমন্বিতৈঃ ।
কৃশানৌ জ্বলতে তত্র ক্ষুদ্রকান্ সরসান্ ক্ষপান্ ॥
দহেচ্চ ক্রমশঃ দগ্ধা তেন তেভ্যঃ স্রুতো রসঃ ।
ঘটেষু পততেৎ তেষু স সক্ষঃ সর্জ্জিকোচ্যতে ॥

সাচিক্ষার ।

পঞ্জাব প্রভৃতি দেশে এক প্রকার ক্ষার বৃক্ষ জন্মে। উহাদিগকে ছেদন করিয়া অগ্নিদ্বারা প্রজ্বলিত ও তন্নিম্নে সূক্ষ্ম ছিদ্র যুক্ত অদাহ্য আবরণে আবৃত কতিপয় ঘটস্থাপন করিবে। অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে তদুপরি পুনঃ পুনঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরস ক্ষার বৃক্ষ সকল নিক্ষেপ করিবে। এই প্রক্রিয়ায় সেই কাষ্ঠ সকল দগ্ধ হইবে এবং তন্নিঃসৃত রস ঘট সমূহ মধ্যে সঞ্চিত হইবে। ঐ রস অগ্নি তাপে শুষ্ক করিয়া লইলেই স্বর্জ্জিকাক্ষার প্রস্তুত হইল।

উভয়োর্নামানি গুণাশ্চ ।

পাক্যঃ ক্ষারো যবক্ষারো যাবশূকো যবাগ্রজঃ
সর্জ্জিকাপি স্মৃতঃ ক্ষারঃ কাপোতঃ সুখবর্চকঃ ॥
কথিতঃ সর্জ্জিকাভেদো বিশেষ স্তু সুবর্চ্চকঃ ।
যবক্ষারো লঘুঃ স্নিগ্ধঃ সুসূক্ষ্মো বহ্নিদীপনঃ ॥
নিহন্তি শূলবাতাম শ্লেষ্ম শ্বাস গলাময়ান্ ।
পাণ্ড্বর্শো গ্রহণী গুল্মানাহ প্লীহ হৃদাময়ান্ ॥
সর্জ্জিকাপ্যল্পগুণা তস্মাদ্বিশেষাদ্ গুল্ম শূলহৃৎ ।
সুবর্চ্চিকা সর্জ্জিকাবদ্ বোদ্ধব্যা গুণতো বুধৈঃ ॥

সর্জ্জিকাক্ষার ও যবক্ষারের নাম ও গুণ।

পাক্য, ক্ষার, যবক্ষার, যাবশূক ও যবাগ্রজ এইগুলি ইহার পর্য্যায়। সর্জ্জিকাও এক প্রকার ক্ষার তাহার অপর নাম কাপোত ও সুখবর্চ্চক। আর এক প্রকার ক্ষার আছে তাহার নাম সুবর্চ্চিক এই ক্ষার সর্জ্জিকাক্ষারেরই প্রকারান্তর মাত্র। যবক্ষার লঘু, স্নিগ্ধ, অতিসূক্ষ্ম, অগ্নিকর। ইহা শূল, বায়ু, আম, শ্লেষ্মা, শ্বাস, গলরোগ, পাণ্ডুরোগ, অর্শঃ, গ্রহণী গুল্ম, আনাহ, প্লীহা ও হৃদ্রোগ নিবারণ করে।

সর্জ্জিকার গুণ ইহা অপেক্ষা মৃদু কিন্তু ইহা গুল্ম ও শূলরোগে বিশেষ উপকার করে। সুবর্চ্চিকা সর্জ্জিকার ন্যায় গুণ বিশিষ্ট।

ক্ষারদ্বয়ং ক্ষারত্রয়ঞ্চ ।

সর্জ্জিকা যাবশূকশ্চ ক্ষারদ্বয় মুদাহৃতম্ ।
টঙ্কণেন যুতং তত্ ক্ষারত্রয় মুদীরিতম্ ॥
মিলিতস্তু গুণবদ্বিশেষাদ্ গুল্মহৃৎ পরম্ ।

দুই এবং তিন প্রকার ক্ষার।

সর্জ্জিকা ও যবক্ষার এই উভয়কে ক্ষারদ্বয় এবং সর্জ্জিকা, যবক্ষার ও সোহাগা এই তিনকে ক্ষারত্রয় কহে। ইহারা একত্র মিলিত হইলে পূর্ব্বোক্ত রূপ গুণ করে হয় বিশেষতঃ গুল্মরোগে বিশেষ উপকার করে।

ক্ষারাষ্টক

পলাশ বজ্র শিখরি চিঞ্চার্ক তিলনালজাঃ

যবজঃ সর্জ্জিকা চেতি ক্ষারাষ্টক মুদাহৃতম্ ॥
ক্ষারা এতেঽগ্নিনা তুল্যা গুল্ম শূল হরা ভৃশম্ ।

আট প্রকার ক্ষার ।

পলাশ, বজ্রী (সুহী বিশেষ), অপামার্গ, তিন্তিড়ী, আকন্দ ও তিলনাল ইহাদের ক্ষার এবং সর্জ্জিকা ও যবক্ষার এই অষ্টদ্রব্য মিলিত হইলে ক্ষারাষ্টক বলে। অষ্টক্ষার অগ্নি সদৃশ, ইহা গুল্ম ও শূল রোগ নষ্ট করে।

চত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

সন্ধান বর্গঃ ।

মদ্যম্ ।

মদ্যং বহুবিধং প্রোক্তং তন্নাম মদিরা সুরা ।
বারুণীরা মহানন্দা তত্ত্বকারণ মানিকাঃ ॥
অমৃতা মাধবী মত্তা মদনী মোদিনী মধু ।
হলিপ্রিয়া দেবসৃষ্টা কামিনী কপিশীত্যপি ॥

মদ্য ।

মদিরা, সুরা, বারুণী, ইরা, মহানন্দা, তত্ত্ব, কারণ, মানিকা, অমৃতা, মাধবী, মত্তা, মদনী, মোদিনী, মধু, হলিপ্রিয়া, দেবসৃষ্টা, কামিনী ও কপিশী ইত্যাদি শব্দ মদ্যের পর্য্যায়। মদ্য অনেক প্রকার, তন্মধ্যে নিম্নে কতক গুলির বিবরণ লিখিত হইতেছে।

গৌড়ী ।

গুড়কৃতা গুড়ভবা বা গৌড়ী সা মদিরোচ্যতে ।
তীক্ষ্ণোষ্ণা মধুরা গৌড়ী বাতঘ্নী বলপিত্তকৃৎ ।
কান্তিতৃপ্তিকরী পথ্যা বহ্নিকাম প্রদীপনী ।

[illegible] প্রভৃতি দ্বারা সন্ধান [illegible] প্রস্তুত মদিরাকে গৌড়ী বলে। গৌড়ী মদিরা তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, মধুর, বায়ুনাশক, পিত্তকর, বলপ্রদ, কান্তিবর্দ্ধক, তৃপ্তিকর, পথ্য, বহ্নিবর্দ্ধক ও কামোদ্দীপক।

মাধ্বী ।

মধ্বাদি বিহিতা যা তু মাধ্বী সা মদিরোচ্যতে ।
নাত্যুষ্ণা মধুরা মাধ্বী পিত্তানিল নিসূদনী ॥
কামলা পাণ্ডু গুল্মার্শঃ প্রমেহ প্লীহ ঘাতিনী ।

মধু প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত মদিরাকে মাধ্বী বলা যায়। ইহা অনতি উষ্ণ, মধুর, বায়ুপিত্ত নাশক এবং কামলা, পাণ্ডু, গুল্ম, অর্শঃ, প্রমেহ ও প্লীহা রোগে উপকারক।

পৈষ্টী ।

কৃতা বহুবিধৈর্ধান্যৈঃ পৈষ্টীতি মদিরোচ্যতে ।
কটুষ্ণা বাতকফহৃৎ তীক্ষ্ণা গৌড়ী সমা চ সা ॥

বহুবিধ ধান্য দ্বারা প্রস্তুত মদিরাকে পৈষ্টী বলে। ইহা কটু, অম্লাস্বাদ, বাতশ্লেষ্ম নাশক, তীক্ষ্ণবীর্য্য ও গৌড়ীর ন্যায় গুণ বিশিষ্ট।

কাদম্বরী ।

কাদম্বরীতি কথিতা নানা দ্রব্য কদম্বজা ।
কাদম্বরী সুমধুরা শ্রমপিত্ত প্রণাশিনী ॥

নানা দ্রব্য কদম্ব কৃত মদিরার নাম কাদম্বরী। ইহা সুমধুর, শ্রান্তিহর ও পিত্তঘ্ন।

মাধূকী ।

মধূক পুষ্পজাতা যা মাধূকী সা নিগদ্যতে ।
মাধূকী মাদিনী বল্যা পুষ্টিকৃৎ কামবর্দ্ধিনী ॥

মউল ফুল হইতে প্রস্তুত সুরাকে মাধ্বী বলে। ইহা মাদক, বলকর, পুষ্টিকারক ও কাম বর্দ্ধক।

মৈরেয়ী।

মালূর মূলং বদরী শর্করা চ তথৈব চ।
এষামেকত্র সন্ধানান্মৈরেয়ী মদিরা মতা॥
মৈরেয়ী বাতহৃদ্ বল্যা জরঘ্নী বহ্নিদীপনী।

বিল্বমূল, কুল ও চিনি ইহাদের সন্ধান ক্রিয়ার দ্বারা প্রস্তুত মদিরাকে মৈরেয়ী বলে। মৈরেয়ী সুরা বায়ুনাশক, বলকর, জ্বরঘ্ন ও অগ্নিপ্রদীপক।

মৃতসঞ্জীবনী নামক সুরা প্রস্তুত করিবার নিয়ম ও তাহার গুণ ভৈষজ্য রত্নাবলিতে বর্ণিত হইয়াছে।

সর্ব্বেষাং সুরাণাং সাধারণ্যা গুণাঃ।

রোচনং দীপনং হৃদ্যং স্বরবর্ণ প্রসাদনম্।
প্রীণনং বৃংহণং বল্যং ভয়শোক শ্রমাপহম্॥
স্বাপনং নষ্ট নিদ্রাণাং মূকানাং বাগ্বিবোধনম্।
বোধনঞ্চাতি নিদ্রাণাং বিবদ্ধানাং বিবদ্ধনুৎ॥
বধবন্ধ পরিক্লেশ দুঃখানামাবমোহনম্।
পরং বাজীকরং মদ্যং প্রীতি সংযোগ বর্দ্ধনম্॥
বহুদুঃখ ক্ষতানাঞ্চ শোকেনোপহতানাঞ্চ।
বিশ্রামো জীবলোকস্য মদ্যং যুক্ত্যা নিষেবিতম্॥

মদ্যের সাধারণ গুণ।

মদ্য রোচক, অগ্নি দীপক, হৃদ্য, স্বর পরিষ্কারক, বর্ণ প্রসাদক, প্রীতিজনক, বৃংহণ, বলকর, ভয় শোক শ্রান্তি নিবারক, নষ্ট নিদ্র ব্যক্তিগণের নিদ্রা প্রদায়ক, বাক্‌শক্তি বিহীন দিগের বাক্য প্রবর্ত্তক, অতি নিদ্রাশীল ব্যক্তিগণের নিদ্রা নিবারক, মলাদিরোধ পীড়িত ব্যক্তিদিগের বিবদ্ধনাশক, বধ,বন্ধ ও ক্লেশোৎপাদক কার্য্য হেতুক দুঃখের বিস্মারক, অতিশয় বাজীকর ও প্রীতি সংযোগ বর্দ্ধক। বহুদুঃখ ক্ষত ও শোকোপহত চিত্ত ব্যক্তির, যথাবিধি নিষেবিত মদ্যই তত্তৎ দুঃখের বিস্মারক ও কিয়ৎকাল বিশ্রাম প্রদ।

পীয়মানস্য মদ্যস্য বিজ্ঞাতব্যাস্ত্রয়ো মদাঃ।
প্রথমো মধ্যমোঽন্ত্যশ্চ লক্ষণৈস্তান্ নিবোধত॥
প্রহর্ষণঃ প্রীতিকরঃ পানান্ন গুণদর্শকঃ।
বাদ্যগীত প্রহাসানাং কথানাঞ্চ প্রবর্ত্তকঃ।
ন চ বুদ্ধিস্মৃতি হরো বিষয়েষু ন শক্তিহৃৎ।
সুখ নিদ্রা প্রবোধশ্চ প্রথমঃ সসুখো মদঃ॥
কিমুক্তেনাত্র বহুনা যৎসুখং প্রথমে মদে।
তস্যোপমা প্রশস্যত্র কিঞ্চিদেব ন দৃশ্যতে॥
মুহুঃ স্মৃতিমুহুর্মোহো ব্যক্তা সজ্জতি বা মুহুঃ।
যুক্তাযুক্ত প্রলাপশ্চ প্রচলায়ন মেব চ॥
স্থান পানান্ন সাংকথ্যে যোজনা সবিপর্য্যয়া।
লিঙ্গান্যেতানি জানীয়াদাবিষ্টে মধ্যমে মদে॥
তৃতীয়ন্তু মদং প্রাপ্য ভগ্নদার্ব্বিব নিষ্ক্রিয়ঃ।
মদমোহাবৃত মনা জীবন্নপি মৃতোপমঃ॥
রমণীয়ান্ স বিষয়ান্ ন বেত্তি ন সুহৃজ্জনম্।
যদর্থং পীয়তে মদ্যং রতিং তাঞ্চ ন বিন্দতি॥
কার্য্যাকার্য্যং সুখং দুঃখং লোকে যচ্চ হিতাহিতম্।
যদবস্থো ন জানাতি কোঽবস্থাং তাং ব্রজেদ্ বুধঃ॥
মদ্যোপহত বিজ্ঞানো বিমুক্তঃ সাধুভির্জনৈঃ।
স দূষ্যঃ সর্ব্বভূতানাং নিন্দ্যশ্চাগ্রাহ্য এব চ॥

পীয়মান মদ্যকৃত তিন প্রকার মদাবস্থা দৃষ্ট হয়। অল্প উত্তেজনাবস্থাকে প্রথম মদ, তাহা অপেক্ষা অধিক মত্ততাবস্থাকে মধ্যম বা দ্বিতীয় মদ ও সংজ্ঞাহানি অবস্থাকে অন্ত্য বা তৃতীয় মদ বলাযায়। পীয়মান মদ্যের [illegible] প্রকার মদের (মত্ততা [illegible]) বিষয় ক্রমশঃ বর্ণিত হইতেছে।

প্রথম মদ হর্ষোৎপাদক, প্রীতিজনক পান ভোজনের সম্যক্ ক্রিয়া সাধক, বাদ্য গীত হাস্য ও বিবিধ কথার প্রবর্ত্তক, ইহার দ্বারা বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় না এবং কার্য্য সম্পাদনাদিতেও শক্তির লোপ হয় না। ফলতঃ প্রথম মদ অতিশয় সুখপ্রদ। অধিক কি প্রথম মদে যে রূপ সুখ সঞ্জাত হয়, জগতে তাহার তুলনা নাই।

দ্বিতীয় মদে মুহুর্মুহুঃ স্মৃতি ও মুহুর্মুহুঃ মৌহ উপস্থিত হয়। কখন কখন ঐ স্মৃতি অর্থাৎ চৈতন্যাবস্থা সম্যক্ ব্যক্ত হইয়া পুনর্ব্বার লীন হইয়া যায়। যুক্ত ও অযুক্ত প্রলাপ, স্খলিত ভাবে চলিয়া বেড়ান এবং অবস্থান পান ভোজন ও পরস্পর সম্ভাষণ বিষয়ে সবিপর্য্যয় যোজনা এই সকল অবস্থা উপস্থিত হইয়া থাকে।

তৃতীয় মদ প্রাপ্ত ব্যক্তি ভগ্নকাষ্ঠের ন্যায় নিষ্ক্রিয় এবং মোহাবৃত চিত্ত হইয়া জীবিত থাকিয়াও মৃত সদৃশ হইয়া পড়ে সে ব্যক্তি রমণীয় বিষয় সমস্ত বা বন্ধুজন কিছুই জানিতে পারে না এবং যে উদ্দেশে মদ্যপান করা যায়, সেই রতিও লাভ করিতে সমর্থ হয় না। যে অবস্থায় কার্য্যাকার্য্য, সুখ দুঃখ ও হিতাহিত জ্ঞানের নাশ হয়, কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন। মদ্যপান হেতু হতজ্ঞান ও সদ্গুণ বিযুক্ত ব্যক্তি সকলের নিকট দুষ্য, নিন্দনীয় [illegible] হইয়া থাকে।

[illegible] স্থানিকে।
[illegible] প্রমুখাবেৎ ॥

মুখরোগ, কর্ণরোগ, নেত্ররোগ, বেদনা, স্তন বিদ্রধি, ব্রণরোগ ও ভগ্নপীড়ায় মদ্যের বাহ্য প্রয়োগ করা যায়।

সীধুঃ।

ইক্ষোঃ পক্কৈ রসৈঃ সিদ্ধঃ সীধুঃ পক্করসশ্চ সঃ।
আমৈস্তৈরেব যঃ সীধুঃ স চ শীতরসঃ স্মৃতঃ ॥
সীধুঃ পক্করসঃ শ্রেষ্ঠঃ স্বরাগ্নিবল বর্ণ কৃৎ।
বাতপিত্ত করো হৃদ্যঃ স্নেহনো রোচনো হরেৎ ॥
বিবন্ধাধ্মান শোফার্শঃ প্রমেহান্ শ্লৈষ্মিকামযান্।
তস্মাদল্প গুণঃ শীতরসঃ পুষ্টিবল প্রদঃ ॥

সির্কা।

পক্ক ইক্ষুরস দ্বারা প্রস্তুত সীধুকে পক্করস সীধু ও অপক্ক রস দ্বারা প্রস্তুত সীধুকে শীতরস সীধু বলাযায়। এই দুয়ের মধ্যে পক্করস সীধুই শ্রেষ্ঠ। উহা স্বর পরিষ্কারক, অগ্নিকর, বলবর্দ্ধক, শরীরের বর্ণজনক, বায়ু পিত্ত নাশক, হৃদ্য, স্নিগ্ধকারক ও রোচক এবং বিবন্ধ, আধ্মান, শোথ, অর্শঃ, প্রমেহ ও শ্লৈষ্মিক ব্যাধি সমূহে উপকারক। শীতরস সীধু, পক্করস সীধু অপেক্ষা অল্পগুণ বিশিষ্ট, ইহা পুষ্টিকর ও বলবর্দ্ধক।

কাঞ্জিকম্।

কাঞ্জিকং ভেদি তীক্ষ্ণোষ্ণং পিত্তকৃচ্চাগ্নিবর্দ্ধনম্।
বান্তিশ্রান্তি ক্লমহরং অরম্যং তৃপ্তিকৃৎ পরম্ ॥

কাঁজী।

কাঞ্জিক ভেদক, তীক্ষ্ণবীর্য্য, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তকর, রুচিপ্রদ, অগ্নিবর্দ্ধক, বমি নাশক, শ্রমহর, ক্লান্তি নাশক, জ্বরঘ্ন ও তৃপ্তিজনক।

ধান্যাম্লম্।

ধান্যাম্লং ধান্যযোনিত্বাৎ প্রীণনং লঘু দীপনম্।
অরুচৌ বাতরোগেষু হিতমাস্থাপনে চ তৎ॥

ধান্যাম্ল।

ধান্যাম্ল ধান্য হইতে প্রস্তুত বলিয়া তৃপ্তিপ্রদ, লঘু ও অগ্নিদীপক ইহা অরুচি, বাতরোগ ও আস্থাপনার্থ প্রয়োজ্য।

একচত্বারিংশত্তমোহধ্যায়ঃ।

অথ গণাঃ।

ত্রিফলা।

পথ্যাবিভীতধাত্রীণাং ফলৈঃ স্যাৎ ত্রিফলা সমৈঃ।
ফলত্রিকঞ্চ ত্রিফলা সা বরা চ প্রকীর্ত্তিতা॥
ত্রিফলা কফপিত্তঘ্নী মেহকুষ্ঠহরা সরা।
চক্ষুষ্যা দীপনী রুচ্যা বিষমজ্বরনাশিনী॥

ত্রিফলা।

হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া এই তিনফল একত্র হইলে ত্রিফলা বলা যায় ত্রিফলার অপর নাম ফলত্রিক ও বরা। ত্রিফলা কফ পিত্ত মেহ ও কুষ্ঠ নাশ করে, ইহা সর (বায়ু ও মলাদির প্রবর্ত্তক), চক্ষুর হিতকর, অগ্নিদীপ্তি কারক ও বিষমজ্বর নাশক।

ত্রিকটুকম্।

বিশ্বোপকুল্যা মরিচং ত্রয়ং ত্রিকটু কথ্যতে।
কটুত্রিকন্তু ত্রিকটু ত্র্যূষণং ব্যোষ উচ্যতে॥
ত্র্যূষণং দীপনং হন্তি শ্বাস কাস ত্বগাময়ান্।
গুল্মমেহ কফ স্থৌল্য মেদঃশ্লীপদ পীনসান্॥

ত্রিকটুক।

শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ এই তিন মিলিত হইলে ত্রিকটুক বলে। ইহার পর্য্যায় ত্রিকটুক, ত্রিকটু, ত্র্যূষণ ও ব্যোষ। ত্রিকটু অগ্নি দীপ্তিকারক, উহা শ্বাস, কাস ত্বকের রোগ, গুল্ম, মেহ, কফ, স্থূলতা, মেদ, শ্লীপদ ও পীনস রোগ নষ্ট করে।

ত্রিজাতক চাতুর্জ্জাতকে।

ত্বগেলাপত্রকৈস্তুল্যৈস্ত্রিসুগন্ধি ত্রিজাতকম্।
নাগকেশর সংযুক্তং চাতুর্জ্জাতক মুচ্যতে॥
তদ্‌দ্বয়ং রেচনং রুক্ষং তীক্ষ্ণোষ্ণং মুখগন্ধহৃৎ।
লঘু পিত্তাগ্নি কৃদ্বর্ণ্যং কফবাত বিষাপহম্॥

ত্রিজাতক ও চাতুর্জ্জাতক।

দারুচিনি, এলাইচ ও তেজপত্র এই তিন দ্রব্য একত্র মিলিত হইলে উহাকে ত্রিসুগন্ধি ও ত্রিজাতক কহে, ঐ তিন বস্তুতে নাগকেশর সংযুক্ত করিলে চাতুর্জ্জাতক বলা যায়।

গুণ। রেচক, রুক্ষ, তীক্ষ্ণ উষ্ণ, মুখের দুর্গন্ধ নাশক, লঘু, পিত্ত জনক, অগ্নিবর্দ্ধক, উৎকৃষ্ট বর্ণোৎপাদক, কফ নাশক, বায়ু নাশক ও বিষঘ্ন।

চতুরূষণম্।

ত্র্যূষণং সকণামূলং কথিতং চতুরূষণম্।
ব্যোষস্যেব গুণাঃ প্রোক্তা অধিকাশ্চতুরূষণে॥

চতুরূষণ।

শুঁঠ, পিপুল, ও মরিচ [illegible] একত্র হইলে ত্র্যূষণ বলে [illegible] হইয়াছে। ঐ ত্র্যূষণের [illegible]

মূল সংযুক্ত হইলে চতুরূষণ বলা যায়। ত্রিকটুর যে গুণ বলা হইয়াছে চতুরূষণের ও সেই গুণ জানিবে, তবে ইহার গুণ তাহা অপেক্ষা প্রবল।

পঞ্চকোলম্।

পিপ্পলী পিপ্পলীমূল চব্য চিত্রক নাগরৈঃ।
পঞ্চভিঃ কোলমাত্রং যৎ পঞ্চকোলং তদুচ্যতে॥
পঞ্চকোলং রসে পাকে কটুকং রুচিকৃৎ মতম্।
তীক্ষ্ণোষ্ণং পাচনং শ্রেষ্ঠং দীপনং কফবাতনুৎ॥
গুল্মপ্লীহোদরানাহ শূলঘ্নং পিত্তকোপনম্॥

পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, চই, চিতা ও শুঁঠী এই পাঁচ দ্রব্য একত্র মিলিত হইয়া কোল (তোলা) পরিমিত হইলে পঞ্চকোল বলা যায়। পঞ্চকোল কটু, রুচিকারক তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, উত্তম পাচন, অগ্নিদীপক, কফ বায়ুনাশক ও পিত্ত প্রকোপক। পঞ্চকোল সেবন করিলে গুল্ম, প্লীহা, উদর রোগ, আনাহ (মুদ্দে) ও শূলরোগ নষ্ট হয়।

ষড়ূষণম্।

পঞ্চকোলং সমরিচং ষড়ূষণমুদাহৃতম্।
পঞ্চকোলগুণং তত্তু রূক্ষমুষ্ণং বিষাপহম্॥

পঞ্চকোলের সহিত মরিচ সংযুক্ত করিলে ষড়ূষণ বলা যায়। ষড়ূষণ পঞ্চকোলের ন্যায় গুণ বিশিষ্ট বিশেষত উহা রূক্ষ, উষ্ণ ও বিষনাশক।

জীবনীয়গণঃ।

[illegible] জীবন্তী মুদ্গপর্ণিকা।
[illegible] জীবনীয়গণঃ স্মৃতঃ॥
জীবনো মধুরশ্চাপি সংজ্ঞা স পরিকীর্ত্তিতঃ।
জীবনীয়গণঃ প্রোক্তঃ শুক্রকৃদ্ বৃংহণো হিমঃ॥
গুরু গর্ভপ্রদঃ স্তন্যকফকৃৎ পিত্তরক্তহৃৎ।
তৃষ্ণাং শোষং জ্বরং দাহং রক্তপিত্তং ব্যপোহতি॥

অষ্টবর্গ, যষ্টীমধু, জীবন্তী, মুদ্গপর্ণী ও মাষপর্ণী এই সমুদায়কে জীবনীয়গণ কহে। ইহার পর্য্যায় জীবন ও মধুর।

গুণ। জীবনীয়গণ শুক্রজনক, পুষ্টিকারক, শীতল, গুরু, গর্ভপ্রদ, স্তনে দুগ্ধোৎপাদক ও কফনাশক।

প্রয়োগ। তৃষ্ণা, শোষ, জ্বর, দাহ ও রক্তপিত্তরোগে প্রয়োজ্য।

ক্ষীরবৃক্ষ পঞ্চবল্কলয়োর্লক্ষণং গুণাশ্চ।

ন্যগ্রোধোদুম্বরাশ্বত্থ পারীষ প্লক্ষ পাদপাঃ।
পঞ্চৈতে ক্ষীরিণো বৃক্ষাস্তেষাং ত্বক্ পঞ্চবল্কলম্॥
কেচিত্তু পারীষস্থানে শিরীষং বেতসং পরে
বদন্তি শেষঃ।

ক্ষীরবৃক্ষা হিমা বর্ণ্যা যোনিরোগব্রণাপহাঃ।
রূক্ষাঃ কষায়া মেদোঘ্না বিসর্পাস্রবিনাশনাঃ॥
শোথপিত্তকফাস্রঘ্নাঃ স্তন্যভগ্নাস্থিযোজকাঃ।
ত্বক্‌পঞ্চকং হিমং গ্রাহি ব্রণশোথবিসর্পজিৎ॥
তেষাং পত্রং হিমং গ্রাহি কফবাতাস্রনুন্মৃদু।
বিষ্টম্ভাধ্মানজিৎ তিক্তং কষায়ং লঘুলেখনম্॥

ক্ষীরবৃক্ষ ও পঞ্চবল্কল।

পর্য্যায়। বট, উডুম্বর, অশ্বত্থ, পারীষ ও প্লক্ষ এই পাঁচটী বৃক্ষের নাম ক্ষীরীবৃক্ষ। ইহাদের ত্বক্‌কে পঞ্চবল্কল কহে।

কেহ কেহ পারীষ স্থানে শিরীষ কহেন কেহ বা বেতস বলেন।

গুণ। ক্ষীরবৃক্ষ সকল শীতল, বর্ণ্য, রূক্ষ, কষায় ও স্তন্য বর্দ্ধক। ইহাদের প্রয়োগে, যোনিরোগ, ব্রণ, মেদোরোগ

বিসর্প, শোথ, পিত্ত, কফ ও রক্তদোষ নিবারিত হয়। পঞ্চবল্কল শীতল, গ্রাহী এবং ব্রণ, শোথ ও বিসর্প নাশক ইহাদের পত্র শীতল, গ্রাহী, লঘু, তিক্ত, কষায় লঘু ও লেখন, এই সকল পত্র ব্যবহারে কফ, বায়ু রক্ত দোষ, বিষ্টম্ভ ও আধ্মান উপশমিত হয়।

অঞ্জনাদিগণঃ।

অঞ্জন রসাঞ্জন নাগপুষ্প প্রিয়ঙ্গু নীলোৎপল
নলদ নলিনকেশরাণি মধুকঞ্চেতি।
অঞ্জনাদির্গণো হ্যেষ রক্তপিত্তনিবর্হণঃ॥
বিষোপশমনো দাহং নিহন্ত্যাভ্যন্তরং তথা।

সৌবীরাঞ্জন, রসোত, নাগেশ্বর, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল, বেণার মূল, পদ্মকেশর ও যষ্টিমধু ইহাদিগকে অঞ্জনাদিগণ কহে। অঞ্জনাদিগণ রক্তপিত্ত, বিষ ও অন্তর্দাহের শান্তিকর।

অম্বষ্ঠাদিঃ।

অম্বষ্ঠা ধাতকীকুসুম সমঙ্গা কট্বঙ্গ মধুক বিল্ব-
পেশিকা রোধ্রসাবররোধ্রপলাশ নন্দীবৃক্ষ পদ্ম-
কেশরাণি চেতি।
এতদ্গণস্য গুণাঃ প্রিয়ঙ্গ্বাদিবদবোধ্য।

আকনাদি, ধাইফুল, বরাক্রান্তা, শোনা, যষ্টিমধু, বেলশুঁঠ, লোধ, সাবরলোধ, পলাশ, নন্দীবৃক্ষ ও পদ্মকেশর ইহাদিকে অম্বষ্ঠাদিগণ কহে। ইহারা পক্বাতিসারের শান্তিকর, ক্ষত সংযোজক, পিত্তঘ্ন ও ব্রণ রোপক।

অর্কাদিঃ।

অর্কালর্ক করঞ্জদ্বয় নাগদন্তী ময়ূরক ভার্গী রাস্না-
ইন্দ্রপুষ্পী ক্ষুদ্রশ্বেতা মহাশ্বেতা বৃশ্চিকাল্যলবণা
তাপসবৃক্ষশ্চেতি।
অর্কাদিকো গণো হ্যেষ কফমেদোবিষাপহঃ।
কৃমিকুষ্ঠ প্রশমনো বিশেষাদ্ ব্রণশোধনঃ॥

আকন্দ শ্বেত আকন্দ, নাটাকরঞ্জ, ডহরকরঞ্জ, হাতিশুঁড়া, আপাঙ্গ, বামুনহাটী, রাস্না, বিষলাঙ্গলা, কৃষ্ণভূমিকুষ্মাণ্ড-শ্বেত ভূঁমকুষ্মাণ্ড, বিছাটী, অলবণাবৃক্ষ ও ইঙ্গুদী ইহারা অর্কাদিগণ। এই গণোক্ত দ্রব্য সমস্ত কফঘ্ন, মেদঃ শোষক, কৃমিনাশক, কুষ্ঠ নিবারক ও ব্রণ শোধক।

আমলক্যাদিঃ।

আমলকী হরীতকী পিপ্পল্যশ্চিত্রকশ্চেতি।
আমলক্যাদিরিত্যেষ গণঃ সর্বজ্বরাপহঃ॥
চক্ষুষ্যো দীপনো বৃষ্যঃ কফারোচকনাশনঃ।

আমলকী, হরীতকী, পিপ্পলী ও চিতা ইহারা আমলক্যাদিগণ। ইহারা সর্ব্বপ্রকার জ্বর, অরুচি ও কফের ধ্বংস কর, চক্ষের হিতজনক, অগ্নিসন্দীপক এবং শুক্রবর্দ্ধক।

আরগ্বধাদিঃ।

আরগ্বধ মদন গোপঘোণ্টা কুটজ পাঠা কণ্টকী
পাটলা মূর্ব্বেন্দ্রযব সপ্তপর্ণ নিম্ব কুরণ্টক দাসী-
কুরণ্টক গুডূচি চিত্রক শার্ঙ্গষ্টা করঞ্জদ্বয় পটোল
কিরাততিক্তানি সুষবী চেতি।
আরগ্বধাদিরিত্যেষ গণঃ শ্লেষ্মবিষাপহঃ।
মেহকুষ্ঠজ্বরবমি কণ্ডুঘ্নো ব্রণশোধনঃ॥

সোঁদাল, মদনফল, শেয়াকুল, কুড়চি, আকনাদি, কাঁটাবেগুন, পারুল, মূর্ব্বা, ইন্দ্রযব, ছাতিম, নিম, পীতঝিণ্টী, নীলঝিণ্টী, গুলঞ্চ, চিতা, মহাকরঞ্জ, নাটাকরঞ্জ, ডহরকরঞ্জ, পটোল, চিরতা ও সুষবী উচ্ছে ইহাদিগের নাম আরগ্বধাদি। ইহারা

শ্লেষ্মা, বিষ, মেহ, কুষ্ঠ, জ্বর, বমি ও কণ্ডূ নাশক এবং ব্রণশোধক।

উৎপলাদিঃ।

উৎপল রক্তোৎপল কুমুদ সৌগন্ধিক কুবলয় পুণ্ডরীকাণি মধুকঞ্চেতি।
উৎপলাদিরয়ং দাহপিত্তরক্ত বিনাশনঃ।
পিপাসা বিষহৃদ্রোগ ছর্দ্দিমূর্চ্ছাহরো গণঃ॥

উৎপল, রক্তোৎপল, কুমুদ, কহ্লার, নীলোৎপল, শ্বেতপদ্ম ও যষ্টিমধু। ইহাদিগের দ্বারা পিপাসা, গাত্রদাহ, রক্তপিত্ত, হৃদ্রোগ, ছর্দ্দি ও মূর্চ্ছার শান্তি এবং বিষ নষ্ট হয়।

ঊষকাদিঃ।

ঊষক সৈন্ধব শিলাজতু কাসীসদ্বয় হিঙ্গূনি তুত্থকঞ্চেতি।
ঊষকাদিঃ কফং হন্তি গণো মেদোবিশোষণঃ।
অশ্মরীশর্করামূত্রকৃচ্ছ্রগুল্মপ্রণাশনঃ॥

ক্ষারমৃত্তিকা, সৈন্ধলবণ, শিলাজতু, দুই প্রকার হীরাকস, হিঙ্গু ও তুঁতিয়া। ইহারা কফঘ্ন, মেদঃশোষক এবং অশ্মরী, শর্করা, মূত্রকৃচ্ছ্র ও গুল্মরোগের শান্তিকারক।

এলাদিঃ।

এলাতগর কুষ্ঠমাংসী ধ্যামকত্বক্‌পত্র নাগপুষ্প প্রিয়ঙ্গুহরেণুকা ব্যাঘ্রনখ শুক্তি চণ্ডা স্থৌণেয়ক শ্রীবেষ্টক চোচচোরক বালক গুগ্গুলু সর্জ্জর-সতুরুষ্ক কুন্দুরুকাগুরু স্পৃক্কোশীর ভদ্রদারু [illegible]
[illegible] বিষমেব চ।
[illegible] কণ্ডূপিড়কাকোঠনাশনঃ॥

এলাইচ, তগরপাদুকা, কুড়, জটামাংসী, গন্ধতৃণ, দারুচিনি, তেজপত্র, নাগেশ্বর, প্রিয়ঙ্গু, রেণুক, পদ্মনখী, শঙ্খিনী, গেঁঠেলা সরলকাষ্ঠ, গুড়ত্বক্‌, চোরকাঁচকি, বালা, গুগ্‌গুলু, ধুনা, শিলারস, কন্দুরুখোটী, অগুরু, গন্ধপিড়িঙ্‌, বেণার মূল, দেবদারু, কুঙ্কুম, ও পুন্নাগ পুষ্প। ইহারা বায়ু, কফ ও বিষের শান্তিকারক, শরীরের বর্ণপ্রসাদক এবং কণ্ডূ, পিড়কা ও কোঠরোগের নিবৃত্তিকর।

কাকোল্যাদিঃ।

কাকোলী ক্ষীরকাকোলী জীবকর্ষভক মুদ্গপর্ণী মাষপর্ণী মেদা মহামেদাচ্ছিন্নরুহা কর্কটশৃঙ্গী তুগাক্ষীরী পদ্মক প্রপৌণ্ডরীকর্দ্ধি বৃদ্ধি মৃদ্বীকা জীবন্ত্যো মধুকঞ্চেতি।

কাকোল্যাদিরয়ং পিত্তশোণিতানিলনাশনঃ।
জীবনো বৃংহণো বৃষ্যঃ স্তন্যশ্লেষ্মকরস্তথা॥

কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, ঋষভক, মুগানি মাষানি, মেদ, মহামেদ, গুলঞ্চ, কাকড়াশৃঙ্গী, বংশলোচন, পদ্মকাষ্ঠ, পুণ্ডরিয়াকাষ্ঠ, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, দ্রাক্ষা, জীবন্তী ও যষ্টিমধু। কাকোল্যাদিগণ বায়ু নিবারক, রক্তপিত্তের শান্তিকর, জীবনী শক্তি বর্দ্ধক, পুষ্টিকর, স্তন্যজনক ও কফবর্দ্ধক।

গুড়ূচ্যাদিঃ।

গুড়ূচী নিম্ব কুস্তুম্বুরু চন্দনানি পদ্মকঞ্চেতি।
এষ সর্ব্বজ্বরান্ হন্তি গুড়ূচ্যাদিস্তু দীপনঃ।
হৃল্লাসারোচকবমীপিপাসাদাহনাশনঃ।

গুলঞ্চ, নিম্ব, ধনিয়া, চন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ। ইহাদের দ্বারা সর্ব্ব প্রকার জ্বরের

শান্তি, অগ্নিবৃদ্ধি এবং হিক্কা, অরুচি, বমন, পিপাসা ও গাত্রদাহের নিবারণ হয়।

ত্রপ্বাদিঃ।

ত্রপুসীস তাম্র রজত কৃষ্ণলোহ সুবর্ণানি লোহমলশ্চেতি।
গণস্ত্রপ্বাদিরিত্যেষ গরক্রিমিহরঃ পরঃ।
পিপাসা বিষ হৃদ্রোগ পাণ্ডুমেহহরস্তথা॥

রঙ্গ, সীসা, তামা, রূপা, সোনা, কান্ত লৌহ ও মণ্ডুর। এই সকলের দ্বারা বিষ, ক্রিমি, পিপাসা, হৃদ্রোগ, পাণ্ডু ও মেহ নষ্ট হয়।

ত্রিকটুকম্।

পিপ্পলী মরিচ শৃঙ্গবেরাণি ত্রিকটুকম্।
ত্র্যূষণং কফমেদোঘ্নং মেহকুষ্ঠত্বগাময়ান্॥
নিহন্যাদ্দীপনং গুল্মপীনসাগ্ন্যল্পতামপি।

পিপুল, মরিচ ও শুঁঠ। ইহারা শ্লেষ্মা, মেদ, মেহ, কুষ্ঠ, চর্ম্মরোগ, গুল্ম পীনস ও অগ্নিমান্দ্য নিবারণ এবং অগ্নির উদ্দীপন করে।

ত্রিফলা।

হরীতক্যামলকবিভীতকানি ত্রিফলা।
ত্রিফলা কফপিত্তঘ্নী মেহকুষ্ঠবিনাশিনী।
চক্ষুষ্যা দীপনী চৈব বিষমজ্বরনাশিনী।

হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া। ইহাদের দ্বারা কফ, পিত্ত, মেহ, কুষ্ঠ বিষম জ্বর ও নেত্রদোষ নিবৃত্ত এবং অগ্নি উদ্দীপ্ত হয়।

ত্রিবৃতাদিঃ।

ত্রিবৃতাশ্যামাদন্তী দ্রবন্তী সপ্তলা শঙ্খিনী বিষাণিকা গবাক্ষীচ্ছগলান্ত্রী স্নুক্‌সুবর্ণক্ষীরী চিত্রক-কিণিহী কুশ কাশ তিল্বক কম্পিল্লক রম্যক পাটলা পূগ হরীতক্যামলক বিভীতক নীলিনী চতুরঙ্গুলৈরণ্ড পূতীক মহাবৃক্ষ সপ্তচ্ছদার্কজ্যোতিষ্মত্যশ্চেত্যধোভাগহরাণি।

রক্ত তেউড়ী, কৃষ্ণ তেউড়ী, দন্তী, ইন্দুরকাণী, চামারকষা, চোরকাঁচকি, মেষশৃঙ্গী রাখালশসা, বিষ্ণুক্রান্তা, মনসাসিজ, স্বর্ণক্ষীরী, চিতা, আপাঙ্গ, কুশ, কাশ, লোধ কমলাগুড়ি, পাটোলমূল, পারুল, গুবাক হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, নীলবৃক্ষ সোঁদাল, এরণ্ড নাটাকরঞ্জ, মনসাসিজের আটা, ছাতিম, আকন্দ ও লতাফটকী। ইহারা বিরেচক।

ন্যগ্রোধাদিঃ।

ন্যগ্রোধোদুম্বরাশ্বত্থ প্লক্ষ মধুক কপীতন ককুভাম্র কোশাম্র চোরকপত্র জম্বুদ্বয় পিয়াল মধুক রোহিণী বঞ্জুল কদম্ব বদরী তিন্দুকী সল্লকী রোধ্রসাবররোধ্র ভল্লাতক পলাশা নন্দীবৃক্ষশ্চেতি।
ন্যগ্রোধাদির্গণো ব্রণ্যঃ সংগ্রাহী ভগ্নসাধকঃ।
রক্তপিত্তহরো দাহমেদোঘ্নো যোনিদোষহৃৎ॥

বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পাকুড়, মৌল, আমড়া অর্জ্জুনবৃক্ষ, আম্র, কেওড়া, চোরকাঁচকি, তেজপত্র, জাম, বনজাম, পিয়াল, যষ্টিমধু, কটকী, বেতস, কদম্ব, কুল, গাব, সল্লকী, লোধ, সাবরলোধ, ভেলা, পলাশ ও নন্দীবৃক্ষ। ইহারা ব্রণরোগে উপকারী মলসংগ্রাহক, ভগ্নাস্থিসন্ধানকারক, রক্তপিত্তনাশক, দাহশান্তিকর মেদোদোষ ও যোনিদোষ নিবারক।

পঞ্চ পঞ্চমূলানি।

তত্র ত্রিকণ্টক বৃহতীদ্বয় পৃথক্পর্ণ্যো বিদারী-
গন্ধাচেতি কনীয়ঃ। (স্বল্প পঞ্চমূলম্।)
কষায় তিক্তমধুরং কনীয়ঃ পঞ্চমূলকম্।
বাতঘ্নং পিত্তশমনং বৃংহণং বলবর্দ্ধনম্॥
বিল্বাগ্নিমন্থটুণ্টুক পাটলা কাশ্মর্য্যশ্চেতি মহৎ
(বৃহৎপঞ্চমূলম্।)
সতিক্তং কফবাতঘ্নং পাকে লঘ্বগ্নিদীপনম্।
মধুরানুরসঞ্চৈব পঞ্চমূলং মহৎ স্মৃতম্॥
বিদারী সারিবা রজনী গুড়ূচ্যোহজশৃঙ্গী চেতি
বল্লীসংজ্ঞঃ। (বল্লীপঞ্চমূলম্।)
করমর্দ্দ ত্রিকণ্টক সৈরীয়ক শতাবরী গৃধ্রনখ্য
ইতি কণ্টকসংজ্ঞঃ। (কণ্টক পঞ্চমূলম্।)
রক্তপিত্তহরৌ হ্যেতৌ শোথত্রয়বিনাশনৌ।
সর্ব্বমেহহরৌ চৈব শুক্রদোষবিনাশনৌ॥
কুশকাশনলদর্ভকাণ্ডেক্ষুকা ইতি তৃণসংজ্ঞকঃ।
(তৃণপঞ্চমূলম্।)
মূত্রদোষবিকারঞ্চ রক্তপিত্তং তথৈব চ।
অন্ত্যঃ প্রযুক্তঃ ক্ষীরেণ শীঘ্রমেব বিনাশয়েৎ॥
এষাং বাতহরাবাদ্যা বন্ত্যঃ পিত্তবিনাশনঃ।
পঞ্চকৌ শ্লেষ্মশমনাবিতরৌ পরিকীর্ত্তিতৌ॥

কণ্টকপঞ্চমূল।

করমর্দ্দ, গোক্ষুর, ঝাঁটী, শতমূলী ও কেলেকড়া। ইহারা রক্তপিত্ত, ত্রি-বিধশোথ, সর্ব্বপ্রকার মেহ, শুক্রদোষ ও শ্লেষ্মা নষ্ট করে।

তৃণপঞ্চমূল।

কুশ, কাশ, নল, উলু ও কুশেক্ষু। ইহারা পিত্তঘ্ন. দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে মূত্রদোষ. মূত্রবিকার ও রক্তপিত্ত নিবারিত হয়।

বল্লীপঞ্চমূল।

ভুঁইকুম্মাণ্ড, অনন্তমূল, হরিদ্রা, গুলঞ্চ ও মেষশৃঙ্গী। ইহারা রক্তপিত্ত, ত্রিবিধ শোথ, সর্ব্ব প্রকার মেহ, শুক্রদোষ ও শ্লেষ্মা নষ্ট করে।

বৃহৎপঞ্চমূল।

বিল্ব গণিয়ারী, সোনা, পারুল ও গাম্ভারী। এই বৃহৎ পঞ্চমূল তিক্ত মধুর, কফঘ্ন, বায়ুশান্তিকর. লঘুপাক ও অগ্নি বর্দ্ধক।

স্বল্পপঞ্চমূল।

গোক্ষুর, কণ্টকারী, বৃহতী, চাকুলে ও শালপাণি। ইহারা কষায়, তিক্ত ও মধুর। ইহাদের দ্বারা বায়ু ও পিত্তের শান্তি, দেহের পুষ্টি ও বলবৃদ্ধি হয়।

পটোলাদিঃ।

পটোল চন্দন কুচন্দন মূর্ব্বা গুড়ূচীপাঠাঃ
কটুরোহিণী চেতি।
পটোলাদির্গণঃ পিত্তকফারোচকনাশনঃ।
জ্বরোপশমনো ব্রণ্যশ্ছর্দ্দি কণ্ডূ বিষাপহঃ॥

পটোলপত্র, শ্বেতচন্দন রক্তচন্দন, মূর্ব্বা, গুলঞ্চ, আকনাদি ও কট্কী। ইহারা পিত্ত, কফ, জ্বর, অরুচি, বমন, কণ্ডূ ও বিষ নাশক এবং ব্রণের হিতকর।

পরূষকাদিঃ।

পরূষক দ্রাক্ষা কট্ফল দাড়িম রাজাদন কতক-
ফলশাকফল ত্রিফলা চেতি।
পরূষকাদিরিত্যেষ গণোহনিলবিনাশনঃ।
মূত্রদোষহরো হৃদ্যঃ পিপাসাঘ্নো রুচিপ্রদঃ॥

ফলসা, দ্রাক্ষা, কটফল, দাড়িম, পিয়াল, নির্ম্মলিফল, সেগুনফল ও ত্রিফলা। ইহারা বায়ুনাশক, মূত্রদোষ নিবারক, হৃদ্য, তৃষ্ণা নাশক ও রুচিপ্রদ।

পিপ্পল্যাদিঃ।

পিপ্পলী পিপ্পলীমূল চব্য চিত্রক শৃঙ্গবের মরিচ হস্তিপিপ্পলী হরেণুকৈলাজমোদেন্দ্রযব পাঠা জীরক সর্ষপ মহানিম্বফল হিঙ্গুভার্গী মধুরসাতিবিষা বচা বিড়ঙ্গানি কটুরোহিণী চেতি।
পিপ্পল্যাদিঃ কফহরঃ প্রতিশ্যায়ানিলারুচীঃ।
নিহন্যাদ্দীপনো গুল্মশূলঘ্নশ্চামপাচনঃ॥

পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুণ্ঠী, মরিচ, গজপিপ্পলী, রেণুক, এলাইচ, বনযমানি, ইন্দ্রযব, আকনাদি, জীরা, সর্ষপ, ঘোড়ানিমের ফল, হিঙ্গু, বামুনহাটী, মূর্ব্বা, আতইচ, বচ, বিড়ঙ্গ ও কট্কী। ইহারা কফ বায়ু, প্রতিশ্যায়, অরুচি, গুল্ম ও শূলরোগের শান্তিকারক অগ্নিবর্দ্ধক ও আমপাচক।

প্রিয়ঙ্গ্বাদিঃ।

প্রিয়ঙ্গুসমঙ্গা ধাতকী পুন্নাগ রক্তচন্দন কুচন্দন মোচরস রসাঞ্জন কুম্ভীক স্রোতোঞ্জন পদ্মকেশর যোজনবল্ল্যো দীর্ঘমূলা চেতি।

অম্বষ্ঠা ধাতকীকুসুমেত্যাদি প্রাগুক্তোঽম্বষ্ঠাদির্গণঃ।
গণৌ প্রিয়ঙ্গ্বম্বষ্ঠাদী পক্কাতীসারনাশনৌ।
সন্ধানীয়ৌ হিতৌ পিত্তে ব্রণানাং চাপি রোপণৌ॥

প্রিয়ঙ্গু, লজ্জালু, ধাইফুল, পুন্নাগপুষ্প, রক্তচন্দন, বকম, মোচরস, রসাঞ্জন পানা, স্রোতোঽঞ্জন, পদ্মকেশর, মঞ্জিষ্ঠা ও শ্যামালতা। ইহারা পক্কাতীসার শান্তিকর, ক্ষতসংযোজক, পিত্তঘ্ন ও ব্রণরোপক।

মুষ্ককাদিঃ।

মুষ্কক পলাশ ধবচিত্রক মদনবৃক্ষ শিংশপা বজ্রবৃক্ষা ত্রিফলা চেতি।
মুষ্ককাদির্গণো হ্যেষ মেদোঘ্নঃ শুক্রদোষহৃৎ।
মেহার্শঃ পাণ্ডুরোগঘ্নঃ শর্করাশ্মরিনাশনঃ॥

ঘণ্টাপারুল, পলাশ, ধাওয়া, চিতা, ময়না, শিশু, মনসাসিজ ও ত্রিফলা। ইহাদের দ্বারা মেদোরোগ, শুক্রদোষ, মেহ, অর্শঃ, পাণ্ডুরোগ, শর্করা ও অশ্মরী রোগের শান্তি হয়।

মুস্তাদিঃ।

মুস্তা হরিদ্রা দারুহরিদ্রা হরীতক্যামলক বিভীতক কুষ্ঠহৈমবতী বচা পাঠা কটুরোহিণী শার্ঙ্গষ্টাতিবিষা দ্রাবিড়ী ভল্লাতকানি চিত্রকশ্চেতি।
এষ মুস্তাদিকো নাম্না গণঃ শ্লেষ্মনিসূদনঃ।
যোনিদোষহরঃ স্তন্যশোধনঃ পাচনস্তথা॥

মুতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কুড়, শ্বেতবচ, বচ, আকনাদি, কট্কী, মহাকরঞ্জ, আতইচ, এলাইচ, ভেলা ও চিতা। ইহারা কফঘ্ন যোনিদোষ নিবারক, স্তন্যশোধক ও আমপাচক।

লোধ্রাদিঃ।

লোধ্রসাবরলোধ্র পলাশ কুটন্নটাশোক ফঞ্জী কট্ফলৈলবালুক শল্লকী জিঙ্গিনী কদম্ব শালাঃ কদলী চেতি।
এষ লোধ্রাদিরিত্যুক্তো মেদঃকফহরো গণঃ।
যোনিদোষহরঃ স্তম্ভী বর্ণ্যো বিষবিনাশনঃ॥

লোধ, সাবর লোধ, পলাশ, সোনা, অশোক, বামুনহাটী, কটফল, এলবালুক, সল্লকী, জিঙ্গিনী, কদম্ব, শাল ও কদলী ইহা মেদশোষক, কফঘ্ন যোনিদোষ নিবারক, বিষঘ্ন ও বর্ণের হিতকর।

লাক্ষাদিঃ।

লাক্ষারেবতকুটজাশ্বমারকট্‌ফলহরিদ্রাদ্বয়
নিম্বসপ্তচ্ছদমালত্যস্ত্রায়মাণাশ্চেতি।
কষায়তিক্তমধুরঃ কফপিত্তার্ত্তিনাশনঃ।
কুষ্ঠক্রিমিহরশ্চৈব দুষ্টব্রণবিশোধনঃ॥

লাক্ষা, সোঁদাল, কুড়চী, করবী, কট্‌ফল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, নিম্ব, ছাতিম, মালতী ও বলাডুমুর। ইহারা কষায় তিক্ত ও মধুর। ইহারা কফঘ্ন ও পৈত্তিক পীড়া সমস্তের উপশম কারক, ক্রিমিঘ্ন দুষ্টব্রণ শোধক ও কুষ্ঠ রোগের শান্তিকর।

বচাদিঃ।

বচা মুস্তাতিবিষাভয়া ভদ্রদারূণি নাগকেশরঞ্চেতি। হরিদ্রা দারুহরিদ্রেত্যাদি হরিদ্রাদিগণো যথাস্থানং বক্ষ্যতে।
এতৌ বচাহরিদ্রাদী গণৌ স্তন্যবিশোধনৌ।
আমাতীসারশমনৌ বিশেষাদ্দোষপাচনৌ॥

বচ, মুতা, আতইচ, হরীতকী, দেবদারু ও নাগেশ্বর। ইহাদের দ্বারা স্তন্য সংশোধন, আমাতিসারের শান্তি এবং বায়ু পিত্ত ও শ্লেষ্মার পরিপাক হয়।

বরুণাদিঃ।

বরুণার্ত্তগল শিগ্রু মধুশিগ্রু তর্কারী মেষশৃঙ্গী পূতিকনক্তমাল মোরটাগ্নিমন্থ সৈরেয়কদ্বয় বিম্বী-বসুক বসির চিত্রক শতাবরী বিল্বদর্ভা বৃহতী-দ্বয়ঞ্চেতি।
বরুণাদির্গণো হ্যেষ কফমেদোনিবারণঃ।
বিনিহন্তি শিরঃশূল গুল্মাভ্যন্তরবিদ্রধীন্॥

বরুণবৃক্ষ, নীলঝিণ্টী, সজিনা, রক্তসজিনা, জয়ন্তী, মেষশৃঙ্গী, করঞ্জ, নাটা-করঞ্জ, মূর্ব্বা, গণিয়ারি, পীতঝিণ্টী, নীল-ঝিণ্টী, কেলেকড়া, আকন্দ, গজপিপ্পলী, চিতা, শতমূলী, বিল্ব, কুশ, বৃহতী ও কণ্টকারী। ইহারা মেদ ও কফের দমন এবং শিরঃশূল গুল্ম ও আভ্যন্তরিক বিদ্রধির শান্তি করে।

বিদারীগন্ধাদিঃ।

বিদারীগন্ধা বিদারী সহদেবা বিশ্বদেবা শ্বদংষ্ট্রা পৃথক্‌পর্ণী শতাবরী সারিবা কৃষ্ণসারিবা জীবকর্ষভকৌ মহাসহা ক্ষুদ্রসহা বৃহত্যৌ পুনর্নবৈরণ্ডৌ হংসপাদী বৃশ্চিকাল্যৃষভী চেতি।
বিদারীগন্ধাদিরয়ং গণঃ পিত্তানিলাপহঃ।
শোষগুল্মাঙ্গমর্দ্দোর্দ্ধশ্বাসকাসবিনাশনঃ॥

শালপানি, ভুমিকুষ্মাণ্ড, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, গোক্ষুর, চাকুলে, শতমূলী, অনন্তমূল, শ্যামালতা, জীবক, ঋষভক, মুগানি, মাষানি, বৃহতী, কণ্টকারী, পুনর্নবা, এরণ্ড, গোয়ালিয়া, বিছুটী ও আলকুশী। ইহাদের দ্বারা বায়ু, পিত্ত, শোষ, গুল্ম, অঙ্গমর্দ্দ, উর্দ্ধশ্বাস ও কাসের শান্তি হয়।

বীরতর্ব্বাদিঃ।

বীরতরু সহচরদ্বয় দর্ভবৃক্ষাদনী গুন্দ্রানল কুশ কাশাশ্মভেদকাগ্নিমন্থ মোরটা বসুক বসির ভল্লুক কুরন্টকেন্দীবর কপোতবঙ্কাঃ শ্বদংষ্ট্রা চেতি।
বীরতর্বাদিরিত্যেষ গণো বাতবিকারনুৎ।
অশ্মরী শর্করা মূত্রকৃচ্ছ্রাঘাত রুজাপহঃ॥

অর্জ্জুন, নীলঝিণ্টী, পীতঝিণ্টী, উলু, পরগাছা (বাঁদরা), নাগরমুতা, নল, কুশ, কাশ, পাতরকুচা, গণিয়ারী, মূর্ব্বা, আকন্দ, গজপিপ্পলী, দীর্ঘবৃন্ত শোণা, ঝিণ্টী, নীলোৎপল, ব্রহ্মীশাক ও গোক্ষুর। ইহাদের দ্বারা বায়ুজনিত বিকারের শান্তি এবং অশ্মরী, শর্করা, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত রোগের উপশম হয়।

বৃহত্যাদিঃ।

বৃহতী কণ্টকারিকা কুটজফলপাঠা মধুকঞ্চেতি।
পাচনীয়ো বৃহত্যাদির্গণঃ পিত্তানিলাপহঃ।
কফারোচক হৃল্লাস মূত্রকৃচ্ছ্র রুজাপহঃ॥

বৃহতী কণ্টকারী, ইন্দ্রযব, আকনাদি ও যষ্টিমধু। ইহারা, বায়ু, পিত্ত, কফ, অরুচি, হৃল্লাস ও মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারণ করে।

শ্যামাদিঃ।

শ্যামামহাশ্যামা ত্রিবৃদ্দন্তী শঙ্খিনী তিল্বক কম্পিল্লক রম্যকক্রমুক পুত্রশ্রেণী গবাক্ষী রাজবৃক্ষ করঞ্জদ্বয় গুড়ূচীসপ্তলাচ্ছগলান্ত্রী সুধাঃ সুবর্ণক্ষীরী চেতি
উক্তঃ শ্যামাদিরিত্যেষ গণো গুল্মবিষাপহঃ।
আনাহোদর বিড্ভেদী তথোদাবর্ত্তনাশনঃ॥

অনন্তমূল, শ্যামালতা তেউড়ী, দন্তী, চোরকাঁচকি, লোধ, কামলাগুঁড়ি, পটোলমূল, রক্তলোধ্র, ইন্দুরকানি, রাখালশসা, সোঁদাল, নাটাকরঞ্জ, ডহরকরঞ্জ, গুলঞ্চ, পাকুল, বিদ্ধড়ক মনসাসিজ ও স্বর্ণক্ষীরী। ইহারা মলভেদক, আনাহ, উদররোগ ও উদাবর্ত্ত পীড়ার শান্তিকারক।

সারিবাদিঃ।

সারিবা মধুকচন্দন কুচন্দন পদ্মককাশ্মরীফল মধূকপুষ্পাণ্যুশীরঞ্চেতি।
সারিবাদিঃ পিপাসাঘ্নো রক্তপিত্তহরো গণঃ।
পিত্তজ্বর প্রশমনো বিশেষাদ্দাহনাশনঃ॥

অনন্তমূল, যষ্টিমধু, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, গাম্ভারীফল, মৌলফুল ও বেণারমূল। ইহাদের দ্বারা পিপাসা, রক্তপিত্ত, পিত্তজ্বর ও দাহ প্রশমিত হয়।

সালসারাদিঃ।

সালসারাজকর্ণ খদিরকদর কালস্কন্ধ ক্রমুক ভূর্জমেষশৃঙ্গী তিনিশচন্দন কুচন্দন শিংশপা শিরীষাসন ধবার্জুন তাল শাক নক্তমাল পূতীকাশ্বকর্ণাগুরূণি কালীয়কঞ্চেতি।
সালসারাদিরিত্যেষ গণঃ কুষ্ঠবিনাশনঃ
মেহপাণ্ড্বাময়হরঃ কফমেদোবিশোষণঃ॥

ধুনা, পেয়াশাল, খদির, বাবলা, গাব, রক্তলোধ্র, ভূর্জপত্র, মেষশৃঙ্গী, তিনিশবৃক্ষ, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, শিশু, শিরীষ, আসনবৃক্ষ, ধাওরা, অর্জ্জুন, তাল, সেগুন, করঞ্জ, নাটাকরঞ্জ, সাল, অগুরু ও কালিয়াকাষ্ঠ। ইহাদের দ্বারা কুষ্ঠ মেহ ও পাণ্ডুরোগ প্রশমিত এবং কফ ও মেদ শোষিত হয়।

সুরসাদিঃ।

সুরসা শ্বেতসুরসা ফণিজ্ঝকার্জকভূস্তৃণ সুগন্ধক সুমুখ কালমাল কাসমর্দ্দক্ষবক ক্ষুরক বিড়ঙ্গ কট্ফল সুরসী নির্গুণ্ডী কুলাহলোন্দুরুকর্ণিকা ফঞ্জী প্রাচীবলকাকমাচ্যো বিষমুষ্টিকশ্চেতি।
সুরসাদির্গণো হ্যেষ কফহৃৎ ক্রিমিসূদনঃ।
প্রতিশ্যায়ারুচি শ্বাস কাসঘ্নো ব্রণশোধনঃ॥

নীল শেফালিকা, শ্বেত শেফালিকা, ক্ষুদ্রপত্র তুলসী, বাবুইতুলসী, গন্ধতৃণ; বনবাবুই, রক্ততুলসী, কৃষ্ণতুলসী, কালকাসন্দা, আপাঙ্গ, কুলেখাড়া, বিড়ঙ্গ, কট্ফল, সুরসাবৃক্ষ, নিসিন্দা, কুকসীমা, ইন্দুরকানি, বামুনহাটী, প্রাচীবলশাক, কাকমাচী ও বিষমুষ্টি ক্ষুপ (বিষদোড়ি)। ইহাদের দ্বারা কফ, ক্রিমি, প্রতিশ্যায়, অরুচি, শ্বাস ও কাস প্রশমিত ও ব্রণ সংশোধিত হয়।

হরিদ্রাদিঃ।

হরিদ্রা দারুহরিদ্রা কলসী কুটজবীজানি মধুকঞ্চেতি।

এতদ্গণস্য গুণা বচাদিগণবদ্বোধ্য।

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চাকুলে, ইন্দ্রযবও যষ্টিমধু। ইহাদের দ্বারা স্তন্য বিশোধন, আমাতিসারের শান্তি ও দোষের পরিপাক হয়।

পরিশিষ্টম্।

রসায়নবর্গঃ।

সোমলতা।

সোমবল্লী সোমলতা সোমক্ষীরী দ্বিজপ্রিয়া
সোমবল্লী ত্রিদোষঘ্নী কটুস্তিক্তা রসায়নী ॥

সোমলতা।

পর্য্যায়। সোমবল্লী, সোমলতা, সোমক্ষীরী ও দ্বিজপ্রিয়া।

গুণ। ত্রিদোষনাশক, কটু, রসায়ন ও তিক্ত।

বৃদ্ধদারকঃ।

বৃদ্ধদারক আবেগী ছগলী ছগলান্ত্রিকা।
রসায়নো বৃদ্ধদারঃ শোথবাতামবাতজিৎ ॥
কাসশ্বাস জ্বরহরো বল্যঃ পিচ্ছিল এব চ।
অস্য বীজাদিকং গ্রাহ্যং মাত্রা ২ মাষকৌ।

বিদ্ধড়ক।

বৃদ্ধদারক, আবেগী, ছগলী ও ছগলান্ত্রিকা ইত্যাদি শব্দ বিদ্ধড়কের সংস্কৃত নাম। ইহা রসায়ন, বাতনাশক, বলকর ও পিচ্ছিল। শোথ, আমবাত, কাস, শ্বাস ও জ্বর রোগে প্রয়োজ্য। ইহার বীজাদি গ্রহণীয় মাত্রা ২ মাষা।

বাতঘ্নবর্গঃ।

পারীষঃ (অশ্বত্থ ভেদঃ)।

পারীষোঽন্যঃ পলাশশ্চ কপিচূতঃ কমণ্ডলুঃ।
গর্দ্দভাণ্ডঃ কন্দরালঃ কপীতন সুপার্শ্বকৌ ॥
পারীষো দুর্জ্জরঃ স্নিগ্ধঃ ক্রিমিশুক্রকফপ্রদঃ।
ফলেঽম্লো মধুরো মূলে কষায়ঃ স্বাদুমজ্জকঃ ॥

অশ্বত্থ বিশেষ। হিন্দী গজদণ্ডসহে।

পর্য্যায়। পারীষ, পলাশ, কপিচূত, কমণ্ডলু, গর্দ্দভাণ্ড, কন্দরাল, কপিতন ও সুপার্শ্বক।

গুণ। দুর্জ্জর, স্নিগ্ধ, ক্রিমিজনক, শুক্রবর্দ্ধক, শ্লেষ্মকারক। ইহার ফলে অম্লরস, মূলে মধুর ও কষায় এবং মজ্জায় স্বাদুরস আছে।

পিত্তঘ্নবর্গঃ।

হিন্তালঃ।

হিন্তালঃ স্থূলতালঃ স্যাৎ পূগরোটো বৃহদ্দলঃ।
স্থিরপত্রো দ্বিপালেখঃ শিরাপত্রোঽস্থিরাঙ্কুরঃ ॥
হিন্তালো মধুরোঽম্লশ্চ কফকৃৎ পিত্তদাহনুৎ।
শ্রমতৃষ্ণাপহারী চ শিশিরো বাতকোপকৃৎ ॥
অস্য ত্বক্ স্বরসাদিকং গ্রাহ্যং
ত্বচো মাত্রা ১ মাষকঃ, স্বরসস্য ১ কর্ষঃ।

হিন্তাল (হেঁতাল)।

হিন্তাল, স্থূলতাল, পূগরোট, বৃহদ্দল, স্থিরপত্র, দ্বিপালেখা, শিরাপত্র ও অস্থিরা অঙ্কুর ইত্যাদি শব্দ ইহার পর্য্যায়। হিন্তাল মধুর ও অম্লাস্বাদ, কফজনক, পিত্তনাশক, শৈত্যকর ও বাতপ্রকোপক ইহার দ্বারা দাহ, শ্রম ও তৃষ্ণা নিবারণ হয়। ইহার ত্বক্ ও স্বরসাদি গ্রহণীয়, ত্বকের মাত্রা ১ মষা, স্বরসের ২ তোলা।

আস্যশাখোটঃ।

রদক্রশ্চাস্যশাখোটঃ স পিত্তকফনাশনঃ।
বাতলশ্চ ক্রিমিংহন্তি পাণ্ডুজ্বরকামলাঃ ॥
অস্যাত্বক্ স্বরসাদিকং গ্রাহ্যং
ত্বচো মাত্রা ১ মাষকঃ স্বরসস্য ১ কর্ষঃ।

আস্‌শেওড়া।

ইহাকে সংস্কৃত ভাষায় রদক্র ও আস্য শাখোট বলে। ইহা কফপিত্ত নাশক, বায়ুজনক এবং জ্বর, ক্রিমি, পাণ্ডু ও কামলা রোগের শান্তিকর। ইহার ত্বক্ ও স্বরসাদি গ্রহণীয়; ত্বকের মাত্রা ১ মাষা, স্বরসের ২ তোলা।

আবর্ত্তকী।

আবর্ত্তকী রক্তপুষ্পী পীতকীলা বিষাণিকা।
আবর্ত্তকী কষায়াম্লা শীতা পিত্তনিসূদনী ॥
মাত্রা ১ মাষকঃ।

আবর্ত্তকী (কোঙ্কণদেশীয় ভগত বল্লী নাম— ষ)।

রক্তপুষ্পী, পীতকীলা ও বিষাণিকা এই গুলি ইহার অপর নাম। ইহা কষায় ও অম্লাস্বাদ এবং পিত্তঘ্ন মাত্রা ১ মাষা।

কাকতিন্দুকঃ।

কাকেন্দুঃ কুলকঃ কাকপীলুকঃ কাকতিন্দুকঃ।
কষায়ো মধুরোঽম্লশ্চ কাকেন্দুঃ শ্লেষ্মলো গুরুঃ ॥
বাতপিত্তার্ত্তিশমনো বান্তিভ্রান্তি নিসূদনঃ।

মাকড়া গাব।

ইহাকে সংস্কৃত ভাষায় কাকেন্দু, কুলক, কাকপিলুক ও কাকতিন্দুক বলে ইহা কষায়, স্বাদু, অম্লরস, বাতপিত্তজ ব্যাধি নাশক, বমননিবারক ও ভ্রান্তিহর।

কফঘ্নবর্গঃ।

নাগপুষ্পী।

নাগপুষ্পী শ্বেতপুষ্পা নাগিনী রামদূতিকা।
নাগিনী রোচনী তিক্তা তীক্ষ্ণোষ্ণা কফপিত্তনুৎ ॥
বিনিহন্তি বিষং শূলং যোনিদোষ বমি ক্রিমীন্।

পর্য্যায়। নাগপুষ্পী, শ্বেতপুষ্পা, নাগিনী, রামদূতিকা।

গুণ। রোচক, তিক্ত, তীক্ষ্ণ উষ্ণ, কফ পিত্তঘ্ন ও বিষ নাশক। ইহার দ্বারা শূল, যোনিদোষ বমি ও ক্রিমি রোগ নিবারিত হয়।

দেবতাড়ঃ।

দেবতাড়ঃ খরা বেণী গরী জীমূত ইত্যপি।
দেবতাড়ঃ কফঘ্নো মূষিকাদিবিষাপহঃ ॥
অস্য মূলং গ্রাহ্যং মাত্রা ১ মাষকঃ।

দেতাড়া।

দেবতাড়, খরা, বেণী, গরী ও জীমূত ইত্যাদি শব্দ ইহার সংস্কৃত নাম। ইহা কফঘ্ন ও মূষিকাদির বিষ নাশক। ইহার মূল গ্রহণীয়, মাত্রা ১ মাষা।

হস্তিশুণ্ডী।

হস্তিনী হস্তিশুণ্ডী চ শুণ্ডী ধূসরপত্রিকা।
শুণ্ডী কটূষ্ণা কথিতা চ সন্নিপাত জ্বরাপহৃৎ ॥

হাতীশুঁড়া।

হস্তিনী, হস্তিশুণ্ডী, শুণ্ডী ও ধূসর পত্রিকা এইগুলি ইহার পর্য্যায়। ইহা কটু উষ্ণ ও সন্নিপাত জ্বরনাশক। ইহার স্বরস গ্রহণীয়. মাত্রা ১ তোলা।

---

৩ শিরাসমূহের মধ্যে বহুতর শিরা সূক্ষ্ম ও বহুতর স্থূল, কতকগুলি শিরা দেহের গভীরতর প্রদেশে, আর কতকগুলি বাহ্য প্রদেশের কিঞ্চিৎ নিম্নেই অবস্থিত। বাহু ও সক্থিদ্বয়ের অধোভাগস্থ অগভীর শিরা, অমাংসল প্রদেশস্থ শিরা ও ব্যাধি ক্ষীণ ব্যক্তিদিগের অঙ্গের শিরা সমূহ সুব্যক্ত অর্থাৎ চক্ষুদ্বারা লক্ষিত হইয়া থাকে। এইরূপ শিরা প্রকাশ বলক্ষয়ের লক্ষণ জানিবে। ঈদৃশ স্থলে বৃংহণ ও বায়ু প্রশমক ক্রিয়া কর্ত্তব্য।

এই ৩ সং চিত্রে ক খ গ্রীবাপার্শ্বস্থ বাহ্য ও আভ্যন্তর কণ্ঠশিরা।

গ অনাথ্যাক শিরা।

ঘ জত্রুনিম্ন শিরা।

ঙ হৃৎকন্দ।

চ বৃক্ক শিরা।

ছ উর্দ্ধবৃক্কগ্রন্থি শিরা।

জ রেতোরজ শিরা।

ঝ বাহ্য বস্তি শিরা।

জত্রুর নিম্নে উর্দ্ধস্থ মহাশিরা ও বস্তিতে অধস্থ মহাশিরা।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

অথ স্রোতাংসি।

তত্র কেচিদাহুঃ শিরাধমনী স্রোতসামবিভাগঃ শিরাবিকারা এব ধমন্যঃ স্রোতাংসি চেতি। তত্তু ন সম্যক্ অন্যান্যেব হি স্রোতাংসি ধমন্যশ্চ শিরাভ্যঃ কস্মাৎ ব্যঞ্জনান্যত্বাৎ মূলসন্নিয়মাৎ কর্ম্ম বৈশেষ্যাদাগমাচ্চ কেবলন্তু পরস্পর সন্নিকর্ষাৎ সদৃশাগম কর্ম্মত্বাৎ সৌক্ষ্ম্যাচ্চ বিভক্তকর্ম্মণামবিভাগ ইব কর্ম্মসু ভবতি।

কেহ কেহ বলেন শিরা, ধমনী ও স্রোতঃ ইহাদের প্রভেদ নাই, ধমনী ও স্রোতঃ শিরার রূপান্তর মাত্র। একথা বিশেষ যুক্তি সঙ্গত নহে, স্রোতঃ ও ধমনী শিরা হইতে পৃথক্। রূপভেদ, মূলনিবেশ ভেদ ও কার্য্যকারিত্বভেদ হেতু ইহাদের তিনকেই বিভিন্ন বলিতে হয়। কেবল পরস্পর সন্নিকর্ষ, সদৃশ কর্ম্মকারিত্ব সূক্ষ্মভেদাশ্রয়ত্ব এবং শাস্ত্রে সদৃশ রূপে বর্ণন হেতু ইহারা অভিন্ন বলিয়া অনুভূত হইতে পারে। বস্তুতঃ ইহাদের প্রত্যেকের কার্য্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র।

স্রোতাংসি সন্তি দেহেঽস্মিন্ ধমন্যশ্চ শিরা যথা।
তানি লসীকাবাহীনি কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি দৈহিকম্॥
মস্তিষ্কে নাড়ীরজ্জৌ চ মেদসোঃ পৃষ্ঠমজ্জনি।
নখেষু কণ্ডরাস্থাক্ন সন্ত্যন্যত্র [illegible]
[illegible]কৈশানি বিধানাক্ত পরস্পর সংযোগাৎ।
সূক্ষ্মস্রোতোভ্যঃ [illegible] মনস্তু [illegible]॥
শিরাগতস্য সংপ্রাপ্তং রসং তত্র নিঃক্ষিপেৎ।
স রসঃ শিরয়া[illegible] হৃৎকোষ্ঠং সমাগতঃ॥
শোণিতীভূয় এষ চ দেহমেতি নিরন্তরম্।
স রসো দেহজঃ পূর্ব্বং পশ্চাচ্ছোণিততাং
ব্রজেৎ॥
স্বাভ্যন্তরাদপতে পদার্থান্ দেহপোষকান্।
গ্রহণ্যাদিভ্য আদায় রস মাহারজং তথা॥
শিরামার্গেণ হৃদয়ং যান্ত্যমী নিরন্তরম্।
বলং পুষ্টিঞ্চ লাবণ্যং দেহস্যৈত্যাত্মজেৎ॥

স্রোতঃ সমূহও ধমনী ও শিরার ন্যায় এক প্রকার নাড়ী বিশেষ, ইহাদের অভ্যন্তরে এক প্রকার জলীয় পদার্থ থাকে, তাহাকে লসীকা বলে। ইহারাও দেহের প্রায় সর্ব্বাংশে বর্ত্তমান থাকিয়া দৈহিক কার্য্য নির্ব্বাহ করে। মস্তিষ্ক, নাড়ীরজ্জু, মেদ, [illegible]

মজ্জা, নখ, কণ্ডরা, অস্থি ও উপাস্থি এই সকল স্থানে স্রোতোনাড়ী দেখিতে পাওয়া যায় না।

যাবতীয় স্রোতঃ মিলিত হইয়া দুইটী মহাস্রোতোরূপে পরিণত হইয়াছে। ঐ দুইটী মহাস্রোতঃ অক্রের নিম্নে শিরা সঙ্গমে (যেখানে শিরাগণ মিলিত হইয়া মহাশিরা রূপে পরিণত হইয়াছে) মিলিত হইয়া তথায় আত্ম গর্ভস্থ রস নিক্ষেপ করে। ঐ রস শিরাস্থ রক্তের সহিত, মিলিত, হৃৎকোষ্ঠে উপস্থিত এবং তথায় রক্তত্ব প্রাপ্ত হইয়া নিরন্তর দেহ ভ্রমণ করিয়া থাকে। ঐ রস প্রথমে দেহ হইতে উৎপন্ন ও পরে রক্তত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

স্রোতোনাড়ীগণ ধমনীস্থ রক্ত হইতে দেহ পোষণোপযোগী পদার্থ আকর্ষণ করিয়া দেহের বর্দ্ধন করে। ইহারাই গ্রহনী (ক্ষুদ্রান্ত্রের অংশ বিশেষ) প্রভৃতি হইতে আহারজ রস আকর্ষণ করিয়া শিরামার্গে হৃদয়ে লইয়া যায়। তল্লাভে দেহের বল, পুষ্টি ও লাবণ্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

দশমোঽধ্যায়।

অথ স্নায়বঃ।

স্নায়বঃ সূত্রবৎ সূক্ষ্মাঃ শুভ্রা নিখিল দেহগাঃ।
কারণানি চেতনানাং সদা চৈতন্য সাধনে॥
সুখদুঃখাববোধে চ প্রবৃত্তৌ চ নিবর্ত্তনে।
রূপগন্ধ রসস্পার্শশব্দজ্ঞানে চ হেতবঃ॥
নিখিলাস্তাশ্চ সঞ্জাতা মস্তিষ্কাৎ পৃষ্ঠমজ্জনঃ।
শিরোমণ্ডল দেবাহ্বাঃ শেষাঃ শেষাস্ত সংশ্রিতাঃ॥
তেষু তেষু চ ভাবেষু দেহগাস্তেষু বস্তুসাঃ।
কম্পমানাঃ কম্পয়ন্তে মস্তুলুঙ্গঞ্চ তৎক্ষণাৎ॥
তস্য বিকম্প ভেদেন জ্ঞান ভেদো ভবেদ্ বহুঃ।
অতো মস্তিষ্ক মেবৈকে জ্ঞানহেতুঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
করোটি গহ্বরাভ্যন্তর বসেদাজ্য সুপেলবম্।
সুশুভ্রঞ্চ সমতল মাভিন্নঞ্চ দ্বিধোপরি॥

স্নায়ু।

স্নায়ু সকল সূত্রের ন্যায় সূক্ষ্ম ও শুভ্রবর্ণ পদার্থ। ইহারা নিখিল দেহ ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে। ইহারাই চেতন (জীব) দিগের চৈতন্য সম্পাদনে কারণ স্বরূপ। সুখদুঃখজ্ঞান, কার্য্যে প্রবৃত্তি, কার্য্য হইতে নিবৃত্তি এবং রূপ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও শব্দজ্ঞানের প্রতি স্নায়ু সকলই হেতুভূত। স্নায়ুগণ মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জা হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে। মস্তিষ্কজাত স্নায়ুরা শিরোমণ্ডলে ও পৃষ্ঠমজ্জীয়েরা হস্ত, পদ ও উদর প্রভৃতিতে থাকে। নানাবিধ ভাব দেহ প্রাপ্ত হইলে তত্রত্য স্নায়ুরা কম্পিত হইয়া তৎক্ষণাৎ মস্তিষ্ককে কম্পিত করে। মস্তিষ্কের বিকম্পন ভেদে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। অতএব মস্তিষ্কই একমাত্র জ্ঞানের হেতু। করোটি গহ্বরের অভ্যন্তরে মস্তিষ্ক অবস্থিত থাকে। ইহা সুন্দর শুভ্রবর্ণ ও ঘৃতের ন্যায় অতীব কোমল পদার্থ। ইহা নিম্নাংশে অসমতল ও উর্দ্ধে দ্বিধা বিভক্ত। ১ সং, চিত্র দেখ।

নেত্রে রূপবতাং বিষপতনাদেব বস্তুনাঃ।
ভাবান্তরং মস্তুলুঙ্গং নয়রে ভক্তি দর্শনম্॥
পদার্থানাং গন্ধবতাং গন্ধাংশূনাং সমাগমাৎ।
নাসাস্থাঃ কুর্ব্বতে তদ্বৎ তদ্ঘ্রাণং পরিকীর্ত্তিতম্॥
তথা রসবতাকাণ্ গন্ধমাত্রসমাশ্রিতাঃ।
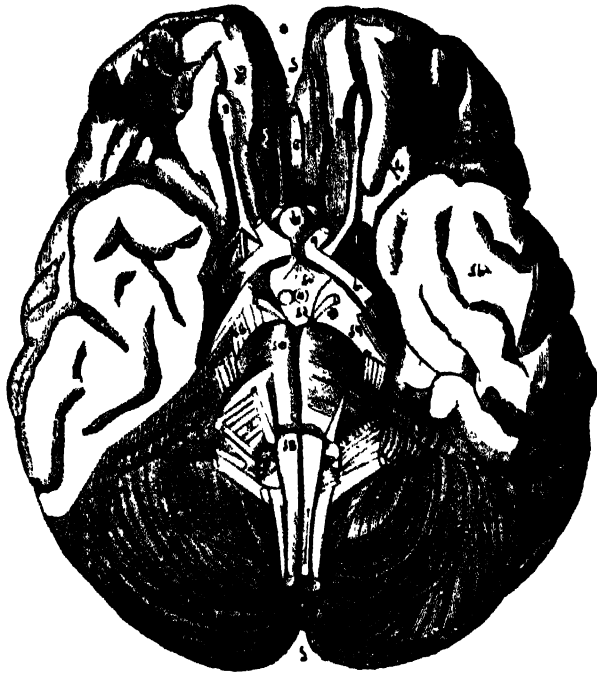
৪ চিত্র।

এই ৪ নং চিত্রক্ষেত্রে ১, ২, ৩, ৪, চিহ্ন ইত্যাদি হইতে ১৮, ১৯, ২০ চিহ্ন পর্য্যন্ত মস্তিষ্কের নিম্নভাগের প্রতিরূপ। তন্মধ্যে

১ ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক।
৩ মস্তিষ্কের অগ্রখণ্ড।
৪ ঘ্রাণস্নায়ু।
৭ দর্শন স্নায়ু।
৮ দর্শনস্নায়ু প্রদেশ।
৯ নেত্রস্পন্দক স্নায়ু।
১০ দৃষ্টিসন্ধি।
১২ পশ্চাচ্ছিদ্রান্বিত প্রদেশ।

ক্রিয়াং তাং কুর্ব্বতে তত্র রসনস্থাস্থিতায়বে ॥
শীতোষ্ণাদি গুণবত্তাং দ্রব্যাণাং ত্বচি সঙ্গমাৎ ।
তত্রস্থাঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি তাদৃশং স্পর্শনং হি তৎ ॥
পরম্পরাস্থিত যেন দ্রব্যাণামনিলস্তদা ।
তরঙ্গবন্নতোহন্যাৎ কর্ণান্তঃ শ্রবণং ততঃ ॥
গত্যাদিষ্বপি কীর্ত্যন্তে স্নায়বো মুখ্যহেতবঃ ।
অথ কিং বহুনোক্তেন জীবত্বং স্নায়ুসম্ভবম্ ॥
স্নায়ুনাশো ভবেদ্ যস্মিন্ দেহে তৎস্যান্মৃতোপমম্ ।
পক্ষাঘাতাদি রোগেষু কারণং ত্বিদং মতম্ ॥

নেত্রে রূপবান্ পদার্থের প্রতিবিম্ব পতিত হইলে নেত্রস্থ স্নায়ু সকল মস্তিষ্ককে ভাবান্তর প্রাপ্ত করে, ইহারই নাম দর্শন। তদ্রূপ গন্ধবান্ পদার্থের গন্ধাণু নাসিকা সংযুক্ত হইলে তত্রস্থ স্নায়ু সকল তাদৃশ কর্ম্ম করে, তাহা হইলেই ঘ্রাণ

করা হইল। রসবান্ দ্রব্যের অণু রসনা সংযুক্ত হইলে তত্রত্য স্নায়ুগণ তাদৃশ কর্ম্ম করে, তাহা হইলে স্বাদবোধ হইল। শৈত্য ও উষ্ণতা প্রভৃতি গুণযুক্ত পদার্থ সকল ত্বকে স্পৃষ্ট হইলে সেই রূপ কর্ম্ম করে, তাহা হইলেই স্পর্শজ্ঞান জন্মিল।

এই রূপ দ্রব্য গণের পরস্পর অভিঘাত হইলে বায়ুতে তরঙ্গ বিশেষ উপস্থিত হয়। সেই তরঙ্গ দ্বারা কর্ণ মধ্যস্থ চর্ম্ম অভিহত ও তত্রত্য স্নায়ুদ্বারা মস্তিষ্ক বিকম্পিত হইলেই শব্দজ্ঞান জন্মে। অতএব ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান সমূহের প্রতি

৫ চিত্র।
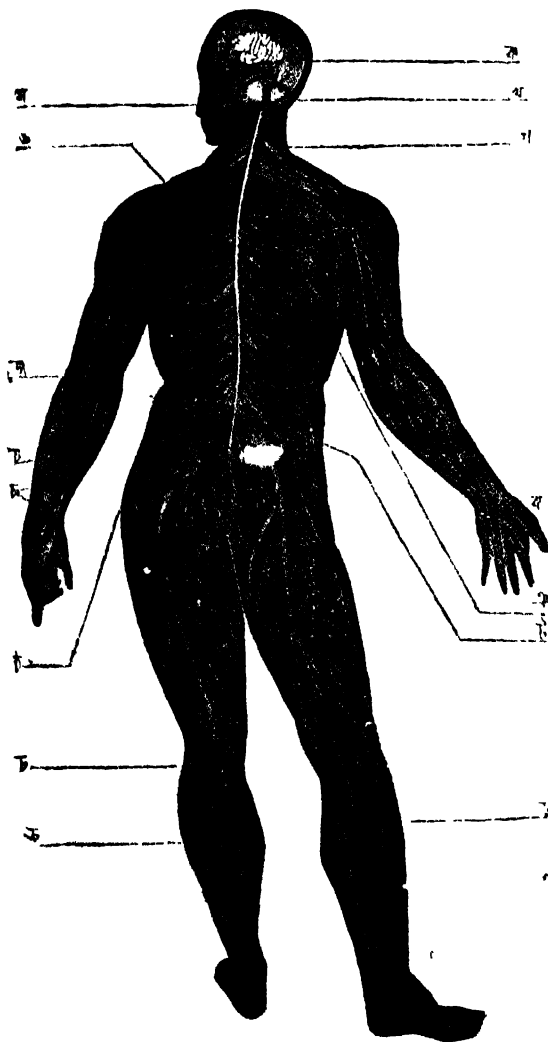
স্নায়ুগণ হেতু। গমনাদি কার্য্য বিষয়েও স্নায়ুগণ প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। অথবা অধিক বলা বাহুল্য মাত্র, জীবের জীবত্ব স্নায়ু হইতেই সঞ্জাত। কোন অঙ্গের স্নায়ুর নাশ হইলে সেই অঙ্গ মৃতকল্প হয়। এই রূপ কারণ বিশেষেই পক্ষাঘাতাদি পীড়া জন্মিয়া থাকে।

এই প্রসং চিত্রে ক—মস্তকস্থ বৃহৎ মস্তিষ্ক।

খ ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক।
গ গ্রীবাস্নায়ু।
ঘ বদন স্নায়ু।
ঙ প্রগণ্ডসন্ধিস্নায়ু।
ঙ প্রগণ্ডস্নায়ু।
চ প্রকোষ্ঠ স্নায়ু।
ছ প্রকোষ্ঠ নিম্নস্নায়ু।
ঝ করতল স্নায়ু।
ঠ নিতম্ব স্নায়ু।
ঞ পর্শুকাভ্যন্তর স্নায়ু।
ড জানুপশ্চাৎ স্নায়ু।
ঢ জান্বভিমুখ স্নায়ু।
ণ পদতল স্নায়ু।
ট কটীস্নায়ু।
ত উরুস্নায়ু।

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

অথ গুহাঃ।

শরীরং ত্রিগুহং প্রোক্তং করোটি হৃদয়োদরৈঃ।
করোটৌ মস্তকস্তেহৌ বক্ষস্যুক ফুপ্‌ফুসৌ॥
হৃৎকোষ্ঠস্তোদরে সন্তি যকৃৎ পিত্তাশয়ো ধমনী।
ক্লোম স্কন্ধো ধমনীকঃ ক্ষুদ্রান্ত্রং স্থূলমন্ত্রকম্॥
প্লীহা বৃক্কদ্বয়ং মূত্রনাড়ী বস্তির্গুদং তথা।
মস্তঃ শৃণুত সর্ব্বেষামুক্তানাং গুণ কর্ম্মণী॥

গুহা।

শরীর মধ্যে করোটি, বক্ষঃ ও উদর এই তিনটী গুহা অর্থাৎ গহ্বর বর্ত্তমান আছে। এই হেতু শরীরকে ত্রিগুহ বলাযায়। ইহার মধ্যে ঊর্দ্ধ গুহা অর্থাৎ করোটিতে মস্তিষ্ক, মধ্য গুহা অর্থাৎ বক্ষে উণ্ডুক, ফুপ্‌ফুস ও হৃৎ-কোষ্ঠ এবং নিম্ন গুহা অর্থাৎ উদরে যকৃৎ, পিত্তাশয়, আমাশয়, ক্লোম, ধমনী স্কন্ধ ক্ষুদ্রান্ত্র, স্থূলান্ত্র প্লীহা, বৃক্কদ্বয়, মূত্র নাড়ী, বস্তি ও গুদ (স্থূলান্ত্রের নিম্নাস্ত) বর্ত্তমান থাকে। ইহাদের প্রত্যেকের গুণ ও কার্য্য ক্রমশঃ বর্ণিত হইতেছে।

মধ্যগুহা।

[মুক্তোর্দ্ধ গুহা পূর্ব্বমিদানীং মধ্যমা মম।
সংকোচ্য বর্ণ্যতে বক্ষো নিশাময়ত তত্ত্বতঃ॥
উরোঽস্থি পর্শুকোপাস্থি পর্শুকা অভিতঃ স্থিতাঃ।
পার্শ্বয়োঃ পর্শুকাঃ সন্তি পশ্চাৎ পৃষ্ঠকশেরুকাঃ॥
পর্শুকাদ্যোর্দ্ধ পট্টশ্চ নিম্নস্যাভ্যন্তরে।
অস্যোঃ বক্ষস্তলপেশী চ বক্ষসঃ॥

মধ্যগুহা।

ঊর্দ্ধ গুহার বিবরণ স্নায়ুগণের বিবরণের সহিত ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এক্ষণে মধ্যগুহা অর্থাৎ বক্ষের বিবরণ বর্ণিত হইতেছে। এই গুহার সম্মুখ ভাগে উরোঽস্থি, পর্শুকোপাস্থি ও পর্শুকাগণ, পার্শ্বদ্বয়ে পর্শুকাগণ, পশ্চাদ্ভাগে পৃষ্ঠকশেরুকা সকল, উপরিভাগে প্রথম পর্শুকা ও ঊর্দ্ধ পট্ট (বক্ষের উপরিস্থিত বস্ত্রবৎ পদার্থ বিশেষ) এবং নিম্নভাগে বক্ষস্তল পেশী বর্ত্তমান থাকে।

গর্ভে গুহায়া এতস্যা হৃৎকোষ্ঠোণ্ডুক ফুপ্ফুসাঃ।
সন্ত্যমীষাং ক্রমাণাঞ্চ ব্রবীমি গুণকর্ম্মণী॥

এই গুহায় হৃৎকোষ্ঠ, উণ্ডুক ও ফুপ্ফুস বর্ত্তমান থাকে। ইহাদের গুণ ও কর্ম্ম ক্রমশঃ লিখিত হইতেছে।

হৃৎকোষ্ঠঃ।

উরোমধ্যগতঃ কোষ্ঠো লবনীফল সন্নিভঃ।
রক্তাধারশ্চতুর্গর্ত্ত আবরণ্যা সমাবৃতঃ॥
তির্য্যকস্থো ধমনীভূমিঃ ফুপ্ফুসদ্বয় শীর্ষকঃ।
স্ফীত্যা কুঞ্চনশীলোঽসৌ হৃৎকোষ্ঠ ইতি
কীর্ত্তিতঃ॥
ঊর্দ্ধে গর্ত্তদ্বয়ং তস্য নিম্নতশ্চাপি তদ্দ্বয়ম্।
ঊর্দ্ধস্থে দক্ষিণে গর্ত্তে শিরাসঙ্গমজে শিরে॥
অর্পয়তো মহতো দ্বে রক্তং গুণবিবর্জ্জিতম্।
অধঃস্থাদ্ বামগর্ত্তাচ্চ ধমনী মূলমুত্থিতম্॥
সর্ব্বেষ্বপি চ গর্ত্তেষু রক্তং ক্রমসমাগতম্।
দোষহীনং গুণৈর্যুক্তং জন্তুং জীবয়তে গুণৈঃ॥
অনিশং স্ফায়তে কোষ্ঠঃ প্রকৃত্যা সংকুচত্যপি।
আজন্মস্পর্শনাদ্ যাবন্মৃত্যুং সর্ব্বস্য দেহিনঃ॥
তদাকুঞ্চনতো রক্তং মহতা খলু রংহসা।
প্রবিশেদ্ ধমনীমূলং ততো ব্রজতি বিগ্রহম্॥
স্ফায়না কুঞ্চনে তস্য বিরমেতাং ক্ষণং যদি।
সহসৈব ভবেন্মৃত্যুর্নাস্তি কোঽপ্যত্র সংশয়ঃ॥

হৃৎকোষ্ঠ।

হৃৎকোষ্ঠ বক্ষোগহ্বরের মধ্যস্থানে তির্য্যগ্‌ভাবে অবস্থিত, ইহার আকৃতি নোনা ফলের ন্যায়। ইহা একটী আবরণী দ্বারা আবৃত থাকে। ইহার উপরি ফুপ্ফুস দ্বয় (এক ফুপ্ফুস বামাংশ ও দক্ষিণাংশে ভেদে দ্বিধা) বিরাজমান। হৃৎকোষ্ঠই বিশুদ্ধ রক্তের আধার এবং ইহা হইতেই ধমনী উত্থিত হইয়াছে। ইহাতে চারিটী গর্ত্ত প্রকোষ্ঠ আছে, দুইটী ঊর্দ্ধে ও দুইটী নিম্নে। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, যে যাবতীয় শিরা মিলিত হইয়া দুইটী মহাশিরা রূপে পরিণত হইয়াছে, ঐ শিরাদ্বয় ঊর্দ্ধস্থ দক্ষিণ হৃদ্‌গর্ত্তে সমাগত হইয়া শরীরের যাবতীয় সদোষ রক্তকে তথায় অর্পণ করে। অধঃস্থ বামগর্ত্ত হইতে মূল ধমনী উদ্গত হইয়াছে। সদোষ রক্ত এই গর্ত্ত চতুষ্টয়ে ক্রমান্বয়ে আসিয়া বিশুদ্ধ হইয়া দেহে আত্মগুণ বিতরণ করিয়া জীবকে জীবিত রাখে। হৃৎকোষ্ঠ স্বভাবতঃ একবার স্ফীত ও একবার সংকুচিত হইয়া থাকে। জীবের ভূমিষ্ঠ হইবার পর অবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত অবিরামে এই ক্রিয়া হইতে থাকে। হৃৎপিণ্ড আকুঞ্চিত হইবা মাত্র তত্রস্থ রক্ত অতিবেগে ধমনীমূলে প্রবেশ ও তথা হইতে ধমনী সমূহ পথে সমুদায় দেহ পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। হৃৎপিণ্ডের আকুঞ্চন প্রসরণ ক্ষণমাত্র নিবৃত্ত হইলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু সংঘটিত হয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ফুপ্ফুসঃ।

ফুপ্ফুসস্তু দ্বিধা ভিন্নো বাম দক্ষিণ ভেদতঃ।
পেশ্যাং বক্ষস্তলস্থায়াং সমাসক্তোঽণুশীর্ষকঃ॥
অধো বিশালো বহুভিঃ কোষৈরিব মধুক্রমঃ।
দুষ্টশোণিত সংশুদ্ধি কোষোঽয়ং পরিকীর্ত্তিতঃ॥
তরুণাস্থিময়ী নাড়ী জিহ্বামূলাৎ প্রধাবিতা।
অধঃ শাখাদ্বয়বতী ফুপ্ফুসদ্বয় মাগতা॥
ততঃ শাখাদ্বয়াৎ তস্মাদ্ বহ্ব্যঃ শাখা বিনিঃসৃতাঃ।
কোষেষু ফুপ্ফুসস্থেষু সূক্ষ্মাঃ সমুপস্থিতাঃ॥
নাসামুখ সমাকৃষ্টঃ পবনঃ শ্বাসকর্ম্মণা।
শ্বাসনাড্যা তয়া সর্ব্বাংস্তান্ কোষান্ প্রবিশ-
ত্যসৌ॥
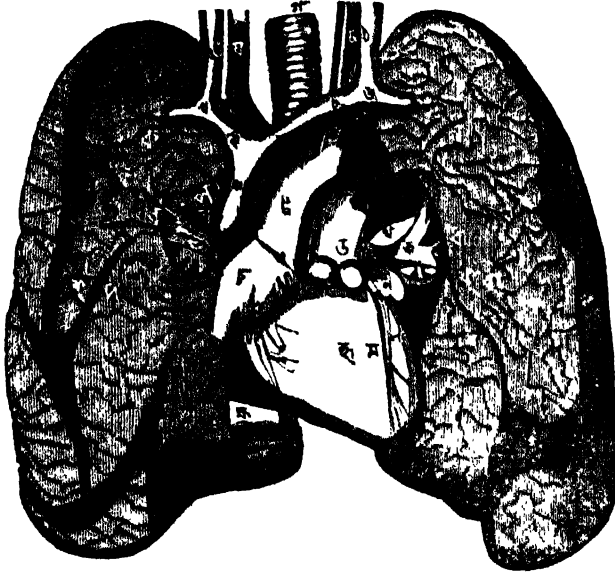
৬ চিত্র।

এই ৬ নং চিত্রক্ষেত্রে গ শ্বাসনাড়ী, ইহার দ্বারা মুখনাসাকৃষ্ট বাহ্য বায়ু ফুপ্‌ফুসে প্রবেশ করে।

ঘ মূলঅন্ননাড়ী।

ঙ আভ্যন্তর কণ্ঠশিরা।

জ, ছ, ঝ, খ ইহারা বিশেষ বিশেষ শিরা। ঞ উর্দ্ধস্থূল মহাশিরা।

ট ধমনীমূল।

চ উর্দ্ধস্থ দক্ষিণ হৃৎপ্রকোষ্ঠ।

ড দক্ষিণ ফুপ্‌ফুস ধমনী।

থ ধামনিক প্রণালী।

ত বাম ফুপ্‌ফুস ধমনী।

জ নিম্নস্থ দক্ষিণ হৃৎপ্রকোষ্ঠ।

ম হৃদ্‌গর্ভীয় বৃতি।

ফ নিম্নস্থূল মহাশিরা।

প উর্দ্ধস্থ বাম হৃৎপ্রকোষ্ঠ।

ল নিম্নস্থ বাম হৃৎপ্রকোষ্ঠ।

I ফুপ্‌ফুস।

ক ফুপ্‌ফুসের উর্দ্ধখণ্ড।

দ ফুপ্‌ফুসের মধ্যখণ্ড। তন্নিম্নে নিম্নখণ্ড।

মহাশিরাভ্যাং হৃৎকোষ্ঠং সংপ্রাপ্তং দুষ্টশোণিতম্।
নাড়ীবিশেষৈর্নিয়তং তদাময়ন্ত ফুপ্‌ফুসম্ ॥
শ্বাসাকৃষ্টোঽনিলস্তত্র সমর্প্যাম্লজনং ততঃ।
নির্দোষং শোণিতং কুর্য্যাৎ সুখোষ্ণঞ্চ সুলোহিতম্ ॥
তত্র তৎ হৃদয়ং ভূয়ঃ প্রবিষ্টং ধমনীপথৈঃ।
নিরন্তরং মহাংহো দেহান্ত দেঁহিনাং ব্রজেৎ ॥

ফুপ্‌ফুস।

ফুপ্‌ফুস দুইভাগে বিভক্ত বাম ফুপ্‌ফুস ও দক্ষিণ ফুপ্‌ফুস। ইহা বক্ষস্তলস্থ পেশীর উপর আসীন। ইহার উর্দ্ধাংশ সূক্ষ্ম ও নিম্নাংশ বিস্তৃত। যে রূপ মধুক্রম অর্থাৎ মৌচাকে কোষ থাকে,

সেই রূপ ইহাতেও অগণ্য কোষ বিদ্যমান আছে। ফুপ্‌ফুসই দুষ্ট শোণিত শোধনের কোষ্ঠ। জিহ্বামূলের নিম্ন হইতে উপাস্থিময়ী একটী নাড়ী ক্রমশঃ নিম্নাভিমুখে গমন করিয়া অধোভাগে দুইটী শাখায় পরিণত হইয়া দুই ফুপ্‌ফুস পর্য্যন্ত উপস্থিত ও পরিশেষে বহুসূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া ফুপ্‌ফুসীয় প্রত্যেক কোষে মিলিত হইয়াছে। শ্বাসক্রিয়া দ্বারা এই বাহ্যবায়ু নাসিকা ও মুখ দিয়া শ্বাস নাড়ীতে প্রবেশ করিয়া প্রত্যেক কোষে উপস্থিত হয়। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে যাবতীয় শিরা মিলিত হইয়া দুইটী মহাশিরায় পরিণত হইয়া দক্ষিণ হৃদগর্ভে মিলিত হইয়াছে, ঐ শিরাদ্বয় দ্বারা আনীত রক্ত নাড়ীবিশেষ দ্বারা হৃদ্গর্ভ হইতে ফুপ্‌ফুসে আনীত হয়। এই রক্ত শ্বাসারুষ্ট বায়ু দ্বারা বিশুদ্ধ, সুখোষ্ণ ও লোহিত বর্ণ হইয়া হৃৎকোষ্ঠে প্রবেশ ও তথা হইতে ধমনী মার্গে অতিপ্রবল বেগে সমুদায় দেহ পরিভ্রমণ করিয়া থাকে।

শ্বাসাকৃষ্টোঽনিলো হস্রায় সমর্পাত্মগুণান্ শুভান্।
অশুভাংশ্চ সমাদায় ফুপ্‌ফুসাদ্বহির্নিঃসরেৎ ॥
অসৌ শ্বাসক্রিয়া সা চ কালেন যাবতা যতি।
বারান্ প্রবর্ত্ততে নাড্যাঃ স্পন্দ সংখ্যা চ যা ভবেৎ ॥
ইত্যাদ্যা নিখিলা বার্ত্তাঃ সূত্রস্থানে পুরা ময়া।
বর্ণিতাঃ শৃণুতেদানীং হেতুং বাচাং প্রবর্ত্তনে ॥

শ্বাসাকৃষ্ট বায়ু ফুপ্‌ফুসে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য রক্তকে আত্ম শুভগুণ বিতরণ ও তাহার অশুভ গুণ গ্রহণ করিয়া ফুপ্‌ফুস হইতে নির্গত হইয়া যায়। ইহার নাম শ্বাসক্রিয়া। এই শ্বাসক্রিয়া যত সময়ে যত বার হইয়া থাকে এবং নাড়ীর স্পন্দন সংখ্যা ইত্যাদি বিষয় সমস্ত সূত্রস্থানে বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে বাক্য প্রবৃত্তির হেতু কথিত হইতেছে।

ঊর্দ্ধাংশঃ শ্বাসনাড্যা হি বাগ্‌যন্ত্রমিতি কীর্ত্তিতঃ।
তরুণাস্থি ধমনী রজ্জুপেশীস্নায়ু কলাগণৈঃ ॥
নির্ম্মিতং কণ্ঠদেশে তৎ পুরস্তাদভিবর্ত্ততে।
তস্যোপাস্থি বিশেষদ্বে পক্ষে পক্ষিপক্ষবৎ ॥
সন্তৌ২প্যেষাং জনয়তো মিলিত্বা চ পরস্পরম্।
লক্ষ্যতে চক্ষুষৈবৈষ ক্ষীণানাঞ্চ বিশেষতঃ ॥
অস্মাদুপরি বাগ্‌যন্ত্রাদুপজিহ্বাভিবর্ত্ততে।
অন্ন গ্রহণকালে যা শ্বাসরন্ধ্রং প্রযোপয়েৎ ॥
জনয়ন্ বাক্যযন্ত্রস্য হেতুনাং সমবায়িনাম্।
অন্তর্ভেদানবস্থায়াঃ স্বরান্ জনয়তে বহূন্ ॥
সিংহশার্দ্দূল খড়্গানাং রবৈঃ মূর্চ্ছতি মানবঃ।
বিহঙ্গ গীতশ্রবণৈঃ কো ন মুহ্যতি জন্তুষু ॥
প্রবীকরোতি হৃদয়ং বালানাং সুখদঃ স্বরঃ।
ক্রন্দন ধ্বনিভিঃ কস্য ন গলত্যশ্রু নেত্রতঃ ॥
সুখৈরমৃত নিঃস্যন্দৈঃ কোমলৈঃ কামিনীস্বরৈঃ।
সুরাসুরনরেন্দ্রেষু কো ন মুহ্যতি সর্ব্বদা ॥
জিহ্বা দন্তাধরস্তালুরন্যোন্যাভিহতৈঃ স্বরৈঃ।
কণ্ঠোত্থিতঃ কাদিবর্ণভেদেনাশু প্রভাষতে ॥
ন নরা ইতরেষাং তদ্‌যন্ত্রাণ্যানাং সুসংস্থিতিঃ।
নির্ম্মিতি শেচ্ছক্তি তেনতো ন বদেয়ুর্যথা নরাঃ ॥

উল্লিখিত শ্বাসনাড়ীর ঊর্দ্ধাংশকে বাগ্‌যন্ত্র কহে। বাগ্‌যন্ত্র তরুণাস্থি, ধমনী, রজ্জু, পেশী, স্নায়ু ও কলা সমূহ দ্বারা নির্ম্মিত। ইহা কণ্ঠদেশের অগ্রদিকে থাকে। বাগ্‌যন্ত্রের একখানি উপাস্থির, পক্ষীর পক্ষের ন্যায় দুইটী পক্ষ আছে, ঐ পক্ষদ্বয় পরস্পর মিলিত হইয়া কণ্ঠোৎসেধ (টুটি) উৎপাদন করে, ইহা চক্ষুদ্বারা (বিশেষতঃ ক্ষীণ শরীরে) লক্ষিত হয়। এই বাগ্‌যন্ত্রের উপরিভাগে উপজিহ্বা অবস্থিত আছে, ইহা আহারকালে শ্বাসরন্ধ্র আচ্ছাদিত করিয়া রাখে, তজ্জন্য ভোজ্য পানীয়াদি শ্বাস-

রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া মারাত্মক হইতে পারে না (দৈবাৎ ঐ রন্ধ্রে কোন দ্রব্য পতিত হইলে অত্যন্ত কাসি উপস্থিত হইয়া তাহাকে নিঃসারিত করিয়া দেয়, ইহাকেই বিষম লাগা কহে)। এই বাক্যযন্ত্রের সমবায়ী অর্থাৎ উপাদান কারণ সমস্তের অবস্থা বিশেষ সংঘটন করিয়া বিবিধ স্বরের উৎপাদন করা যাইতে পারে। সিংহ, ব্যাঘ্র ও গণ্ডার প্রভৃতির ভীমরবে জন্তুগণ মূর্চ্ছিত হইয়া থাকে। বিহঙ্গম গণের সঙ্গীত ধ্বনিতে কে না মোহিত হয়? কালক গণের সুখপ্রদ স্বর হৃদয়কে দ্রবীভূত করে। ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণ করিলে কাহার না নেত্র হইতে অশ্রু বিগলিত হয়? কামিনী গণের সুখদ, অমৃত নিঃস্যন্দী, সুকোমল স্বরশ্রবণে ব্রহ্মাণ্ডে কে না মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হৃদয় হয়?

কণ্ঠনাড়ীর ন্যায় জিহ্বা, ওষ্ঠ, তালু ও দন্ত প্রভৃতিও বাগ্‌যন্ত্রের অঙ্গ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। কণ্ঠোত্থিত স্বর ইহাদের পরস্পর অভিঘাত দ্বারা ক, প, চ, ত ইত্যাদি বর্ণ স্বরূপ হইয়া প্রকাশ পায়।

মনুষ্যদিগের বাগ্‌যন্ত্রের যে রূপ সুসংস্থান ও যে রূপ ভাবে নির্ম্মাণ, ইতর প্রাণীদিগের সে রূপ নহে এই জন্য উহারা মনুষ্য জাতির ন্যায় কথা কহিতে পারে না।

উণ্ডুকঃ।

ফুপ্‌ফুসস্যাবরণ্যো যে ঊর্দ্ধ্বং তদন্তরং তয়োঃ।
উণ্ডুকঃ শৈশবে বধ্যমধ্যাত্তে বহতাং ন হি ॥

উণ্ডুক।

দুইটী আবরণী দ্বারা ফুপ্‌ফুসদ্বয় আবৃত থাকে, ইহাদের মধ্যভাগে বাল্যকালে উণ্ডুক বিদ্যমান থাকে। বয়োবৃদ্ধি হইলে শৈশবাবস্থার সহিত ইহাও বিলুপ্ত হইয়া যায়। উণ্ডুক একটী গ্রন্থিবৎ পদার্থ।

অধোগুহা।

গুহানাং ত্রিসৃণাং জ্ঞেয়া গুহাধস্থা বৃহত্তমা।
বহুযন্ত্রান্তসংযুক্তা স্থানং পাকাদি কর্ম্মণাম্ ॥
ঊর্দ্ধং বক্ষস্তলস্থানস্যাঃ পেশী বস্তিরধঃ স্থিতা।
পার্শ্বয়োশ্চাগ্রতঃ পেশ্যঃ পশ্চাৎ পেশ্যঃ কশেরুকাঃ ॥

অধোগুহা।

গুহাত্রয়ের মধ্যে অধোগুহা অর্থাৎ উদরগহ্বর বৃহত্তম। ইহাতে অনেক শারীর যন্ত্র আছে। ইহা অণ্ডবৎ গোলাকার। ইহাই অন্ন পরিপাকাদি ক্রিয়ার স্থান। এই গুহার ঊর্দ্ধে বক্ষস্তলস্থ পেশী অধোদিগে বস্তিদেশ, পার্শ্বদ্বয়ে ও সম্মুখে ঔদরীয় পেশী এবং পশ্চাদ্‌দিকে ঔদরীয় পেশী ও কশেরুকাগণ অবস্থিত।

ঔদরিকাণি যন্ত্রাণি সর্ব্বাণ্যুদর বেষ্টনী।
সর্ব্বথাবৃত্য গোপায়েদ্বিহিত যথবত্তরে মতম্ ॥

উদরবেষ্টনী ঔদরীয় যন্ত্রগণকে সর্ব্বতোভাবে আবৃত করিয়া রক্ষা করে।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

অন্নবিপাক ক্রিয়া।

হস্ত বিংশতিসম্মানা কলা পেশীবিনির্ম্মিতা।
অন্নপাকক্রিয়ার্থা চ পাকস্থলী প্রকীর্ত্তিতা ॥

ঊর্দ্ধাংশো মুখনামাস্য অধোঽংশো গুদনামকঃ।
কণ্ঠাদামাশয়ং যাবদন্ন নাড়ীতি কথ্যতে॥
ততশ্চামাশয় স্তস্মাৎ ক্ষুদ্রান্ত্রং স্থূলমন্ত্রকম্।
আমাশয়াৎ সমারভ্য ভাগঃ প্রথম আন্ত্রিকঃ॥
গ্রহণী চাপ্যধিষ্ঠানং বুধৈরাদ্যৈঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
ততঃ পক্বাশয়ঃ প্রোক্তঃ পক্বান্ন পরিধারণাৎ॥
স্থূলান্ত্রস্যাপ্যধোভাগঃ সরলো গুদ সংজ্ঞকঃ।
অন্নকিট্টং মলং সর্ব্বং বহির্নিঃসারয়ত্যয়ম্॥
শ্বাসনাড্যাঃ স্থিতা পশ্চাদন্ন নাড্যন্নবাহিনী।
অধস্তাৎ কুণ্ডলীভূতা নাড়ী চোদর মধ্যগা॥
কণ্ঠাদধোগতি নাড়ী ভিত্বা বক্ষতলাশ্রয়াম্।
পেশীং মুখদ্বয়বতী প্রবিষ্টোদর মধ্যগাম্॥

অন্নপরিপাক ক্রিয়া।

অন্ন পরিপাকার্থ বিংশতি হস্ত পরিমিত, কলা ও পেশীদ্বারা নির্ম্মিত একটি পাকনাড়ী মানবদেহে বর্ত্তমান আছে। ইহার ঊর্দ্ধাংশকে মুখ ও নিম্নাংশকে গুদ বলে। ইহার ভিন্ন ভিন্ন অংশ, রূপ ও ক্রিয়া সাধকতা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সর্ব্বোর্দ্ধাংশ মুখ, তৎপরে কণ্ঠহইতে আমাশয় পর্য্যন্ত অন্ননাড়ী, তৎপরে আমাশয়, তৎপরে ক্ষুদ্রান্ত্র ও পশ্চাৎ স্থূলান্ত্র। আমাশয় হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্রান্ত্রের আদ্যভাগকে গ্রহণী বা অগ্ন্যধিষ্ঠান নাড়ী বলে। তৎপরে পক্বাশয়, আমাশয় ও গ্রহণী হইতে অন্ন পরিপাক হইয়া এইস্থানে উপস্থিত হয়। স্থূলান্ত্রের অধঃস্থিত সরল অংশকে গুদ বলে. ইহা গুহ্যদ্বারে শেষ হইয়াছে। ইহার দ্বারা মল সমস্ত বহির্নিঃসৃত হইয়া যায়।

অন্ননাড়ী শ্বাসনাড়ীর পশ্চাদ্দিকে অবস্থিত, চর্ব্বিত অন্ন গ্রাসাদি এই স্থানে উপস্থিত হইবা মাত্র এই নাড়ীর স্বাধীন পেশীদ্বারা তৎক্ষণাৎ আমাশয়ে প্রেরিত হয়। পাকনাড়ীর উদরস্থ অংশ অতিশয় কুণ্ডলাকৃতি। এই মুখদ্বয় বিশিষ্ট পাকনাড়ী কণ্ঠদেশ হইতে অধোদিকে আসিয়া বক্ষস্তলস্থ পেশী ভেদ পূর্ব্বক উদরে প্রবেশ করিয়াছে।

অন্নং মুখার্পিতং দন্তৈশ্চর্ব্বিতং সৃণিকা যুতম্।
পিণ্ডীভূতং চান্ননাড়ীং প্রাপিতং পততি ক্ষণাৎ॥
আমাশয়ে যকৃদ্ বক্ষস্তল পেশ্যো রধঃস্থিতে।
তত্র প্রকুপিতেঽগ্ন্যাগ্নিঃ কোঽপ্যম্লো নিঃসরেদ্রসঃ॥
রসেনানেন তৎ ক্লিন্নং চূর্ণিতং প্রকৃতে র্বলাৎ।
ক্ষুদ্রান্তান্ত মুহূর্ত্তেন বিশেৎ সজল পঙ্কবৎ॥
আমাশয়াদ্ দক্ষিণতঃ ক্ষুদ্রান্ত্রং কুণ্ডলাকৃতি।
অস্যৈব প্রথমো ভাগো গ্রহণীতি নিগদ্যতে॥
অসম্যগ্ জীর্ণমন্নং তৎ প্রবিশ্য গ্রহণীং কলাম্।
আন্ত্রিকেণ রসেনাত্র মিলিতং পরিপচ্যতে॥
তথৈব যকৃতো নাড্যা পিত্তকোষাৎ তদন্তরাৎ।
পীতশুক্লঃ পিত্তরসো গ্রহণীমুপতিষ্ঠতি॥
অন্নপাকে রসোঽপ্যেষ প্রধানং কারণং মতম্।
পিত্তমেবাগ্নিনাম্নৈতন্মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতম্॥
ন কেবলং কালখণ্ড মন্নপাক প্রয়োজনম্।
যতঃ শোণিতসংশুদ্ধিং বিদধাতি নিরন্তরম্॥
ঔদরে দক্ষিণে পার্শ্বে তদাস্তে পর্শুকাবৃতম্।
ঊর্দ্ধে বক্ষস্তলস্থাস্য পেশ্যধস্তাচ্চ বৃক্ককঃ॥
যকৃদ্বৎ কারণং ক্লোম বিজ্ঞেয়ং পাক কর্ম্মণি।
প্লীহক্ষুদ্রান্ত্রয়ো র্মধ্যে মধ্যাঙ্গে দীর্ঘবর্ত্ম তৎ॥
আমাশয়োঽস্য পুরতো বর্ত্ততেঽস্মাদ্ বিনিঃসৃতঃ।
রসো নাড়ী বিশেষেণ ক্ষুদ্রান্ত্র মুপতিষ্ঠতি॥
প্লীহাপ্যন্নস্য পচনে হেতুর্মুনিভিরীরিতঃ।
বামতোঽধো গ্রহণ্যাং স বর্ত্ততে পর্শুকাবৃতঃ॥
অরুণাভোঽগ্রতশ্ছিদ্রৈ র্বহুভিশ্চ সমাবৃতঃ।
ঊর্দ্ধে বক্ষস্তলস্থায়াঃ পেশ্যধো বামবৃক্কতঃ॥
স্রোতাংস্যস্মাদধো পক্বং শ্বেতাভং রসমন্নজম্।
শিরামার্গেণ নিখিলং প্রেরয়ন্তি হৃদালয়ম্॥
আমাশয় কলাচারি ধমনীভিরপোঽখিলাঃ।
গৃহ্যন্তে প্রায়শঃ শেষা অন্ত্রস্থাভিরন্ততঃ॥
আকৃষ্ট দ্রবমন্নং তৎ কিট্টশেষস্তু পঙ্কবৎ।

ক্ষুদ্রান্ত্রং প্রবিশেৎ পশ্চাৎ পুরীষং তদ্বিধস্তে।
ততঃ প্রাপ্য গুহং কালে সর্ব্বথা সারবর্জ্জিতং॥
তদ্ বহির্নিঃ সরেদ্দেহাদিত্যং কল্যাণ হেতবে॥

মুখার্পিত অন্ন দন্তদ্বারা চর্ব্বিত, লালা-সংযুক্ত ও পিণ্ডবৎ হইয়া অন্ন নাড়ীতে নীত হইলে উহা তৎক্ষণাৎ আমাশয়ে প্রেরিত হয়। আমাশয় যন্ত্র উদর গহ্বরে যকৃৎ ও বক্ষস্থলস্থ পেশীর নিম্নে অবস্থিত। এই যন্ত্রে ভুক্তদ্রব্য উপস্থিত হইলেই উহা হইতে এক প্রকার অতিতীব্র অম্লরস নিঃসৃত হইয়া ঐ ভুক্ত পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া উহাকে জীর্ণ করিতে থাকে। আমাশয় গত অন্ন ঐ যন্ত্রের স্বাভাবিক শক্তি দ্বারা ক্রমাগত ঘূর্ণিত হয়। আমাশয়িক অম্লরস যোগ ও ঘূর্ণন দ্বারা ভুক্তদ্রব্য সকল পঙ্কের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ উহার কিয়দংশ দ্রব ও কিয়দংশ অদ্রব অবস্থায় থাকে। ভুক্তান্ন এইরূপ অবস্থায় ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করে। আমাশয়ের দক্ষিণস্থ কুণ্ডলাকৃতি নাড়ীর নাম ক্ষুদ্রান্ত্র। ইহা আমাশয়ের দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া কিয়দ্দূর তির্য্যগ্ ভাবে বামে ও নিম্নমুখে আসিয়া অতিশয় কুণ্ডলীভূত হইয়াছে। ইহার পরিমিতি ন্যূনাধিক ১৩॥০ হস্ত হইবে, ইহার প্রথমভাগ অর্থাৎ তির্য্যক্ভাবে অধোগামী অংশ গ্রহণী বা অগ্ন্যধিষ্ঠান কলা বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। তৎপরের অংশকে পক্কাশয় কহে। ভুক্ত দ্রব্য অসম্যক্ দ্রবাবস্থায় গ্রহণীতে উপস্থিত হইলে অন্ত্র-নিঃসৃত এক প্রকার রস উহার সহিত মিশ্রিত হয়। এই স্থানেই যকৃৎ হইতে নাড়ীবিশেষ দ্বারা তদগস্থিত পিত্তকোষ হইতে পিত্তরস আসিয়া ভুক্তান্নের সহিত মিলিত হয়। পিত্তরস পীতবর্ণ ও তিক্তাস্বাদ। ইহা অন্ন পরিপাক বিষয়ে একটী প্রধান হেতু। এই পিত্তরসই অগ্নি বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। যকৃৎ যে কেবল অন্ন পরিপাক বিষয়েই সাহায্য করে, এরূপ নহে, ইহা শোণিত শোধনের এক প্রধান যন্ত্র। এই যন্ত্র উদরের দক্ষিণ পার্শ্বে বক্ষস্থল পেশীর নিম্নে ও দক্ষিণ বৃক্কের উপরে পর্শুকাবৃত হইয়া অবস্থিতি করে। ক্লোম নামক আর একটী যন্ত্র হইতে নাড়ীবিশেষ দ্বারা তদীয় রস ক্ষুদ্রান্ত্রে উপস্থিত হইয়া অন্ন পরিপাক কার্য্য নির্ব্বাহ করে। এই যন্ত্র দীর্ঘাকৃতি, প্লীহা ও ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্যে অবস্থিত, ইহার সম্মুখে আমাশয় বর্ত্তমান। উল্লিখিত যন্ত্র সকলের ন্যায় প্লীহাও অন্ন পরিপাকের হেতু বলিয়া কথিত হয়। ইহা অরুণবর্ণ ও সম্মুখ দিকে বহুরন্ধ্র সমাকীর্ণ। ইহা উদর গহ্বরের বামদিকে, বক্ষস্থল পেশীর নিম্নে ও বামবৃক্কের উপর পর্শুকাবৃত হইয়া অবস্থিতি করে। জলীয় দ্রব্য পান করিলে আমাশয়িক কলাস্থিত ধমনীগণ কর্ত্তৃক উহার প্রায় সমুদায় ভাগ তৎক্ষণাৎ আকৃষ্ট হইয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়, অবশিষ্টাংশ অন্ত্রস্থ ধমনীগণ কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া থাকে।

ভুক্ত অন্ন এই রূপে পরিপক্ক হইয়া শ্বেতবর্ণ দ্রব পদার্থ রূপে পরিণত হয়। ঐ দ্রবের দেহরক্ষণোপযোগী সারাংশ স্রোতোনাড়ী সমূহ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া শিরাপথে ক্রমশঃ হৃৎকোষ্ঠে উপস্থিত হইয়া রক্ত রূপে পরিণত হইয়া দেহের

রক্ষা ও পোষণ করে। অন্নদ্রবের সার-বিহীন পঙ্কবৎ অংশ স্থূলান্ত্রে প্রবেশ করে। পরে উহা যথাসময়ে গুদ অর্থাৎ ঋজু নিম্নান্ত্র দিয়া পুরীষরূপে নির্গত হইয়া থাকে।

---

৭ চিত্র।

এই ৭ নং চিত্রে ২ চিহ্ন—গলনালীর শেষাংশ, অন্ন নাড়ী মুখ হইতে আরম্ভ করিয়া এই স্থানে আমাশয়ে মিলিত হইয়াছে।

১।২।৩।৪ এই চিহ্ন গর্ভ, অনুপ্রস্থ ভাবে ০ পাঁচ এই আকৃতি বিশিষ্ট যন্ত্র আমাশয় (পাকস্থলী)। অন্ন, মুখহইতে গলনাড়ীদিয়া এই স্থানে পতিত হয়।

৫।৬ চিহ্নাঙ্কিত, অধোমুখ গামিনী নাড়ী গ্রহণী, এই স্থানে সূক্ষ্ম নাড়ী বিশেষ পথে যকৃৎ হইতে পিত্ত রস আসিয়া আমাশয়াগত অন্নের সহিত মিলিত হয়।

৫।৬।৭।৮ চিহ্নাঙ্কিত বৃহৎ নাড়ী ক্ষুদ্রান্ত্র, তন্মধ্যে ৫।৬ চিহ্নিত অংশের নাম গ্রহণী। গ্রহণীর পরবর্ত্তী কিয়দংশ পক্বাশয়। এই স্থানে হইতে ক্ষুদ্রান্ত্র অতিশয় কুণ্ডলাকৃতি হইয়া অবস্থিত আছে। ভুক্ত দ্রব্য আমাশয় হইতে সমুদায় ক্ষুদ্রান্ত্র পরিভ্রমণ করিয়া এবং বিবিধ পাচক রসের সহিত মিশ্রিত ও সুজীর্ণ হইয়া থাকে। ক্ষুদ্রান্ত্রের নিম্নবর্ত্তী কোন কোন অংশ কারণ বিশেষে কোষাদিতে প্রবেশ করে। ইহারই নাম অন্ত্রবৃদ্ধি পীড়া।

৯।১০।১১।১২।১৩।১৪ চিহ্নিত নাড়ী স্থূলান্ত্র, ইহার মধ্যে ৯।১১ চিহ্নের দিকের অর্থাৎ দক্ষিণ পার্শ্বের অংশকে ঊর্দ্ধগামী স্থূলান্ত্র ও ১৩।১৪ চিহ্নের দিকের অর্থাৎ বাম পার্শ্বের অংশকে অধোগামী স্থূলান্ত্র কহে। এই উভয়ের মধ্যে ক্ষুদ্রান্ত্রের ঊর্দ্ধস্থ অনুপ্রস্থ অংশকে অনুপ্রস্থ স্থূলান্ত্র কহে। প্রবাহিকাদি পীড়ায় স্থূলান্ত্রে, বিশেষতঃ অধোগামী স্থূলান্ত্রে ক্ষত, বেদনা ও উহা হইতে রক্তাদি নিঃসৃত হইয়া থাকে।

১৫—চিহ্নিত নিম্নাভিমুখ অন্ত্রাংশকে গুহ্য বা ঋজুনিম্নান্ত্র বলে। ইহার সর্ব্বনিম্নাংশ গুহ্য দ্বার রূপে পরিণত হইয়াছে, প্রবাহিকাদি রোগে এই স্থানেও ক্ষতাদি হইয়া থাকে। ও ইহারই গাত্রে অর্শোঽঙ্কুর জন্মিয়া থাকে।

এই নিম্নাভিমুখ অন্ত্র ও তাহার ঊর্দ্ধস্থ স্থূলান্ত্রাংশ মলাশয় শব্দের বাচ্য। অধোগামী অংশ (গুহ্য) পুরীষ নির্গমক।

অহো কুশলিনো ধাতুর্মহিমা কোঽপ্যনুত্তমঃ।
বিচিত্র বিবিধা পাকযন্ত্রং সৃষ্টাপি জীবয়েৎ ॥
অন্নগ্রাসো রদৈঃ পিষ্টো লালাক্লিন্নোঽগ্নমাত্রিকাম্।
শ্বাসরন্ধ্রং নসোরন্ধ্রং ত্বতিক্রম্য সুখং বিশেৎ ॥
নিরুণদ্ধ্য পিধায় সা সর্ব্বদা শ্বাসনালিকাম্।
জিহ্বা প্রয়াতি পশ্চাচ্চ পাকনাড়ী ততোঽগ্রতঃ ॥
কিঞ্চিদূর্দ্ধমুখী ভূত্বা পিণ্ডং গ্রসতি যত্নতঃ।
আমাশয়ন্তু প্রবিষ্টং চেদন্নং কালৈর্নিমিঃ নয়েৎ ॥
দ্বিতীয়ার্থং ক্ষণদা ক্রমেণ প্রকৃতে বলাৎ।
অতো নৈবাতিভুক্তান্নং শ্রেয়ঃ পানং চ কর্ম্মণি ॥
অন্নং বৈ প্রাণিনাং প্রাণা ইতি শাস্ত্রনিদেশতঃ।
তদন্নং বিধিনা সেব্যং যদেবং প্রাণবর্দ্ধনম্ ॥
অন্নং রসোঽসৃক্তঞ্চ মাংসমস্থ্যপি মজ্জকম্।
মেদোঽস্থিমস্থ্যং মজ্জাখ্যং শুক্রমেব চ ॥
অন্নং বলমথৌজোঽন্নং মনোঽন্নমপি চোচ্যতে।
চরাচরেষু নিখিলাঃ প্রকাশ্চান্ন সমুদ্ভবাঃ ॥
অন্নপান বিধিশ্চ তৎকালে চোচিতা ক্রিয়া।
কৃত্বা বদ্ধবিমুক্তি বৎসাঃ সুরস্থানে পুরা যথা ॥

কি অদ্ভুত কৌশলেই অন্ন পরিপক্ব হইয়া জীবগণের জীবন রক্ষা করিতেছে, ইহাতে জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য্য মহিমাই প্রকাশিত হইতেছে। অন্নগ্রাস দন্ত দ্বারা পিষ্ট, লালাক্লিন্ন ও পিণ্ডীভূত হইয়া শ্বাস রন্ধ্র ও নাসিকার পশ্চাচ্ছিদ্র অতিক্রম করিয়া অন্ন নাড়ীতে উপস্থিত হয়, অথচ উহাদের মধ্যে প্রবেশ করে না। এই কার্য্য অতি সুকৌশলে সম্পাদিত হয়। অন্নের গলাধঃকরণ সময়ে প্রথমোক্ত ছিদ্র উপজিহ্বা অর্থাৎ আলজিব দ্বারা অবরুদ্ধ হয়, জিহ্বা কিঞ্চিৎ পশ্চাতে যায় এবং অন্ন নাড়ী কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে ও অগ্রে আইসে, ইহাতে নাসিকার পশ্চাৎস্থ ছিদ্রও রুদ্ধ হয়। অতএব নির্ব্বিঘ্নে গলাধঃকরণ কার্য্য

সম্পন্ন হয়। অন্নাদির কণা মাত্র যদি দৈবাৎ প্রথম ছিদ্রে পতিত হয়, তাহা হইলে আপনা হইতেই তৎক্ষণাৎ কাসি উপস্থিত হইয়া উহাকে নিঃসারিত করিয়া দেয়, ইহাকে চলিত কথায় বিষম লাগা বলে। উহা নির্গত না হইলে শ্বাস রুদ্ধ হইয়া প্রাণ নাশের সম্ভাবনা।

আর দ্বিতীয় ছিদ্রে প্রবিষ্ট হইলে হাঁচি উপস্থিত হইয়া উহাকে নিঃসারিত করে। অতএব পান ও তাহার কার্য্য অতিশয় ত্বরিত ভাবে নির্ব্বাহিত করা কদাচ উচিত নয়।

অন্নই প্রাণিগণের প্রাণ, ইহা বেদে উক্ত হইয়াছে, অতএব সেই অন্ন বিধি পূর্ব্বক সেবনীয়। দোষ বর্জ্জিত ও বল-বর্দ্ধক অন্ন ভোজন করা উচিত। অন্ন হইতেই রস, অন্ন হইতেই রক্ত, অন্ন হইতেই মাংস, অন্ন হইতেই মেদঃ, অন্ন হইতেই অস্থি, অন্ন হইতেই মজ্জা এবং অন্ন হইতেই শুক্র উৎপন্ন হয়। অন্নই বল, অন্নই ওজঃ এবং অন্নই মনঃ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। চরাচরস্থ যবতীয় প্রজা অন্ন হইতেই সমুদ্ভূত হইয়াছে।

অন্ন পান বিষয়ক বিধি ও তৎকালিক কর্ত্তব্য ক্রিয়া ইত্যাদি সমুদায় বিষয় সূত্র-স্থানে বর্ণিত হইয়াছে।

২৭ পৃ. ১১পংক্তিতে যে যন্ত্র ক্লোম বলিয়া উল্লিখিত হইল, অনেক গ্রন্থে তাহা তিল নামে উক্ত হইয়া থাকে। ঐ যন্ত্রে তিলবৎ বিস্তর বিন্দু বিন্দু চিহ্ন আছে, অতএব তিল নামেই উহার আখ্যা হওয়া সুসঙ্গত হয়। আর অতি প্রাচীন গ্রন্থে কোন্ যন্ত্র ক্লোম বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহাও হঠাৎ বলা যায় না। হয়ত বক্ষঃস্থ কোন যন্ত্রাংশ তত্তদ্ গ্রন্থ কার দিগের ক্লোম শব্দের বাচ্য। যে সকল গ্রন্থের কথা এপর্য্যন্ত উল্লিখিত হইল তৎ সমুদায়ে যে যন্ত্রকে ক্লোম বলা হইয়াছে, ইংরাজীতে তাহাকে প্যান্‌ক্রিয়স্ বলে। কিন্তু তিল শব্দই ঐ যন্ত্রের প্রকৃত বাচক বলিয়া বোধ হয়। এই স্থলে আমরা শার্ঙ্গধর সংহিতার কয়েকটী শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া তাহার অনুবাদ করিতেছি। যথা

পুরুষেভ্যোঽধিকাশ্চান্যে নারীণামাশয়াস্ত্রয়ঃ।
ধরা গর্ভাশয়ঃ প্রোক্তঃ স্তনৌ স্তন্যাশয়ৌ মতৌ॥
শ্লেষ্মাশয়ঃ স্যাদুরসি তস্মাদামাশয়স্ত্বধঃ।
ঊর্দ্ধমগ্ন্যাশয়ো নাভের্বামভাগে ব্যবস্থিতঃ॥
তস্যোপরি তিলং জ্ঞেয়ং তদধঃ পবনাশয়ঃ।
মলাশয়স্ত্বধস্তস্মাদ্ বস্তির্মূত্রাশয়স্ত্বধঃ॥
জীবরক্তাশয় উরো জ্ঞেয়াঃ সপ্তাশয়াস্ত্বমী।

বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মাশয় অর্থাৎ ফুপ্‌ফুস, ইহাতেই শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইয়া কাসির দ্বারা নির্গত হয়। ইহার নিম্নে আমাশয নাভির উপরে অগ্ন্যাশয়, উদরের বাম দিকে অবস্থিত, ইহার উপরি ভাগে তিলযন্ত্র। তন্নিম্নে পবনাশয়। তাহার নিম্নে মলাশয়। তাহার নিম্নে বস্তি বা মূত্রাশয়। উরঃ অর্থাৎ হৃৎকোষ্ঠ জীব-রক্তাশয়। দেহমধ্যে এই সাতটী আশয়, স্ত্রীদিগের অতিরিক্ত আর তিনটী আশয় আছে, যথা ধরা অর্থাৎ জরায়ু বা গর্ভাশয় এবং স্তনদ্বয় বা স্তন্যাশয়।

এই স্থান নির্দ্দেশে সংস্কৃত তিলশব্দ ও ইংরাজী প্যান্‌ক্রিয়াস্ শব্দ এক পদার্থের বাচক বলিয়া প্রমাণ হইতেছে।
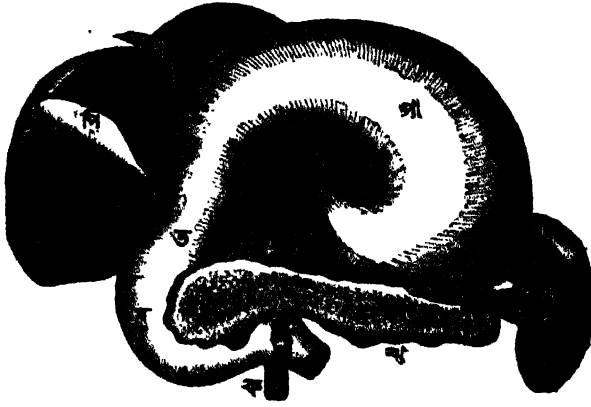
৮ চিত্র।

এই ৮ সং চিত্রে, য,য যকৃৎ।

পা আমাশয়ের (পাকস্থলীর) অধোংশ।

পি পিত্তাশয়।

ত আমাশয়ের অধঃস্থ ছিদ্র।

ঘ গ্রহণীর অংশবিশেষ।

ক উদর প্রবিষ্ট ধমনীস্কন্ধ।

ঝ ক্লোম বা তিল যন্ত্র।

ঞ ক্লোম মূর্দ্ধা।

ড ক্লোমদেহ।

ন ক্লোমপুচ্ছ।

ম প্লীহা।

ণ আমাশয়ের উর্দ্ধ ছিদ্র।

গ,গ উদর বক্ষোব্যবধায়ক (বক্ষস্তলস্থ)-
পেশীর দুই স্তম্ভ।

চ মূল পিত্তপ্রণালী।

প্লী প্লীহ খাত।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

মূত্রযন্ত্রাণি।

বৃক্কৌ দ্বৌ মূত্রবাহ্যৌ দ্বে তথা বস্তিশ্চ মূত্রবে।
জ্ঞেয়ানীমানি যন্ত্রাণি রক্তস্যৈ পরিষ্কৃৎ তথা ॥
শিম্বীবীজ নিভৌ বৃক্কৌ যকৃৎপ্লীহ্নোরধঃ স্থিতৌ।
পশ্চাদুদর বেষ্টন্যাঃ কটিদেশগতৌ মতৌ ॥
অত্র স্রোতাংসি ভূয়াংসি ধমন্যস্ত্রাদপঃ সদা।
গৃহ্ণন্তি দোষ সহিতা স্তেনাস্রং শুদ্ধতাং ব্রজেৎ ॥
বৃক্ক কূপকুল চর্ম্মাণি ধমনীশে শিরাদপঃ।
সদোষাঃ সম্যগাদায় শোধয়ন্ত্যনিশং হি তৎ ॥
বৃক্কাদ্বিনিঃসৃতে নাড্যৌ বস্তিপৃষ্ঠমধো গতে।
বৃক্ক সঞ্চিত মূত্রাণি বস্তিমানয়তঃ শনৈঃ ॥

মূত্রযন্ত্র।

দুই বৃক্ক, দুই মূত্রনাড়ী, বস্তি ও উপস্থ (মেঢ্র ও যোনি) রক্ত এই গুলি মূত্রযন্ত্র নামে খ্যাত। বৃক্ক দ্বয়ের আকার শিমবীজের ন্যায়, ইহারা উভয় কটিদেশে যকৃৎ ও প্লীহার নিম্নে উদরবেষ্টনীর পশ্চাতে অবস্থিত। বৃক্কস্থ স্রোতো-নাড়ী সমূহ ধমনীস্থ রক্ত হইতে সদোষ জলীয়াংশ আকর্ষণ করিয়া লইয়া রক্তকে

নির্দ্দোষ করে। ঐ সদোষ জলীয়াংশ মূত্রনামে অভিহিত হইয়া থাকে। বৃক্ক, ফুপ্ফুস ও চর্ম্ম ইহারা রক্তের অসারাংশ গ্রহণ করিয়া সর্ব্বদা তাহাকে বিশুদ্ধ করিতেছে। বৃক্কদ্বয় হইতে দুইটী নাড়ী নিঃসৃত হইয়া বস্তির পশ্চাদ্দিকে নিম্নাংশে মিলিত হইয়াছে। ইহারা বৃক্কস্থ মূত্রকোষ হইতে শনৈঃ শনৈঃ বস্তিতে মূত্র আনয়ন করে।

বস্তিঃ।

কলাপেশ্যাত্মিকা বস্তির্গুদস্য পুরতঃ স্থিতা।
পশ্চাদৌপস্থিকাস্থ্নশ্চ মূত্রাশয় ইতি স্মৃতা॥
রন্ধ্রোর্দ্ধ্ব মুখং রজ্জ্বা নাভৌ সংবদ্ধ মেকয়া।
অপরাভির্নিবদ্ধা চ বস্তিঃ স্থানেঽবতিষ্ঠতে॥
স্ত্রীষু যোনির্জরা চাপি গুদস্য পুরতঃ স্থিতা।
তয়োশ্চ পুরতো বস্তির্বিশেষোঽয়মুদীরিতঃ॥
বস্তেঃ সংকুচিতং নিম্নং মুখং রন্ধ্রেণ সংযুতম্।
ঔপস্থিকেন মূত্রস্য বহির্নিঃসরণায় হি॥
আশয়ে সঞ্চিতং মূত্রমতিমাত্রং যদা ভবেৎ।
তদৌপস্থিক রন্ধ্রেণ রংহসা নিঃসরেদ্ বহিঃ॥

বস্তি।

বস্তি অর্থাৎ মূত্রাশয় পেশী ও কলা দ্বারা নির্ম্মিত। ইহা ঋজু নিম্নান্ত্রের সম্মুখে ও ঔপস্থিকাস্থির পশ্চাতে অবস্থিত। ইহা মাংসময়ী একটী রজ্জুদ্বারা নাভিতে সংবদ্ধ এবং আর কতিপয় রজ্জুদ্বারা বদ্ধ হইয়া স্বস্থানে অবস্থিত থাকে। স্ত্রীদেহে ঋজু নিম্নান্ত্রের সম্মুখে যোনি ও জরায়ু বিদ্যমান এবং ইহাদের সম্মুখে বস্তি বর্ত্তমান থাকে। বস্তির নিম্নমুখ সংকুচিত এবং উহা ঔপস্থিক রন্ধ্রের সহিত সংযুক্ত থাকে মূত্রাশয়ে অতিরিক্ত পরিমাণে মূত্র সঞ্চিত হইলে ঔপস্থিক রন্ধ্র দিয়া বহির্নিঃসৃত হইয়া থাকে।

ইতিপূর্ব্বে বস্তিদেশকেও উদর গহ্বরের অন্তর্গত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, উদর বেষ্টনী সম্বন্ধে ধরিলে ইহাকে উক্ত গহ্বরের অন্তর্গত বলা যায় না। কিন্তু অস্থ্যাদি সম্বন্ধে উদর ও বস্তি এক গহ্বরের অন্তর্গত বলা যাইতে পারে।

জননেন্দ্রিয়ম্।

জীবস্রোতসি হেতুর্যদ্ যদুক্তে তস্য সংস্থিতিঃ।
ইন্দ্রিয়ং জননাখ্যং তদুপস্থশ্চেতি কথ্যতে॥
উৎপত্তৌ জীবসংঘস্য দ্বারং নান্যদ্ধি বিদ্যতে।
বলাদ্ বিহীনে তৎসঙ্গে জীবোৎপত্তিঃ খিলী-
ভবেৎ॥
যন্ত্রং বিচিত্র নির্ম্মাণ মহো ধাত্রা বিতর্কিণা।
ধ্যাত্বা ধ্যাত্বৈব রহসি বিহিতং নিপুণেন তৎ॥
অহো যন্ত্রস্য শক্তিং তাং কো বদেৎ শক্তিমান্
ভুবি।
সম্যগ্ জানাতি বিশ্বাত্মা তৎস্রষ্টৈব হি তদ্গুণম্
যস্য শক্ত্যা জগত্যস্মিন্ পাশৈরিব বশীকৃতাঃ।
নৃত্যন্তি জন্তবো নিত্যং বশগা মুগ্ধ মানসাঃ॥
নিত্যমানন্দ সন্তান উৎসাহঃ করুণা ক্ষমা।
শান্তির্দাক্ষিণ্য মাস্তিক্যং মৈত্রী চেহ বিরাজতে॥
তদিন্দ্রিয়ভবং জীবা নিত্যং ভুঞ্জন্তি যৎ সুখম্।
বিচেতনা ইব যস্যাং তস্য নাস্ত্যুপমা ভুবি॥
বনালয়াশ্চ মুনয়ো ভূপাঃ প্রাসাদ বাসিনঃ।
কুটীরস্থা দরিদ্রাশ্চ সর্ব্বে তেন জিতা ধ্রুবম্॥
পুমাংসো নিখিলা লোকে যৌবনস্থাঃ স্ত্রিয়স্তথা।
অনুভূয়াত্ম বশগাঃ কাময়ন্তে সুখং নু তৎ॥
শান্তৌ তদিন্দ্রিয়ং হেতুর্বিদ্রোহে চ মহত্যপি।
মহিমানমতস্তস্য কঃ স্যাদ্ পরিভুমীশ্বরঃ॥
জীবপ্রবাহ রক্ষার্থং শান্তি সংস্থাপনায় চ।
ইদমেবংগুণং ধাত্রা বিহিতং বিশ্বকর্ম্মণা॥
শক্তির্মহীয়সীয়ং চেন্ন স্যাদস্য বলীয়সী।
ইন্দ্রানন্দ নিলয়ো যদ্বৈব ধরণী ভবেৎ॥

আলোচ্য তাবং নিখিলং তদীয়ং
উন্মীলিতাক্ষা ননু মূঢ় জীবাঃ।

অপাস্য সন্দেহ বশো হি সত্বাং
পশ্যন্ত ভবেশস্যাচিন্ত্যশক্তেঃ ॥

যে ইন্দ্রিয় জীবস্রোতের হেতু এবং যদ্ব্যতিরেকে তাহার সংহার হয়, তাহাকে জননেন্দ্রিয় বলে। জননেন্দ্রিয়ের অপর নাম উপস্থ। জননেন্দ্রিয় ব্যতিরেকে জীবোৎপত্তির অন্য উপায় নাই। জননেন্দ্রিয় সঙ্গ, প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিলে জীবোৎপত্তি প্রতিরুদ্ধ হইয়া যায়। এই যন্ত্রের নির্ম্মাণ অতি বিচিত্র, ইহা কি অপূর্ব্ব কৌশলেই নির্ম্মিত হইয়াছে, ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদায়ের পরস্পর সম্বন্ধ ও ক্রিয়াবিশেষ কারিত্ব শক্তি অনির্ব্বচনীয়। ইহারই শক্তিতে ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীবগণ অবশ ও মুগ্ধ মানস হইয়া পাশবদ্ধ বানরের ন্যায় নিরন্তর নৃত্য করিতেছে। ইহারই প্রভাবে আনন্দ প্রবাহ, কর্ম্মোৎসাহ, দয়া, ক্ষমা, শান্তি দাক্ষিণ্য, আস্তিক্য ও মৈত্রী অবনমণ্ডলে নিত্য বিরাজ করিতেছে। জীবগণ নিরস্ত বিচেতন হইয়া এতদিন্দ্রিয় সম্ভূত স্বর্গীয় সুখ সদৃশ যে অপূর্ব্ব সুখসম্ভোগ করে, পৃথিবীতে তাহার উপমা নাই। বনবাসী ঋষিরা, প্রাসাদ বাসী ভূপালগণ এবং কুটীর বাসী দরিদ্র সমূহ, সকলেই এতদ্বিষয়ে পরাজিত। যাবতীয় জন্তুদিগের যৌবনস্থ পুংজাতি ও যৌবনস্থ স্ত্রী জাতি নিরন্তর এই সুখের স্পৃহা করে। এই ইন্দ্রিয়ই মহতী শান্তির ও মহান্ বিদ্রোহের হেতুভূত। জীবপ্রবাহ রক্ষা ও শান্তি সংস্থাপনার্থ বিশ্বকর্ত্তা এই ইন্দ্রিয়ের এবম্ভূত অদ্ভুত শক্তি প্রদান করিয়াছেন। যদি ইহার ঈদৃশ প্রবল ও অলভ্য শক্তির ধ্বংস হয়, তাহা হইলে এই আনন্দ ধাম ধরণী অল্পকালেই মরু ভূমি সদৃশ হইয়া যায়।

হে মূঢ় জীবগণ! জননেন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় নিখিল ভাব আলোচনা করিয়া, চিরসঞ্চিত সন্দেহ নিরাকৃত ও বোধনেত্র উন্মীলিত করিয়া অচিন্ত্য শক্তি সম্পন্ন জগদীশ্বরের সত্তা ও শক্তি নিরীক্ষণ কর।

আধারাকার ভেদেন পৌংস্নঃ স্ত্রৈণ ইতি দ্বিধা ।
বিশিষ্যত্ব উপস্থঃ স চেতনাবানিব স্থিতঃ ॥
শিশ্নো মেঢ্রো ব্যঞ্জনঞ্চ মেহনং শেফশেফসী ।
পুরুষেন্দ্রিয় নামানি ধ্বজোপস্থো চ সাধনম্ ॥
স্ত্রীন্দ্রিয়স্য তু নামানি যোন্যুপস্থৌ ভগাধরে ।
তয়োঃ বচ্যনয়োঃ সন্যস্তয়োরপ্যুপস্থয়োঃ ॥

আধার এবং আকার ভেদে উপস্থ দ্বিবিধ, পুরুষাধারে পৌংস্ন ও স্ত্রী আধারে স্ত্রৈণ উপস্থ অবস্থিত। উপস্থ দ্বয় চেতনা বিশিষ্টের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। শিশ্ন, মেঢ্র, ব্যঞ্জ, লিঙ্গ, মেহন, শেফ, শেফঃ (স্), ধ্বজ, উপস্থ ও সাধন এই গুলি পুংজননেন্দ্রিয়ের নাম। এবং যোনি, উপস্থ, ভগ ও অধর এই গুলি স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের নাম। উপস্থ দ্বয়ের কায়া সাধন সহায় মুষ্কাদি (পুংজাতিতে) এবং ডিম্বকোষ প্রভৃতিও (স্ত্রীজাতিতে) জননেন্দ্রিয় পদ বাচ্য। এই উভয় বিধ জননেন্দ্রিয়ের স্বরূপ ক্রমশঃ বর্ণিত হইতেছে।

অথ পুংজননেন্দ্রিয়াণি।

মেঢ্র ভূমি।

বস্তোপান্ত সমাযোগাদক্ষিণী মণিকে স্থিতঃ ।
ঐপস্থকে অবস্থানাৎ পশ্চাদ্ বর্ত্তি প্রদাসনা ॥
দৃঢ়া অদ্বিমিতা পাত্রঃ সংবেষ্ট্যা বস্তিকণ্ঠাৎ ।
দৃঢ়স্রোতোহগ্রস্থক না নৈত্রী ভূমিস্তাকে ॥

মেঢ্রভূমি ।

যে স্থানে ঔপস্থিক অস্থিদ্বয় উপাস্থি যোগে পরস্পর মিলিত হইয়াছে, তাহার নিম্নে ও পশ্চাদ্‌ভাগে ঋজু নিম্নান্ত্রের উপরি অবস্থিত দৃঢ় ও পাণ্ডুবর্ণ গ্রন্থিবৎ পদার্থকে মেঢ্র ভূমি কহে। ইহা বস্তি-গ্রীবাকে ও অভ্যন্তরস্থ মূত্র স্রোতঃকে বেষ্টন করিয়া থাকে।

কলায়কা দ্বয়ম্ ।

মেঢ্রভূমি সমীপে দ্বে কলায়পরিমণ্ডলে ।
আয়ুষা হ্রাসশীলে স্তো গুটিকে তে কলায়িকে ॥

কলায়িকা দ্বয় ।

মেঢ্র ভূমির নিকটে মটর কলায়ের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট দুইটী গুটিকাবৎ পদার্থ আছে। ইহারা আয়ুঃ হ্রাসের সহিত ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে থাকে। ইহাদিগকে কলায়িকা বলে।

মেঢ্রঃ ।

মেঢ্রভূমি সমারভ্য বহিঃ শুক্রাশয়াধনঃ ।
উপস্থাস্থ্যোঃ সকাশাচ্চ মেঢ্রঃ সম্প্রবর্ত্ততে ॥
মূলাদগ্রমুপস্থাস্থ্যোঃ কোষিকেণ চ চর্ম্মণা ।
সংসক্তো বেষ্টিতশ্চাপি পরং মূর্দ্ধনি কেবলম্ ॥
আবৃতো স চ সংসক্তশিশ্নগ্রীব চর্ম্মণা ।
পশ্চাদাকৃষ্টে শিশ্নস্য মুণ্ডং ব্যক্তং প্রকাশতে ॥
কদলী কুসুমাকারং শিশ্নমুণ্ডং সচেতনম্ ।
ততঃ পশ্চাচ্ছিশ্নসন্ধিঃ শিশ্নগ্রীব চ কোচ্যতে ॥
তত্রাত্র বং রসঃ পূতির্নিঃস্রবেৎ ক্ষারধর্ম্মবান্ ।
ততশ্চর্ম্মসমাসক্তং গাত্রং শিশ্নস্য বর্ত্ততে ॥
ততো গ্রহসমীপে চ শিশ্নমূলমবস্থিতম্ ।
বস্তিতো মৌত্রিকং স্রোতো শিশ্নমুণ্ডাদ্ বহির্গতম্ ॥
মেঢ্রোহহৃষ্টস্য পুংসঃ স্যাচ্ছিথিলং তন্তবর্ত্তুলম্
জাতে হর্ষে স এব স্যাদ্দৃঢ় ঋজুশ্চ সন্নিভঃ ॥

মেঢ্র ।

উপস্থাস্থিদ্বয়ের সমীপে মেঢ্র ভূমি হইতে মেঢ্র উদ্গত হইয়াছে। ইহাই সঙ্গম সাধন ইন্দ্রিয়। ইহা মূল ভাগ হইতে উপস্থাস্থিদ্বয়ের ও অণ্ডকোষের আবরক চর্ম্ম দ্বারা সংসক্ত ও বেষ্টিত হইয়া থাকে। মুণ্ডাংশ ঐ চর্ম্ম দ্বারা কেবল আবৃত থাকে, সংসক্ত [illegible] মুণ্ডবেষ্টক চর্ম্ম পশ্চাদ্দিকে [illegible] আনিলে লিঙ্গমুণ্ড প্রকাশিত হইয়া পড়ে। লিঙ্গমুণ্ডের আকার মোচার ন্যায় এবং উহা সচেতনবৎ। লিঙ্গমুণ্ডের পশ্চাতে লিঙ্গসন্ধি বা লিঙ্গগ্রীবা। এই স্থানে নিরন্তর একপ্রকার দুর্গন্ধ বিশিষ্ট ক্ষারধর্ম্মী রস নিঃসৃত হইয়া থাকে। লিঙ্গগ্রীবার পশ্চাতে চর্ম্ম সংসক্ত অংশ লিঙ্গগাত্র। তদনন্তর লিঙ্গমূল। মূত্রস্রোতঃ বস্তিগ্রীবা হইতে লিঙ্গের অভ্যন্তর দিয়া আসিয়া লিঙ্গের মুণ্ডে শেষ হইয়াছে। অজাত-হর্ষাবস্থায় লিঙ্গ শিথিল ও সূত্রের ন্যায় বর্ত্তুলাকার থাকে। হর্ষোদয়ে ইহা দৃঢ় ও ত্রিভুজাকৃতি হয়।

অণ্ডদ্বয়ম্ ।

রেতঃ সুকোমলাধারং কোষমধ্যেহবতিষ্ঠতে ।
রেতঃ স্রাবি তন্তুময় অণ্ড্যাভং চাণ্ড বর্ত্তুলম্ ॥
অন্যদ্য বহুবেষ্টন্যাঃ পশ্চাদ্দূরবমন্তরে ।
শুক্রৈকশ্চ কৃষ্ণশলাদ্রুকুমেঃ কোষধামাপ্তি তদ্দ্বয়ম্ ॥
দক্ষিণস্মাৎস্মুন্নততরং বামাণ্ডং শিশ্নপদি চ ।
বামং চৈতদ্দশকং সূত্রং যতো দীর্ঘতরং পরাৎ ॥
উপর্য্যুপরি সংস্থান স্তরবন্ধেন নির্ম্মিতঃ ।
কোষো চৈতন্যকে সূত্রে যতেহত্র দৃঢ়লং তথা ॥
তয়োরাভ্যন্তরো রক্তঃ সকোচন এবাস্থিতঃ ।
ততো বাহ্যশ্চর্ম্মময়ো লোমভিঃ কলিতিশ্চম ॥

স্তর'দ্বয়কৃতস্যান্তরেকয়া ভিদ তে দ্বিধা ।
তদ্‌গর্ভদ্বয়মধ্যস্থে পুংসোঽণ্ডযুগলং মতম্ ।
উদরাচ্ছেতসঃ সূত্রে পশ্চাদ্ভাগং যয়োস্তয়োঃ ।
নিম্নতং সমমুপ্রান্তে ধমন্যাস্নায়ুভি'র্নির্ম্মিতে ।

অণ্ডদ্বয় ।

অণ্ডদ্বয় রেতঃসূত্র দ্বারা আবদ্ধ থাকিয়া কোষগর্ভে অবস্থিতি করে। ইহারা অণ্ডের ন্যায় বর্ত্তুলাকার। ইহাদিগের দ্বারা বীর্য্য ক্ষরিত হইয়া থাকে। গর্ভাবস্থায় ইহারা উদর গহ্বরে উদর বেষ্টনীর পশ্চাতে অবস্থিত থাকে, ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে কোষে অবতরণ করে। বামদিকের অণ্ডটী অপর অণ্ড অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃহৎ এবং বাম রেতঃসূত্রের দৈর্ঘ্যাধিক্য হেতু কিঞ্চিৎ অধিক নিম্নে ঝুলিয়া থাকে। ইহাদের আবরক কোষ উপর্য্যুপরি সংস্থিত দুইটী স্তর দ্বারা নির্ম্মিত, এই কোষ মধ্যে রেতঃসূত্র দ্বয়ের নিম্নাংশ ও অণ্ডদ্বয় অবস্থিতি করে। ঐ স্তর দ্বয়ের মধ্যে আভ্যন্তরিক স্তর সঙ্কোচন গুণযুক্ত ও রক্তবর্ণ, বাহ্য স্তর চর্ম্মময়, এই স্তরে কতকগুলি লোম থাকে, অন্তঃস্তর এক খানি তিরস্করণী অর্থাৎ পর্দ্দার ন্যায় পদার্থ দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দুইটী গর্ভে পরিণত হয়। এই গর্ভ দ্বয়ে অণ্ডদ্বয় থাকে। রেতঃসূত্র দ্বয় উদর হইতে অণ্ডদ্বয়ের পশ্চাদ্ ভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে। ইহারা ধমনী ও স্নায়ু প্রভৃতি দ্বারা নির্ম্মিত।

বীজকোষৌ ।

বস্তিমূল প্রান্তদেশে বীজকোষৌ মৃণাংস্তৌ ।
বীজং ধারয়তো গর্ভসময়ে মুখ্য কারণম্ ।
তদ্বীজং তরলং শ্যামং শুক্রং গন্ধবিশেষবৎ ।
দেহস্যাণু পরিব্যাপ্তং রেতঃ শুক্রং তদুচ্যতে ।
নাড্যা শুক্রপ্রবাহিণ্যা কলয়াপত্য ইব ততঃ ।
ঔপস্থিকেন রন্ধ্রেণ বহির্নির্গমনং লভেৎ ।
আহারজঃ পরঃ সারঃ শুক্রং প্রাণকরং পরম্ ।
কারণং জীবনে চোক্তং তৎক্ষয়াম্মরণং ধ্রুবম্ ।
অতো রক্ষ্যং প্রযত্নেন শুক্রং জীবনকাঙ্ক্ষিণা ।
নিত্যং তৎসঞ্চয়ে চাপি বর্ত্তিতব্যঞ্চ সর্ব্বদা ।
রেতস্যুপচিতেঽত্যর্থং জায়তে রমণীস্পৃহা ।
তদা মিথুনং কুর্য্যাৎ প্রিয়য়া বা বিচারয়ন্ ।
অত্যাসক্ত্যাদেহে দেহে বৃদ্ধিঃ শিথিলতা তথা ।
যতঃ স্যাদহিতস্তস্মাৎ কামস্যাতি বিনিগ্রহঃ ।

বীজকোষদ্বয় ।

বস্তিমূল ও ঋজু নিম্নান্ত্রের মধ্যে বীজকোষদ্বয় অবস্থিত। ইহারা গর্ভোৎপত্তির হেতুভূত বীজ ধারণ করে। ঐ বীজ ঘন, শুভ্র ও বিশেষ গন্ধযুক্ত এক প্রকার তরল পদার্থ, ইহা বহু চেতন অণু দ্বারা ব্যাপ্ত। বীজ, রেতঃ ও শুক্র প্রভৃতি নামে আখ্যাত হয়। ঐ বীর্য্য রতিকালে শুক্র প্রবাহিনী নাড়ী দ্বারা অণ্ডে আসিয়া তথা হইতে ঔপস্থিক রন্ধ্র দ্বারা নির্গত হইয়া থাকে। এই শুক্র আহারজাত প্রধান সার পদার্থ, ইহাই বল রক্ষা ও জীবন ধারণের হেতুভূত, ইহার অতিক্ষয়ে মৃত্যু নিশ্চিত। অতএব জীবনকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি নিত্য সর্ব্ব প্রযত্নে ইহার সঞ্চয় ও রক্ষার্থ যত্নবান্ হইবেন। বীর্য্য অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হইলে পুরুষের অত্যন্ত রমণীতৃষ্ণা উপস্থিত হয়। এই সময় যথাশাস্ত্র বিচার পূর্ব্বক প্রিয়তমা নারীর সহিত রতিকর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। বারম্বার পরিত্যাগে মেহ, মেদোবৃদ্ধি ও দেহের শিথিলতা উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব কাম প্রবৃত্তির অতি নিগ্রহ হিতজনক নহে।
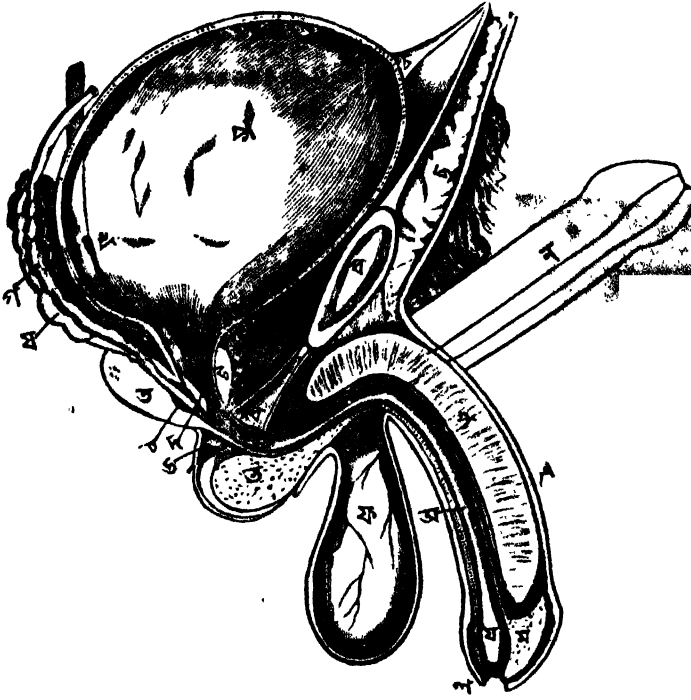
৯ চিত্র।

এই ৯ সং চিত্রে ক বস্তি বা মূত্রাশয়।
খ ঔপস্থিকাস্থি সন্ধি।
ত,ট মেঢ্র ভূমি।
ড কলায়িকা।
ফ অণ্ডকোষ।
ব বীজকোষ, শুক্রাশয়।
ত,ট হইতে ল পর্য্যন্ত মেঢ্র।
ম লিঙ্গ মুণ্ড।
য লিঙ্গমণিং বা লিঙ্গগ্রীবা।
ল অসংসক্ত অগ্রচর্ম্ম।
প লিঙ্গ গাত্র।
দ বস্তির অধোদেশ।
অ মূত্র স্রোতঃ।
চ রেতোনাড়ী, শুক্রবাহিনী

থ মূত্রনাড়ী রন্ধ্র।
ছ ত্বক্।
ন শলাকা ব্যবহারের অবস্থা, লিঙ্গ এই রূপে আকৃষ্ট ও ঋজু করিয়া উহার রন্ধ্র মধ্যে শলাকা প্রবিষ্ট করিতে হয়।

অথ স্ত্রীজননেন্দ্রিয়াণি।

ভগমণির্ভগোষ্ঠৌ চ ভগপক্ষদ্বয়ং তথা।
ভগলিঙ্গঞ্চ যোনিশ্চ তথা দ্বে চ কলায়িকে।
জরায়ুর্ডিম্ববাহিন্যৌ ডিম্বকোষৌ সতন্তুকৌ।
স্তনৌ চেতীন্দ্রিয়গণো নারীণাং কথিতো বুধৈঃ।

স্ত্রীলোকের জননেন্দ্রিয়।

ভগমণি, ভগোষ্ঠদ্বয়, ভগপক্ষদ্বয়, ভগলিঙ্গ, যোনি, কলায়িকাদ্বয়, জরায়ু,

ডিম্ববাহিনীদ্বয়, ডিম্বকোষদ্বয়, ডিম্ব সকল ও স্তনদ্বয় এই গুলি স্ত্রীদিগের জননেন্দ্রিয়। ইহাদের প্রত্যেকের বিবরণ ক্রমশঃ লিখিত হইতেছে।

ভগমণিঃ।

[illegible] ভগস্য পরিনির্ম্মিতঃ।
[illegible] সুকোমলঃ [illegible] ক্ষৌণাং ভগমণিঃ স্মৃতঃ॥
[illegible] ত্রুণাং বাল্যে যোষিতাং।
ভবেদ্ভুবর্ষ লোমানি সমন্তাদস্য গাত্রতঃ॥

ভগমণি।

উপস্থিকাস্থিদ্বয়ের সম্মুখে ত্বক্ ও বসাদ্বারা নির্ম্মিত, উচ্চ, গোলাকার সুকোমল স্থানকে ভগমণি কহে। স্ত্রীগণ বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া যৌবন সীমায় পদার্পন করিলে ইহার (ভগমণির) গাত্রের চতুর্দ্দিকে লোম উদ্ভূত হইয়া থাকে।

ভগোষ্ঠৌ।

ভগবিবরসংবেষ্টৌ ভগোষ্ঠৌ পীনকৌ মতৌ।
মূলাধারাগ্রসীমান্তং স্থিতৌ যাবদ্ভগৌ বৃতৌ॥
পুংসাং কোষদ্বয়মিব স্মৃতং প্রকৃতিতে বুধৈঃ।
বহিশ্চর্ম্মময়ং চান্তঃ কলাবদ্ যৌবনে পুনঃ॥
লোমভিস্ত্র্যপ্তে বাহুধমন্যাদি সংযুতম্।

ভগোষ্ঠদ্বয়।

ভগবিবর সংবেষ্টক স্থূল অঙ্গদ্বয়কে ভগোষ্ঠ কহে। ইহারা ভগমণি হইতে আরম্ভ করিয়া মূলাধারের (গুহ্য ও উপস্থের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে মূলাধার কহে) অগ্রসীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ভগোষ্ঠদ্বয় পুংজাতির অণ্ডকোষ স্বরূপ। ইহাদের বহির্দেশ চর্ম্মদ্বারা এবং আভ্যন্তর প্রদেশ কলাদ্বারা নির্ম্মিত। ইহারা যৌবনে লোম সমূহ দ্বারা আবৃত হইয়া থাকে। ইহাদের অভ্যন্তরে বিস্তর স্নায়ু, ধমনী ও গ্রন্থি আছে।

ভগপক্ষৌ।

পশ্চাদন্তর্ভগোষ্ঠয়োঃ স্থূলং কলাবৃতৌ সুকোমলৌ।
লিঙ্গদ্বয়ন্তঃ পক্ষৌ 'কক্ষ'দ্বয়ং সমাগতৌ॥

ভগপক্ষদ্বয়।

ভগোষ্ঠদ্বয়ের অভ্যন্তর দিকে ঊর্দ্ধ ভাগে কলা নির্ম্মিত সুকোমল অঙ্গদ্বয়কে ভগপক্ষ বলে। ইহারা ভগলিঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া উভয় পার্শ্বে কিঞ্চিৎ দূর নিম্ন পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে।

ভগলিঙ্গম্।

ভগোষ্ঠয়োরূর্দ্ধসন্ধেঃ প্রায়েণ হ্যঙ্গুলাদধঃ।
চেতনং দীর্ঘদেহঞ্চ অঙ্গুলিক স্থিতি স্মৃতম্॥
ভগলিঙ্গং যথা পুংসাং মেঢ্রঃ প্রকৃতিতো মতম্।

ভগলিঙ্গ।

ভগোষ্ঠদ্বয়ের ঊর্দ্ধ সন্ধির প্রায় দুই অঙ্গুলি নিম্নে দীর্ঘাকৃতি চৈতন্য বিশিষ্ট অঙ্গ বিশেষকে ভগলিঙ্গ কহে। ইহা আকার প্রকারে পুংজাতির মেঢ্রের ন্যায়।

নাভিচন্দ্রঃ।

অধস্তাদ্ যোনিরন্ধ্রস্য তনুশ্চন্দ্রার্দ্ধ সন্নিভঃ।
কৌমারে প্রায়শঃ নাভিচন্দ্রো নাড়ীমুখগস্তে॥

নাভিচন্দ্র।

যোনিরন্ধ্রের নিম্নভাগে অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি, পাতলা পর্দ্দার ন্যায় পদার্থকে

নাভি চক্র কহে। ইহা কুমারীকালেই প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়।

কলায়িকা দ্বয়ম্।

যোনিরন্ধ্র মূত্রযুক্তা স্ত্রীণাং পুংবৎকলায়িকে।

কলায়িকাদ্বয়।

পুরুষজাতিতে যে রূপ কলায়িকাদ্বয় অবস্থিত থাকে স্ত্রীজাতিতে যোনিরন্ধ্রের উভয়দিকে সেই রূপ উহারা অবস্থিতি করে।

যোনিঃ।

যোনিঃ কলাময়ী নাড়ী বস্তিগর্ত্তে ব্যবস্থিতা।
ঋজ্বন্ত্রস্য পুরতঃ পশ্চান্মূত্রাধারস্য কোমলা॥
আবর্ত্তিনী ভগোষ্ঠাত্তু জরায়ুং সমুপস্থিতা।
অধস্তান্মূত্ররন্ধ্রস্য মুখং যোনেরবস্থিতম্॥

যোনি।

যোনি একটী কলা নির্ম্মিত নাড়ী বিশেষ। বস্তিগহ্বরে ঋজু নিম্নান্ত্রের সম্মুখে ও মূত্রাধারের পশ্চাতে অবস্থিত এবং ভগোষ্ঠ হইতে জরায়ু পর্য্যন্ত বিস্তৃত ইহা অতীব কোমলা ও আবর্ত্তময়ী। মূত্র রন্ধ্রের নিম্নে যোনির মুখ অবস্থিত।

জরায়ুঃ।

ঋজু মূত্রাশয়াদ্ধ্যমধ্যে জরায়ুর্গর্ভবস্থিরম্।
জরায়ুপার্শ্বে নাড্যৌ দ্বে ডিম্বনাড্যৌ প্রকীর্ত্তিতে॥
ডিম্বকোষদ্বয়াড্ডিম্বং নয়তো গর্ভকারণম্।
জরায়ুকোষং নারীণাং জাতস্ত্রীণাং স্বভাবতঃ॥

জরায়ু।

ঋজু নিম্নান্ত্র ও মূত্রাশয়ের মধ্যে জরায়ু অবস্থিত। এই স্থানেই ভ্রূণ সঞ্জাত ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যথা সময়ে ভূমিষ্ঠ হয়। জরায়ুর পার্শ্বে দুইটী ডিম্বনাড়ী অবস্থিত থাকিয়া ডিম্ব কোষদ্বয় হইতে গর্ভোৎপত্তির হেতুভূত ডিম্ব বহন করিয়া আনে।

স্তনৌ।

স্তনৌ দ্বৌ সংখ্যয়া স্যাতাং স্ত্রিয়াঞ্চ পুরুষে তথা।
তারুণ্যে তু স্ত্রিয়াং পীনৌ ভবেতামতিমোহনৌ॥
পর্শুকায়াস্তৃতীয়ায়া যাবৎ ষষ্ঠীমুরোঽস্থিতঃ।
আকক্ষঞ্চ কৃতস্থানা বর্দ্ধবৃত্তৌ সুকোমলৌ॥
জাতে বয়স্তনৌ গর্ভে স্যাতামপি পয়স্বিনৌ।
লম্বমানৌ প্রসূতায়া বৃদ্ধায়াঃ শুষ্যতশ্চ তৌ॥
তনয়োরুভয়োর্জ্যেষ্ঠো বামঃ কিঞ্চিদ্বৃহত্তরঃ।
চুচুকং স্তনবৃন্তং স্যাদ্ দুগ্ধনাড়িভিরাবৃতম্॥

স্তনদ্বয়।

যোনিজরায়ু প্রভৃতির ন্যায় স্তনও জননেন্দ্রিয় বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে ইহারা সংখ্যায় দুইটী। স্ত্রী, পুরুষ উভয় জাতিতেই স্তন আছে, কিন্তু পুরুষ জাতিতে ইহারা চিরকাল ক্ষুদ্রাবস্থাতেই থাকে। স্ত্রীজাতিতে যৌবনাবস্থাতে ইহারা পীনোন্নত ও অতি মনোহর দর্শন হইয়া থাকে। উপরে তৃতীয় পর্শুকা হইতে নিম্ন ষষ্ঠ পর্শুকা পর্য্যন্ত এবং উরোঽস্থি হইতে কক্ষ (বগল) পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে। ইহারা অর্দ্ধবৃত্তাকার ও অতি সুকোমল। গর্ভাবস্থায় অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ও দুগ্ধ বিশিষ্ট হয়। প্রসূতা স্ত্রীর স্তনদ্বয় ঝুলিয়া পড়ে, বৃদ্ধাবস্থায় ইহারা শুকাইয়া যায়। দক্ষিণ স্তন অপেক্ষা বামটী কিছু বৃহৎ। স্তনাগ্রস্থ বৃন্তবৎ অংশকে চুচুক বা

স্তনবৃন্ত বলে। ইহা বহু ক্ষুদ্রনাড়ীর দ্বারা ব্যাপ্ত।

মূলাধারঃ।

পায়ূপস্থান্তরস্থোঽসৌ মূলাধার প্রকীর্ত্তিতঃ।
হর্ষোঽস্যাপীন্দ্রিয়স্যান্য মন্যাঙ্গানাং যথা ভবেৎ।

মূলাধার।

গুহ্যদ্বার ও উপস্থের মধ্যস্থিত অঙ্গকে মূলাধার কহে। রিরংসু ব্যক্তি-দিগের অন্যান্য ইন্দ্রিয়াঙ্গের ন্যায় ইহা-রও হর্ষ অর্থাৎ উত্তেজন হইয়া থাকে।

---

১০ চিত্র।

এই ১০ সং চত্রে ভ ভগমণি।
ন ভগোষ্ঠ।
ধ ভগপক্ষ।
দ ভগলিঙ্গ।
ত যোনি বা স্ত্রীন্দ্রিয় বিবর।
গ।গ জরায়ু বা গর্ভশয্যা।
য ডিম্বকোষ।
ট মূত্র নাড়ী।
ছ বস্তি বা মূত্রাশয়।
প ঋজু নিম্নান্ত্র।
ঠ উপস্থিকাস্থি সন্ধি।
ব প্রশস্তরজ্জু।

রূপণ করিলে নিষিক্ত বীর্য্য সফল হয়। সম্যক্ প্রকারে কৃষ্ট, তোয়সিক্ত, উপযুক্ত গুণসম্পন্ন ক্ষেত্রে যথা সময়ে নির্দোষ বীজ রূপন করিয়া পালন করিলে যেমন তাহা হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়; সেই রূপ অদোষ যোনিতে যোগ্যাবসরে অদোষ শুক্র আহিত হইলে উহা গর্ভ রূপে পরিণত হইয়া থাকে।

রতিক্রিয়া দ্বারা পুরুষের বীর্য্য স্খলিত হইয়া অতিবেগে প্রথমতঃ নারীর জরায়ুকে প্রবেশ করে। অনন্তর তথা হইতে ডিম্বাশয়ে গমন করিয়া রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। অনন্তর ডিম্ব ও শুক্র একীভূত হইয়া জরায়ুকে উপস্থিত ও একটী আবরণী দ্বারা আবৃত হইয়া নিরন্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। জীব প্রথমতঃ নারীর জরায়ুতে বিন্দু তুল্য হইয়া অবস্থিতি করে। মাসান্তে কুলের আঁটির ন্যায় ও তৎপরে চতুরস্রাকার হয়। ত্রিপক্ষান্তে উহা দ্বিখণ্ডিত মটরের ন্যায় হইয়া থাকে। দুই মাসের পরে মুখমণ্ডল রচিত হয় কিন্তু চক্ষুঃ মুদ্রিত থাকে। তিন মাসে ভ্রূণের সমুদায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্ফুটতর হয় ইহার পর ষষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত ক্রমাগত বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং এই সময়েই শিশু উদর মধ্যে স্পন্দিত হয় ছয় মাসের পর কেশোৎপত্তি হয় এবং সপ্তম মাসে চক্ষুঃ ফোটে। অষ্টম মাসে ভ্রূণ তির্য্যক্ রূপে অবস্থিতি প্রাপ্ত হয়। নবম মাসে মস্তক অধোদিকে ও চরণদ্বয় ঊর্দ্ধে করিয়া নিঃসরণোন্মুখ হয়। এই রূপে শিশু নয় মাস নয় দিন গর্ভে বাস করিয়া দশম মাসে প্রকৃতি বলে ভূপতিত হইয়া থাকে।

১১ চিত্র।